দৈনিক

দৈনিক।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু

কর্ত্তৃক

দৈনিক ধর্ম্ম সাধনের সাহায্যার্থ

সঙ্কলিত।

প্রথম অর্দ্ধাংশ।

সংবৎ ১৯৫৬।

ভূমিকা।

ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে আত্মার ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য বিবিধ স্থান হইতে সাধুজনের উক্তি ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই সকল উক্তি বহুবর্ষ অবধি দৈনিক উপাসনার প্রাক্কালে পাঠ ও চিন্তা করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি। তাহাই দৈনিক লিপি আকারে প্রকাশিত হইল। এই সকল উক্তি ও উপদেশ কোন দিন এই আকারে প্রকাশ করিব পূর্ব্বে এরূপ কল্পনা ছিলনা, সুতরাং কোথা হইতে কোন্ উক্তিটী গ্রহণ করিয়াছি তাহা সকল স্থলে স্মরণ নাই। তত্ত্বকৌমুদী, শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঋগ্বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ তৎসম্পাদিত হিন্দু শাস্ত্র, মার্কাস অরিলিয়স্ ইপিক্টেটাস, কংফুসের উপদেশ তাপসমালা, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান প্রধানতঃ এই সকল গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া যদি কোন ক্ষুধিত আত্মা তৃপ্তিলাভ করেন, সকল শ্রম সার্থক হইবে।

বিজ্ঞাপন

দৈনিক জীবনে ধর্ম্মসাধন আমাদের দেশে নূতন কথা নহে। কিন্তু দৈনিক জীবনে ঈশ্বরোপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করা নূতন। এই কার্য্য যে কিরূপ কঠিন তাহা আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। বর্ত্তমান শিক্ষা, বর্ত্তমান সভ্যতার গতি, বর্ত্তমান সময়ে লোকের চিন্তা ও কার্য্যের বাহুল্য, সকলই যেন ইহার পথে বিঘ্ন স্বরূপ। অথচ এরূপে ঈশ্বরোপাসনাকে দৈনিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত না করিলে ইহা গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। দৈনিক জীবনে যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে অনেক সময়ে মনকে উপাসনার অনুকূল অবস্থাতে আনিবার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অপরাপর সহায়ের মধ্যে সাধুজনের চরিত বা উক্তির আলোচনা একটী প্রধান সহায়। সুতরাং আমার আশা হয়, যে এই গ্রন্থখানির দ্বারা অনেকের দৈনিক ধর্ম্ম সাধনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহার অনেক বচন পাঠ করিয়া আমি নিজে উপকৃত হইয়াছি বলিয়া এরূপ আশা করিতেছি।

প্রায় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, এই বচন গুলি সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। তখন এগুলিকে মুদ্রিত করিবার সংকল্প ছিল না। পরে গ্রন্থকর্ত্রী আমার অনুরোধে অনিচ্ছা ক্রমে এগুলিকে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইহার জন্য তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থ পাঠেই জানা যাইবে। এজন্য তিনি ধর্ম্মসাধনার্থী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

দৈনিক।

১লা বৈশাখ।

বরষ নূতন বেশে প্রভু হে তোমার,
দাঁড়াইয়া চরণের পাশে ;
সেই ত জগৎ আছে নূতনতা তার
বর্ষে বর্ষে কোথা হ'তে আসে ?

যে বসন্ত গিয়াছিল আসিয়াছে ফিরে
লয়ে ফুল কিসলয় ভার ;
অতীতে যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পিয়াছে ধীরে
নিবেদন করেনাকো আর।

আঁচল ভরিয়া ধরা নব উপহার
শ্রীচরণে করিছে অর্পণ ;
আমি খুঁজে খুঁজে এনু সর্ব্বস্ব আমারি,
সকলি, সকলি, পুরাতন।

সেই পুরাতন ব্যথা সেই অশ্রুজল,
সেই মোর সকরুণ গান ;
সেই তো সংকল্প শত, প্রতিজ্ঞা দুর্ব্বল
সেই ক্ষত বিক্ষত পরাণ।

একটী প্রার্থনা মোর আছে গো নূতন
সে প্রার্থনা আপনি পূরাও,
দুঃখ আছে ; দুঃখ সাথী হোক আজীবন
নব বর্ষে নব দুঃখ দাও।

মিছাই যুঝিব কেন ? লভিয়া বিজয়
নব রণে অবতীর্ণ হ'ব ;
ব্যথা পাই ক্ষতি নাই ; মরণে কি ভয় ?
পরাজয় লাজ মাহি সব।

এক শত্রু বিনাশিতে আয়ু কেন যায় ?
যুঝি যুঝি হ'ব অগ্রসর ;
রুধিরাক্ত তনুখানি রাজা, তব পায়
আনি দিব প্রত্যেক বছর।

নব অস্ত্রলেখা বুকে দেখিবে অঙ্কিত,
নব আনন্দের ভরে নব অশ্রুধার ;
নব বর্ষে ক্ষীণকণ্ঠে গাব নব গীত—
জীবন তোমারে দিব নব উপহার।

২রা বৈশাখ

যে ব্যক্তি জীবনের জন্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেন তিনি ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারেন; যিনি ঈশ্বরের জন্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেন তিনি ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকেন।

❀ ❀ ❀ ❀

যে সকল নদীর স্রোতে স্বর্ণরেণু ভাসিয়া যায় তথায় অনেক বালক বালিকা, যুবক বৃদ্ধ সেই সকল রেণু সংগ্রহে যত্ন করিয়া থাকে; কিন্তু জীবনের খরস্রোতে কত স্বর্ণরেণু আমাদের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যায়, আমরা শুদ্ধ চক্ষের দেখাতেই তৃপ্ত হইয়া সেই গুলিকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করি না। প্রিয় ভাই, প্রিয় ভগিনি, জীবনের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তোমারই চক্ষের সমক্ষে এইরূপ কত স্বর্ণরেণু বহিয়া গিয়াছে, তুমি তাহা হস্তগত করিতে চেষ্টা কর নাই। যখন প্রকৃতির হাস্যছটায় বিমোহিত প্রাণে সেই পরম সুন্দর দেবতার স্বরূপ জাগরিত হয়, অথবা যখন তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রাণ গম্ভীরভাবে পূর্ণ হয় এবং সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখনকার সেই ভাবগুলি যদি স্থায়ীরূপে হৃদয়ে মুদ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে সেই স্বর্ণরেণুর সাহায্যে আমাদের আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য কি অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইত না?

৩রা বৈশাখ।

আমরা যেরূপ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিয়াছি সেইরূপই হইয়াছি; আমাদের জীবন আমাদের চিন্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং চিন্তা দ্বারাই গঠিত। যে ব্যক্তি অসাধু চিন্তা হৃদয়ে লইয়া কথা কহে, কি কার্য্য করে, দুঃখ অব্যর্থভাবে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়;—যেমন শকটচক্র শকটবাহী বলীবর্দ্দের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকে।

আমরা যেরূপ চিন্তা করি সেইরূপই হইয়া থাকি। আমাদের জীবন আমাদের চিন্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ও চিন্তা দ্বারাই গঠিত। ছায়া যেমন মানবকে অনুসরণ করে, তেমনি সাধু চিন্তাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া যিনি কথা কহেন বা কার্য্য করেন, সুখ তাঁহাকে নিশ্চিতরূপে অনুসরণ করে।

অমুক আমাকে গালি দিয়াছে, অমুক আমাকে মারিয়াছে, অমুক আমাকে পরাভব করিয়াছে, অমুক আমার দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে এরূপ চিন্তা যাহারা হৃদয়ে পোষণ করে, বিদ্বেষ তাহাদের হৃদয়কে কখনই পরিত্যাগ করিবে না।

অমুক আমাকে গালি দিয়াছে, অমুক আমাকে মারিয়াছে, অমুক আমাকে পরাভব করিয়াছে, অমুক আমার দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে, এরূপ চিন্তা যাহারা হৃদয়ে পোষণ না করে, বিদ্বেষ তাহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে। কারণ ইহা প্রাচীন কাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ, যে বিদ্বেষ দ্বারা বিদ্বেষের শান্তি হয় না কিন্তু প্রেমের দ্বারাই বিদ্বেষের শান্তি হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম শাস্ত্রে নাই মানবজীবনে।

কার্য্যতেই মানুষ বড় হয়, কার্য্যতেই মানুষের সর্ব্বনাশ হয়। ধীরে ধীরে অলক্ষিতে মানুষ হয় স্বর্গ না হয় নরকের দিকে যাইতেছে। এইরূপে চলিতে চলিতে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যখন হয় পাপ না হয় পুণ্য করিতে ক্লেশ হয়। তখনই মানুষ চমকিত হইয়া ভাবে "এ কি, কোথায় আসিলাম!" কখন পাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই। অবনতির দিকে প্রথম পাদবিক্ষেপ মানুষ বুঝিতে পারে না; ঐ যে হিমাচল-শৃঙ্গ চিরতুহিনাবৃত স্তূপে স্তূপে তুষাররাশি সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণে শোভমান, উহা বিন্দু বিন্দু জলের সহযোগেই উৎপন্ন হইয়াছে, উহার প্রথম বিন্দুকে লক্ষ্য করিয়াছিল? অথচ আজ উহার নিকটে যাইতে ভয় হয়, পাছে আমার মস্তকে পতিত হইয়া আমাকে চূর্ণ করে। কেন পাপ করিলাম, কিসে পাপকে আমার অন্তরে প্রবেশাধিকার দিল, ইহার বিষয় চিন্তা করিলেও দেখা যায়, প্রথম পাদক্ষেপ লক্ষ্য করি নাই। হয়ত কোনও পাপপূর্ণ পরিহাস বাক্যে হাস্য করিয়াছিলাম, হয়ত মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ এমন স্থানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম যেখানে বিবেক নিষেধ করিয়াছিল, হয়ত কঠিন বোধে একদিন উপাসনা করি নাই, এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, এই সকল কার্য্য ঘনীভূত হইতে লাগিল। তখন বিবেকের "সাবধান সাবধান" শব্দ আর শোনা গেল না। আরও এক সপ্তাহ এইরূপে গেল, ফল কি ফলিল অনুভব কর। হায়! হায়! তাহা কি বিবরণ যোগ্য?

৫ই বৈশাখ।

মানুষ আপনি আপনার প্রভু ; অন্য কে প্রভু হইতে পারে ? যে ব্যক্তি আপনাকে আপনার শাসনাধীনে রাখিয়াছে তাহার ন্যায় প্রভু পাওয়া দুর্ঘট।

❀ ❀ ❀ ❀

মানুষ নিজে অসদাচরণ করে এবং নিজদোষেই ক্লেশ পায়, পাপ পরিহার করিতে হইলে নিজেই করে এবং পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে নিজের যত্নেই করে। পবিত্রতা বা অপবিত্রতা নিজেরই কার্য্যের ফল। এক ব্যক্তি অপরকে পবিত্র করিতে পারে না।

অপরের কর্ত্তব্য অতি মহৎ হইলেও মানুষ যেন আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায় না; মানুষ যেন স্বকর্ত্তব্য দেখিয়া লইয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহাতেই লগ্ন থাকে।

মানুষ যদি অপরের দোষ চিন্তা করে ও সর্ব্বদা তজ্জনিত মানসিক উত্তেজনায় বাস করে, তদ্দ্বারা তাহার কুপ্রবৃত্তিকুল বিনষ্ট না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

যিনি রিপু দমন করিতে অশক্ত, তাঁহার জটাধারণ, সমল বাস বা উপবাস, ভূমিশয্যা বা ধূলিলেপন বা নিশ্চলভাবে উপবেশন, এ সমস্তই বৃথা—এ সমস্ত সাধনায় তাঁহাকে পবিত্র করে না।

৬ই বৈশাখ।

যে নিরন্তর আপনার রিপুর অধীনে থাকে সেই দাস।

বাশল (দাস) কে ?

যে ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ, পরনিন্দক, অন্যের সদ্‌গুণ-দ্বেষী ও ধর্ম্মের অবমাননাকারী তাহাকে বাশল বলিয়া জান। যে ব্যক্তি সক্ষম হইয়াও দুর্ব্বল বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণপোষণ করেনা তাহাকে বাশল বলিয়া জান।

যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করিয়া মনে করে, যে ইহা কেহ না জানুক এবং যে ছদ্মবেশী তাহাকে বাশল বলিয়া জান। যে ব্যক্তি অজ্ঞ হইয়াও আত্মাভিমানের বশীভূত হইয়া আপনাকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ও অন্যের মহত্ত্ব খর্ব্ব করিতে চায় তাহাকে বাশল বলিয়া জান।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে ? যিনি কথা কহিবার পূর্ব্বে কার্য্য করেন পরে স্বকৃত কার্য্য অনুসারে কথা বলেন।

যিনি পৃথিবীর কোন বস্তুর সপক্ষে বা বিপক্ষে আপনার মনকে চালিত না করিয়া চিরদিন কেবল ন্যায়ের অনুসরণ করেন।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করেন, কিন্তু নিকৃষ্ট ব্যক্তি সুখের কথা চিন্তা করেন। ন্যায়ের অনুসরণের দিকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দৃষ্টি থাকে, কিন্তু কিরূপে অন্যের কৃপালাভ করিবে নিকৃষ্ট ব্যক্তি তাহাই চিন্তা করে।

৭ই বৈশাখ।

চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যাবলীতেই প্রকাশ পায়।

❀ ❀ ❀ ❀

মানুষ একদিনেই সবল হয় না; কিম্বা একদিনেই দুর্ব্বল হয় না; প্রত্যহ সামান্য সামান্য বস্তু আহার করিয়া জীবন ধারণ করে এবং তদ্দ্বারাই তাহার বল বৃদ্ধি হয়। সেইরূপে তুমিও প্রতিদিন যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সাধন কর তদ্দ্বারাই তোমার আত্মা বলশালী হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাবোধে কর্ত্তব্য পালনের ন্যায় মানব আত্মাকে দৃঢ় ও বলশালী করিবার দ্বিতীয় উপায় আর নাই। মানুষ সচরাচর একটী ভ্রমে পড়ে; নিজ চরিত্রের মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য বড় বড় কার্য্যের অপেক্ষা করে; কিন্তু আমাদের সামান্য সামান্য কার্য্যই যে সতত আমাদের আত্মার উন্নতি বা অবনতির কারণ হইতেছে তাহা আমাদের মনে থাকে না। কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্মকে কখনই ক্ষুদ্র মনে করিও না; সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য করিয়াই আত্মার জীবন রক্ষা হয়।

❀ ❀ ❀ ❀

সত্য কথা কহ; ক্রোধ ত্যাগ কর; দানশীল হও; এই তিন উপায়ে দেব সন্নিধানে যাইবে।

পাপ পরিহার পরোপকার সাধন ও নিজের মন পবিত্র করণ বুদ্ধের এই উপদেশ ও ধর্ম্ম।

✲ ✳ ✲

৮ই বৈশাখ।

কেশগুচ্ছ ধারণ বা আভিজাত্যের দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সত্য ও সাধুতার অনুসরণে রত, তিনিই ধন্য, তিনিই ব্রাহ্মণ।

হে মূর্খ, তোমার মস্তকে জটাভার বহনে ফল কি ? ছাগচর্ম্মে দেহ আবরণেই বা প্রয়োজন কি ? তোমার অন্তরে প্রবল লালসা বিদ্যমান, তুমি কেবল বাহিরটা পরিষ্কার রাখিতেছ।

তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি যিনি নির্দ্দোষ হইয়াও অম্লানচিত্তে তিরস্কার, গঞ্জনা ও প্রহার সহ্য করেন; সহিষ্ণুতাই যাঁহার শক্তি এবং মানসিক বলই যাঁহার সৈন্যদল।

যিনি সুপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াও স্থৈর্য্য অবলম্বন করেন, যিনি ধীর, নিরুদ্বেগ, সংযতমনা ও সংযতরিপু; যিনি পরনিন্দা করেন না, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু।

৯ই বৈশাখ।

—∞—

আপনাকে বশে রাখ পৃথিবী তোমার বশে থাকিবে।

❀ ❀ ❀ ❀

বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তী নগরের সন্নিকটস্থ জেতবন নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন তখন একদিন একজন ধনী গৃহস্থ তাঁহার নিকটে আসিল এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিল, "জগতের বন্দনীয় গুরো, আমি যখন উপাসনা বা কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই তখন কোন না কোন স্বার্থ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া আমার চিত্তকে চঞ্চল করে ও চিত্তের শান্তি হরণ করে। আপনি কৃপা করিয়া ইহার উপায় নির্দ্দেশ করুন।" শাক্যসিংহ তাহাকে বসিতে আদেশ করিলেন এবং তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন সে ব্যক্তি পুনরায় চরণে প্রণত হইয়া বলিল, যে ভূতপূর্ব্ব রাজার অধিকার কালে সে ব্যক্তি তাঁহার হাতীর মাহুত ছিল। শাক্যসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে হাতীর মাহুত ছিলে, তাহাকে কিরূপে বশ করিতে?" সে ব্যক্তি বলিল, "তিন প্রকারে হাতী বশ করিতাম; প্রথম অনাহারে রাখিয়া; দ্বিতীয় প্রকাণ্ড দণ্ডের আঘাত দ্বারা; তৃতীয় লৌহময় অঙ্কুশের আঘাত দ্বারা।" বুদ্ধ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এই তিন উপায়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ?"

১০ই বৈশাখ।

তোমার রিপুকে শাসন কর নতুবা তাহারা তোমায় শাসন করিবে।

❀ ❀ ❀ ❀

গৃহস্থ উত্তর করিল, "অঙ্কুশটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ ইহার আঘাতে হাতী এমন কাতর হয়, যে ইহার ভয়ে রাজাকে পৃষ্ঠে তুলিবার জন্য শয়ন করিতে বলিলে তৎক্ষণাৎ শয়ন করে এবং ইহারই ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়।" বুদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা ব্যতীত হাতী বশ করিবার অন্য উপায় জান কি না?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "না।" তখন বুদ্ধ বলিলেন, "যেরূপে হাতী বশ করিয়াছ সেইরূপ আপনাকে বশ করিবে।" সে ব্যক্তি বলিল, "গুরো, ইহার ভাবার্থ স্পষ্ট করিয়া বলুন।" তখন বুদ্ধ বলিলেন, "হে হস্তীচালক, তিন উপায়ে প্রত্যেক মানব আপনাকে বশীভূত করিতে পারে। প্রথম আত্মসংযম, দ্বিতীয় জীবে প্রেম, তৃতীয় বিমল তত্ত্বজ্ঞান।" এই বলিয়া বুদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "হস্তীকে ধরিয়া রাখা ও পোষমানান যেমন দুষ্কর এবং বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিলে সে যেমন একগ্রাসও আহার করিতে চায় না, কেবল পলাইতে চায়, সেইরূপ আমার এই মন অসংযত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ভাল বাসিত, কিন্তু আমি এখন ইহাকে জয় করিয়াছি এবং মাহুত যেমন অঙ্কুশের দ্বারা হাতীকে চালায় আমিও সেইরূপ মনকে চালাইতে পারি।"

২১ই বৈশাখ।

সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কে? যিনি আপনার রিপুকুলকে সংযত করিতে পারেন।

❀ ❀ ❀ ❀

শাক্যকুমার রাহুল যখন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পিতার অনুগামী হইলেন তাহার পরেও অনেক দিন তাঁহার জীবন বিশৃঙ্খল ও তাঁহার রসনা অশাসিত ছিল, তিনি কথা কহিবার সময় সত্য মিথ্যা বিচার করিতেন না। একদা বুদ্ধ তাঁহাকে কোন এক বিহারে গিয়া নির্জ্জনে বাস, রসনা সংযম অভ্যাস ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে দিন যাপন করিতে বলিলেন। রাহুল কিয়ৎকাল সেইভাবে দিন যাপন করিতেছেন এমন সময়ে এক দিন বুদ্ধ তাঁহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেই বিহারে আগমন করিলেন। পিতাকে দেখিবামাত্র রাহুল আনন্দিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। বুদ্ধ আসন পরিগ্রহ করিয়া রাহুলকে এক পাত্র জল আনিতে আদেশ করিলেন, জলপূর্ণ পাত্র আনীত হইলে তিনি রাহুলকে বলিলেন, "আমার পদদ্বয় ধৌত কর।" রাহুল তাহাই করিলেন। অনন্তর বুদ্ধ রাহুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে জলে আমার চরণ ধৌত করিয়াছ, তাহা আর পানের উপযুক্ত আছে কি না?" রাহুল বলিলেন, "নাই, কারণ এই জল ধূলি শ্রিত হইয়া কলুষিত হইয়াছে।"

১২ই বৈশাখ।

আত্মসংযমের ন্যায় প্রভুত্বের সুখ নাই।

তখন বুদ্ধ বলিলেন, "তোমার দশাও এই প্রকার। পরিষ্কার জল যেমন ধূলি সংযোগে কলুষিত হইয়াছে সেইরূপ তুমিও মিথ্যাবাদিতার জন্য কলুষিত হইয়াছ। তুমি আর এখন কোন কার্য্যের উপযুক্ত নও।"

এই কথা শুনিয়া রাহুল অতিশয় লজ্জিত হইলেন; তখন বুদ্ধ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"শ্রবণ কর, আমি তোমাকে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশ দিতেছি; পুরাকালে একজন রাজার এক বৃহৎ ও বলিষ্ঠ হস্তী ছিল। রাজা একদা যুদ্ধযাত্রা করিলেন, হস্তিচালক হস্তিকে সজ্জিত করিয়া রণক্ষেত্রে লইয়া গেল এবং তাহাকে শুণ্ডটী গুটাইয়া রাখিতে আদেশ করিল, কারণ শুণ্ডের মধ্যভাগে আঘাত লাগিলেই তাহার জীবনের আশঙ্কা; কিন্তু মূর্খ হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে শুণ্ড বাড়াইয়া একখানি তরবারী ধরিবার চেষ্টা করিল। ইহাতে হস্তির চালক রাজাকে কহিল, যে আর তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদবধি আর তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে না লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল।" এই দৃষ্টান্ত দিয়া বুদ্ধ কহিলেন, "হে রাহুল! যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তির পক্ষে শুণ্ডটী সংযত রাখিয়া জীবনরক্ষা যেরূপ প্রয়োজন, যতীদিগের পক্ষে রসনা সংযত রাখাও সেইরূপ প্রয়োজন, নতুবা তাহাকে কোনও গুরুতর কার্য্যে প্রেরণ করা যায় না।"

১৩ই বৈশাখ।

শরীরকে দেবমন্দিরের ন্যায় রাখ। ইন্দ্রিয় সংযম কর, অপবিত্র চিন্তা পরিহার কর, তাহা হইলেই তুমি বিশ্বাস চক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারিবে। তাঁহাকে যখন জানি তখন আপনাকেও জানি।

❀ ❀ ❀ ❀

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, দরিদ্র হইয়া দানশীল হওয়া কঠিন; ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া কঠিন; বাঞ্ছনীয় পদার্থ দেখিয়া তাহা লাভ করিবার বাসনা হইতে বিরত হওয়া কঠিন; অবমানিত হইয়া ক্রোধসংবরণ করা কঠিন; পার্থিব সম্পদে বেষ্টিত হইয়া আসক্তিশূন্য হওয়া কঠিন; সিদ্ধকাম হইয়া উল্লাসে উন্মত্ত না হওয়া কঠিন; জীবন আর মতকে এক করা কঠিন।

যে ব্যক্তি মনে করে, যে আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান আমাকে নরকাগ্নি হইতে রক্ষা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবে, সে বিপদ শূন্য নহে; কিন্তু যিনি ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়াছেন ঈশ্বর তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন।

১৪ই বৈশাখ।

রিপুকে সমূলে নির্ম্মূল না করিয়া তাহার কামনাকে চরিতার্থ করিতে গিয়া কে কবে সুখী হইয়াছে ?

❀ ❀ ❀ ❀

পতিব্রতা কহিলেন, "হে ..., ক্রোধ মনুষ্যের শরীরস্থ শত্রু। ক্রোধ ও তজ্জনিত মোহকে যিনি পরিহার করিতে পারেন দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি সত্যকথন দ্বারা গুরুজনের সন্তোষ সাধন করেন, যিনি অপকারীর অপকার করেন না, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন ; যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি ধর্ম্মপরায়ণ, যিনি স্বাধ্যায় নিরত, যিনি শুদ্ধাচার এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে ধর্ম্মজ্ঞ ও মনস্বী ব্যক্তির নিকট লোক আত্ম সমান, যিনি ধর্ম্মনিয়মানুসারে আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী, বদান্য, অধ্যয়নশীল, স্বাধ্যায়বান ও বিনয়ী তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।"

১৫ই বৈশাখ।

একজন সংগ্রামে সহস্র সহস্র লোককে জয় করেন, অপর ব্যক্তি আপনাকে সংযত করেন, শেষোক্ত ব্যক্তিই বিজেতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

❀ ❀ ❀ ❀

শুক্র কহিলেন, "হে দেবযানি, যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই পৃথিবী তাঁহারই অধীন। সাধুরা অশ্বরশ্মি-গ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন তাঁহাকেই যথার্থ সারথি বলিয়া থাকেন। যিনি উদ্দীপ্ত ক্রোধানলে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবর জঙ্গমময় জগৎ তাঁহারই জয় করা হয়। সর্প যেমন নির্ম্মোক ত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ ত্যাগ করিতে পারেন পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন, যিনি ক্রোধাবেগ সংবরণপূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা সেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন আর যিনি কখনই কাহারও উপরে ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।"

১৬ই বৈশাখ ।৹

যিনি জ্ঞানবান এবং স্ববশচিত্ত তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশে থাকে।

❀ ❀ ❀ ❀

অতি কঠোর বাক্য পুরুষের মর্ম্ম, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কদাচ অতি কর্কশ ও মর্ম্মভেদী বাক্য ব্যবহার করিবেন না। যে মর্ম্মোপঘাতী, অতি পরুষ বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, সেই লক্ষ্মীহীন মানবের মুখমণ্ডলে সকল লোকের অমঙ্গল বা মৃত্যু নিরন্তর বাস করিয়া থাকে।

কেহ কটূক্তি করিলে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে না। আহত হইলে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা আঘাত করিবে না। যিনি হন্তাকে সংহার করিবার অভিলাষ না করেন তিনি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রথমতঃ অসম্বদ্ধ বাক্য অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, দ্বিতীয়তঃ সত্য বাক্য, তৃতীয়তঃ প্রিয়বাক্য, চতুর্থতঃ ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রেয়স্কর।

১৭ই বৈশাখ।

মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু; আপনিই আপনার কৃত ও অকৃত কার্য্যের সাক্ষীস্বরূপ।

❀ ❀ ❀ ❀

ক্রোধকে যিনি দমন করিয়াছেন, কর্ত্তব্যে যাঁহার দৃঢ়মতি, ধর্ম্মে যাঁহার নিষ্ঠা, দুর্ব্বলতা হইতে যিনি মুক্ত, আপনাকে যিনি দমন করিয়াছেন, সত্যকথন যাঁহার অভ্যাস, যাঁহার ভাষা সদুপদেশপূর্ণ এবং কর্কশ নহে, যিনি লোককে ক্লেশ দেননা, তাঁহাকেই মানুষ বলি।

যাঁহার জ্ঞান গভীর, যিনি সুধী, যিনি সত্যপথ জানেন, যিনি অনুদারের প্রতি উদার, অসহিষ্ণুর প্রতি সহিষ্ণু, ক্রুদ্ধদিগের মধ্যে অক্রোধী, দোষপ্রদর্শকের প্রতি বিনীত, তাঁহাকেই মানুষ বলি।

তুমি সুখ চাহিও না, ঈশ্বর তোমাকে সুখ দিবেন; তুমি গৌরব চাহিও না, ঈশ্বর তোমাকে গৌরবান্বিত করিবেন; তুমি লোকের প্রীতি চাহিও না, তিনি লোককে ডাকিয়া তোমাকে প্রীতি করিতে বলিবেন।

তুমি কেবল সৎ হইতে চাও। তুমি কেবল বিবেকের অনুসরণ কর। তুমি কেবল আপনাকে শাসন কর। তুমি কেবল একান্ত মনে পরমেশ্বরের উপর আপনার প্রীতি স্থাপন কর।

১৮ই বৈশাখ।

মানুষ বাহির দেখে, পরমেশ্বর ভিতর দেখেন। মানুষ কার্য্য দেখে, ঈশ্বর অভিপ্রায় দেখেন।

❀ ❀ ❀ ❀

কুকুরের ঘ্রাণশক্তি যেরূপ স্বাভাবিক ও প্রবল, মানুষের অসাধুতা ধরিবার শক্তিও সেইরূপ। অতএব ঈশ্বরের রাজ্যে কাহারও প্রবঞ্চনা করিবার আশা নাই। অন্তরে অসাধুতার নরক রাখিয়া বাহিরে জগতকে দীর্ঘকাল প্রবঞ্চিত করা দুরাশামাত্র।

❀ ❀ ❀ ❀

লোকে নিন্দা করিতেছে বলিয়া এত বিরক্ত কেন? যে দোষের জন্য নিন্দিত হইতেছ, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করনা কেন? ধ্রুব বলিয়াছিলেন, "বটে! আমার পিতা আমাকে ক্রোড়ে করিলেন না! আচ্ছা! আমি তপস্যাবলে এমন স্থান প্রাপ্ত হইব, যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই।" প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির এই ভাব। জগত যখন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে তখন তাঁহারা বলেন, "আমি যখন দোষী, তখন ঘৃণাই ত স্বাভাবিক; কিন্তু অপেক্ষা কর, ঐ ব্যাধি দূর করিবার জন্য আমি তপস্যা আরম্ভ করিতেছি, দেখি, অশ্রদ্ধা গিয়া ভক্তির উদয় হয় কিনা?"

১৯শে বৈশাখ।

চন্দন টগর বা বসসিকী পুষ্পের সুগন্ধ হইতেও সুকৃতির আঘ্রাণ অধিক।

❀ ❀ ❀ ❀

প্রেমোন্মত্ত পারস্য কবি সাদি একখণ্ড সুরভি মৃত্তিকা হস্তে লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মৃত্তিকা তুমিত চিরদিন গন্ধবিহীন, তুমি এ সৌরভ কোথায় পাইলে? মৃত্তিকা উত্তর করিল—"মানুষ আমাকে কিছুদিনের জন্য গোলাপের সহবাসে রাখিয়াছিল, আমি মনের আনন্দে সে কয় দিন গোলাপের সুগন্ধ গ্রহণ করিয়াছি। যদিও আমি সামান্য মৃত্তিকা খণ্ড ছিলাম তথাপি গোলাপের গন্ধে আমি এখন সুগন্ধি মৃত্তিকা হইয়াছি, এখন আমারই গন্ধে দিগন্ত আমোদিত হয়।"

মানব, নিজের পাপের দুর্গন্ধতায় কি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ? এই মৃত্তিকা খণ্ডের কথা স্মরণ কর। মৃত্তিকার সহিত কতনা কদর্য্য বস্তু মিশ্রিত ছিল; গোলাপের সহবাসে সেই ঘৃণিত মৃত্তিকাও মানুষের আদরের বস্তু হইয়া গেল। তুমি পাপ করিয়া লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়াছ, তথাপি বিষণ্ন হইও না। ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে, সাধুলোকের সহবাসে, কিছুদিন যাপন কর, যে জীবনের দুর্গন্ধে চারিদিকের লোকে নাসিকায় হস্ত প্রদান করিত, সেই জীবন চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিবে।

২০শে বৈশাখ।

ত্রিবিধ বন্ধুতা উপকারক—ত্রিবিধ বন্ধুতা অপকারক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা, অকপট ব্যক্তির সহিত বন্ধুত এবং জ্ঞানসম্পন্ন বহুদর্শী ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা এই ত্রিবিধ বন্ধুত কল্যাণকর। প্রদর্শন-প্রিয় ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা, কপট সৌজন্যপূর্ণ ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা ও বহুভাষী ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা—এই ত্রিবিধ বন্ধুতা অপকারক। ত্রিবিধ সুখ আছে, যাহার সম্ভোগে কল্যাণ; আবার ত্রিবিধ সুখ আছে, যাহার সম্ভোগে অকল্যাণ। ধর্ম্মবিধি, কলা ও শিল্পের অধ্যয়ন এবং আলোচনায় সুখ, অপরের গুণাবলী কীর্ত্তনে সুখ এবং সর্ব্বোপরি উন্নতচেতা বন্ধুগণের সহবাসের সুখ এই ত্রিবিধ সুখের সম্ভোগে কল্যাণ; অপর দিকে অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবার সুখ, আলস্যের সুখ এবং অপরিমিত পান ভোজনের সুখ এই ত্রিবিধ সুখের সম্ভোগে অকল্যাণ।

মহামনা ব্যক্তি তিনটী পদার্থের উপরে অন্তরের অকপট ভক্তি স্থাপন করিয়া থাকেন, প্রথম তিনি ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধিতে ভক্তি স্থাপন করেন, দ্বিতীয় সাধু মহাত্মাদিগের চরিত্রে ভক্তি স্থাপন করেন, তৃতীয় সাধুগণের উক্তির উপর ভক্তিস্থাপন করেন।

নীচাশয় ব্যক্তি ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধি জানেনা সুতরাং তাহাতে ভক্তিস্থাপন করে না; মহাপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করে ও সাধুগণের উক্তিকে উপহাসের বস্তু মনে করে।
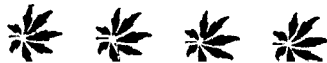
২১শে বৈশাখ।

মুক্ত কে ? যিনি আত্মজয়ী।

বিদ্যা শিক্ষার একটী মহতী উপকারিতা আছে। তাহা কিরূপ যদি জানিতে চাও তবে আপনাকে এই প্রশ্ন কর—আমি এতকাল যে ইতিহাস, কাব্য, বিজ্ঞান বা উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ করিলাম, তাহাতে কি আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী, অধিকতর উৎকৃষ্ট, অধিকতর সুখী হইয়াছি ?

জ্ঞানী—অর্থাৎ পশুবৃত্তির শৃঙ্খল ভেদ করিয়া আত্মসংযম শিখিয়াছি কিনা ? বিরক্তির কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত ভাব ও দুর্ভাগ্য বহনে সাহস লাভ করিয়াছি কিনা ?

উৎকৃষ্ট—অধিকতর ক্ষমাশীল পরের ছিদ্রান্বেষণে অধিকতর বিমুখ অপরের সুখান্বেষণে অধিকতর ব্যগ্র হইয়াছি কিনা ?

সুখী—জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় বিধাতার বিধানে বিরক্ত না হইয়া স্থিরভাবে চারিদিক হইতে সুখ সংগ্রহে তৎপর ও স্বীয় অবস্থার শোভা সম্পাদনে যত্নশীল হইয়াছি কিনা ? ঈশ্বরে অধিকতর বিশ্বাস রাখিয়া জীবনের সুখ দুঃখে তাঁহারই হস্ত দেখিতে শিখিয়াছি কিনা ? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি, না, বলিতে হয় তবে অবিলম্বে হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ কর, তথায় দেখিবে তিনটী পশু ঈশ্বরের অঙ্কুরগুলি নষ্ট করিতেছে—অহঙ্কার, দুরাকাঙ্ক্ষা ও আত্মম্ভরিতা।

২২শে বৈশাখ।

প্রতিজ্ঞা শৈলরাজিকে দ্রব করিতে পারে না, কিন্তু পর্ব্বতদেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে।

যে ব্যক্তি বিবেককে বিনাশ করা অপেক্ষা আপনার সুখ্যাতিকে বিনাশ করিতে ভালবাসেন তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

প্রকৃত সাধু যাঁহারা বিপদের সময়ে তাঁহাদের চরিত্রের যথার্থ মহত্ত্ব ও বিশ্বাসের তেজ দেখিতে পাওয়া যায়।

যিনি ধার্ম্মিক তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর দণ্ডায়মান; কেবল তাহা নহে, সেই ইচ্ছার উপরে তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি।

একবার একজন প্রেমিক পুরুষ ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন "হে প্রভু, মনকে নিযুক্ত রাখিবার জন্য প্রত্যহ একটুকু কাজ দিও; আত্মাকে উন্নত ও পবিত্র করিবার জন্য প্রত্যহ একটুকু ক্লেশ দিও; অন্তরকে শান্ত করিবার জন্য প্রত্যহ একটুকু সুফল দিও।"

যিনি আপনার উপর অখণ্ড প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, যিনি আপনার বাসনা ও রিপুকুলের উপর কঠোর শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, মানব কুলে তিনিই রাজা।

২৩শে বৈশাখ।

তোমার স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় পূর্ণ হও।

❀ ❀ ❀ ❀

যে জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা অবাধে কার্য্য করিতে পায়, তাহা ধর্ম্মজীবন।

ধার্ম্মিকের একই আকাঙ্ক্ষা কিরূপে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইব। কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণের পূর্ব্বে মৃত্তিকা প্রস্তত করে অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক ইষ্টক, কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি সকল প্রকার প্রতিবন্ধক দূর করে, যেন আকার দিবার সময় তাহার অঙ্গুলি বাধা প্রাপ্ত না হয়। ধার্ম্মিকের শুদ্ধ এই প্রার্থনা, কিসে ঈশ্বরের অঙ্গুলি এ হৃদয়ে বাধা না পাইবে।

সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইব, এই আকাঙ্ক্ষা জ্বলন্ত অগ্নির সমান যাঁহার অস্থিতে অস্থিতে জ্বলিতেছে, তিনিই ঈশ্বরে জীবিত।

এরূপ ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষতিলাভ গণনাপরতন্ত্র ও সুখদুঃখময় এই জগতের উপরে নয়। "অগ্রে আমার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক ; তৎপরে জগত্ থাকে থাক্ যায় যাক্।" প্রেমিক সাধু চিরদিন এই বলিয়াছেন।

❀ ❀ ❀ ❀

যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্মুখে আপনার ইচ্ছা ও বাসনা বলি দিয়া তাঁহাকে সার করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

২৪শে বৈশাখ।

প্রতি দিনই আমাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বলীয়ান হইতে হইবে; আত্মজিজ্ঞাসা করিয়া গূঢ়পাপ সকল দূর করিতে হইবে; সংসারের সহিত অনুক্ষণ সংগ্রাম করিতে হইবে; প্রীতি ও সাধুভাব প্রত্যহ অর্জ্জন করিতে হইবে।

সাদি বলিয়াছেন একদিন রাত্রিতে মক্কার নিকটস্থ কোনও প্রান্তরে আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার মস্তক অবনত হইয়া পড়িল; আমি উষ্ট্রচালককে বলিলাম, তুমি আমার নিদ্রার বাধা দিও না, উষ্ট্র ক্লান্ত হইয়া পড়িল, দুর্ব্বল মানুষ আর কত ক্ষণ স্ববশ থাকিতে পারে? উষ্ট্রচালক উত্তর করিল, ভাই, সম্মুখে মক্কা, পশ্চাতে দস্যুদল, যদি কিছুক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিতে পার, তবে রক্ষা পাইলে; আর যদি নিদ্রা যাও, তবে মৃত্যু নিশ্চিত। এই জ্যোৎস্না রাত্রিতে মৃদু সমীরণে সৌরভময় বৃক্ষতলে শয়ন করা বড় সুখের, কিন্তু এই সুখের মূল্য তোমার জীবন।

এই আখ্যয়িকার প্রকৃত মর্ম্ম এই, যে স্বর্গের দিকে যাইতে যদি আমরা সংসার প্রান্তরে মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ি, তবে মৃত্যু নিশ্চিত। সম্পদ বৃক্ষতলে বিষয়ের সুমন্দ সমীরণে নিদ্রা যাওয়া বড় সুখের, কিন্তু এই সুখের মূল্য আমাদের প্রাণ।

২৫শে বৈশাখ।

সাধুতার প্রতি অটল অনুরাগ, পাপের প্রতি জীবন্ত ঘৃণা, ইহাই চরিত্রের মহত্ত্ব।

❀ ❀ ❀ ❀

প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি অনেক কষ্টে ও অনেক বিলম্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের চরিত্র, আমাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের সমষ্টির ফল মাত্র; অতএব এই তিনটীকেই নিয়মিত ও সুপরিচালিত করিবে। কেবল সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসে চরিত্র গঠিত হয়না। ইচ্ছার বল চাই, আত্ম-ত্যাগের ক্ষমতা চাই ও অসীম অধ্যবসায় চাই। তদ্ব্যতীত চরিত্র উন্নত করা যায় না।

কাশীতীর্থে যাইবে কেন বল? সেখানকার পবিত্র বাপীর জন্য কেনই বা উন্মনা হও? পাপে যাহার রুচি এবং পাপই যাহার কার্য্য, সে কিরূপে সত্য কাশীতে গমন করিবে? যদি আমরা বনে ভ্রমণ করি, তাহাতে ফল কি? বনে পবিত্রতা নাই। পবিত্রতা, আকাশে নাই, প্রস্তরে নাই, তীর্থেও নাই, নদীসঙ্গমেও নাই। তোমার শরীর মনকে পবিত্র কর তাহা হইলেই তুমি রাজরাজেশ্বরের দর্শন পাইবে।

২৬শে বৈশাখ।

সাধুর প্রতি পদক্ষেপ ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয় এবং তিনি তাঁহার পথে থাকিয়া আনন্দ পান।

❀ ❀ ❀ ❀

যে সকল দুর্ব্বলতা বশতঃ ঈশ্বরের সম্মুখীন হইতে পারিতেছনা, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সে সমুদয় দূর করিতে চেষ্টা কর, প্রাণের নিগূঢ় ব্যাধি দূর করিতে অনবরত প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই সফল-মনোরথ হইতে পারিবে। আধ্যাত্মিক জগতের এমনই সুন্দর নিয়ম, যে যদি তুমি একবার একটী পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার, দেখিবে, তুমি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছ।

মানুষের প্রশংসায় সাধুর পবিত্রতা বৃদ্ধি হয়না; তাহার নিন্দায় অপরাধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়না। তুমি যদি বুঝিতে পার তুমি বাস্তবিক কি, তাহা হইলে মানুষের কথায় কর্ণপাত করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবেনা।

❀ ❀ ❀ ❀

ঈশ্বরের অধীন হওয়াতেই আত্মার আনন্দ; তাঁহার সেবক হওয়াতেই তাহার মহত্ব। সকল অপেক্ষা তাহার উচ্চ অধিকার এই, যে সে তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার পূজা করিবার ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার অধিকারী হইয়াছে।

২৭শে বৈশাখ।

পবিত্র হৃদয়েরা ধন্য ; কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন।

মথুরা নগরে বাসবদত্তা নামে এক পরমাসুন্দরী পতিতা নারী বাস করিত। ইন্দ্রিয়সেবা তাহার পাপজীবনের উদ্দেশ্য ছিল, সে তদ্ব্যতীত আর কিছু জানিত না, আর কিছু চাহিত না।

একদিন সে দেখিতে পাইল উপগুপ্ত নামক বুদ্ধদেবের এক শিষ্য রাজপথ দিয়া গমন করিতেছেন। উপগুপ্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভূষিত ছিলেন ; মানসিক কমনীয়তা তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। এই তরুণ সন্ন্যাসীর লোকাতীতরূপে আকৃষ্ট হইয়া বাসবদত্তা তাঁহার নিকট দূতী প্রেরণ করিল।

উপগুপ্ত ধীরভাবে বাসবদত্তার প্রার্থনা শুনিলেন। উত্তরে বলিলেন "আমি বাসবদত্তার আহ্বানে যাইতে পারিলামনা ; তাঁহার নিকট যাইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।" বাসবদত্তা নিরস্ত হইলনা। সে বারবার উপগুপ্তকে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়াস পাইত ; উপগুপ্ত একবারও তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেননা।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। অবশেষে অর্থলোভে তাহার এক প্রণয়ীর হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বাসবদত্তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

রাজকর্ম্মচারিগণ সেই নারীর হস্তপদ ছিন্ন করিয়া তাহার দেহ ভূমিতে প্রোথিত করিবার আদেশ পাইয়াছিল।

২৮শে বৈশাখ।

পাপই আত্মার মৃত্যু পুণ্যই আত্মার জীবন।

তাহারা তাহার হস্তপদ ছেদন করিয়াছে, এমন সময় উপগুপ্ত সেই শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন।

বাসবদত্তা দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া দাসীদিগকে কহিল "তোমরা আমার দেহ বস্ত্রে ঢাকিয়া দাও।" দাসীরা আদেশ পালন করিল। এমন সময়ে উপগুপ্ত তাহার সমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাসবদত্তা তাঁহার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল "যখন আমার এইদেহ পদ্মের ন্যায় সুরভি ছিল, যখন এই দেহ রূপ যৌবন ও মণিমুক্তায় ভূষিত ছিল, তখন আমি তোমায় হৃদয় উপহার দিয়াছিলাম; তুমি গ্রহণ কর নাই। এখন আমার দেহে হস্ত নাই, পদ নাই, এখন সেই শরীর, রুধিরে রঞ্জিত ও কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইতেছে, এখন তুমি আসিলে?"

উপগুপ্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন "ভগিনি, অলীক সুখের আশায় বা মিথ্যা আমোদের লোভে আমি তোমার নিকটে আসি নাই; সৌন্দর্য্যের পিপাসায় আমি অভিভূত নহি। শারীরিক সৌন্দর্য্য অতি অসার। দেখ বাসবদত্তা, বিষয় বাসনা তোমার এই বিপদ ও যাতনার কারণ। যদি তুমি লোভের বশীভূত না হইতে, যদি তুমি অহঙ্কার জয় করিতে, যদি তুমি নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জা ত্যাগ না করিতে, যদি তুমি কায়মনোবাক্যে সৌন্দর্য্য সেবা না করিতে, তাহা হইলে আজ তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না।"

বাসবদত্তা যাঁহাকে হৃদয় উপহার দিয়াছিল, আজ তিনি তাহাকে নব জীবন দান করিলেন। অন্তিম মুহূর্ত্তে পার্থিব সুখের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাসবদত্তা পরলোকে চলিয়া গেল।

২৯শে বৈশাখ।

রাজভবনে তরুণ সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ সুগৌর, দেহ নব দেবদারু তুল্য উন্নত ও মনোহর; অযত্নবর্দ্ধিত ভ্রমরকৃষ্ণ নিবিড় কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে ললাট বেষ্টন করিয়া স্কন্ধোপরি পতিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ শ্মশ্রুজাল বক্ষোদেশ চুম্বন করিতেছে, সুন্দর, প্রশস্ত ও উন্নত ললাট দিয়া হৃদয়ের মহত্ত্বের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, বিশাল উজ্জ্বল নয়ন দিয়া প্রেমের মধুর জ্যোৎস্না বাহির হইতেছে। সে মুখের কি এক আশ্চর্য্য আকর্ষণ, জানি না, তাহা একবার দেখিলেই, হৃদয়ের সুপ্ত সাধুভাবগুলি জাগিয়া উঠিতেছে।

রাজা নবীন সন্ন্যাসীকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইলেন এবং তাঁহার সহিত নানা কথা কহিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। অবশেষে অতিথি তাঁহার সহিত নির্জ্জনে ধর্ম্মালাপ করিতে অভিলাষী জানিয়া, অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে গিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবা ব্রহ্মচারীর আগমন বার্ত্তাও তাঁহার লোকাতীত সৌন্দর্য্যের কথা রাজঅন্তঃপুরে প্রচারিত হইল। রাজমহিষী তৎশ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অন্তরাল হইতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর অনিন্দ্য কান্তি দর্শনে চপলা রমণী বিমোহিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী সহচরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "সখি, এই অজ্ঞাত কুলশীল নবীন উদাসীন আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছেন; বিশেষতঃ ইঁহার সুন্দর মৃগ নয়ন দেখিয়া আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়াছি।"

৩০শে বৈশাখ।
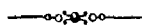
নবীনা রাজ্ঞীর এই বিশুদ্ধালাপ সন্ন্যাসীর কর্ণগোচর হইল। তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্য একজন কুলবধূর হৃদয়ের নিদ্রিত অসাধু বাসনা উদ্রেকের সহায়তা করিয়াছে ভাবিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। ধর্ম্মালাপ শেষ হইলে রাজা সন্ন্যাসীকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। এই সময়ে রাজ্ঞীর বিশ্বস্ত পরিচারিকা আসিয়া রাজচরণে নিবেদন করিল, রাজমহিষী অতিথির জলযোগের আয়োজন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া অন্তঃপুরে তাঁহার পরিচর্য্যার অপেক্ষা করিতেছেন। অতিথির প্রতি পত্নীর আন্তরিক সদ্ভাবের এই পরিচয় পাইয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন তিনি প্রীতি-প্রফুল্লমুখে সন্ন্যাসীকে রাজ্ঞীর সাদর অভ্যর্থনা ও স্নেহপূর্ণ পরিচর্য্যা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটী সুরম্য কক্ষে স্বর্ণময় পাত্রে বিবিধ উপাদেয় ফলমূল সজ্জিত ও উপবেশনের জন্য মহার্ঘ আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। যোগী আসন পরিগ্রহ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকাকে একখানি ছুরিকা আনয়নের আদেশ দিলেন এবং মহিষীর সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। ছুরিকা নীত হইলে সন্ন্যাসী অকম্পিত হস্তে তদ্দ্বারা আপন চক্ষু দুটী উৎপাটন করিলেন এবং উহা রাজ্ঞীর চরণ উদ্দেশে স্থাপন করিয়া কহিলেন "মা, ইহাতে এমন কি সৌন্দর্য্য আছে যাহার জন্য তুমি হৃদয়ে পাপ আকাঙ্ক্ষার স্থান দিয়াছিলে ?"

একজন গৃহস্থের তিনটী কন্যা ছিল। গৃহস্থ একদিন তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া প্রত্যেককে এক একখানি কাপড় কতকগুলি রেশম ও শিল্পকার্য্যের অন্যান্য উপকরণ দিয়া বলিলেন, "কন্যাগণ, তোমরা ছয়দিনের মধ্যে এই কাপড়গুলিতে ফুল তুলিয়া রাখিও, আমি সপ্তম দিন বাড়ীতে আসিয়া তোমাদের নিকট কাপড়গুলি লইব। কন্যাগণ বিনম্রভাবে কাপড়গুলি লইয়া স্ব স্ব আগারে গমন করিল।

প্রথমা কন্যা অতিশয় বুদ্ধিমতী ও শিল্পকার্য্যে নিপুণা ছিল। সে ভাবিল মনোযোগের সহিত করিলে আমার এ কার্য্য দুইদিনে সম্পন্ন হইবে। এই ভাবিয়া সে কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া সঙ্গিনীদের সহিত আমোদ ও নৃত্যগীতে কালহরণ করিতে লাগিল। ষষ্ঠ দিনে সেই আমোদপরায়ণা কন্যার চৈতন্যের উদয় হইল তৎপর দিন সায়ংকালে গৃহে আসিয়া পিতা কার্য্য দেখিতে চাহিবেন, সুতরাং সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাপড় খানি লইয়া বসিল। পাঁচ ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় করিতে আরম্ভ করিল; এই জন্য ব্যস্ততাবশতঃ তাহার হস্তের কার্য্য কোন রূপেই তাহার অনুরূপ হইল না; সে কোনরূপে আপন কার্য্য সাঙ্গ করিল বটে, কিন্তু বস্ত্রখানি নিজের বিদ্যা বুদ্ধির উপযুক্ত হইল না; সে সেই দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া রহিল।

দ্বিতীয়া কন্যাও সাত দিনের কার্য্য তিন দিনে করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, পঞ্চম দিবসে সে পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িল; সুতরাং তাহার পিতৃদত্ত বস্ত্রাদি স্পর্শ করাও হইল না।

তৃতীয়া কন্যাটী প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে অপর দুই ভগিনীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। সে আপনাকে অপটু মনে করিত; সুতরাং সে পিতৃ আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রতিদিন অবসর কাল ঐ কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিল। যখন তাহার বিলাস-পরায়ণা, আমোদ-প্রিয় ভগিনীগণ অট্টহাস্য ও সঙ্গীতের ধ্বনিতে গৃহ কম্পিত ও পল্লী পূর্ণ করিতেছে, তখন সে আপনার নির্জ্জন গৃহে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পিতৃ আদেশ পালন করিতেছে। বস্ত্রখানি পাছে পিতার গ্রহণের অনুপযুক্ত হয়, এই ভয়ে সে মন প্রাণের সহিত ফুলগুলিকে সুন্দর করিতে প্রয়াস পাইতেছে। যথাকালে বস্ত্রখানি প্রস্তুত হইল; পরিষ্কার বস্ত্রে ফুলগুলি অতি সুন্দররূপে শোভা পাইতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে পিতা গৃহে সমাগত হইলেন, এবং কন্যাদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন। প্রথমা কন্যা ভয়ে লজ্জানত বদনে পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হইল। বস্ত্রখানি যে পিতার গ্রহণের অনুপযুক্ত হইয়াছে, সে যে পিতৃ আদেশ ভাল করিয়া পালন করিতে পারে নাই, এ কারণ তাহার তত লজ্জা নয়; কিন্তু সে খানি তাহার বিদ্যা বুদ্ধির উপযুক্ত হয় নাই, এই তাহার লজ্জা। পিতা দৃষ্টিমাত্র ভিতরের কথা বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ধিক্ তোমায়। তুমি নিজের অহঙ্কারেই প্রতারিত হইয়াছ। তোমার বিদ্যাবুদ্ধি থাকিয়া কি ফল হইল? তোমাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছি, তোমার নিকট তদনুরূপ সুফলের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম; এই কি তাহার উপযুক্ত ব্যবহার? তোমার আমোদ-প্রিয়তা এত অধিক, যে, তুমি প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা দিয়া পিতৃ আদেশ পালন করিতে পারিলেনা। তুমি সৎ কন্যার কার্য্য কর নাই।"

দ্বিতীয়া কন্যারত কথাই নাই; শূন্য বস্ত্র রেশম প্রভৃতি ফিরাইয়া দিয়া সে অধোবদনে রহিল। পিতা তাহাকেও তিরস্কার করিলেন; বলিলেন, "তুমি শেষের দুই দিনের অপেক্ষায় কাজ ফেলিয়া রাখিয়াছিলে, সে দুই দিনে যে পীড়িত হইয়া পড়িতে পার, তাঁহা কি জানিতে না? তোমার নির্বুদ্ধিতার শাস্তি নিজে পাইয়াছ। এখন অনুতাপ ও অশ্রুপাত কর।"

তৃতীয়া কন্যাকে যখন ডাকিলেন, তখন সেও পিতৃ-সমীপে আসিতে লজ্জিত। সে লজ্জিত কেন? বস্ত্রখানি নিজের নিপুণতার মত করিতে পারে নাই বলিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় সেও কি লজ্জিত হইয়াছিল? না তাহা নহে। "আমি নিতান্ত অনুপযুক্ত ও অজ্ঞ, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা পিতার গ্রহণের উপযুক্ত নয়।" এই ভাবিয়াই তাহার মুখ মলিন হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিষাদের মূলে অহঙ্কার, কনিষ্ঠার বিষাদের মূলে বিনয়; উভয়ে এই প্রভেদ। যাহা হউক, গৃহস্থ যখন কনিষ্ঠা কন্যার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যে তাহার কার্য্যটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক কন্যাকে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন, "বৎসে, কন্যাকুলের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, তোমার আচরণে আমি প্রীত হইয়াছি।"

হায়! ঈশ্বরের সন্তানগণের মধ্যে এমন সৌভাগ্যশালী কয়জন আছেন, যাঁহাদের জীবন দেখিয়া প্রভু পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন, "বৎস, তোমার আচরণে আমি প্রীত হইয়াছি?" এই যে দুর্লভ মানব জীবন আমরা সকলে পাইয়াছি, ইহা এক একখানি বস্ত্র ও শরীর মনের শক্তি সকল রেশম প্রভৃতির ন্যায়; জগদীশ্বর এক

একখানি বস্ত্রের ন্যায় এক একটী জীবন প্রত্যেককে দিয়া এই আদেশ করিয়াছেন, যে বিবিধ সৎকার্য্যরূপ ফুলের দ্বারা এই জীবনকে সুশোভিত করিতে হইবে; তিনি তদুপযোগী উপকরণও দিয়াছেন; কিন্তু আমরা অনেকে সেই মহান্ আদেশ বিস্মৃত হইয়া আমোদ প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করিতেছি। পরিশেষে হয়ত শেষ বেলা জীবনের সন্ধ্যাকালে আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া সকল বৎসরের কাজ একেবারে করিবার চেষ্টা করিব; ব্যস্ততা নিবন্ধন আমাদের ধর্ম্মসাধন সম্পূর্ণ হইবে না। আবার অনেকে নানা বিঘ্ন বিপত্তি বশতঃ তাহাও করিতে পারিব না। তখন আমাদের কি গতি হইবে? আমরা কোন্ সাহসে পিতার নিকট উপস্থিত হইব? কিন্তু তাঁহারাই ধন্য যাঁহারা গৃহস্থের তৃতীয়া কন্যার ন্যায় পিতৃ আদেশ পালনে সর্ব্বদাই মনোযোগী; যাঁহারা মন প্রাণের সহিত স্বীয় স্বীয় জীবনকে সাধুতার আলয় করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন; তাহাই তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য, তাহাতেই তাঁহারা আনন্দ লাভ করিতেছেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ।

সর্ব্বলোক প্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই পূর্ণমঙ্গল জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

❀ ❀ ❀ ❀

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। ইঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘবারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে ও মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

❀ ❀ ❀ ❀

সকলের ঈশ্বর যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি, সেই পরাৎপর প্রকাশবান ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

২রা জ্যৈষ্ঠ।

সাধুতার জন্য তৃষিত আত্মারা ধন্য; কারণ তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন।

❀ ❀ ❀ ❀

যিনি অসাধু লোকের পরামর্শ দ্বারা চালিত হননা, যিনি পাপের পথে অবস্থিতি করেননা এবং যিনি লঘুচিত্ত বিদ্রূপ পরায়ণ ব্যক্তির সংসর্গে থাকেননা তিনিই ধন্য। এরূপ ব্যক্তি ঈশ্বরের বিধিতেই আনন্দলাভ করেন এবং তাঁহারই নিয়ম চিন্তনে দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন। তাঁহার আত্মা নদীতটে রোপিত তরুর ন্যায়। উপযুক্ত সময়ে উহা সুফল প্রদান করে; তাহার পত্রাবলী কখনও শুষ্ক হয় না। তিনি যাহা করেন, তাহাই শ্রীলাভ করিবে।

❀ ❀ ❀ ❀

ঈশ্বর আত্মাতে আপন সাদৃশ্য প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য যতদূর শরীরী জীব, যতদূর তিনি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির এবং পশু প্রকৃতির অধীন, ততদূর তিনি জড়জগতের নিয়মাধীন। জড়ের উপর যতদুর তাঁহার নির্ভর, ততদূর তিনি বস্তু—আপনার কর্ত্তৃত্বের উপর যত চলিতে পারেন, তাহাতেই তিনি পুরুষ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ।

ঈশ্বরের অধীনে যে আপনার ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারে, ইহাই মানব আত্মার মহত্ত্ব।

যতই ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অগ্রসর হইবে, যতই বিবেক উজ্জ্বল ও ধর্ম্মভাব প্রগাঢ় হইবে, ততই অনেক কঠিন প্রশ্ন আপনা আপনি মীমাংসা হইয়া যাইবে। ধর্ম্মভাবই আত্মার চক্ষের আলোক; ঈশ্বর ধর্ম্মভাবের জন্মদাতা, সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি সে আলোক কিরূপে পাইবে? প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনাই ধর্ম্মজীবনের জ্যোতি ও সম্বল। প্রবৃত্তির মূল যেখানে, বাসনার উদয় যেখানে, চিন্তার সূত্রপাত যেখানে, কল্পনার জন্ম যেখানে, সেই হৃদয়ের মূল দেশ পর্য্যন্ত কে বিশুদ্ধ করে? গভীর আত্মদৃষ্টি ও আন্তরিক প্রার্থনা ব্যতীত হৃদয়ের সে ভিতর প্রদেশ বিশুদ্ধ হয় না।

যে সাধুপুরুষ পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন। যিনি পরমেশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই ধন্য। সমগ্র হৃদয়ের সহিত যিনি তাঁহাকে প্রীতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি মনুষ্য হইলেও দেবতা।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ।

যে সাধু মানবের বিবেক নিষ্কলঙ্ক তিনিই ধন্য; যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ, তাঁহার অন্তরে চিরানন্দ বিরাজ করিতেছে।

যে ব্যক্তি নিকটে আসিলে হৃদয়ের সুপ্ত সাধুভাব সকল জাগ্রত হয় এবং অসাধুভাব সকল লজ্জা পাইয়া লুক্কায়িত হয়, তাহাকেই বলি পবিত্র চরিত্র। যে চরিত্র লজ্জা দিয়া অসাধুকে সাধু করে, তাহাই দেবাংশে গঠিত।

সেই ব্যক্তিই সাধু, যাঁহার নিকটে বসিলেই অন্তরের সাধুভাব সকল আশ্রয় ও সাহস পায় এবং অসাধুভাব সকল লজ্জিত হয়। চিন্তা করিলে সকলেই দেখিতে পাইব যে, আমরা অদ্যাবধি যত লোকের সহিত মিশিয়াছি, তাহার মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে। একজনের কাছে দুই দণ্ড বসিয়া আসিবার সময় হৃদয় মনের ভাল অবস্থা লইয়া উঠিলাম আর একজনের নিকট হইতে আসিবার সময় দেখি, মনের ধর্ম্মভাব দুই এক রেখা নামিয়া গিয়াছে; আমরা কোন্ শ্রেণীর লোক?

সাধুতার নিকৃষ্ট অবস্থাতে লোকে সতর্ক হয়, পাছে অপরে তাহার প্রতি অন্যায় করে বা প্রবঞ্চনা করে। সাধুতার উন্নত অবস্থায় লোকে সতর্ক হয়, পাছে সে অপরের প্রতি অন্যায় করে বা প্রবঞ্চনা করে। যাঁহার চক্ষু নিজের ত্রুটির উপরেই অধিক বদ্ধ, তিনিই প্রকৃত সাধু পুরুষ।

২ জ্যৈষ্ঠ

পবিত্র যিনি, তাঁহার নিকট সকল বস্তু পবিত্র, সকল দিন শুভ, সকল ঘটনা মঙ্গলকর এবং সকল মানুষ স্বর্গীয়।

❀ ❀ ❀ ❀

দুইটী পক্ষ দ্বারা মানব পার্থিব বিষয় হইতে উত্থিত হয়, সরলতা ও পবিত্রতা। অভিসন্ধিতে সরলতা চাই প্রবৃত্তিতে বিশুদ্ধতা চাই। সরলতা আমাদিগকে ঈশ্বরের সম্মুখীন করে, পবিত্রতা তাঁহাকে দেখিতে ও উপভোগ করিতে সমর্থ করে। প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হওয়া ও তোমার প্রতিবেশীর উপকার করা ভিন্ন আর কিছু যদি তোমার অভিসন্ধির মধ্যে না থাকে তাহা হইলেই তুমি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে।

সাধুতা কাহাকে বলে? বুদ্ধদেবকে এই প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, সাধুতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই যে, জীবনে বিবেক ও বাসনার ঐক্য আছে অর্থাৎ যাঁহার চরিত্রে বাসনা বিবেককে কখনই অতিক্রম করেনা, তিনিই সাধু।

রিপুকুলের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে আত্মা যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থায় বিশ্বজনীন সত্য, ন্যায় ও পবিত্রতার সহিত তাহার আর কোন বিরোধ থাকে না।

৬ই জ্যৈষ্ঠ।

আত্মাকে যিনি পবিত্র করেন; যিনি আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত করেন; তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান।

❀ ❀ ❀ ❀

পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারেনা, ইনি সমুদয় পাপকে অতিক্রম করেন, পাপ ইহাঁকে সন্তাপ দিতে পারেনা, ইনি সমুদয় পাপের সন্তাপক হয়েন; ইনি নিষ্পাপ নির্ম্মলচিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন।

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই—এবং কর্ম্মফল কামনাপ্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়না।

❀ ❀ ❀ ❀

আমার হৃদয় যদি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ থাকিত, তবে ইহা হইতে তোমার মুখ প্রচ্ছন্ন থাকিত না। দীনবন্ধু, আমার জীবনের পাপ কলঙ্কের দিকে আমার চক্ষু উন্মীলিত কর, স্বর্গীয় পবিত্রতার জন্য হৃদয়ে প্রবল পিপাসা দাও। নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া তোমার ভক্ত ও সেবকের উপযুক্ত হই।

৭ই জ্যৈষ্ঠ।

ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে স্বর্গে যাইতে হয় না; স্বর্গ তাঁহার হৃদয়ে আপনা হইতেই অবতীর্ণ হয়।

পিপীলিকাদের স্বভাব এই তাহারা যখন সারি বাঁধিয়া যায় তখন তাহাদের পথের মধ্যে যদি নখ দিয়া খানা কাটিয়া দেওয়া যায় অমনি তাহারা দাঁড়াইয়া যায়, সেই খানার পার্শ্বে আসে ইতস্ততঃ করে, মনে করিলেই পার হইয়া যাইতে পারে, অথচ কোন মতেই তাহা উত্তীর্ণ হইতে পারে না। তোমার কর্ত্তব্যের পথে যদি দৈবাৎ কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, অধর্ম্ম হইবে এরূপ ভয় যদি কোন কারণে উপস্থিত হয়, তুমিও কোন মতে সে সন্দেহকে লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিও না; প্রার্থনাপরায়ণ হইয়া বার বার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তুমি তাঁহার সহবাসে আলোক প্রাপ্ত হইবে।

একজন সাধু এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ঈশ্বর, আমার সম্মুখের পথ অন্ধকারময়, একবার তোমার আলোক ধারণ কর, আমি একপদ ভূমি দেখিয়া লই।" সন্দেহ ও কুতর্কের মধ্যে যতটুকু কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে সেইটুকু কর, দেখিবে, সম্মুখের পথ পরিষ্কার হইবে। বিপথে একপদ কেন, দেখিবে যেটুকু দেখিতেছিলে তাহাও কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে।

৮ই জ্যৈষ্ঠ।

তোমার প্রত্যেক কার্য্য যেন এই পরিচয় দেয়, যে তুমি যাহা কিছু কর, তোমার দৃষ্টি সর্ব্বদা ঈশ্বরের উপর অর্পিত থাকে।

আমরা যদি প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাই, আর আমাদের সম্মুখে যদি অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত ও সাগর সমান সহস্র প্রতিবন্ধক থাকে, যদি সকল সংসার আমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি আমাদের ভয় নাই কেননা ঈশ্বর আমাদের সহায়।

আমাদের আত্মার যে শক্তি তাহা জগতের সকল শক্তি হইতে বলীয়ান, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা সকল ঘটনার বিপক্ষে ধর্ম্মেতে ঈশ্বরেতে অনুরক্ত থাকিতে পারি। আমরা ঈশ্বরের হস্তে আমাদের হৃদয় মন আপনার ইচ্ছাতে সমর্পণ করিতে পারি।

কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া চারিদিকে সহস্র প্রতিবন্ধকতা দেখিয়া নিরাশ হইওনা; ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিরাশার ঘন অন্ধকার মধ্যে কার্য্য করিয়া যাও, দেখিবে, ম তোমার পথ আলোকাকীর্ণ হইয়া যাইবে।

৯ই জ্যৈষ্ঠ।

একটী কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলে, আত্মায় যে আর দশটী কর্ত্তব্য সাধনের শক্তি জন্মে, উহাই কর্ত্তব্য পালনের পুরস্কার।

❀ ❀ ❀ ❀

যখন সাংসারিক লোভ ও বিবেকের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে সচেষ্ট হইওনা; কারণ এরূপ স্থলে বিবেককে অব্যাহত রাখা যায়না।

বিদ্যা কাহাকে বলে? না, পাঁচখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে আার দশখানি গ্রন্থ বোধের শক্তি জন্মে, তাহাকে বিদ্যা বলে। চরিত্র কাহাকে বলে? না, পাঁচটা ভাল কাজ করিয়া যে আত্মার আর দশটী ভাল কাজ করিবার মত অবস্থা হয়, তাহাকে চরিত্র বলে। সাধুদের এক একটী সামান্য কথার ও যে আমরা আদর করি, সে আদর কথার জন্য নহে কিন্তু সেই কথার পশ্চাতে যে চরিত্র আছে, কথাটীর উপর তাহার আভা পড়াতেই তাহার আদর করিয়া থাকি। প্রকৃত সাধু হও দেখি, তোমার মুখ হইতে একটী কথা পড়িবে এবং লোকে মণিমুক্তার ন্যায় তাহা কুড়াইয়া রাখিবে।

১০ই জ্যৈষ্ঠ।

বিপদের দিনে তোমার সকল শক্তি যদি অন্তর্হিত হয়, জানিও, তুমি কখনই প্রকৃত বল লাভ করিতে পার নাই।

❀ ❀ ❀ ❀

যদি প্রকৃত পক্ষে স্বর্গীয় বললাভ করিতে চাও, তবে জীবনের সমুদয় বন্ধনগুলিকেও ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। জীবনের দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য গুলিকেও তাঁহার কার্য্য জানিয়া যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতে প্রাণপণে যত্ন কর। ঈশ্বর প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া এ জগতে তাঁহার কার্য্য করার মত সুখ আর কি আছে? আত্মাকে বলশালী করিবার পক্ষে ইহার মত সুন্দর উপায় আর কিছু নাই।

তুমি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছনা বলিয়া বিষণ্ণ হইওনা। ঈশ্বর সকলকে সমানভাবে প্রস্তুত করেন নাই। তোমার যেরূপ ক্ষমতা, যেরূপ সুবিধা, তাহারই সদ্ব্যবহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাক, ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করিবেননা।

❀ ❀ ❀ ❀

একটী সৎকার্য্যের ফল অনন্তকাল স্থায়ী; তাহার মঙ্গলপ্রসূ শক্তি কোন কালই বিনষ্ট হইবেনা, মঙ্গলময়ের রাজ্য মঙ্গল ভাবের বিনাশ কোথায়?

১১ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রকৃত ব্যাকুলতার সহিত যে জীবন লাভ করিতে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, সম্পূর্ণরূপে না হউক, আংশিকরূপে আমরা তাহা লাভ করিবই।

❀ ❀ ❀ ❀

ঈশ্বর আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি চাহেন যে আমরা উন্নত হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি আত্মাকে যেমন অবস্থা দিয়াছেন তাহা হইতে পবিত্র ও উন্নত করিয়া তাঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই পৃথিবী আমাদের প্রথম সোপান, যে পথে আমাদিগকে বহুদূর যাইতে হইবে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইবে, তাহার প্রথমভাগ এই পৃথিবী। আমাদের সম্মুখে অনন্তকাল প্রসারিত রহিয়াছে। আমাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রীতি উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত আরও নিকট সম্মিলনে সম্মিলিত হইবে। সত্যের সাহায্যে সেই সত্য স্বরূপকে আমরা উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইব, ধর্ম্মের সাহায্যে সেই পরম পবিত্র স্বরূপে গাঢ়তর প্রীতি স্থাপন করিতে পারিব, আমরা চিরকাল সেই পরম পবিত্র স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব।

১২ই জ্যৈষ্ঠ।

সাংসারিক বাসনা বিনষ্টকর, কারণ যাহাদ্বারা তুমি অমর না হইবে, তাহা লইয়া কি করিবে?

❀ ❀ ❀ ❀

আমরা যাহাতে শিক্ষিত হই দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হই জ্ঞানেতে ও ধর্ম্মেতে উন্নত হই, এই ঈশ্বরের অভিপ্রায় এবং তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি নানাবিধ উপায় করিয়া দিয়াছেন এবং স্বয়ং তাহাতে সাহায্য করিতেছেন। শীত বসন্তের ন্যায় সম্পদ বিপদ এখানে যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু যদি আমরা ধর্ম্মকে সহায় করি, আর ঈশ্বরেতে নির্ভর করি, তবে আত্মার বল কিছুতেই ক্ষয় হইবে না, আত্মার শক্তি কিছুতেই যাইবে না।

বিবেককে সন্তুষ্ট রাখিতে যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রত্যহ দেখাইও যে প্রার্থনা, কার্য্য, পবিত্রতা লাভের প্রয়াস অথবা ধৈর্য্য শিক্ষা এই চারিটী কার্য্যের একটী বা অন্যটীতে বা সকলগুলিতে তোমার দিন যাইতেছে, যদি পবিত্র হইতে ইচ্ছা কর, তবে উক্ত গুণগুলির সহিত এই গুণগুলি যোগ কর—শৃঙ্খলা, বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক সজীবতা ও অধ্যবসায়।

যদি আমাদের আত্মা হইতে পাপ-মলা প্রক্ষালিত না হয়, তবে যেমন সমল দর্পণে প্রতিবিম্ব পতিত হয়না, সেইরূপ আমাদের আত্মাতেও ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়না।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

সাধু-চিন্তার ন্যায় সঙ্গ নাই।

তিনিই ধন্য, যিনি সত্য কেবল শাস্ত্রে পাঠ করেন নাই; কিন্তু স্বয়ং সত্যস্বরূপ কৃপা করিয়া যাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

❀ ❀ ❀ ❀

যিনি ঈশ্বরের সহবাস উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইলে ঈশ্বরের মাধুর্য্য ও স্বর্গের সৌন্দর্য্যের আভাস পাই।

পরমেশ্বরের চক্ষু সাধুদিগের উপর, এবং তাঁহার কর্ণ তাঁহাদের আর্ত্তধ্বনি শ্রবণের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। ধর্ম্মাত্মা কাতরধ্বনি করেন এবং ঈশ্বর তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। দুর্ব্বলতা বশতঃ পতিত হইলেও তিনি একেবারে পড়িয়া থাকিবেননা, কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে স্বীয় হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া রাখেন।

ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দুঃখ যাতনা অনেক; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে সে সমুদয় হইতে রক্ষা করেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রভু পরমেশ্বর আমার আলোক, তিনিই আমার মুক্তি। আমি কাহাকে ভয় করিব? আমার জীবনের শক্তি তিনি। আমি কাহা হইতে ভীত হইব?

শাক্যসিংহ যে রজনীতে পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন মানসে বহির্গত হন, সেই নিশীথে পাপকুলের অধিপতি মার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "রাজন্ আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন হঠাৎ সংসার ত্যাগ করিবেননা, আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন। আমি আপনাকে বলিতেছি, যে আর এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর হইবেন। কুমার উত্তর করিলেন "হে মার, তুমি প্রণিধান কর, আমি যে চেষ্টা করিলে অল্প দিনের মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতে পারি, তাহা আমি অবগত আছি, কিন্তু আমার সে সম্পদ লাভের বাসনা নাই। ধর্ম্ম যে জগতের সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু, আমি তাহা বুঝিয়াছি; তুমি নীচাশয়; ছার ইন্দ্রিয় সুখের অতিরিক্ত সুখ তুমি জাননা। তোমার বাসনা, যে জগতের জীব সকল ধর্ম্মোপদেশে বঞ্চিত থাকিয়া তোমার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। ওরে ক্ষুদ্রাশয়, তুমি আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন কর।"

১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

একজন সাধ্বী নারী একবার লিখিয়াছিলেন, "আমার নিজের পরিবার মধ্যে আমি কাহারও কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে চাইনা; সমস্ত কার্য্যেই সন্তোষ প্রকাশ করি; কেহ আমাকে সুখের ব্যাঘাত বলিয়া মনে করিতেছে, এ চিন্তাকে মনেও স্থান দিই না। যদি লোকে আমাকে স্নেহ করে, তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি? যদি তাহারা আমায় অগ্রাহ্য করিয়া ছাড়িয়া যায়, বেশ, তাহাতেইবা অসুখ কি? নির্জ্জনে বসিয়া সুখে কাল কাটাই। এক লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমি সমস্ত কার্য্য করি, তাহা এই, যে আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া ঈশ্বরের সন্তোষের জন্য মানুষ সকল কার্য্য করুক।"

❀ ❀ ❀ ❀

পরিষ্কার একখানি বস্ত্রকে নীল সবুজ ইত্যাদি যে কোন বর্ণের চশমা চক্ষে দিয়া দর্শন কর, চশমার বর্ণের মত দেখিতে পাইবে। সেইরূপ সত্য প্রেম ও পবিত্রতাতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, ধর্ম্মকে হৃদয়ের ভূষণ করিয়া, যাহা কিছু দেখিবে, ঈশ্বরের অশেষ করুণার পরিচয় পাইয়া পুলকিত হইবে। চারিদিকে ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্ম নিয়মকে জয়যুক্ত দেখিয়া মোহিত হইবে। তোমার চক্ষু সকলকে প্রেমের চক্ষে দেখিবে। তোমার কর্ণ কেবল প্রেমের কথাই শুনিবে তোমার মুখ কেবল সেই অনন্তদেবের মহিমার কথাই বলিবে।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ।

যে ব্যক্তি যৌবনে সঞ্চয় করেন, তিনি প্রাচীন হইলে ব্যয় করিতে সমর্থ হইবেন।
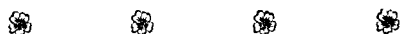
দিবাভাগে এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে রাত্রিকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। গ্রীষ্মকালে এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে বর্ষাকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। প্রথম বয়সে এমন কর্ম্ম করিবে, যাহাতে চরমকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। যাবজ্জীবন এমন কর্ম্ম করিবে, যাহাতে পরকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে।

❀ ❀ ❀ ❀

এমন দিন যায়না যে ঈশ্বর স্পষ্টাক্ষরে বলেননা যে হে আমার দাস, তুমি ন্যায়াচরণ করিলেনা; আমি তোমাকে স্মরণ করিয়াছি তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিতেছ; আমি তোমাকে আপনার সন্নিধানে আহ্বান করিতেছি, তুমি অন্য স্থানে যাইতে চাহিতেছ; আমি তোমা হইতে বিপদরাশি দূরে রাখিতেছি, তুমি পাপে লিপ্ত হইতেছ। হে মানবসন্তান, পরলোকে যখন তুমি আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন তুমি কি উত্তর দান করিবে?

২ জ্যৈষ্ঠ।

আমার ভাগ্যে যাহা ঘটে; তাহাতেই আমি নিত্য সন্তুষ্ট আছি; কারণ, নিশ্চয় জানি, ঈশ্বর যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহা আমি যাহা চাহিয়াছিলাম তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

❀ ❀ ❀ ❀

কোন কোন লোকের স্বভাব এই যে যখন তাহারা কাহারও উপকার করে, তখন তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করে, আবার কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কাহারও উপকার করিয়া কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করেনা বটে, কিন্তু সে উপকারের কথা তাহাদের স্মৃতিতে থাকে এবং তাহারা উপকৃত ব্যক্তিকে একপ্রকার ঋণী বলিয়া গণনা করে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা উপকার করিয়া অনুভব করেননা যে কিছু করিয়াছেন। তাঁহারা যেন দ্রাক্ষালতার ন্যায়। দ্রাক্ষালতা যথাসময়ে প্রচুর ফল প্রদান করে, কিন্তু তাহার জন্য ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখেনা। দ্রুতগামী অশ্ব বা শিকারি কুকুর স্বীয় স্বীয় কার্য্য সুচারুরূপে করিতে পারে বলিয়া বাহাদুরী করেনা মধুমক্ষিকা মধু সঞ্চয় করে বলিয়া অহঙ্কৃত হয়না সেইরূপ প্রকৃত মনস্বী ব্যক্তি দয়ার কাজে কিছুই গৌরব অনুভব করেননা এবং দ্রাক্ষা যেমন প্রচুর ফল দিয়াও যথাকালে আবার ফল প্রদান করে, সেইরূপ মনস্বী ব্যক্তি প্রচুর দয়ার কার্য্য করিয়াও আবার অবসর উপস্থিত হইলেই সেইরূপ কার্য্য করেন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

গলদেশীয় এক ধনী সন্তান কোন ধার্ম্মিকা নারীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী হন। সেই কুমারীও সেই যুবাকে অকৃত্রিম প্রীতি করিতেন, কিন্তু তিনি কোনও কারণে বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম যৌবনে ঈশ্বর সন্নিধানে এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আপনাকে ঈশ্বরচরণে অর্পণ করিবেন। এখন তিনি বিষম সন্দেহে পতিত হইলেন, হৃদয় প্রেমাস্পদের সহিত আবদ্ধ হইতে চাহিতেছে, কিন্তু যৌবনের সঙ্কল্প সে পথে অন্তরায় হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া বালিকা অবশেষে জনকজননী ও আত্মীয় স্বজনের ঐকান্তিক্ আগ্রহে বিবাহে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবামাত্র সেই নারীর প্রাণে গভীর অনুশোচনার উদয় হইল; তাঁহার পতি তাঁহার এই আকস্মিক শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি ব্রতের বিষয় আমূল উল্লেখ করিয়া ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পতি অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন; তিনি পত্নীর ব্রত রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। ইহার পর তাঁহারা বহুকাল জীবিত ছিলেন; ঐকান্তিক প্রেমদ্বারা পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মজীবনের বিশেষ আনুকূল্য করিতেন, কিন্তু আপনাদের ব্রত হইতে স্খলিত হয় নাই। বহুদিন পরে সেই নারীর মৃত্যু হইলে তদীয় পতি এই প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভু আমি তোমার হস্ত হইতে ইহাকে নিষ্কলঙ্ক পুষ্পের ন্যায় পাইয়াছিলাম, সেই শুভ্র পুষ্পটীকে আবার তোমারই হস্তে দিলাম। তুমি ইহাকে তোমার দেবলোকে রক্ষা কর।"

১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

যেখানে সংযম সেখানেই শক্তি।

রাবী আকিভা যৌবনকালে জেরুসালেমবাসী এক ধনীর গৃহে সামান্য মেষপালক ছিলেন। প্রভুর গৃহে অবস্থান সময়ে, তিনি প্রভুর একমাত্র কন্যা রাবেলের প্রতি অনুরক্ত হন, ধনী এই প্রণয়ের কথা জানিয়া তাঁহাদের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তিনি কন্যাকে কহিলেন, তুমি এরূপ দরিদ্র ও হীনজাতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকিবেনা। রাবেল পিতার কথায় ভীত না হইয়া সেই দরিদ্র মেষপালককেই বিবাহ করিলেন এবং পিতার প্রাসাদ তুল্য ভবন ত্যাগ করিয়া দরিদ্র পতির পর্ণকুটীরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে রাবেল স্বীয় পতিকে এক বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। আকিভা পত্নীর উত্তেজনায় গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু পথে রাবেলের সহিত বিচ্ছেদজনিত ক্লেশে, মন এতই অবসন্ন হইয়া পড়িল, যে তিনি পথ হইতেই বাটী প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প করিলেন। সেই সময়ে এক প্রস্তর খণ্ডের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিলেন বিন্দু বিন্দু বর্ষার জল পড়িয়া প্রস্তরটীতে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া আকিভা ভাবিলেন, যেদি বার বার পড়িয়া জলের ন্যায় তরল পদার্থও প্রস্তরকে ক্ষয় করিতে পারে, তবে অধ্যবসায় গুণে আমার মন কেন কৃতকার্য্য হইবেনা? তিনি আবার যাত্রা করিলেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ।

ধৈর্য্য তিক্ত, কিন্তু তাহার ফল মধুময়।

তথায় গিয়া দুইজন সুবিখ্যাত পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বিদ্যাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্প দিনেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল ও তাঁহার যশ চারিদিকে প্রচারিত হইল।

দ্বাদশবর্ষ এইরূপে যাপন করিয়া আকিভা ভাবিলেন, বিদ্যাভ্যাস ত একপ্রকার করা হইয়াছে, আর র‍্যাবেল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিব না। এই বলিয়া জেরুসালেম অভিমুখে যাত্রা করিলেন; গৃহদ্বারে আসিয়া শুনিলেন, গৃহমধ্যে কথোপকথন চলিতেছে। একজন প্রতিবেশিনী র‍্যাবেলকে বলিতেছেন, "তোমার পতির কি আর বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইবেনা? তিনি কবে ফিরিয়া আসিয়া তোমার সঙ্গে সুখে গৃহধর্ম্ম করিবেন?" র‍্যাবেল ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "ভগিনি, এইত বার বৎসর গিয়াছে, যদি তাঁহার সম্পূর্ণরূপ পারদর্শী হইতে আরও বার বৎসর যায়, আমি তাহাতেও দুঃখিত নহি, তিনি তাহাই থাকুন।" আকিভা সেই মনস্বিনীর মুখের এই কথা শুনিয়া আর দ্বারে আঘাত করিলেননা; সেইখান হইতেই ফিরিয়া আবার বিদ্যালয়ে আসিয়া কয়েক বৎসর বিদ্যাভ্যাস করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিলেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি এতদূর হইল, যে তিনি যখন জেরুসালেমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন নগরস্থ সমুদয় পণ্ডিত তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ।

কোশল দেশে দীর্ঘশোক বলিয়া এক পরম ধার্ম্মিক নরপতি রাজত্ব করিতেন। ব্রহ্মদত্ত নামক প্রতিবেশী এক পরাক্রান্ত রাজা দীর্ঘশোকের ঘোর শত্রু ছিলেন। একদা ব্রহ্মদত্ত অনেক সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া কোশল রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং দীর্ঘশোককে পরাজিত করিয়া তদীয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। দীর্ঘশোক মহিষীকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রহ্মদত্তের রাজধানী কাশীতে গিয়া এক কুম্ভকারের গৃহে গোপনে বাস করিতে লাগিলেন; এই স্থানে দীর্ঘায়ু বলিয়া তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। দীর্ঘায়ু অতি অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও সকল গুণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিলেন।

একদিন দীর্ঘশোকের একজন পুরাতন পারিষদ, তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ব্রহ্মদত্তের নিকট ধরাইয়া দিল। ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘশোক ও তাঁহার রাণীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অনেক অপমান করিলেন, শেষে দুইজনকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। রাজপুরুষেরা পিতামাতাকে নগর প্রদক্ষিণ করাইতেছে দেখিয়া দীর্ঘায়ু ছুটিয়া তাঁহাদের নিকট গেলেন ও পিতা মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া অনেক কাঁদিলেন। দীর্ঘশোক পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন "বৎস দীর্ঘায়ু, শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ করিওনা, কারণ স্মরণ রাখিও, বিদ্বেষ দ্বারা শত্রুতা দূর হয়না, কিন্তু প্রেম দ্বারাই শত্রুতার উপশম হইয়া থাকে।"

২২শে জ্যৈষ্ঠ।

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ ও শক্তদিগের ভূষণ।

❀ ❀ ❀ ❀

পিতার এই মহৎ উপদেশ দীর্ঘায়ু ভুলিবেননা সঙ্কল্প করিলেন। তিনি রক্ষীপুরুষদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া পিতা মাতার শব আনিয়া তাহার যথাবিহিত সৎকার করিলেন, পরে বিজন অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; তিনি পিতা মাতার প্রতি ব্রহ্মদত্তের অমানুষিক আচরণের কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই ভীষণ প্রতিশোধ বাসনা তাঁহার মনে প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, যেমন করিয়াই হউক পিতার আদেশ পালন করিবেন। দীর্ঘায়ু ব্রহ্মদত্তের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার হস্তিশালায় সামান্য ভৃত্যের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘায়ু অতি সুন্দর বাঁশী বাজাইতে পারিতেন; তাঁহার বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া রাজা একদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকাইলেন, দীর্ঘায়ুর বাঁশীর বাজনায় ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে আপনার নিকটে রাখিলেন; ক্রমে দীর্ঘায়ুর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও বিনম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে স্বীয় বিশ্বস্ত দেহরক্ষক পদে উন্নীত করিলেন।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ।

একদিন রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। মৃগের অন্বেষণে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; একটা হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া রাজা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; সঙ্গে দীর্ঘায়ু ব্যতীত কেহ নাই, রৌদ্রে ছুটিয়া ছুটিয়া আর পারেননা, এক বিশাল বটবৃক্ষমূলে গিয়া আশ্রয় লইলেন এবং দীর্ঘায়ুর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

নির্জ্জন বন। দীর্ঘায়ু রাজার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। একাকী বসিয়া বসিয়া তাঁহার বাল্যকালের কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল; ভাবিতে লাগিলেন "এই ব্রহ্মদত্ত আমার কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছে' ইহার জন্য রাজ্য হারাইয়াছি, পিতা মাতা হারা হইয়াছি, রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচ পরসেবায় কলঙ্কিত হইতেছি।" ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘায়ুর মনে প্রবল প্রতিহিংসা বৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি পরম শত্রুকে বিনাশ করিবেন বলিয়া, কোষ হইতে তরবারী বাহির করিলেন। তরবারী উঠাইয়া ব্রহ্মদত্তের মাথা কাটিবেন, এমন সময়ে পিতার শেষ বাক্য হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। দীর্ঘায়ু তৎক্ষণাৎ কোষে তরবারী স্থাপন করিলেন। একে একে তিনবার দীর্ঘায়ুর মনে ভীষণ প্রতিশোধ বাসনা জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু প্রতিবারই তিনি পিতার মহৎ উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে নীচ প্রতিশোধ বৃত্তিকে বিষসর্পের ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ।

এমন সময়ে ব্রহ্মদত্ত আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; তাঁহার অপরাধী হৃদয়ে শান্তি নাই, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন দীর্ঘশোকের পুত্র তাঁহাকে মারিবার জন্য শাণিত তরবারী বাহির করিয়াছেন। ব্রহ্মদত্ত ভীতিকম্পিত কণ্ঠে দীর্ঘায়ুকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিলেন, দীর্ঘায়ুর উত্তেজিত হৃদয় তখনও শান্ত হয় নাই, তিনি বামহস্তে রাজার কেশাকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে শাণিত তরবারি বাহির করিলেন এবং কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আমিই সেই দীর্ঘায়ু; নিদ্রাবস্থায় আমি এইরূপে তিনবার আপনার প্রাণ লইতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আপনি আমার প্রভু; এতদিন আপনার স্নেহ ও অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি, তথাপি আপনি আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহা আমি ভুলিতে পারিতেছিনা; এই যে তরবারী হস্তে দিয়া আপনি আমায় আপনার দেহরক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই তরবারীই আপনার হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া পিতৃ-শত্রুর নিধনে উদ্যত হইয়াছিলাম। পিতার শেষ বাক্য আমায় এই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে বটে, কিন্তু আমি আর নিজের হৃদয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।" রাজা আর্ত্তধ্বনি করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "দীর্ঘায়ু, মহান্ পিতার উপযুক্ত পুত্র, আমি তোমার ক্ষমার উপযুক্ত নহি, তোমার পিতৃ-হন্তা মাতৃ-ঘাতী রাজ্যাপহারক তোমার পদতলে স্বীয় জীবন ভিক্ষা চাহিতেছে, তুমি আমায় জীবন দাও এবং যে মহৎ উপদেশ তোমাকে এমন মহান্ করিয়াছে, সে উপদেশ দিয়া আমায় কৃতার্থ কর"

২৫শে জ্যৈষ্ঠ।

অপরাধ বালুকাতে এবং অনুগ্রহ প্রস্তরে অঙ্কিত কর।

❀ ❀ ❀ ❀

য়িহুদীদের মধ্যে এই প্রকার একটী আখ্যায়িকা আছে যে, এক সময়ে শত বর্ষীয় এক বৃদ্ধ এব্রাহিমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি তিন দিন কিছুই খাই নাই, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমায় কিছু খাইতে দাও।" এব্রাহিম তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে এক পাত্র খাদ্য দ্রব্য স্থাপন করিলেন। বৃদ্ধ খাইতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, "যাঁহার কৃপায় তিন দিবসের পর আহার্য্য পাইলে, হে বৃদ্ধ, সেই পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হও।" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "পরমেশ্বর আবার কে? আমি তাহাকে জানি না।" এই কথায় এব্রাহিম কুপিত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই বৃদ্ধকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই পরমেশ্বর এব্রাহিমকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেন তুমি গৃহ হইতে অতিথিকে তাড়াইলে? এব্রাহিম উত্তর করিলেন, "প্রভো, সে তোমায় বিশ্বাস করেনা। কেহ তোমায় অবিশ্বাস করিলে আমি যে তাহা সহ্য করিতে পারিনা।" ঈশ্বর তখন বলিলেন, "তাহার এই অপরাধ, আমি এই শত বৎসর ধরিয়া সহ্য করিয়া আসিতেছি, আর তুমি একবারও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেনা?"

২৬শে জ্যৈষ্ঠ।

একবার বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ এক গ্রামের নিকটবর্ত্তী প্রান্তর দিয়া যাইতেছিলেন। এক কূপের পার্শ্বে প্রকৃতি নাম্নী মাতঙ্গ জাতীয়া এক কন্যাকে দেখিয়া তিনি তাহার নিকট জল প্রার্থনা করিলেন।

প্রকৃতি সবিনয়ে উত্তর করিল, "হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে পানীয় জল দিতে সাহস করিনা। হে দ্বিজ, নীচ মাতঙ্গকুলে আমার জন্ম হইয়াছে, সুতরাং আমার স্পৃষ্ট জল পান করিলে আপনার দ্বিজত্বে কলঙ্ক স্পর্শিবে।" আনন্দ উত্তর করিলেন, "কল্যাণি, আমি জাতি চাহিতেছিনা, জল চাহিতেছি, আমায় জল দাও, পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করি।"

আনন্দের এই উত্তরে বালিকার হৃদয় হর্ষে উৎফুল্ল হইল, সে তাঁহাকে সাদরে জলপান করিতে দিল; তিনি ইচ্ছামত পান করিয়া চলিয়া গেলেন।

আনন্দের সস্নেহ ব্যবহার প্রকৃতি ভুলিলনা; তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি বালিকার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল। সে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে সে একদিন বুদ্ধদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, "হে প্রভো, আপনার প্রিয় শিষ্য আনন্দের নিকট অবস্থান করিতে আপনি আমায় অনুমতি করুন; আমার হৃদয় তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সেবা করিতে উৎসুক, কারণ হে দেব, আমি তাঁহাতেই অনুরাগিণী।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ।

বুদ্ধদেব বালিকার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া কহিলেন "প্রকৃতি তুমি আপন অন্তর বুঝিতেছনা। তোমার হৃদয় আনন্দের গুণ পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহে। তুমি আনন্দের সৌজন্যকে ভালবাস, তাহাকে নহে। অতএব তাহার সৌজন্য তুমি লও। তিনি তোমার প্রতি যেরূপ উদার ব্যবহার করিয়াছেন, তুমি হীনাবস্থাপন্না হইয়াও অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও। রাজা যদি স্বীয় ক্রীতদাসের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাহা বিশেষ সুখ্যাতির কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রীতদাস যদি স্বীয় দুর্গতি ভুলিয়া গিয়া সকলের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশ করে, তবে তাহা আরও প্রশংসার বিষয়; তখন সে আর অত্যাচারী প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেনা এবং প্রভুর অত্যাচারকে বাধা দিতে না পারিলেও তাহার অত্যাচার ও অভিমানকে দয়ার চক্ষে দেখিতে পারে।

প্রকৃতি তুমি ধন্যা; কারণ তুমি মাতঙ্গকুলোদ্ভবা হইলেও তোমার দৃষ্টান্ত সৎকুলজাত পুরুষ ও নারীগণের অনুকরণীয় হইবে। তুমি নীচজাতীয়া, কিন্তু তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ তোমার নিকট শিক্ষালাভ করিবে। ন্যায় ও ধর্ম্মের পথ হইতে বিচলিত হইওনা, তাহা হইলে তোমার মহিমা সিংহাসনে আসীনা রাজ্ঞীগণের গৌরব অপেক্ষা অধিক হইবে।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ।

একবার ইটালী প্রদেশের কোন এক সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে একজন সন্ন্যাসিনী অলৌকিক শক্তি সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে জনরব হইল, যে ঐ নারী আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে পারেন। ঐ জনরব দেশ মধ্যে প্রচার হইলে, দলে দলে লোক ঐ সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে ও তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ লইতে আসিতে লাগিল। এই সংবাদে রোমনগরবাসী ধর্ম্মসমাজাধিপতি পোপ কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া ঐ সকল অলৌকিক ক্রিয়ার বিবরণ সত্য কিনা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। একদিন পোপ ইহার জন্য চিন্তাকুল মানসে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন কার্ডিনাল অশ্বারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন। কার্ডিনাল জিজ্ঞাসা করিলেন "পূজ্যবর, অদ্য কি কারণে আপনাকে চিন্তাকুল দেখিতেছি?" পোপ আপনার চিন্তার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। কার্ডিনাল উত্তর করিলেন "ইহার জন্য আপনার এত উদ্বেগ কেন? অপেক্ষা করুন, আমি সমুদয় বিবরণ জানিয়া আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি সেই কর্দ্দমাক্ত পদেই পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং দ্রুতগতিতে সন্ন্যাসিনীদিগের সেই আশ্রমে গিয়া উপনীত হইলেন। আশ্রমের তত্ত্বাবধায়িকাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি প্রধান আচার্য্য পোপকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। আপনার আশ্রমে অমুক নামে যে সন্ন্যাসিনী অলৌকিক ক্রিয়া করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে আমার একটুকু প্রয়োজন আছে।"

২৯শে জ্যৈষ্ঠ।

তোমার আপন প্রদীপ নির্ব্বাণ করিলেই ঈশ্বরের আলোক দেখিতে পাইবে।

❀ ❀ ❀ ❀

পোপের আদেশ অগ্রাহ্য করিবার নহে, কাজেই উক্ত সন্ন্যাসিনীকে উপস্থিত হইতে হইল। কার্ডিনাল বসিয়া আছেন, দেখিতে পাইলেন, সেই সন্ন্যাসিনী বহুসংখ্যক সহচরী পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার মুখের ভাব ভঙ্গিতে ও গতিতে অভিমানের চিহ্ন দেদীপ্যমান। সন্ন্যাসিনী যেই আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, অমনি কার্ডিনাল আসন হইতে না উঠিয়াই কর্দ্দমাক্ত পাদুকামণ্ডিত দক্ষিণ চরণ প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আমার পায়ের এই জুতাটা টানিয়া খোল, পরে পোপের আদেশ জানাইতেছি।" সন্ন্যাসিনী গর্ব্বভরে ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইলেন। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা, দলে দলে লোক যাহার আশীর্ব্বাদ লইতে আসে, তাহার প্রতি এই অপমান! সন্ন্যাসিনী মুখ ফিরাইলেই কার্ডিনাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "বিদায়। আমি যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা হইয়াছে, এখন চলিলাম।" এই বলিয়া কার্ডিনাল আবার অশ্বে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন এবং পোপকে গিয়া কহিলেন, "তাত, শান্ত হউন, এখানে অলৌকিক কিছুই নাই, কারণ বিনয় নাই।"

৩০শে জ্যৈষ্ঠ।
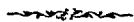
হোসেন বসোরী একজন উচ্চ শ্রেণীর সাধক। বিনয় তাঁহার আত্মার ভূষণ ছিল। একদিন তিনি নৌকারোহণে যাইতে যাইতে দেখিলেন, নদীতটে একজন কাফ্রি একজন স্ত্রীলোকের নিকটে বসিয়া আছে এবং এক বৃহৎ বোতল হইতে কি ঢালিয়া পান করিতেছে। দেখিয়া তিনি আপনাকে তাহার সহিত তুলনা করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন; এ ব্যক্তি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, যেহেতু এ ব্যক্তি স্ত্রীলোকের সহিত সুরাপান করিতেছে। এই সময়ে সহসা এক প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া হোসেনের পশ্চাদ্বর্ত্তী একখানা নৌকাকে জলমগ্ন করিল। সেই নৌকায় সাতজন আরোহী ছিল। কাফ্রি এই দুর্ঘটনা উপস্থিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তরঙ্গাকুল-নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং স্বীয় জীবন বিপদাপন্ন করিয়া অসীম সাহসে ছয়জন আরোহীর উদ্ধার সাধন করিলেন। তৎপরে তিনি হোসেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি ছয়জন আরোহীর উদ্ধার সাধন করিলাম, তুমি অবশিষ্ট ব্যক্তির জীবন রক্ষা কর। হে মুসলমানদিগের আচার্য্য! ইনি আমার জননী দেবী, আর এই বোতল হইতে জল ঢালিয়া পান করিতেছিলাম, ইচ্ছা হইল পরীক্ষা করিয়া দেখি, তুমি অন্ধ কি চক্ষুষ্মান্, এখন বুঝিলাম তুমি অন্ধ।"

হোসেন আপন অপরাধের জন্য যারপর নাই লজ্জিত হইলেন এবং কাফ্রির চরণে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন "হে কাফ্রি, তুমি নদীগর্ভ হইতে ছয়জনকে তুলিয়াছ এখন অহঙ্কার আবর্ত্তে পতিত এই অভাগাকেও উদ্ধার কর।"

৩১শে জ্যৈষ্ঠ।

বিনয়েই ধর্ম্মের আরম্ভ।

❀ ❀ ❀ ❀

সুরম্য বসন্তকালে ধরা পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়াছে। সূর্য্যের সুবর্ণকিরণে চারিদিক প্লাবিত, সুকণ্ঠ বিহঙ্গের কলধ্বনিতে দিগন্ত ধ্বনিত; এমন সময়ে এক কোকিল এক বাজকে জিজ্ঞাসা করিল "কি আশ্চর্য্য! এই সুন্দর সময়ে তুমি কাহারও মনে আনন্দ উৎপাদন করিতেছনা নীরবে রহিয়াছ, অথচ পক্ষিকুলে তোমারই, গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমি মধুর সঙ্গীত ধারায় জগৎ মুগ্ধ করি, কিন্তু কীট আমার খাদ্য, কণ্টকাকীর্ণ তরুকুঞ্জ আমার আবাস। আর রাজার বাহু তোমার আসন, রাজার খাদ্য তুমি নিত্য ভোগ করিতেছ।" বাজ কহিল "আমি শত শত কার্জ করি, কিন্তু সে কথা মুখের বাহির করিনা। আমি স্বীয় কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি, সুতরাং প্রভু আমার প্রতি প্রসন্ন। তুমি কোন কাজ করনা সর্ব্বদা চীৎকার করিয়া মরিতেছ, জিহ্বাই তোমার সার সর্ব্বস্ব অতএব তুমি ক্ষান্ত হও।"

পুরাকালে একবার দানবরাজ প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্র বলে ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর রাজ্য অপহৃত দেখিয়া অচিরাৎ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া প্রহ্লাদের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন "দানবরাজ আমি তোমার নিকট শ্রেয়ঃ সাধনের উপায় জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি।" ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে প্রহ্লাদ পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণের শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া কহিলেন "হে ব্রহ্মন্, আমি আপনার ভক্তি দর্শনে, আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনি অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।" তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন "দানবরাজ, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দিন, যেন আমি আপনার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি।" ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রহ্লাদ যুগপৎ প্রীত ও ভীত হইলেন; কিন্তু সত্যপালন পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বরপ্রদান করিবামাত্র দানবরাজের অন্তঃকরণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অনন্তর ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ প্রহ্লাদের নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে প্রহ্লাদের শরীর হইতে সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজ নির্গত হইল। দানবরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে" তেজ কহিল "আমি চরিত্র। এখন আপনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। যে ব্রাহ্মণ আপনার শিষ্য ছিলেন এখন হইতে আমি তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব।" চরিত্র এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া ইন্দ্রের

দেহে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর দানবরাজের দেহ হইতে আর একটী তেজ নির্গত হইল। তখন প্রহ্লাদ উহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভদ্র, তুমি কে ?" তেজ কহিল "দৈত্যরাজ, আমি ধর্ম্ম, যে স্থান চরিত্র আমি তথায়ই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রাহ্মণ সন্নিধানে গমন করিয়াছে, সুতরাং আমাকেও তথায় গমন করিতে হইল।" ধর্ম্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর আর একটী তেজ মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ?" তেজ কহিল "দানবরাজ, আমি সত্য, এক্ষণে তোমায় ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের অনুগামী হইলাম।" সত্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে একটী মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাপুরুষ, তুমি কে ?" পুরুষ কহিল "মহারাজ, আমি সৎকার্য্য; যেখানে সত্য আমি সেইখানেই অবস্থান করিয়া থাকি।"

অনন্তর প্রহ্লাদের দেহ হইতে গভীর শব্দ করিতে করিতে আর একটী তেজ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল "দানবরাজ, আমি বল; সৎকার্য্য যে স্থানে অবস্থান করে আমিও তথায় থাকি।" বল এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক আভাময়ী দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন "দেবি, তুমি কে ?" দেবী কহিলেন, "মহারাজ আমি লক্ষ্মী, আমি এতদিন তোমার দেহে অবস্থান করিয়া ছিলাম এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বলের অনুগমন করিতেছি।"

লক্ষ্মী এই বলিলে প্রহ্লাদ অধিকতর ভীত হইলেন এবং লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় কহিলেন, "দেবি, এক্ষণে তুমি কোথায় গমন করিবে?" লক্ষ্মী উত্তর করিলেন "রাজন্! যে ব্রাহ্মণ তোমার শিষ্য হইয়াছিলেন, তিনি সুররাজ ইন্দ্র। ত্রিভুবনে তোমার যাহা শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, তাহা তিনি অপহরণ করিয়াছেন। তুমি সচ্চরিত্র দ্বারা তিন লোক ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলে, দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন; ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য, বল ও আমি আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন।" লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

১লা আষাঢ়।
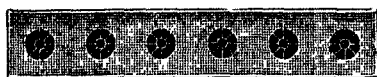
যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার প্রণাম করি।

❀ ❀ ❀ ❀

যাঁহার কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার দর্শন, যাঁহার বন্দনা, যাঁহার অর্চ্চনা, লোকের পাপ সদ্য বিনাশ করে, সেই মঙ্গলশ্রবা পরমেশ্বরকে নমস্কার নমস্কার।

❀ ❀ ❀ ❀

তিনি দেশকালের অতীত, অথচ দেশকালের মধ্যে থাকিয়া এই অসীম জগৎ সংসার পালন করিতেছেন, তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের মোচয়িতা ঐশ্বর্য্যের স্বামী। সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে সেই মঙ্গল্য বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

২রা আষাঢ়।

ধর্ম্মের প্রথম পুরস্কার ঈশ্বরে অনুরাগ সঞ্চার হওয়া; তাহার শেষ পুরস্কার ঈশ্বরকে লাভ করা।

ঈশ্বরে একবার আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার সুখ দুঃখের জন্য আর চিন্তা করিওনা; কিন্তু কেবল তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইবে। তুমি যতদিন তাঁহার দয়াতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে না পারিবে, ততদিন সেই অমৃত পুরুষের করুণা, আস্বাদন করিতে পারিবেনা, ততদিন সেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতি না পাইয়া তোমার হৃদয় আলোকিত হইবেনা।

শত শত গ্রন্থ পাঠ করিলে ও শত শত ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ করিলে যে বিশ্বাস না হয়, একবার ঈশ্বরের আলোক দেখিতে পাইলে, আমাদের চক্ষু উন্মীলন হয়। ঈশ্বরের নিকট যাইবার জন্য অহরহ জ্ঞানকে মার্জ্জিত করিতে হইবে; হৃদয়কে পবিত্র করিতে হইবে; তিতিক্ষাকে হৃদয়ের বর্ম্ম করিতে হইবে। যেখানে থাকি, যদি ঈশ্বরের জন্য অবস্থান করি, যেখানে যাই যদি তাঁহাকেই লক্ষ্য করি, তবে মহা বিপত্তি হইতে রক্ষিত হই।

ঈশ্বরের সহিত যদি আমাদের সাদৃশ্য না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিয়া ও তাঁহার সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতামনা। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে।

৩রা আষাঢ়।

যাহা হারাইয়া যায় তাহার কোন মূল্য নাই। যাহা কখনও হারায়না তাহাই লোভনীয়।

❀ ❀ ❀ ❀

যেখানে প্রীতি স্থাপন করিলে সমুদয় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, যাহার কখনই আর ক্ষয় হয়না, যাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিলে সে যোগের আর অন্ত হয়না; তাঁহারই প্রেমে নিমগ্ন হইয়া আপনাকে শীতল কর।

❀ ❀ ❀ ❀

সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি, ঈশ্বরই অমৃত নিকেতন; তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলেই আমরা সংসারের পার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম দেখিতে পাই এবং আপনা হইতেই বলিতে থাকি "যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।" সেই প্রাণের সহিত যিনি আপনাকে যুক্ত করিয়াছেন তিনি মৃত্যুর হস্ত দেখিয়া আর ভয় পাননা, তিনি অমৃত লাভের প্রতি স্থির নিশ্চয় থাকেন।

❀ ❀ ❀ ❀

আমার আত্মন্, ঈশ্বরে নির্ভর কর; কারণ আমার আশা তাঁহা হইতেই। তিনি আমার আশ্রয় স্থান এবং আমার মুক্তি তিনি। আমার রক্ষক তিনি, আমি বিচলিত হইবনা; আমার গৌরবও মুক্তি ঈশ্বরেতেই।

৪ঠা আষাঢ়।

ইনি প্রাণস্বরূপ ; যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন।

❀ ❀ ❀ ❀

সূর্য্য আকাশে উদিত হইল। কেবল গুটিকতক পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করিতে বা কয়েকটী বৃক্ষকে সজীব করিতে নহে, বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ বিধান করিতেই সূর্য্য উদিত হইল। দেবদারু আপন উন্নত মস্তক নাড়িয়া বলিল "সূর্য্য তুমি আমারই।" মৃত্তিকার উপরিভাগে প্রস্ফুটিত বনফুল ঈষৎ হাস্য করিয়া ও মৃদু গন্ধ বিস্তার করিয়া বলিল "সূর্য্য, তুমি আমারই" এবং সহস্র ক্ষেত্র মধ্য হইতে শস্যরাজি প্রাতঃসমীরণে কম্পিত হইয়া একতানে বলিয়া উঠিল "সূর্য্য, তুমি আমারই।"

ঈশ্বরও তেমনি ধর্ম্মজগতের গুটিকতক মহাপুরুষের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের জীবন স্বরূপ হইয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। এই পৃথ্বীতলে এমন ক্ষুদ্র এমন নীচ জীব কেহ নাই, যে শিশুর নির্ভরের সহিত তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া বলিতে পারেনা "পরমপিতা তুমি আমারি।"

❀ ❀ ❀ ❀

প্রভু, তোমার প্রেমমুখের জ্যোতি আমার নিকট প্রকাশ কর। হে ঈশ্বর, তুমি আমার কবচস্বরূপ ; আমার গৌরব তুমি ; আমার অবনত মস্তক তুমিই উন্নত কর।

৫ই আষাঢ়।

ধর্ম্মের আগম ও ক্ষয় নিরন্তরই হইয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ক্ষীণধন হইলেও তাঁহাকে ক্ষীণ বলা যায়না; কিন্তু যাহার ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়াছে, সেই যথার্থ ক্ষীণ।

❀ ❀ ❀ ❀

রামায়ণের উপসংহারের দৃশ্যটী স্মরণ কর। সীতা অপমানে ধরাগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছেন এবং রামচন্দ্র তাঁহার কেশপাশ ধারণ পূর্ব্বক তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন এ ছবিটী কিরূপ? সাধন পথের পথিক, তুমি কি কখনও ইহার অনুরূপ ছবি নিজ অন্তরে দর্শন করনাই? তুমি যেন পাপরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইতে যাইতেছ এবং ঊর্দ্ধ হইতে যেন কোন আশ্চর্য্য শক্তি তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া তুলিতেছে। এই শক্তি যাঁহারা অদ্যাপি নিজ অন্তরে অনুভব করেননাই, তাঁহারা মুক্তির তত্ত্ব অদ্যাপি অবগত নহেন।

❀ ❀ ❀ ❀

আমার হৃদয় যখন অভিভূত হইয়া পড়িবে, তখন আমি পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে তোমাকে ডাকিব, কারণ তুমি আমার আশ্রয়; শত্রুব্যূহের মধ্যে দুর্ভেদ্য দুর্গ তুমি।

আমার আত্মন্, তুমি কেন পরাভূত হইতেছ? হৃদয়, তুমি কেন চঞ্চল হইতেছ? ঈশ্বরে আশান্বিত হও, কারণ, আমি তাঁহার প্রসাদ ও অনুগ্রহের জন্য এখনও তাঁহার স্তুতিবাদ করিব।

৬ই আষাঢ়।

কে বলে মনুষ্য অসহায়? প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার সহায়তা পাইতেছি, তবু বলিব আমি অসহায়?

❀ ❀ ❀ ❀

প্রার্থনার উত্তর শ্রবণ করিবার জন্য জাগিয়া থাক। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার কখন সুসময়, তাহা ঈশ্বর জানেন, যদি প্রাণের অভাব উপলব্ধি করিয়া প্রার্থনা করিয়া থাক, তবে যতক্ষণ সে প্রার্থনা পূর্ণ না হয় ততক্ষণ কি উন্মুখ হইয়া থাকিবেনা? ধনীর দ্বারে দরিদ্র দুটী পয়সার জন্য হত্যা দিয়া থাকে, যতক্ষণ শেষ উত্তর না পায় ততক্ষণ আর নড়েনা। জগদীশ্বরের দ্বারে প্রার্থনা করিয়া কি অমনি চলিয়া যাইতে হয়? ঈশ্বর, চিরদিন সরল প্রার্থনার উত্তর প্রদান করেন। তোমার প্রার্থনা যদি সরল হয়, জাগিয়া থাক, উত্তর পাইবে। আশার সহিত জাগিয়া থাক, বিশ্বাসের সহিত জাগিয়া থাক, নির্ভরের সহিত জাগিয়া থাক।

❀ ❀ ❀ ❀

যদি প্রভু পরমেশ্বর নির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা না করেন তাহা হইলে আর যাহারা নির্ম্মাণ করিতে যায়, তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়। প্রভু যদি নগর রক্ষা না করেন, রক্ষী পুরুষের জাগিয়া থাকাই বৃথা।

গৃহ নির্ম্মাতারা যে প্রস্তর খানিকে পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহা ছাদের কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়াছে। ইহা প্রভু পরমেশ্বরেরই কার্য্য; আমাদের চক্ষে ইহা অত্যাশ্চর্য্য।

৭ই আষাঢ়।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রসাদের অধিকারী হন ও তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হন।

❀ ❀ ❀ ❀

দীনাত্মারা ধন্য ; কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।

❀ ❀ ❀ ❀
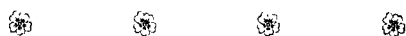
যিনি প্রকৃত দীনাত্মা নহেন, তাঁহার কিছুতেই শান্তি হয়না। তুমি কেবল পরমেশ্বর ও তাঁহার মানব সন্তানের সেবা করিতে এই পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছ ; বৃথা আড়ম্বর ও আলোচনার জন্য তোমাকে এ অমূল্য জীবন দেওয়া হয় নাই, কেবলমাত্র ঈশ্বরে চিত্তসমাধান কর, তাঁহার নিকট বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ কর, তবেই তুমি এই পৃথিবীতে দাঁড়াইবার ভূমি পাইবে।

❀ ❀ ❀ ❀

আমার অন্তরের অন্তরে তোমার অধিকার স্থাপিত না হইলে কিরূপে আমার জীবন পবিত্র হইবে ? অন্তর যদি তোমার জন্য ব্যাকুল না হয়, তবে বাহিরের উপায়ে কিরূপে তোমাকে লাভ করিব ? যেস্থান হইতে জীবন প্রবাহ সকল বাহির হয়, প্রভো, সেখানে ধর্ম্মের বীজ রোপণ কর, আমার জীবন পবিত্র হইয়া যাউক।

৮ই আষাঢ়।

ধর্ম্মলাভ করিতে যত্নবান হও। হৃদয়ের অন্ধকার দূরে পলায়ন করিবে, জীবনের পথ পরিষ্কার হইবে।

যথার্থ বিনয়ী হও, ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে। প্রকৃত বিনয়শূন্য অন্তরে ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারেনা।

আপনার অহঙ্কার যত যায়, আত্মাতে ঈশ্বরের প্রভুত্ব তত স্থাপিত হয় এবং আত্মা তাঁহার বলে বলীয়ান হইতে থাকে।

সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন যে আমি শুদ্ধ এই জানি, যে আমি কিছুই জানিনা।

পারস্যদেশীয় কোন গ্রন্থকার বলিয়াছেন, যখন আমি কিছুই জানিতামনা, তখন মনে করিতাম সকলই জানি, যখন জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, তখন দেখিলাম, কিছুই জানিনা।

সূর্য্য যাঁহার মহাসভায় সামান্য একটী জ্যোতিষ্মান্ বিন্দু, তাহার মধ্যে আপনাকে বড় দেখা বিনয়ের নিতান্ত বহির্ভূত।

৯ই আষাঢ়।

ঈশ্বর মূর্খ পাপী সন্তানদিগকে সর্ব্বদাই যেন এই কথা বলিতেছেন, আমার সন্তান, তোমার বিদ্যাবুদ্ধি আছে কিনা তাহা আমি দেখিতে চাইনা। ভাল বাসায় মাখাইয়া তোমার প্রাণটী আমায় দাও। মায়ের কোমল বুকে মাথা রাখিয়া শিশু যেমন অকপটে মনের কথা খুলিয়া বলে, তুমিও তেমনি তোমার সব কথা আমায় বল। তোমার প্রাণের কথা মনের ব্যথা আমায় ঢালিয়া দাও, আমি যে তোমার মা। তুমি কি চাও আমায় বল। তোমার অহঙ্কার, আলস্য, ক্রোধ প্রভৃতির বশীভূত মনকে সুস্থ করিতে হইবে? বল, লজ্জা কি? তোমার ন্যায় কত পাপী আজ স্বর্গে দেবতা হইয়াছেন। পার্থিব সুখ সম্পদ, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, ইহাই কি চাও? তোমার আত্মাকে পবিত্রতর করিবার জন্য যদি এইগুলির প্রয়োজন হয়, তবে তাহা দিতে আমার বাধা কি? তুমি বিষণ্ণ কেন? কেহ কি তোমাকে কোন কটু কথা বলিয়াছে? না সংসারের কণ্টকাকীর্ণ পথে অনাবৃত চরণে ভ্রমণ করিয়া কণ্টকাঘাতে ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ? তুমি কি ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া কাতর হইয়াছ? আমায় সব খুলিয়া বল, আমি এখনই তোমাকে শান্ত করি। সন্তান, আমার মঙ্গলভাবে বিশ্বাস কর। আমি যে তোমার উপকার করি, তাহা মনে রাখ। তোমার আশা, তোমার বিপদ, তোমার সাহস, তোমার দুর্ব্বলতা, সকল কথা আমাকে বল। নির্ব্বোধ, মাকে না বলিয়া কি পথের লোককে বলিবে?

১০ই আষাঢ়।
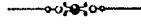
ঈশ্বর তাঁহার ভৃত্যের আত্মাকে মুক্তিপ্রদান করেন; তাঁহাতে যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করেন তাঁহারা কেহই পরিত্যক্ত হইবেননা।

❀ ❀ ❀ ❀

পরমেশ্বর তোমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, এবং কখনও ঘৃণা করিবেননা। এই জীবনের অপেক্ষা নিশ্চয়ই তোমাদের পরকালের অবস্থা অধিকতর মঙ্গল জনক হইবে। পরমেশ্বর তোমাদিগকে পুরস্কার দিবেন যাহা পাইয়া তোমরা সুখী হইবে। তোমরা কি পিতৃ মাতৃহীনের মত ছিলেনা? এবং সেই অবস্থায় কি তিনি তোমাদের সহায় হন নাই? তোমরা কি কুসংস্কারের রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেনা এবং তিনি কি আসিয়া তোমাদিগকে সত্যপথে চালিত করেন নাই? তোমরা কি অভাবের মধ্যে ডুবিয়া ছিলেনা? এবং তিনি কি তোমাদিগকে অনেক মূল্যবান বস্তু দেন নাই? তবে পিতৃমাতৃহীনদিগকে পীড়ন করিওনা ও কাঙ্গালদিগকে তাড়াইয়া দিওনা, কিন্তু প্রভুর কথা ঘোষণা কর।

❀ ❀ ❀ ❀

দশ সহস্র লোক যদি আমাকে বেষ্টন করিয়া আমার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি আমি ভীত হইবনা। আমি আর্ত্তস্বরে প্রভুর নিকট ক্রন্দন করিয়াছিলাম, তিনি স্বর্গ হইতে তাহা শ্রবণ করিয়াছেন।

১১ই আষাঢ়।

যখন বলি পিতা, আমার ত্রিজগতে যে আর কেহ নাই, তখন দেখি, সকলই আছে।

পর্ব্বত যেমন প্রবল বাত্যার মধ্যে অবিচলিত থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেইরূপ নিন্দা ও প্রশংসার মধ্যে অবিচলিত থাকেন। সাধুব্যক্তিরা সম্পদ ও বিপদের মধ্যদিয়া অটলভাবে অগ্রসর হন, প্রশংসার উপযুক্ত হইলেও তাঁহারা প্রশংসা না পাইয়া কাতর হননা। যাঁহারা সত্যের ভিত্তির উপর দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, রিপুদমন করিয়াছেন এবং জ্ঞানালোকে প্রাণপূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও মুক্ত ; তাঁহারা পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু। তাঁহারা ধীরে বাক্য প্রয়োগ করেন, ধীরের ন্যায় চিন্তা করেন, এবং ধীরভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন।

ভক্তিভাবে দৃষ্টি কর, চারিদিকেই সুন্দর বস্তু দেখিতে পাইবে। ভক্তিভাবে পাঠ কর, সকল পুস্তক হইতেই উপদেশ লাভ করিবে। ভক্তিভাবে কথা বল, সকলে মুগ্ধভাবে তোমার কথা শুনিবে। ভক্তিভাবে কাজ কর, ঈশ্বরের বল লাভ করিবে।

১২ই আষাঢ়।

প্রার্থনা জীবনের চাবি, ইহা দিয়া প্রতিদিন জীবনের দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ কর।

❀ ❀ ❀ ❀

বিদ্যুতের আলোকের ন্যায় সে স্বর্গীয় ভাব আমার মনশ্চক্ষুর নিকট হইতে হঠাৎ কেন তিরোহিত হইয়া গেল? কেন জীবনে অধিককাল শান্তি অনুভব করিতে পারিনা? ঈশ্বরেতে শান্তি কাহাকে বলে, তাহা কি তুমি কখনও অনুভব করিয়া থাক? শিশু খেলা করিতে করিতে ভয় পাইয়া, যখন ছল ছল নেত্রে মাতার কাছে ছুটিয়া যায়, তখন জননী প্রিয় শিশুকে কোলে বসাইয়া তাহার নিকট সান্ত্বনার গীতি গাইয়া তাহার ভয়চকিত মনকে শান্ত করেন। সংসারের খেলায় ভয়প্রাপ্ত হইয়া, তুমি কয়বার তোমার পরম মাতার কাছে ছুটিয়া গিয়াছ? কখনও কি তোমার মাতা, তোমাকে বলিয়াছেন, আমার প্রিয়শিশু, তুমি নির্ভয়ে বিচরণ কর, আমি আছি, তোমার ভয় কি? বিপদ হইলে একবার মা বলিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিও। এই অলৌকিক শান্তির জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি; একবার যে শান্তি পাইয়াছিলাম, তাহার জন্য আবার লালায়িত হইয়াছি। কবে এই তপ্ত হৃদয় শান্ত হইবে?

১৩ই আষাঢ়।

প্রাণের সামগ্রী ঈশ্বর, সংসার নহে।

যখন আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে দেখি, তখনই আপনার মহত্ত্ব। যখন ঈশ্বরকে ভুলিয়া আপনাকে দেখি, তখনই আমরা সংসারের ক্ষুদ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া যাই।

বিশ্বাসী হও; হৃদয় প্রস্তুত কর, তোমার হৃদয়ের ঈশ্বর জগতের স্বামী, তোমার অন্তরে আসীন হইয়া, তোমাকে চরিতার্থ করিবেন।

যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হইতে চাও, নিজ জীবনে তাঁহাকে অন্বেষণ কর, দেখিবে, প্রতি অস্থিতে তাঁহার দয়ার পাঠ খোদিত রহিয়াছে।

সকলই ঈশ্বরের; সুতরাং যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, সে সকলই প্রাপ্ত হয়। সে দেখিতে পায় যে সকলের সহিত তাঁহার গাঢ় সম্বন্ধ।

তোমার দিকে হে ঈশ্বর, আমার আত্মাকে তুলিতেছি। আমার ঈশ্বর, আমি তোমাতে বিশ্বাস করি, আমায় লজ্জিত হইতে দিওনা, আমার রিপুকুলকে আমার উপর জয়যুক্ত হইতে দিওনা।

১৪ই আষাঢ়।

জ্ঞানের অন্ন সত্য ; পরমেশ্বর যিনি তিনি পরম বস্তু ; তিনি সত্যবস্তু, তিনিই জ্ঞানের একমাত্র তৃপ্তি স্থল।

* * * *

ঈশ্বর আত্মাকে এখানকার ভাবে এখানকার সুখেই তৃপ্ত করেন নাই, তিনি ক্রমাগতই তাহাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন তাহার জ্ঞান ও ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিতেছেন। উন্নতিই আত্মার প্রাণ, উন্নতিই আত্মার জীবন। তিনি বিষয়ে তৃপ্তি দেন নাই ইহারই জন্য, যে বিষয়ে তৃপ্ত থাকিলে আমরা তাঁহার পবিত্র আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিবনা, এই জন্যই তিনি এখানে সুখের সঙ্গে দুঃখ, সম্পদের সঙ্গে বিপদ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, যেন আমরা সেই নিরাপদ স্থানকে অবলম্বন করিতে যত্ন করি।

* * * *

তিনি আমাদিগকে দেবতাদিগের সংসর্গের উপযুক্ত করিয়াছেন, এবং আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্মের অধিকারী করিয়াছেন, বিষয় সুখে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই।

১৫ই আষাঢ়।

চাওয়ার পরিচয় পাওয়া। যে পায় নাই, সে কখনই চায় নাই। প্রকৃত প্রার্থনার ইহাই পরিচয়।

❀ ❀ ❀ ❀

তোমার হৃদয় কি স্বর্গীয় শান্তিতে পূর্ণ? প্রার্থনা কর, প্রার্থনা এ ধনকে তোমার হৃদয়ে স্থায়ী করিবে। প্রলোভনে কি আকৃষ্ট হইয়াছ? প্রার্থনা কর, প্রার্থনা তোমাকে প্রলোভন পাশ হইতে মুক্ত করিবে। জীবনের পথে সংগ্রাম করিতে করিতে কি অবসন্ন হইয়া ভূপতিত হইয়াছ? প্রার্থনা কর, প্রার্থনাই তোমাকে ভূমি শয্যা হইতে তুলিবে; আত্মদুর্গতি চিন্তা করিয়া কি নিরাশ হইয়া পড়িয়াছ? প্রার্থনা কর, প্রার্থনাই তোমার নিরাশভগ্ন প্রাণে সান্ত্বনা ও বল বিধান করিবে।

প্রার্থনা আধ্যাত্মিক বার্ত্তাবহ। উহা জীবাত্মার সংবাদ পরমাত্মার নিকট লইয়া যায় এবং পরমাত্মার সংবাদ জীবাত্মার নিকট আনয়ন করে।

❀ ❀ ❀ ❀

এই পৃথিবীর অনেক ঘটনা অনেক কার্য্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার ফল, কিন্তু মানুষ তাহা জানেনা।

❋

১৬ই আষাঢ়।

মাতা যখন শিশুকে প্রহার করেন, তখন শিশু ক্রন্দন করে বটে, কিন্তু সজল নয়নে মাতার দিকেই তাকায়। ঈশ্বর যখন প্রহার করেন, তখন কয়জন লোক শিশুর ন্যায় সেই পরম জননীর দিকেই চাহিয়া থাকে ?

❀ ❀ ❀ ❀

মানব সৃজন করিয়া ঈশ্বর তাহাকে বলিয়াছেন "তুমি আমার সঙ্গে গূঢ় কথা বলিও। তাহা যদি না কর, তবে আমার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকিও; তাহাও যদি না কর তবে আমার নিকট স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিও।"

❀ ❀ ❀ ❀

ভক্ত সর্ব্বদাই হৃদয় মন্দিরে ঈশ্বরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রোগী যেরূপ ব্যাকুলতার সহিত প্রাতঃকালের জন্য অপেক্ষা করে, প্রেমিক সেইরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করেন।

১৭ই আষাঢ়।

প্রাচীন শ্রাবস্তী নগরে একজন ধনবান কৃপণ বাস করিত। এক দিন অকস্মাৎ তাহার অর্থরাশি অঙ্গারে পরিণত হইল। কৃপণ ধনের শোকে মৃতপ্রায় হইল।

কৃপণের বন্ধুগণ তাহার অবস্থা দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন; তাঁহারা তাহাকে বলিলেন তুমি অকর্ম্মণ্য অর্থের জন্য শোক করিতেছ কেন? তুমি ঐ অঙ্গার স্তূপ লইয়া বাজারে যাও, যদি তোমার সৌভাগ্য ক্রমে তথায় কোন সাধুর সমাগম হয়, তবে তাঁহার পবিত্র স্পর্শে উহা সুবর্ণে পরিণত হইতে পারে।

বন্ধুগণের এই পরামর্শ কৃপণ গ্রহণ করিল। সে অঙ্গার রাশি সংগ্রহ করিয়া বাজারে গেল এবং সাধু সমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কৃশা গৌতমী নামে এক দরিদ্র বালিকা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। দরিদ্র কৃশার হস্তস্পর্শে অঙ্গাররাশি স্বর্ণে পরিণত হইল। কৃপণ আনন্দে তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া স্বীয় পুত্রের সহিত বিবাহ দিল। কৃশা সুখে কালযাপন করিতে লাগিল; যথাসময়ে সে একটী পুত্র লাভ করিল। কৃশার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র এক দিন উপবন মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল, সহসা কাল সর্পের দংশনে তাহার জীবন বৃন্ত ছিন্ন হইল।

১৮ই আষাঢ়।

কৃশা পুত্র হারাইয়া জ্ঞান হারাইল। সে শোকে উন্মত্ত হইয়া মৃত পুত্র বক্ষে ধরিয়া দ্বারে দ্বারে মৃত সঞ্জীবন ঔষধের অন্বেষণ করিতে লাগিল।

একদিন কৃশা কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল এক বৌদ্ধ ভিক্ষু সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। কৃশা ভাবিল এই মহাপুরুষ আমার পুত্রের প্রাণ দিতে পারেন। সে ভিক্ষুর চরণে পতিত হইয়া পুত্রের জন্য ঔষধ ভিক্ষা করিল। ভিক্ষু কৃশার কষ্ট দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, বলিলেন "কল্যাণি, মৃতদেহে জীবন দিতে পারি, আমার এমন ক্ষমতা নাই। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট যাও, তিনি উপযুক্ত ঔষধ দিবেন।"

কৃশা এই কথা শুনিয়া পুলকিত হৃদয়ে বুদ্ধের চরণে উপস্থিত হইল, তাঁহার পদপ্রান্ত লুণ্ঠিত হইয়া কহিল "হে দেব, আমার মৃত সঞ্জীবন ঔষধ দিন, আমার পুত্রের দেহে জীবন আনয়ন করুন।"

বুদ্ধ কহিলেন "বৎসে আমি ঔষধ জানি; কিন্তু তোমাকে তাহার উপকরণ আনিতে হইবে, তুমি কতকগুলি সর্ষপ লইয়া আইস, আমি ঔষধ দিব।" সর্ষপ বীজ আনিলেই মৃতপুত্র পাইবে, এই আশায় কৃশা দ্রুতপদে ধাবিত হইল। বুদ্ধ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "কল্যাণি যে গৃহে কেহ কোন দিন মৃত্যু মুখে পতিত হয় নাই এমন গৃহের সর্ষপ বীজ আবশ্যক।"

১৯শে আষাঢ়।

কৃশা মৃতপুত্র বক্ষে লইয়া গৃহস্থগণের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু যে গৃহে কেহ কোনদিন মৃত্যু মুখে পতিত হয় নাই, এমন গৃহ দেখিতে পাইলনা, সকলেই বলিল "জগতে জীবিত ব্যক্তির অপেক্ষা মৃতের সংখ্যাই অধিক। কে কবে মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে?"

কৃশা নিরাশ হইয়া নগরের বাহিরে গিয়া বসিয়া রহিল; ক্রমে সন্ধ্যা হইল; সান্ধ্য আকাশে এক একটী করিয়া নক্ষত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। দূরে নগরের দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল, ক্রমে রজনী গভীরা হইল এবং দীপাবলী একে একে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তখন বুদ্ধদেব আসিয়া কৃশার সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বুদ্ধদেব গভীর স্বরে বলিলেন "ঐ দেখ, নগরের দীপাবলী একে একে নিবিয়া গেল। মানবজীবন ও এইরূপ জ্বলিয়া উঠিয়া ক্ষণকাল আভা বিস্তার করিয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে নিমগ্ন হয়।"

তখন কৃশার চৈতন্য হইল। সে পুত্রের শব অরণ্যে ফেলিয়া দিয়া বুদ্ধের শিষ্য হইল।

২০শে আষাঢ়।

পারস্যের শাহজাদ্যানে একটী মনোহর গোলাপ গাছ শোভা পাইতেছিল। তৎপুষ্পের অনুপম বর্ণপ্রভা, সুস্নিগ্ধ লাবণ্য ও অপূর্ব্ব সুগন্ধ সকলেরই মনপ্রাণ হরণ করিয়াছিল। বসন্ত সমাগমে, বৃক্ষে সুকোমল কলিকা সকল দেখা দিল, তন্মধ্যে একটী কলিকার মনোহারিতা অপ্রতিম; উহা আপন স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে সকলকে মোহিত করিল; কিন্তু হায়, তাহার সুকুমার শোভা সম্যক্ পরিস্ফুট না হইতেই উদ্যান রক্ষক তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিলেন, পুষ্পমাতা নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে তদপেক্ষা ও সুন্দর দুইটী কলিকা শোভা পাইল, কিন্তু হায়, এবারেও মাতার সকল আশা বিফল হইল। সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাকালে যখন মুক্তাবিন্দু সদৃশ শিশির কণা সেই সুকুমার কলিকাদ্বয়ের অপরিস্ফুট সলজ্জ শোভাকে অধিকতর কমনীয় করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে উদ্যান রক্ষক আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ইহাদিগকেও কাটিয়া লইয়া গেলেন। মাতার হৃদয় ভগ্ন হইল, সে শোকে অধীর হইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে সে আবার শান্তি লাভ করিল; কারণ আর একটী সুন্দর কলিকা দেখা দিল, তাহার স্নেহ উহার প্রতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে তাহার সমুদয় স্নেহ উহাতেই আবদ্ধ হইল। তাহার সৌন্দর্য্য ও শোভার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতার হৃদয়ে আনন্দ আশা ও সুখ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীরা সুমিষ্ট গানে উহাকে আনন্দিত করিতে লাগিল। কলিকার দল সমূহ ক্রমে বিকাশোন্মুখ হইল।

২১শে আষাঢ়।

আর অল্প সময় অবশিষ্ট আছে, দুই এক দিনের মধ্যেই পুষ্প সম্যক্ স্ফুরিত হইয়া স্বীয় মধুর সুগন্ধে প্রাতঃসমীরণকে সৌরভে পূর্ণ করিবে, এমন সময়ে, একি সর্ব্বনাশ! রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হইতে না হইতেই সেই হীরকোজ্জ্বল শিশিরবিন্দু শোভিত সুকোমল কলিকা হৃদয়বিহীন মালীর হস্তে পতিত হইল। পুনরায় সেই শাণিত ছুরিকা উত্থিত হইল, পরক্ষণেই কোমল কোরক মাতৃবৃন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্থানান্তরে নীত হইল।

উদ্যানপালের বার বার এই নিষ্ঠুর আচরণে মাতার হৃদয়ে যে অবস্থা ঘটিল, কে তাহা বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে? ভীষণ নৈরাশ ও গাঢ় শোকের অন্ধকার তাহাকে এককালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার সুন্দর উজ্জ্বল হরিৎ পত্রাবলী শুষ্ক ও শাখাচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিল, বৃক্ষ আর পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ ও প্রফুল্ল রহিলনা, আর তাহাতে সুন্দর সুন্দর কোরকাবলী দেখা দিলনা। উদ্যানগৌরব গোলাপতরু হৃদয়ভেদী বিষাদে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল।

একদিন পূর্ণিমার সুস্নিগ্ধ নিশীথে যখন ধরণী রজতজ্যোৎস্নায় সুস্নাত হইয়াছে, যখন উদ্যানস্থিত অন্য সকল পুষ্প স্বীয় স্বীয় সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া হাস্য করিতেছে, যখন বায়ু সৌরভে পূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, এমন সময়ে বুলবুল গোলাপকে সম্বোধন করিয়া কহিল "সুন্দরি, তোমার এ অবস্থা কেন? তোমার বৃন্ত পুষ্পহীন কেন? পূর্ব্বের ন্যায় কেন আর উহা সৌন্দর্য্যসার কুসুমরাশি উৎপন্ন করেনা?"

২২শে আষাঢ়।

গোলাপ উত্তর করিল "হায়! তুমি কি আমার দুরবস্থার কথা অবগত নও? তুমি কি জাননা আমার প্রাণের সন্তানেরা সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণে বিভূষিত না হইতেই আমার নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে? তুমি কি অবগত নও নির্দ্দয় মালী অসময়ে তাহাদিগকে আমার স্নেহ ক্রোড় হইতে বিচ্যুত করিয়াছে? যখন বার বার এইরূপ ঘটিতেছে, তখন আমি আর কিরূপে ঐরূপ সুন্দর শিশুদিগকে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিব? না তাহা আর পারিবনা আমি নিজেও মরিব, আমার জীবনে আর আস্থা নাই।"

এই কথা শ্রবণে বুলবুল উত্তর করিল "গোলাপজননি, তুমি কি জান, তোমার সন্তানেরা কোথায় রক্ষিত হইয়াছে?" গোলাপ কহিল "না, আমি তাহার কিছুই জানিনা; কিন্তু তাহারা যখন আমার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।"

তখন বুলবুল কহিল "জননি, তোমার সন্তানেরা কোথায় আছে শ্রবণ কর। আমি রাজগৃহে উপস্থিত ছিলাম, দেখিতে পাইলাম, তোমার কুসুমগুলি মূল্যবান স্ফটিকাধারে শোভা পাইতেছে। মহারাজ স্বহস্তে সেইগুলি আনিয়া পত্নীকে উপহার দিলেন।

২৩শে আষাঢ়।

আমি দেখিলাম রাজ্ঞী সাদরে তাহাদের সুগন্ধ লইয়া পুনরায় তাহাদিগকে সযত্নে স্বস্থানে স্থাপন করিলেন এবং স্বীয় বিশ্বস্ত পরিচারিকাকে বলিয়া দিলেন দেখিও, ইহাদের প্রতি যেন কোনরূপ যত্নের ক্রটি না হয়, আমার বিশ্রামের পর আমার চক্ষু যেন ইহাদের উপরেই প্রথমে পতিত হয়। গোলাপজননি, যদি সন্তানেরা তোমার নিকটে থাকিত তবে কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদের সৌন্দর্য্য-বিনষ্ট ও তাহাদের দল সমূহ বায়ু সঞ্চালনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত; গোপনে অনাদরে তাহাদের জীবন অবসান হইত। এখন সমুদয় শুনিলে, আর কি তুমি বিষণ্ণ থাকিবে?" "না বুলবুল, আমার সন্তানেরা যখন আমার প্রভুর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, আমার প্রভুপত্নীকে সুখী করিতেছে, তখন আর আমি দুঃখ করিব কেন? বরং আমার প্রভুকে ধন্যবাদ করি, কারণ তাঁহার প্রসাদেই দরিদ্রেরা এত সম্মান ও সমাদর প্রাপ্ত হইল। আমি পুনরায় আমার ম্রিয়মান মস্তক উত্থিত করিব। আমার প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

২৪শে আষাঢ়।

আজ শোকের ঘন তামসে পরিবার আচ্ছন্ন। স্বাস্থ্য, আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ও ক্রীড়াশীলতার জীবন্ত প্রতিকৃতি, গৃহের আলোক, সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান মরণের দারুণ আঘাতে শয্যাশায়ী। তাহার সুন্দর সুগোল হস্তপদদ্বয় যাহা অনুক্ষণ ক্রীড়াশীলতায় ব্যস্ত থাকিত, তাহা ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইয়া শয্যায় মিলাইয়া গিয়াছে। যে বিশাল উজ্জ্বল সুনীল নয়নদ্বয় বুদ্ধির আভা ও সহাস্য সৌন্দর্য্যে পিতা মাতার হৃদয়ে কত আনন্দ ও ভবিষ্যতের আশা সঞ্চার করিত, তাহা মৃত্যুর করাল হস্ত স্পর্শে মুদ্রিত; সুগৌর কোমল আননে মৃত্যুর নীলিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে শিশুর অকলঙ্ক প্রাণ অনন্তে উড্ডীন হইল, তাহার প্রাণহীন নবনীকোমল তনু স্বর্গচ্যুত মন্দার কুসুমদামের ন্যায় জননীর অঙ্কে পড়িয়া রহিল।

শোকের তীব্র আঘাতে নবীনা জননী বাতাহতা কদলীর ন্যায় ভূলুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন, ক্রোড়ের নিধি হারাইয়া তিনি ভূশায়িনী হইলেন; পতির প্রেমপূর্ণ সান্ত্বনাবাণী, জীবিত সন্তানগণের সানুরাগ সহস্র প্রয়াস, আত্মীয় স্বজনের প্রবোধবাক্য, তাঁহার শোকভগ্ন হৃদয়ে কোন সান্ত্বনাই আনয়ন করিতে সমর্থ হইলনা। শোকাতুরা জননী অনশনে দিবানিশি বিহ্বলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

২৫শে আষাঢ়।

একদিন নিশীথ সময়ে যখন পুরজন সকলে নিদ্রিত, তখন বিবশা জননী নিদ্রাহীন শয্যা হইতে উঠিলেন, তাঁহার প্রাণের পুতলীকে যে পথ দিয়া তাহার অন্ত শয্যায় শয়ন করাইতে লইয়া গিয়াছিল, তিনি সেই পথে ধাবিত হইলেন, তাঁহার রুক্ষ কেশ ভার কবরীচ্যুত হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল গলিত হইয়া পড়িতেছে, রমণীর কোন সংজ্ঞা নাই।

জননী ক্রমে নদীতটে শ্মশান ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রজনী গভীরা; নদীস্রোত কুলকুলরবে বহিয়া যাইতেছে, নৈশ বায়ু সর্‌সর্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, কৃষ্ণপক্ষের তিমিরাবগুণ্ঠিত আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ফুটিয়াছে, নৈশ পক্ষীর পক্ষতাড়ন শব্দ ও ক্বচিৎ শিবাধ্বনি ব্যতীত সে বিজন শ্মশানে অন্য কোন শব্দ শ্রুত হয়না।

পুত্রের চিতাভস্ম বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া জননী শোকাবেগে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মুষ্টিমেয় ভস্ম ব্যতীত ইহজগতে তাঁহার প্রাণের পুতলীর আর কোন চিহ্নই নাই!

মূর্চ্ছাভঙ্গে নেত্র উন্মীলন করিয়া রমণী সম্মুখে এক দীর্ঘকায় পুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তাহার অদৃষ্ট পূর্ব্ব আকার দেখিয়া জননী মুহূর্ত্তের জন্য আপন শোক বিস্মৃত হইলেন। পুরুষ ইঙ্গিতে মাতাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিয়া, অগ্রসর হইলেন, জননী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

২৬শে আষাঢ়।

পুরুষ নারীকে লইয়া ভূগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর ভূস্তর ও নাগলোক অতিক্রম করিয়া চির উষার মৃদুজ্যোতি বিমণ্ডিত কোমল সঙ্গীত পূর্ণ প্রেত পুরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। রমণীর চক্ষুর জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার আর্ত্তরব শান্ত হইয়াছিল, তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সেই নব রাজ্যের ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার সম্মুখে এক রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, জননী সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহারই অঞ্চলচ্যুত নিধি তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে।

শিশু ত্বরিত পদে আসিয়া ক্ষুদ্র বাহুলতায় জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিল "মা আমি তোমার কোল হইতে ঐ সুখের দেশে আসিয়াছি। মা এখানকার সুখের তুলনা নাই; সুরশিশু দলের সঙ্গে মিশিয়া বিশ্বরাজের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অক্ষয় মহিমা কীর্ত্তনের অতুল আনন্দ তোমার কোলে থাকিয়া আমি কোন দিন পাই নাই।" ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া মাতার গণ্ডদেশ ঘন ঘন চুম্বনে প্লাবিত করিয়া শিশু সাশ্রুনেত্রে পুনরায় কহিল "কিন্তু মা, তোমার অবিরাম অশ্রুবর্ষণ আমার এই সুখের পথে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে।" বলিতে বলিতে শিশু ক্ষুদ্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সুখময় দেশ দেখাইয়া দিল। জননী সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেননা।

২৭শে আষাঢ়।

যে গাঢ় যবনিকা মৃত্যুর রাজ্যকে অনন্ত হইতে পৃথক করিতেছে, তাঁহার মোহান্ধ, অশ্রু-আবিল, পার্থিব নয়ন সে যবনিকা ভেদ করিতে পারিলনা, তাঁহার কর্ণে দূরাগত মৃদু দিব্য সঙ্গীত পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সে সঙ্গীতের বাক্য, যে বাক্য শোকভগ্ন প্রাণ পুনরায় গঠন করে, যাহা দগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করে, যাহা মৃত আশাকে সঞ্জীবিত করে, যাহার এক অক্ষর শুনিলে নিমেষে সকল অবিশ্বাস দূরে পলায়ন করে, তাঁহার স্থূল মর্ত্ত্য কর্ণে বিশ্বপতির মুখনিঃসৃত সে অমৃতময়ী বাণী প্রবেশ করিলনা।

ক্ষণকাল পরে জননী ঊর্দ্ধদেশ হইতে তাঁহার নামের আহ্বান ধ্বনিও তৎপরে শিশুর আর্ত্ত কণ্ঠরব শুনিতে পাইলেন। বালক ব্যস্ত হইয়া কহিল "মা, ঐ শোন, পিতা ও ভাইভগিনীরা তোমার জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন। মা, ঈশ্বর তোমার যে পুত্রকে আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছেন, তাহার জন্য বৃথা বিলাপে অভিভূত থাকিয়া জীবিত প্রিয় জনের প্রতি তোমার কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিও না। যাও, গৃহে গিয়া তাঁহাদের সেবা কর।" বলিতে বলিতে শিশু অনন্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। সহসা জননী আপনাকে দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী দেখিতে পাইলেন। চেতনা প্রাপ্ত হইয়া রমণী দেখিলেন, তিনি নদীতটে শ্মশান ভূমিতে নিপতিত আছেন। তখনও সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, পক্ষিরা তখনও প্রভাতী সঙ্গীত আরম্ভ করে নাই।

২৮শে আষাঢ়।

জননী নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার চক্ষে জগৎ এক নূতন আকার ধারণ করিল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার দেবতা স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শিশুর চিতা পার্শ্বে লুণ্ঠিত হইয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে প্রভুর চরণে আপনার পূর্ব্ব আচরণের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মাতা গৃহে আসিয়া সুষুপ্ত সন্তান গুলির নিষ্কলঙ্ক আননে ঘন ঘন চুম্বন করিলেন। নিদ্রিত পতির চরণ স্বীয় বক্ষে ধরিয়া এতদিন স্বীয় কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিয়াছেন, বলিয়া সবিনয়ে ক্ষমা চাহিলেন। পতি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই সান্ত্বনা কোথায় পাইলে?" পত্নী সাশ্রুনেত্রে উত্তর করিলেন "নদীতটে, আমার শিশুর চিতাপার্শ্বে।"

২৯শে আষাঢ়।

পরমাত্মাকে জান এবং অন্য সকল বাক্য পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত লাভের সেতু।

* * * *

ঈশ্বর তাঁহার শরণাগত ভক্তকে কখনও পরিত্যাগ করেননা। তিনি তাহাকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া কৃতার্থ করেন। যদি সেই করুণাময় পিতার পবিত্র ও প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে চাও, তবে প্রাণমন ও শরীরের সহিত তাঁহার আদেশ, তাঁহার ধর্ম্মনিয়ম সকল পালন কর, পবিত্রতাকে হৃদয়ে ধারণ কর, অহোরাত্র আপনাকে সংশোধন কর।

যদি কখনও প্রলোভনের মলিন পঙ্কে পতিত হইয়া ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হও, তবে বার বার বলিতেছি, যে ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিও, তাঁহারই নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও, তিনি তোমাদের হস্তধারণ পূর্ব্বক সেই পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া দেবতাদিগের পুণ্য পদবীতে লইয়া যাইবেন।

৩০শে আষাঢ়।

যাহাদ্বারা আমি অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি করিব ?

মাতা যেমন হস্ত ধারণ করিয়া শিশুদিগকে পদ চালনার শিক্ষা দেন, সেই প্রকার ঈশ্বরও আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে দেবপথে চলিবার শিক্ষা দেন, আমরা ধর্ম্মসোপানে পদনিক্ষেপ করিয়া অমৃতপান করিতে করিতে সবল হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইতে থাকি।

আমাদের আত্মাতে যদি ঈশ্বরের আলোক প্রকাশ না পায় যদি তাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ না করি, তবে সংশয় অন্ধকার কিছুতেই মোচন কবিতে পারিনা, কিন্তু যখন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করি, যখন তাঁহার মঙ্গলভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তখন সংশয় অন্ধকার আর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেনা, তখন আপনা আপনি বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার যে যোগ, তাহা চিরকাল থাকিবে। তখন নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

৩১শে আষাঢ়।

প্রভু পরমেশ্বর আমার প্রতিপালক, আমার অভাব হইবেনা। তিনি হরিদ্বর্ণ মাঠে লইয়া গিয়া আমাকে শয়ন করান; তিনি নির্ম্মল জলস্রোতের পার্শ্বে আমাকে লইয়া যান। তিনি আমার আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তিনিই তাঁহার নামের গুণে আমাকে সাধুতার পথে লইয়া যান।

মৃত্যুর ছায়া পরিবেষ্টিত এই সংসার উপত্যকার মধ্য দিয়া যদিও আমি গমন করিতেছি, তথাপি আমি কোন অশুভ আশঙ্কা করিনা, কারণ তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ তোমার দণ্ড ও যষ্টি আমার সুখ বিধান করিতেছে। আমার রিপুকুলের সমক্ষে তুমি আমার জন্য আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখ, আমার মস্তক তুমি তৈলরঞ্জিত কর; আমার পাত্র উথলিয়া পড়িতেছে। করুণা ও কল্যাণ নিশ্চয়ই চিরজীবন আমার অনুগামী হইবে এবং আমি চিরদিন ঈশ্বরের গৃহে বাস করিব।

একদিন আগ্রানগরে তাজমহল দেখিতে গিয়া নদীর ধারে দেখিতে পাইলাম, যে একজন ইংরাজ তাঁহার কুকুরের চারি পা ধরিয়া, সবলে নদীতে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার যষ্টিখানাও সেই সঙ্গে জলে ফেলিয়া দিতেছেন ; কুকুর তাহা মুখে লইয়া যত বার তীরে উঠিতেছে, ততবারই প্রভু, তাহাকে জলে ফেলিয়া দিতেছেন। বার বার এইরূপ করিতে দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল, ভাবিলাম যদি ঐ ব্যক্তি ইহার প্রভু, তবে কেন এ হতভাগ্য জন্তুকে এত কষ্ট দিতেছে ? নিকটের এক ব্যক্তিকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে কুকুরকে কার্য্যে দৃঢ় ও আজ্ঞাবহ করিবার জন্য তাহার প্রভু তাহাকে বার বার এরূপ করিতেছে। দেখিয়া আমার মনে হইল যে ঈশ্বরও আমাদের সঙ্গে ঠিক এরূপ ব্যবহার করেন। আমাদের হৃদয়কে বলবান করিবার জন্যই তিনি আমাদিগকে পরীক্ষার স্রোতে নিক্ষেপ করেন। পরিবারের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইল, সকলে শোকের স্রোতে ভাসিতে লাগিল, কিন্তু ঈশ্বর সেই বিপদের মধ্যেই হয়ত এক আশ্চর্য্য শিক্ষা দিলেন, জীবনের অসারতা উত্তম রূপে দেখাইয়া দিয়া মনের লুক্কায়িত অহমিকাকে চূর্ণ করিয়া পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে শিক্ষা দিলেন।

পৃথিবীতে বিশ্বাসী যাঁহারা তাঁহারা, বুঝিতে পারিয়াছেন যে পরীক্ষা ও বিপদ উপস্থিত হয় মানুষকে কেবল বিশ্বাসী ও সবল করিবার জন্য। প্রকৃত ভক্ত যিনি, তিনি বিপদের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরের করুণা অনুভব করেন। একজন ভক্তকে বলিতে শুনিয়াছি "হে প্রভু, তুমি যে আমায় কষ্ট দিলে, ইহাতে বুঝিলাম আমার প্রতি তোমার বড় কৃপা, নহিলে আমার এমন সৌভাগ্য কেন

হইবে যে তোমার জন্য একটুকু কষ্ট সহ্য করিতে সুবিধা পাইলাম ?" প্রকৃত প্রেমের ধর্ম্মই এই, প্রেম ক্লেশ পাইতে চায়, ক্লেশেই আরাম পায়, সুখ কোমলতা, এ সকল চায় না। কুকুরের বল বৃদ্ধির জন্য প্রভু যেমন তাহাকে জলে ফেলিয়া দেন, ঈশ্বরও সেইরূপ তাঁহার সন্তান বিশ্বাসী ও শক্তিশালী হইবে বলিয়া তাহাকে বিপদের তরঙ্গে ফেলিয়া দেন। আর এক প্রকারে ঈশ্বর পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যখন মানুষ পাপ হইতে মুখ ফিরাইয়া পরিত্রাণের দিকে যায়, তখন মনে করে, এক দিনে এক প্রার্থনায় সে নরককুণ্ড হইতে স্বর্গে উঠিয়া যাইবে ; কিন্তু তাহা হয় না বহু দিনের অভ্যস্ত পাপ তাহাকে পৃথিবীতেই অনেক দিন বাঁধিয়া রাখে। এইরূপ অবস্থায় অনেকে নিরাশ হইয়া মনে করেন প্রার্থনায় বুঝি কিছু হয় না ; ঈশ্বর বুঝি পাপীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করেন ; কিন্তু ঈশ্বর এইরূপেই পাপীকে শিক্ষা দেন ; একবার পাপে লিপ্ত হইলে সহজে উদ্ধার হওয়া যায়না, তাই তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন যে পাপে সর্ব্বনাশ হয়। পুরাকালে ঋষিদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ পাইতে হইলে শিক্ষার্থীকে অনেক দিন তাঁহাদের দ্বারে অপেক্ষা করিতে হইত। ঈশ্বরের দ্বারে ও যে ব্যক্তি পরিত্রাণার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে অনেক দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। ঈশ্বর ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করিবার জন্য অনেক দিন পাপীকে দ্বারে অপেক্ষা করাইয়া রাখেন শীঘ্র দ্বার খোলেন না। মানুষ ইচ্ছা করে যে সে এক দিনের প্রার্থনায় প্রেমিক হইয়া যায়, কিন্তু তিনি তাহা দেননা ; অনেক অশ্রুপাত, অনেক সংগ্রাম, অনেক উত্থান, অনেক পতন ইহার মধ্য দিয়া তিনি সন্তানকে স্বীয় পবিত্র সন্নিধানে

আসিতে দেন। কেন তাঁহার এইরূপ বিধান? এই জন্য যে সন্তান তাঁহার প্রসন্ন মুখজ্যোতি তাঁহার পবিত্র সহবাসের মূল্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। পাপী যে দেবভোগ্য অমৃতের স্বাদ ভুলিয়া গিয়া পাপের হলাহল পান করিয়াছে, তাহারই জন্য তাহাকে দ্বারে অপেক্ষা করিতে হয়। শেষে ব্যাকুলতা যখন এত বেশী হয় যে আর জীবন রক্ষা হয় না, তখন দ্বার খুলিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন এই তাঁহার ব্যবস্থা।
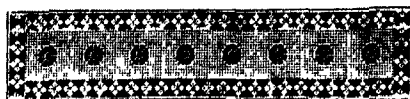
১লা শ্রাবণ।

আদিকালে কেবল হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। জন্মাবধি তিনি সকলের ঈশ্বর, তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন।

হব্য দ্বারা কাহার পূজা করিব?

যিনি জীবন ও জলদান করিয়াছেন দেবগণ যাঁহার আদেশ পালন করেন, অমরত্ব যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার দাস, তাঁহাব পূজা করিব।

যিনি অসীম ক্ষমতা দ্বারা সমুদয় নয়ন বিশিষ্ট ও গতিশীল জীবিত পদার্থের সম্রাট্ যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবের সম্রাট্ তাঁহারই পূজা করিব।

হব্য দ্বারা কাহার পূজা করিব?

যিনি অসীম ক্ষমতা দ্বারা তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত মালা সৃজন করিয়াছেন, যিনি সসাগরা ধরা সৃজন করিয়াছেন, যাঁহার বাহু এই বিস্তৃত দিঙ্মণ্ডল, তাঁহারই পূজা করিব। হব্যদ্বারা কাহার পূজা করিব? যিনি আকাশ ও মেদিনীকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গ ও নভোমণ্ডল স্থাপন করিয়াছেন, যিনি আকাশ পরিমাণ করিয়াছেন, তাঁহারই পূজা করিব।

হব্য দ্বারা কাহার পূজা করিব?

যিনি শব্দায়মান গগণমণ্ডল ও মেদিনীকে স্থিরীকৃত ও বিস্তৃত করিয়াছেন, যাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় আকাশ ও পৃথিবী সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া পূজা করে, যাঁহার প্রভাবে সূর্য্য উদিত হইয়া কিরণ প্রাপ্ত হয়, তাঁহারই পূজা করিব।

২রা শ্রাবণ।
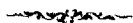
ঈশ্বর আমাদিগকে যোগ্যতানুসারে দর্শন দেন আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য তিনি বড় হইয়াও ছোট হন।

দ্যুলোক হইতে নাগলোক পর্য্যন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসীর হৃদয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভূমি সৃজন করেন নাই—কারণ তিনি মানবকে স্বীয় প্রকাশ অপেক্ষা অপর কোন শ্রেষ্ঠ দান দেন নাই। উৎকৃষ্ট বস্তু উৎকৃষ্ট স্থানেই রক্ষিত হয়। বিশ্বাসীর হৃদয় অপেক্ষা জগতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ স্থান থাকিলে তিনি আপনাকে তথায় প্রকাশিত করিতেন।

৩রা শ্রাবণ।

আমি অন্তরে উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই সেই জ্যোতির প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকি, তাহাতে ক্রমে জ্যোতিষ্মান্ হই।

আমাদের জ্ঞান যত উজ্জ্বল হয়, সেই অনুসারে ঈশ্বরের সত্য ভাবের সঙ্গে আমাদের আত্মার তত সম্মিলন হয়। জ্ঞান যত সত্যকে ধারণ করে, প্রীতি যত প্রশস্ততা লাভ করে, ইচ্ছাকে যত তাঁহার অধীন করা যায়, ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি। সত্যেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে উন্নত হইয়া, আমরা তাঁহাকে অধিক করিয়া, উপভোগ করিয়া থাকি।

তোমার আত্মার যে স্বাভাবিক জ্যোতি নিহিত আছে তাহাই উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা কর, তাহার আলোক তোমার পক্ষে যত উপকারী, অতি শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর উপদেশও তোমার পক্ষে সেরূপ উপকারী হইবেনা।

৪ঠা শ্রাবণ।

ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাতে তোমার সন্দেহ না থাকাই নির্ভর।

❀ ❀ ❀ ❀

একদা মহম্মদ এক বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখেন, এক মরুভূমবাসী আরব অসি হস্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সে তরবারী উত্তোলন করিয়া বলিল, "মহম্মদ এখন তোমাকে কে রক্ষা করে?" মহম্মদ বজ্রনাদে উত্তর করিলেন, "কেন? ঈশ্বর।" এই কথা তড়িদ্বেগে আরবের হৃদয়কে বিদ্ধ করিল, তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে তরবারী স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন মহম্মদ নিমেষ মধ্যে ভূমি হইতে তরবারী তুলিয়া লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন আমার হস্ত হইতে কে তোমায় রক্ষা করে?" সে ব্যক্তি ভীতিকম্পিতকণ্ঠে কহিল "আর কেহ না, আমার জীবন এখন আপনারই হস্তে।" মহম্মদ উত্তর করিলেন, "হা কাপুরুষ, এমন সময়েও তোর মুখ হইতে ঈশ্বরের নাম বাহির হইল না! তোর মত অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে মারিলেও কলঙ্ক আছে।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

৫ই শ্রাবণ।

মূল বিশুদ্ধ না হইলে সেই মূলের প্রকাশ পবিত্র হয়না, তুমি যদি স্বীয় কার্য্যকে বিশুদ্ধ রাখিতে চাও, তবে প্রেম ও সত্যতাকে অবিকৃত রাখ।

একবার একটী শিশু জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা আমরা যে সকল কথা মনে মনে চিন্তা করি, তাহারা কোথায় যায়?" জননী গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরের কাছে।" মাতার এই উত্তরে শিশু মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া ভীতিকম্পিতকণ্ঠে কহিল, "মা আমি বড় ভয় পাইয়াছি।" আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন, এই কথা চিন্তা করিয়া যাঁহার অন্তরে ভয়ের উদয় না হয়?

৬ই শ্রাবণ।

সূর্য্য হইতে দূরস্থ সূর্য্যে, নক্ষত্র হইতে দূরস্থ নক্ষত্রে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নহে, তাঁহার সুরম্য নিকেতন আমাদের হৃদয়ে।

❀ ❀ ❀ ❀

ঈশ্বরের আলোক যাঁহার হৃদয়ে আঁধারের দীপ হইয়া প্রজ্জ্বলিত হয়, তিনি সেই আলোকে সমুদয় দর্শন করেন, যে আলোকে তাঁহার হৃদয় প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহাতে তিনি মৃত্যুর পরপার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম দেখিতে পান।

❀ ❀ ❀ ❀

শিশির কণায় যেমন সূর্য্যালোক প্রতিবিম্বিত হয়, মানবাত্মায় ঈশ্বর তেমনি প্রতিফলিত হইয়া থাকেন।

সেই আলোক যাহা প্রভাতের তারার ন্যায় মানব অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই আমাদের সহায়।

৭ই শ্রাবণ।

নানকের উক্তি :—

হে মন, তোমার আহার যখন হরি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তখন *চিত্তমধ্যে* চিন্তা কেন পোষণ করিতেছ? পর্ব্বত ও প্রস্তরের মধ্যে তিনি জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের আহার সামগ্রী তাহাদের সম্মুখে দিতেছেন। যিনি জগতের পতি তিনি যদি সঙ্গী হন তবেই জীব নিস্তার পায়। পরম গুরুর প্রসাদে শুষ্ক কাষ্ঠও হরিদ্বর্ণ হইয়া যায়। প্রতিজনকে ঠাকুর আহার যোগাইতেছেন তবে হে মন, কেন ভয় করিতেছ? স্মরণ কর পক্ষীবিশেষ পশ্চাতে শাবক রাখিয়া শতক্রোশ উঠিয়া আসিতেছে। কে তাহাদিগকে আহার করায়, কে তাহাদিগকে চঞ্চুদ্বারা আহার দেয়? *দাস নানক কহে তাঁহাকে বলিহারী, তাঁহাকে বলিহারী,* সদা বলিহারী যাই; প্রভো, তোমার অন্ত ও পারাপার পাওয়া যায়না।

৮ই শ্রাবণ।

একজন ধনীর দুই পুত্র ছিল; একজন পিতার বাধ্য অপর পুত্র উচ্ছৃঙ্খল। উচ্ছৃঙ্খল পুত্র যৌবন মদেও কুসঙ্গীদের পরামর্শে অন্ধ প্রায় হইয়া পিতাকে কহিল আপনি আমাকে যাহা দিবার সংকল্প করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমাকে এখনই দিন, আমি দেশান্তরে গিয়া সেই অর্থ বাণিজ্য লাগাই আমার আর গৃহে থাকিতে ইচ্ছা নাই। পিতা অগত্যা বিষয় ভাগ করিয়া তাহার প্রাপ্য তাহাকে দিলেন। সে সেই ধন লইয়া বিদেশে গেল এবং নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া সেই ধন অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ যুবক সর্ব্বস্ব হারাইয়া দারিদ্র্যে পতিত হইল। দারিদ্র্যে শীর্ণ ও রোগে জীর্ণ হইয়া অবশেষে মনে করিল এখন পিতার নিকটে যাই, তাঁহার দয়াতে যদি আশ্রয় পাই। এই বলিয়া ধীরে ধীরে আবার পিতৃভবনের দিকে অগ্রসর হইল। বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে পিতা দেখিলেন যে তাঁহার সেই পতিত সন্তান বিষণ্ণমুখে অনুতাপিত চিত্তে যষ্টিতে ভর করিয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তরে পুত্রবাৎসল্য জাগিয়া উঠিল, তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গৃহমধ্য হইতে বাহির হইলেন এবং অনুতপ্ত পুত্রকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইলেন।

❋ ❋ ❋

৯ই শ্রাবণ।

পুত্রকে গৃহে আনিয়া গৃহস্বামী দাসদাসীদিগকে আদেশ করিলেন, ইহার জীর্ণবস্ত্র ছাড়াইয়া লও, সুবাসিত জলে ইহাকে স্নান করাও এবং অঙ্গে মূল্যবান পরিচ্ছদ, চরণে পাদুকা, ও অঙ্গুলিতে মহামূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ক দাও। আজ আমার গৃহে মহোৎসবের আয়োজন কর, বন্ধু বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আন; কারণ যে মৃতছিল সে আজ জীবন পাইয়াছে, যাহাকে হারাইয়াছিলাম তাহাকে আজ ফিরিয়া পাইয়াছি। যখন বাটীর সকলে আনন্দ কোলাহলে নিমগ্ন, তখন গৃহস্থের অপর পুত্র বাটীতে আসিল, সে বাটীতে উৎসব হইতেছে দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে দাসদাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, কিসের জন্য বাটীতে উৎসব? তাহারা উত্তর করিল তোমার যে ভাই দুক্রিয়ান্বিত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল আজ সে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহারই আগমনে আজ তোমার পিতা এত আনন্দ করিতেছেন। তখন সে পুত্র ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া পিতাকে কহিল, তোমার একি ব্যবহার? আমি চিরদিন তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া গৃহে রহিয়াছি কিন্তু তুমি কোন দিন আমাকে বন্ধুবর্গ লইয়া একটী ছাগশিশু মারিয়া খাইতে দাও নাই আর তোমার এই পুত্র অবাধ্য ও দুক্রিয়াসক্ত হইয়া বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছিল, সে আজ সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া আসিয়াছে বলিয়া এত উৎসব? পিতা উত্তর করিলেন, রে নির্ব্বোধ! তুমি আমার চিরদিনেরই রহিয়াছ কিন্তু যে মৃত ছিল আজ তাহাকে জীবিত পাইলাম, যে হারাইয়া গিয়াছিল আজ তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম, তাইত এত আনন্দ করিতেছি।

১০ই শ্রাবণ।

যেখানে প্রেম, সেখানেই শক্তি।

কোন স্থানে এক সম্পন্ন গৃহস্থের একটী পুত্র ছিল। একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতা মাতা উভয়েই পুত্রটীকে অত্যন্ত আদর দিতেন; অযথা আদর পাইলে যাহা ঘটে পুত্রটীর তাহাই হইল; বয়োবৃদ্ধিসহকারে সে অবাধ্য, দুর্ম্মুখ, যথেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইয়া উঠিল। যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে তাহার প্রকৃতি আরও স্বার্থপর, সুখান্বেষী আমোদপরায়ণ ও উগ্র হইয়া উঠিল। তাহার কলহপ্রিয়তা ও ঔদ্ধত্যে প্রতিবেশীরা সর্ব্বদা অস্থির হইতেন; অবশেষে একদিন পল্লীস্থ সকলে মিলিয়া গৃহস্থের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন "মহাশয়, আপনার পুত্রের উপদ্রবে আমরা অস্থির হইয়া উঠিয়াছি, আপনার একমাত্র সন্তান বলিয়া আমরা এতদিন কিছু বলি নাই। অথচ তাহার অত্যাচার দিন দিনই বাড়িতেছে, অতএব আর নয়; হয় আপনার পুত্র ত্যাগ করুন, নতুবা আমাদের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ এই পর্য্যন্তই শেষ; এখন আপনি স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করুন।" বৃদ্ধ দেখিলেন আর উপায় নাই; আত্মীয় স্বজনের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজে বাস করা চলেনা, সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের মতে মত দিতে হইল। স্থির করিলেন, আত্মীয় কুটুম্ব ও প্রতিবেশী সকলের সমক্ষে কুলাঙ্গার পুত্রকে বিধিপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন।

১১ই শ্রাবণ।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে গৃহস্থের বাটীর প্রাঙ্গনে সমবেত হইলেন। পুত্র তখন বাটীতে ছিলনা, সঙ্গীদের সহিত মিলিয়া সুরাপান করিতে ছিল। সে যখন শুনিতে পাইল যে পিতামাতা আজ তাহাকে সর্ব্বসমক্ষে বর্জ্জন করিবেন, তখন ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া এক বৃহৎ শাণিত ছুরিকা লইয়া, আমায় কয়েক সহস্র টাকা না দিলে এই ছুরিকার আঘাতে পিতামাতার প্রাণ লইব বলিয়া গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। সে বাটী আসিয়া ছুরিকা হস্তে এক গৃহে লুকাইয়া থাকিয়া সকল দেখিতে লাগিল, মনে মনে স্থির করিল, যখন পিতামাতা তাহাকে বর্জ্জন করিবেন তখন এক লম্ফে পতিত হইয়া ছুরিকার আঘাতে তাঁহাদের জীবন শেষ করিবে। সে দেখিল বৃদ্ধ পিতা অঙ্গনে উপবিষ্ট, সমবেত লোকেরা একখানি ত্যাগ পত্র বাহির করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে তাহা পাঠ করিয়া বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করিলেন।

১২ই শ্রাবণ।

তিনি তাহাতে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিবেন, এমন সময়ে তাঁহার পত্নী ছুটিয়া আসিয়া পতির হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "একটুকু অপেক্ষা কর, আজ পঞ্চাশ বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এই দীর্ঘকাল আমি কোন দিন তোমার নিকট কিছু চাহি নাই, আজ আমার তোমার নিকট এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ, যে আমাদের সন্তানকে বর্জ্জন করিওনা। সে আমাদের বংশের কলঙ্ক হইলেও প্রাণ থাকিতে আমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবনা। আত্মীয় স্বজন তাহার উপদ্রবে অস্থির, অতএব চল আমরা তাহাকে লইয়া দেশান্তরে যাই। তাহার জন্য আমাদের শেষ বয়সে ঘোর দৈন্যে পতিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়, তথাপি আমি আমার গর্ভের শিশুর প্রতি সেজন্য ক্রুদ্ধ হইতে পারিবনা।" বলিতে বলিতে মাতার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি গভীর যাতনায় রুদ্ধকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ আর স্থির থাকিতে পারিলেননা, হস্তস্থিত ত্যাগপত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং সমবেত আত্মীয়গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন "বন্ধুগণ, তোমরা আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়া যদি আমাদের ছাড়িয়া যাও তথাপি একমাত্র সন্তানকে আমরা ত্যাগ করিতে পারিবনা, ভাগ্যে যাহা আছে ঘটুক, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা পথপার্শ্বে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"

১৩ই শ্রাবণ।

কুলাঙ্গার পুত্র এই অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; পিতার শেষ বাক্য শুনিয়া তাহার হস্ত হইতে কুঠার খানি ভূমিতে পড়িয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে, যে দুর্ব্বৃত্ত হৃদয় ঘোর ক্রোধভরে কম্পিত হইতে ছিল, তাহা এখন অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইতে লাগিল।

পরমুহূর্ত্তে পিতামাতার পবিত্র চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বহুকালের দুরাচারী পুত্র বাষ্পাকুল নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সেইদিন হইতে তাহার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কুলাঙ্গার সন্তান ক্রমে বংশের গৌরব ও গৃহের আলোক স্বরূপ হইয়া পিতামাতার শোকদগ্ধ প্রাণে শান্তি বারিবর্ষণ করিল। অবশেষে মৃত্যুকালে জননী পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন "প্রাণের পুত্র, ঈশ্বর প্রসাদে যদি তুমি অনুতপ্ত না হইতে, তবে আজ আমি পরলোকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতাম; কিন্তু তোমাকে বংশের অলঙ্কার দেখিয়া আজ আমি স্বর্গে যাইতেছি।"

১৪ই শ্রাবণ।

সিডান নগরে এক য়িহুদী বাস করিতেন। অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ না করাতে অবশেষে তিনি আপনার বিবাহচুক্তি ভঙ্গ করিতে মানস করিলেন। এই কার্য্য আইন অনুসারে করিবার ইচ্ছায় তিনি পত্নীসহ প্রধান পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রস্তাব শুনিয়া পুরোহিত কহিলেন, "বৎসগণ, তোমরা ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক এই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিওনা, বিবাহের দিন যেমন আনন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলে, সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তোমরা বিচ্ছিন্ন হও। গৃহে ফিরিয়া গিয়া এক ভোজের আয়োজন কর, তাহার পর আমি তোমাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিব।" পুরোহিতের আদেশ অনুসারে সেই ব্যক্তি তৎপর দিন গৃহে মহাভোজের আয়োজন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। যখন নৃত্য গীতের আনন্দে সকলে নিমগ্ন, তখন সেই ব্যক্তি সর্ব্বসমক্ষে পত্নীকে কহিলেন "আমরা অনেক বৎসর একত্রে প্রণয়ে বাস করিয়াছি, যদিও আমরা এখন পৃথক হইতে যাইতেছি, তাহার কারণ ইহা নয় যে আমাদের মধ্যে কোন অসদ্ভাব আছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের কোন সন্তান জন্মিলনা, কেবলমাত্র ইহাই তাহার কারণ। আমি যে তোমার মঙ্গল কামনা করি এবং আমার ভালবাসা যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে এই অধিকার দিতেছি যে আমার গৃহের যে বস্তুকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস, যাইবার সময় তুমি তাহা লইয়া যাইতে পারিবে।"

১৫ই শ্রাবণ।

প্রেমছাড়া ধর্ম্ম হইতে পারেনা। প্রেম হইতেই ধর্ম্মের জন্ম। প্রেমই ধর্ম্ম, প্রেমই স্বর্গ, প্রেমই ঈশ্বর।

❀ ❀ ❀ ❀

পত্নী এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। ক্রমে রাত্রি হইলে গৃহস্থ ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অতিরিক্ত পান ভোজন বশতঃ শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই নারী আপনার দাসীদিগকে ডাকিয়া তাহাদের সাহায্যে নিদ্রিত পতিকে নিজ পিতৃগৃহে লইয়া গেলেন। পরদিন গৃহস্থ ব্যক্তি জাগরিত হইয়া বিস্মিত চিত্তে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কোথায় আসিয়াছি?" পত্নী উত্তর করিলেন "স্বামিন্ চিন্তিত হইওনা। গত রজনীতে অভ্যাগত বন্ধুগণের সমক্ষে তোমার গৃহের মধ্যে যাহা আমার প্রিয়তম বস্তু, তাহা আনিবার অধিকার দিয়াছিলে। আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম তোমা অপেক্ষা এ জগতে আমার প্রিয়তর আর কিছু নাই। তাই আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি। আমি যেখানে তুমিও সেখানে থাকিবে। মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতে যেন আমাদিগকে আর বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে।"

১৬ই শ্রাবণ।

তাপসী রাবেয়া দরিদ্রের কন্যা ছিলেন। একব্যক্তি তাঁহাকে অসহায় পাইয়া এক ধনীর নিকট বিক্রয় করে। প্রভুর গৃহে রাবেয়াকে অহর্নিশ সাধ্যাতীত শ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হইত। যদি কার্য্যে কোন ত্রুটি হইত তাহা হইলে প্রভু ভয়ানক প্রহার করিতেন। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু পথে পড়িয়া গিয়া একখানি হাত ভাঙ্গিয়া যায়। তখন রাবেয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "হে ঈশ্বর, আমি পিতৃহীনা মাতৃহীনা দুঃখিনী, দাসীত্বে আমার জীবন আবদ্ধ, হস্তপদ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে কিন্তু ইহাতেও দুঃখ নাই আমি শুদ্ধ তোমার প্রসন্নতার ভিখারী, বল, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন কিনা?" এই প্রার্থনার পর রাবেয়া সান্ত্বনা ও বললাভ করিলেন। তিনি প্রভুর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় দাসী বৃত্তিতে নিযুক্ত হইলেন।

একদিন গভীর নিশীথে জাগরিত হইয়া গৃহস্বামী রাবেয়ার গৃহে কথা শুনিতে পাইলেন। কে কথা কহিতেছে জানিতে উৎসুক হইয়া দেখিলেন, নিভৃত কক্ষে প্রণত হইয়া রাবেয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন "প্রভু পরমেশ্বর তুমি জান তোমার আদেশ পালন করি ইহাই মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। তোমার মন্দিরে তোমার সেবাতেই আমার চক্ষুর জ্যোতিঃ। যদি ক্ষমতা থাকিত এক মুহূর্ত্তও তোমার সেবা হইতে বিরত হইতামনা, কিন্তু তুমি আমাকে পরাধীন দাসী করিয়া রাখিয়াছ, তাই এত বিলম্বে তোমার সেবায় উপনীত হই।"

১৭ই শ্রাবণ।

একবার বসন্তকালে যখন সমগ্র প্রকৃতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া সকলের মনপ্রাণ হরণ করিতেছিল, তখন রাবেয়া স্বীয় পর্ণকুটীরের নিভৃত কক্ষে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, দাসী তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল "ঠাকুরাণী বাহিরে আসিয়া সৃষ্টির শোভা দেখুন।" রাবেয়া উত্তর করিলেন "তুমি ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার শোভা দেখ।"

একবার একব্যক্তি মাথায় কাপড় বাঁধিয়া রাবেয়ার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মাথায় কাপড় বাঁধিয়াছ কেন?" সে উত্তর করিল "শিরঃপীড়া হইয়াছে।" "তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বয়স কত?" সে বলিল "ত্রিশ বৎসর।" "এতকাল তুমি সুস্থ কি অসুস্থ ছিলে?" সে উত্তর করিল "সর্ব্বদা সুস্থ ছিলাম।" রাবেয়া বলিলেন "এতদিন মস্তকে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ধারণ করিলেনা, একদিন যেই অসুস্থ হইয়াছ অমনি পীড়ার চিহ্ন মস্তকে বাঁধিলে?"

১৮ই শ্রাবণ।

ঈশ্বর বলিতেছেন, "আমি তোমাকে পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে আনিয়াছি; জগতের বড় লোকদিগের মধ্য হইতে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি এবং তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি আমার ভৃত্য, আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি; তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই।

তুমি ভয় পাইও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি; ভীত হইওনা, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আমি তোমাকে সবল করিব; নিশ্চয় বলিতেছি, আমি তোমাকে আমার পুণ্যভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তুলিয়া ধরিব।

দেখ যাহারা তোমার প্রতি অতিশয় বিরক্ত, তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মত হইবে। যাহারা তোমার পথে প্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান হইবে, তাহারা বিনষ্ট হইবে।

তুমি আর তাহাদিগকে খুঁজিয়াও পাইবেনা; সেই তাহারা যাহারা তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিল, যাহারা আজ তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মত হইবে। যাহার মূল্য নাই এমন পদার্থের ন্যায় হইবে।

কারণ আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, তোমাকে দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তুলিব এবং বলিব ভয় করিওনা আমি তোমাকে রাখিব।"

১৯শে শ্রাবণ।

আমার সন্তান, আমার বিধি তুমি বিস্মৃত হইওনা। তোমার হৃদয় আমার আদেশের অনুবর্ত্তী হউক, কারণ তাহাতে তুমি দীর্ঘজীবন ও শান্তি প্রাপ্ত হইবে।

সত্য ও করুণা তোমায় পরিত্যাগ না করুক; উহাদিগকে তোমার কণ্ঠের ভূষণ কর, হৃদয় ফলকে উহাদিগকে উৎকীর্ণ রাখ, তাহা হইলেই তুমি ঈশ্বরের প্রসাদ ও মানবের প্রেম প্রাপ্ত হইবে।

ঈশ্বরের উপর সমগ্র হৃদয়ে বিশ্বাস কর, আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিওনা; সকল কার্য্যে তাঁহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে জীবনের পথ প্রদর্শন করিবেন। যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনিই ধন্য; কারণ স্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষাও জ্ঞানের মূল্য অধিক। মণি মাণিক্য অপেক্ষাও জ্ঞান মূল্যবান এবং জীবনে আর যাহাই স্পৃহা কর, আর কাহারও সঙ্গে ইহার তুলনা হয়না।

তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ আয়ু, তাঁহার বামকরে যশ ও সম্পদ; তাঁহার কার্য্য আনন্দ ও শান্তিময়।

২০শে শ্রাবণ।

শোকার্ত্তেরা ধন্য ; কারণ তাঁহারা সান্ত্বনা পাইবেন ; দয়াবানেরা ধন্য ; কারণ তাঁহারা দয়া পাইবেন ; ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়িত ব্যক্তিরা ধন্য ; কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।

বিনীত চিত্তেরা ধন্য ; কারণ তাঁহারা পৃথিবী লাভ করিবেন।

আমি ঈশ্বরে আস্থা রাখিয়াছি, মানুষের ভয়ে আমি ভীত হইবনা।

হে ঈশ্বর তোমার প্রতিজ্ঞা আমাতে রহিয়াছে, আমি তোমার বন্দনা করি।

হে ঈশ্বর আমার প্রতি করুণা কর ; আমার প্রাণ তোমাতেই বিশ্বাস রাখিয়াছে।

তোমার পক্ষপুটের আবরণে আমি আস্থা স্থাপন করিব। আমার রক্ষক তিনি ; আমি বিচলিত হইবনা। আমার গৌরব ও মুক্তি ঈশ্বরেতেই।

২১শে শ্রাবণ।

ঈশ্বর, তুমি আমাকে সম্পদ দিয়াছ, আমি কৃতজ্ঞ হই নাই; বিপদ দিয়াছিলে ধৈর্য্য ধারণ করি নাই। কৃতজ্ঞ হই নাই অথচ সম্পদ আমা হইতে প্রত্যাহার কর নাই, ধৈর্য্যাবলম্বন করি নাই অথচ বিপদকে স্থায়ী কর নাই, ঈশ্বর, তোমা হইতে কৃপা ব্যতীত অন্য কি হইয়া থাকে?

আমার হৃদয়কে তিনি ঊর্দ্ধে লইয়া গেলেন সমুদয় স্বর্গলোক ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম "হৃদয় কি আনিয়াছ?" হৃদয় উত্তর করিল "প্রেম ও প্রসন্নতা।"

প্রাতঃকালে তাঁহার স্মরণে যে প্রেমপূর্ণ "আ" শব্দটী প্রাণ হইতে নির্গত হয়, সমুদয় জগতের সম্পদের সঙ্গে আমি তাহার বিনিময় করিতে চাহিনা।

অন্তরে এক ভাণ্ডার আছে সেই ভাণ্ডারে এক মুক্তা আছে তাহার নাম প্রেম। সেই মুক্তা যিনি পাইয়াছেন তিনি ঋষি।

২২শে শ্রাবণ।

হে ঈশ্বর, তোমার কৃপাগুণে আমার প্রতি দয়া কর; তোমার বহু কৃপায় আমার সকল ক্রটী মুছিয়া দাও; আমার সকল ক্রটী ধৌত কর এবং আমাকে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত কর।

আমায় বার বার আঘাত কর যেন আমি নির্ম্মল হই; আমায় ধৌত কর যেন তুষার তুল্য শুভ্র হই।

হে ঈশ্বর, আমার অন্তর পবিত্র করিয়া দাও ও অন্তরে বিশুদ্ধ ভাবের উদয় কর; তোমার আবির্ভাব হইতে আমায় দূরে রাখিওনা; আমা হইতে তোমার পবিত্রস্বরূপ প্রত্যাহার করিওনা।

পাপপ্রবৃত্তিকুল, তোমরা দূর হও, কারণ ঈশ্বর আমার রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন। প্রভু আমার কাতরধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

হে প্রভু উত্থান কর। আমার ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর, কারণ তুমি আমার রিপুকুলকে আহত করিয়াছ।

তোমার পবিত্র মন্দিরে আমি চিরদিন বাস করিব। তোমার পক্ষপুটের আশ্রয়ে আমি বিশ্বাস করিব।

তুমি আমার লুকাইবার স্থান; তুমি আমার কবচ; তোমার বাক্যে আমি বিশ্বাস করি।

২৩শে শ্রাবণ।

সাহসুজা একজন রাজকুলোদ্ভব তপস্বী। তাঁহার এক পরম ধার্ম্মিকা দুহিতা ছিলেন। কের্ম্মাণ দেশের রাজা সেই কুমারীর পাণিগ্রহণের অভিলাষে সাহসুজার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সাহসুজা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যিনি প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক ও সংসারে বীতস্পৃহ, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। এই জন্য তিন দিবস পরে তোমার প্রভুর প্রস্তাবের উত্তর দিব বলিয়া দূতকে বিদায় দিলেন। তিনি এই তিন দিবস মসজিদে মসজিদে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; তৃতীয় দিবসে তিনি এক মসজিদে এক যুবা ফকিরকে দেখিতে পাইলেন। যুবক তখন উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন; সাহসুজা তাঁহার মুখে প্রগাঢ় ঈশ্বর প্রীতি উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। যুবক উপাসনা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলে; সাহসুজা তাঁহাকে স্বীয় দুহিতা দানের প্রস্তাব করিলেন। যুবক কহিলেন "মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন কাহাকে দুহিতা অর্পণ করিতে যাইতেছেন। আমার তিন পয়সার অধিক সম্বল নাই।" সাহসুজা কহিলেন "ভাল এক পয়সার রুটি এক পয়সার চিনি ও এক পয়সার গন্ধদ্রব্য ক্রয় করিয়া আন উহার অধিক বিবাহের আয়োজন করিতে হইবেনা।"

২৪শে শ্রাবণ।

সেই রাত্রিতেই বিবাহ হইয়া গেল। নববধূ পরদিন পতির কুটিরে আগমন করিলেন; আসিয়া দেখিলেন গৃহকোণে এক ভগ্ন জলপাত্রের উপর একখানা শুষ্ক রুটি স্থাপিত আছে। পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই রুটি এখানে কেন?" তিনি কহিলেন "আজ খাইব বলিয়া কল্য রাখিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া বধূ; রোদন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পতি কহিলেন "আমিত পূর্ব্বেই জানিতাম যে সাহসুজার কন্যা আমার দুঃখ ও দারিদ্র্যের সঙ্গিনী হইতে পারিবেননা।" রমণী কহিলেন "স্বামিন্ তোমার দারিদ্র্য দেখিয়া আমি যে ক্ষুণ্ণচিত্তে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইয়াছি তাহা নহে। পিতা আমায় কহিয়াছিলেন যাঁহার প্রকৃত বৈরাগ্য ও ঈশ্বরে নির্ভর আছে আমায় এমন পুরুষের সহধর্ম্মিণী করিবেন; কিন্তু হায়, এই বিংশতিবর্ষ প্রকৃত ফকিরের অন্বেষণ করিয়া তিনি আমায় অবশেষে এমন পুরুষের হস্তে অর্পণ করিলেন, যাঁহার ভবিষ্যতের উপজীবিকার জন্য ঈশ্বরে নির্ভর নাই, আমি এই বিষাদেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি।" যুবক তরুণীভার্য্যার অদ্ভুত ঈশ্বরবিশ্বাস ও বিষয়ে বিরাগ দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং স্বীয় অল্প বিশ্বাসের জন্য তাঁহার নিকট সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া রুটিখণ্ড বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন।

২৫শে শ্রাবণ।

মন তুমি খাঁটি থাক নিজের নিকটে
খাঁটি থাক বিবেকের দ্বারে ;
খাঁটি থাক সুখে দুঃখে বিপদে সঙ্কটে
খাঁটি থাক আলোকে আঁধারে।

দিন রাত্রি স্রোতে ভেসে আসিছে ঘটনা
মন তুমি চলো সামলিয়ে ;
স্থির ভাবে পথ দেখো ; পশ্চাতে হটোনা
পড়োনাক পদ পিছলিয়ে।

হটোনা হটোনা পিছে দেখিছ কুয়াসা
আগে যাও যাইবে সরিয়ে ;
সাধুজন উক্তি এই হটিলে নিরাশা
চারিদিকে আসিবে ঘিরিয়ে।

পড়িবে অসত্যে কভু, কভু প্রলোভনে
কখনো বা পিছলিবে পা ;
উঠো—কেঁদো-বেঁধো নিজে নূতন বন্ধনে
যাই কর পিছে হটোনা।

২৬শে শ্রাবণ।

খাঁটি থেকো সদা নিজ আলোকের কাছে
পতনেও রাখিও ধরমে ;
নিও সাজা দুষ্কৃতির যা নিবার আছে,
বাঁচাওনা আপন করমে।

আসি নাই এজগতে বাহবা লইতে
আসি নাই সুখ অন্বেষণে ;
আছে কিছু কাজ যাহা এসেছি সাধিতে
সাধ তাহা জীবন মরণে।

সাধ কাজ সুখে দুঃখে আলোকে আঁধারে
সাধ কাজ দিবা যতক্ষণ ;
সাধ কাজ ; প্রভু যবে ডাকিবে তোমারে
রেখে কাজ যাইও তখন।

এ জগতে বড় কিছু করিতে না পার
খাঁটি থাক আছরে যেখানে ;
মহৎ, পবিত্র, শুভ যা কিছু নেহার,
খাঁটি থাক তার সন্নিধানে।

২৭শে শ্রাবণ।

মহৎ চরিত্র কস্তূরীর ন্যায়; চলিয়া গেলেও তাহা বহুদিন সৌরভ বিস্তার করে।

ধার্ম্মিকের জীবন আলোকের ন্যায়; চলিয়া গেলে অন্ধকার পড়িয়া থাকে।

এ জগতে ধন মান কেহ পায় কেহ পায়না। সম্পদ ঐশ্বর্য্য সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। জীবনের মহৎ লক্ষ্য যিনি সাধন করেন, তিনিই ধনী, তিনিই সম্পদশালী।

এ জগতে কি খাইলাম, কি পরিলাম বা কতদিন থাকিলাম, তাহাতে জীবন নহে; কিন্তু জীবনের মহৎ আদর্শে বাস করাই জীবন। উত্থান, পতন, সম্পদ, বিপদ সকল জীবনেই ঘটে; কিন্তু ঈশ্বরে মতি ও কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, এই ভিত্তির উপরে যে জীবন প্রতিষ্ঠিত তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত।

বাক্যের দ্বারা উপদেশ অনেকেই দেয়, কিন্তু যাঁহার কার্য্য সকল উজ্জ্বল তারকার ন্যায় জ্বলিতে থাকে ও শক্তিরূপে অপরের হৃদয়ে বাস করে, তিনিই প্রকৃত উপদেষ্টা।

অনেক বীরত্বের কথা জগতে শুনিয়াছি, কিন্তু ফলাফল চিন্তা বিরহিত হইয়া যিনি স্বীয় হৃদয়স্থ বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর।

২৮শে শ্রাবণ।

তিনি আমাকে দেখিতেছেন, জানিতেছেন, প্রীতি করিতেছেন, যখন এই ভাব আমাদের সমুদয় ভাবের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন আমরা নূতন জীবন পাই; তখন তাঁহাকে পাইয়া সকলেরই অর্থ পাই; তখন সংসার আর প্রহেলিকার ন্যায় থাকেনা, তখন যে দিকে দৃষ্টি করি, তাঁহার সঙ্গে সকলেরই যোগ দেখি।

সেই পরম পুরুষ সকলেরই হৃদয়ে বাস করিতেছেন; যাঁহারা তাঁহার সহিত একবার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের সে যোগের আর কখনই অন্ত নাই; যদি গ্রহ তারাও বিলুপ্ত হইয়া যায়, তথাপি আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে যোগ তাহার কখনই বিচ্যুতি হইবেনা, তাঁহার সঙ্গে আমাদের অনন্ত যোগ।

সখা আমা হইতে আমার নিকটতর; কিন্তু রহস্য এই যে আমি তাঁহা হইতে দূরে।

২৯শে শ্রাবণ।

তুমি কি সৎ হইতে অভিলাষ কর? তবে প্রথমতঃ বিশ্বাস কর যে তুমি অসৎ।

যে মহাত্মা স্বীয় মহত্ত্ব লক্ষ্য করেননা, সর্ব্বোপরি তাঁহারই মহত্ত্ব। স্বকীয় মহত্ত্বের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়, তাঁহার আর মহত্ত্ব থাকেনা। যে প্রেমিক আপনার প্রেমকে লক্ষ্য করেননা, সর্ব্বোপরি তাঁহারই প্রেমের গৌরব। স্বীয় প্রেমের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার প্রেম বিনষ্ট হয়।

হে মহান্, ধর্ম্মধন লাভের জন্য আমাদিগকে সুপথে লইয়া চল। হে দেব, আমাদের সমস্ত পাপেরই তুমি জ্ঞাতা। আমাদিগের সংস্পর্শ হইতে কুটিল পাপকে পৃথক কর; তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

৩০শে শ্রাবণ।

পরমাত্মা অন্তরের অন্তর; অন্তরেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায়। আমাদের দেবতা নিদ্রিত নহেন; তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা; তিনি প্রাণ; তিনি সকল জগতের প্রাণ; তিনি প্রাণের প্রাণ।

❀ ❀ ❀ ❀

ব্রহ্মাণ্ডে সকল পদার্থের মধ্যে যাহাকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহাকে তোমার হৃদয়ের ভক্তি প্রদান কর। ঐ পদার্থ কি? যে পদার্থ অপর সকল পদার্থকে শাসিত ও নিয়মিত করিতেছে, তাঁহাই ঐ পদার্থ। প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ যাহা তাহাকে যেমন তুমি সম্মান করিবে, তেমনি আপনার প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ যাহা তাহাকেও সম্মান কর, কারণ তোমার এই অংশ ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ। ইহাই তোমার কার্য্যকলাপ ও ভাগ্যকে নিয়মিত করে।

কোন স্থানে একজন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার বিষয় বিভব ও সুখ সমৃদ্ধির অভাব ছিলনা। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র সন্তান ছিল। পুত্রটী যত দিন নিতান্ত শিশু ছিল, ধনী ততদিন তাহাকে আদরের সহিত লালন পালন করিতেন। তাহার যখন যে ইচ্ছা হইত, তাহা পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব হইতনা। তাহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি ধনকে ধন বলিয়া বিবেচনা করিতেননা। ধনিসন্তান পিতার আদর ও যত্নের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল, এবং বিপথের সঙ্গীও জুটিতে লাগিল। যত দিন সে শিশু ছিল, পিতা তাহাকে ততদিন আবশ্যক মত আদেশ উপদেশ তিরস্কার প্রভৃতির দ্বারা চালিত করিতেন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, অপরবিধ প্রণালী অবলম্বন করিলেন। একদিন তিনি তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রিয় পুত্র, তুমি এখন আর শিশু নও, যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছ, তোমাকে আর শিশুর ন্যায় ব্যবহার করা আমার পক্ষে উচিত নয়, আমি অদ্যাবধি তোমার সহিত মিত্রের ন্যায় আচরণ করিব। আর তোমার স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইবনা; বলপূর্ব্বক তোমার অনিচ্ছা সত্বে তোমায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবনা; কিন্তু পুত্র, একটী বিষয়ে সাবধান থাকিও, আমি যেমন অদ্যাবধি মিত্রভাব অবলম্বন করিলাম, আশা করি, তুমিও মিত্রের ন্যায় হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। আশা করি, যে কার্য্যে আমাদের বংশের অগৌরব হয়, আমাদের কুলে কলঙ্ক পড়ে, এমন কার্য্যে তুমি লিপ্ত হইবেনা। তুমি আমার একমাত্র সন্তান; তোমাদ্বারা যদি আমার মুখ ম্লান হয়, আমি

তোমায় বিরক্তির কথা বলিবনা; কিন্তু নিশ্চয় জানিবে, আমি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইব। যাও পুত্র, তুমি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার কর, এ ধন সম্পদ তোমার, এ প্রাসাদ তোমার, এ বিষয় বিভব তোমার।" ধনী এই বলিয়া পুত্রকে বিদায় দিলেন; কিন্তু যৌবন কালের চপলতা বশতঃ পিতার সে সদুপদেশ তাহার মনে অধিক দিন স্থান প্রাপ্ত হইলনা। পিতা আর তাহাকে তিরস্কার করেননা; বলপূর্ব্বক তাহার অভীষ্ট পথ হইতে আর তাহাকে নিবৃত্ত করেননা; কেবল মধ্যে মধ্যে উপদেশ ও পরামর্শচ্ছলে আপনার মনের ক্লেশ জানাইয়া থাকেন। ইহাও সেই উদ্ধত যুবকের পক্ষে ভার স্বরূপ বোধ হইল। পিতা কিছু বলেননা সত্য, কিন্তু তিনি যে বাড়ীতে আছেন, ইহাতেও তাহার স্বচ্ছন্দে আমোদ প্রমোদ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত হয়। যে দেশে গেলে আর পিতার মুখ দেখিতে হইবেনা, যে দেশে অবাধে ও অকুণ্ঠিতভাবে আমোদে রত হওয়া যায়, যেখানে দুরাচার দেখিয়া মুখ বিষণ্ণ করিবার কেহ নাই, এরূপ দেশের জন্য তাহার মন তখন ব্যাকুল হইতে লাগিল। একদিন মধ্য রাত্রে সমুদয় বসুমতী যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পরিজনগণ যখন নিদ্রিত, রাজপথে যখন জন প্রাণীর সঞ্চার নাই, এমন সময়ে সেই ধনিসন্তান জাগ্রত হইয়া পিতার গৃহ ত্যাগের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। যুবাপুরুষ দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, দ্বার-রক্ষী পুরুষ তাহার গতিরোধ করিল। পিতার দাসদাসীর দ্বারা তাহার গতিরোধ হয়, ইহা সেই গর্ব্বিত সন্তানের প্রাণে সহ্য হইলনা; সে দাসদাসীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তখন দ্বারবান্ তাহাকে দ্বারে দণ্ডায়মান রাখিয়া অবিলম্বে স্বীয় প্রভুর আদেশ কি জানিতে গেল। পিতা উত্তর করিলেন, "আমি

আমার পুত্রের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইবনা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; অতএব আমি আজ তাহাকে বাধা দিবনা। দাও, তাহাকে যাইতে দাও, আমার মনে এই দুঃখ রহিল নিরপরাধে সন্তান আমাকে অত্যাচারী পিতার ন্যায় ত্যাগ করিয়া গেল।” দ্বারবান ফিরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ধনিসন্তান গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উল্লাস অন্তরে যেদিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকে চলিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল সে ক্রমাগত চলিতেছে, ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল; ধনীর সন্তান কখনও পথশ্রম স্বীকার করে নাই, সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; সে আশ্রয় স্থানের লাভের আশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অদূরে একখানি গৃহ দেখিতে পাইল; তথায় উপস্থিত হইবামাত্র গৃহের প্রভু অতি সমাদরে তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল ও বিশ্রামের শয্যা দিয়া তাহার ক্লান্তি অপনয়ন করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, যুবাপুরুষ পুনরায় বহির্গত হইল এবং ক্রমাগত চলিতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি উপস্থিত, পুনরায় বিশ্রামের প্রয়োজন। পুনরায় উত্তম স্থান জুটিয়া গেল। এক গ্রামে উপস্থিত হইবামাত্র, কয়েক ব্যক্তি অতি সমাদরে তাহাকে একটী সুন্দর গৃহে লইয়া গেল। ধনিসন্তান গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, তন্মধ্যে সুন্দর সুকোমল শয্যা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত; পান ভোজন সমাধা করিয়া যুবক সুনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করিল। পরদিন প্রাতে চলিতে চলিতে যুবা এক নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত। নদী উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই, ধনিসন্তান চিন্তায় নিমগ্ন আছে, এমন সময় হঠাৎ একখানি নৌকা উপস্থিত; তাহারা অতি

সমাদরে তাহাকে পার করিয়া দিল। এইরূপে অনেক গ্রাম জনপদ নদ নদী উত্তীর্ণ হইয়া সেই উদ্ধত যুবক অবশেষে এক নূতন দেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে একদিন আমোদ তরঙ্গের মধ্যে, সহসা তাহাদের গৃহের চির পরিচিত প্রাচীন ভৃত্যকে পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। মানব মনের ভালবাসার স্বভাব এই, বহু দিনের পরিচিত প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিলে হৃদয় সহসা নবভাব প্রাপ্ত হয়। ধনিসন্তান বাল্যকালে ঐ পুরাতন ভৃত্যের ক্রোড়ে পালিত হইয়াছিল। অন্ত হঠাৎ তাহার মুখ দর্শনমাত্র, সকল কথা যুগপৎ তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। সে আর শোকাবেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইলনা। অধোমুখে জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক লুকাইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে কিরূপে এলি? আমার পিতা ভাল আছেন ত? আমি বাহির হইয়া আসিলে তিনি কি বলিলেন? তিনি কি মনে বড় ক্লেশ পাইয়াছেন?" ভৃত্য উত্তর করিল, "কুমার, যেদিন হইতে আপনি গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলেন, সেদিন হইতে আপনার পিতা আমাদিগকে সুস্থির হইতে দেন নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আপনার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেননা, সুতরাং আপনাকে তিনি নিষেধ করেন নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আপনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া এই আদেশ দিয়াছেন, আমার ভৃত্যগণ, যে যেখানে আছ, শীঘ্র আমার সন্তানের পশ্চাৎ ধাবিত হও, দেখিও যেন আমার একমাত্র সন্তান পথে ক্লেশ না পায়। সাবধান, বলপ্রয়োগ করিওনা, রুক্ষভাব ধারণ করিওনা, তাহার কোমল অঙ্গে ব্যথা দিওনা, তাহার মনের

বিরক্তি উৎপাদন করিওনা। কুমার, আপনি পথভ্রান্ত হইয়া যেখানে যেখানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনার পিতার অনুমতিতে সজ্জিত হইয়াছিল। আমরা প্রহরীর ন্যায় আপনার দূরে দূরে ফিরিতেছি, এবং আপনার সুমতির সুযোগ অন্বেষণ করিতেছি।" শুনিতে শুনিতে যুবক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "পিতার বিশ্বাসী ভৃত্য, আমার সুমতির অপেক্ষায় আছ? আজ হইতে আমি সুমতি হইলাম; আমাকে গৃহে লইয়া চল, আজ যে সেই পিতার স্নেহপূর্ণ মুখ মনে পড়িয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায় আমি নিরপরাধে এমন উদার পিতার গৃহ পরিত্যাগ করিলাম কেন? সুখের ক্রোড়ে পালিত হইয়া আমি সাধ করিয়া দুঃখের অগ্নিশিখায় আত্মসমর্পণ করিলাম কেন? যে স্বাধীনতায় আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সেই স্বাধীনতা চূর্ণ করিয়া আমায় বন্দী করিয়া লইয়া চল; হায়, আমি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়াছিলাম, আজ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতে হইল।"

অনেক ঈশ্বরসন্তানের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর দুরন্ত রাজা নন, অত্যাচারী পিতা নন, তাঁহার যে শাসন তাহা স্নেহানুরঞ্জিত ও উদার শাসন; তিনি সন্তানের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হননা; কেবল আদেশ ও উপদেশ দ্বারা সস্নেহভাবে সন্তানকে সুপথে থাকিবার পরামর্শ দেন। সে উপদেশও অনেকের সহ্য হয়না? তাহারা বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরের গৃহ ছাড়িয়া যায়। বাস্তবিক কেহই ঈশ্বরের একমাত্র সন্তান নয়; কিন্তু পাপী যখন ঈশ্বরের গৃহ পরিত্যাগ করে; তখন তাহার উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের যেরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তখন বোধ হয়, যেন

সেই পাপীই ঈশ্বরের সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং তাহার অভাবে তাঁহার স্বর্গধামের সকল আয়োজন যেন বৃথা হইয়া যাইবে। সন্তান যখন ঈশ্বরের গৃহ ছাড়িল, ঈশ্বর তখন কি করিলেন? তিনি আপন পরিবার ও পরিজনগণকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "আমার যে যেখানে আছ, শ্রবণ কর, আমার এই সন্তান না ফিরিলে আমি ছাড়িবনা। তোমরা সকলে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হও, দূরে দূরে থাকিও, প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিও, ক্ষুধার সময় অন্ন, তৃষ্ণার সময় জল দিয়া প্রাণরক্ষা করিও; সঙ্কটে পড়িলে উদ্ধার করিও, যেন আমার সন্তান মারা না যায়। আমার দ্রব্য জানিলে যদি গ্রহণ না করে, এইজন্য প্রচ্ছন্নভাবে সেবা করিও। আমার কি ক্ষমতা নাই যে, সন্তানকে বন্দী করিয়া রাখি? আমার কি শক্তি নাই যে, দুর্বৃত্ত পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করি? কিন্তু আমি করিবনা। যে প্রেম, সন্তান আপনা হইতে না দিবে আমি তাহা লইবনা; কিন্তু আমার সন্তানকে উদ্ধার করা চাই।" এই বলিয়া তিনি শত দিকে শত চর প্রেরণ করিলেন। বৃক্ষের অন্তরালে, নদীর জলে, রাত্রিব অন্ধকারে, পুষ্পের কাননে, তাঁহার চর সকল ভুবন ব্যাপিয়া ফেলিল। তিনি তাঁহার শুভ ইচ্ছাকে দূত স্বরূপ করিয়া পাপীর উদ্ধার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পাপীর নরকে গিয়াও নিস্তার নাই, ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ ইচ্ছা সেখান পর্য্যন্তও গমন করে। তবে আর ছুটাছুটি কেন? যেখানে যাও ঈশ্বরের দুর্ব্বিনীত সন্তান, ঈশ্বরের প্রাঙ্গন ব্যতীত আর স্থান নাই। সন্তানের চরণ যদি প্রাঙ্গনের প্রান্ত পর্য্যন্ত যায়, মাতার চরণ যে গ্রাম পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে। ধৃত হওয়া ভিন্ন যদি

গত্যন্তর না থাকে, তবে বৃথা পলায়নের চেষ্টা একেবারে নিরস্ত হউক। যে স্বাধীনতায় নয়নের জল ফেলিতে হয়, তাহা চূর্ণ হউক। গৃহের বাহির হইলে যদি কাঁদিয়া ফিরিতে হয়, তবে বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তি নিরস্ত হউক।

১লা ভাদ্র।

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির অন্যপথ নাই।

❀ ❀ ❀ ❀

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেনা, চন্দ্রতারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেনা, এই বিদ্যুৎ সকল ও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেনা, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? সমস্ত জগৎ এই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; এই সমুদয় তাঁহার প্রকাশেতে প্রকাশিত হইতেছে।

যিনি পুষ্পকে সৌন্দর্য্য পূর্ণ করিতেছেন, সূর্য্যকে আলোকে পূর্ণ করিতেছেন, তিনি আপনাকে দিয়া আত্মাকে পূর্ণ করেন। সেই অনন্ত প্রস্রবণ কখনই শুষ্ক হয়না; আমাদের যতই গ্রহণ করিবার শক্তি হয়, তিনি ততই দান করিতে থাকেন।

২রা ভাদ্র।

তৃষিতা হরিণী যেরূপ জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, আমার প্রাণও হে ঈশ্বর, সেইরূপ তোমার জন্য ব্যাকুল হইতেছে।

আমার আত্মা ঈশ্বর, জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য তৃষিত হইতেছে। কবে আমি তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইব?

ঈশ্বর নারদকে বলিতেছেন "আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার জীবনে একবার মাত্র দর্শন দেই, সেই দর্শনে যদি সে মোহিত হইয়া আমাকে দৃঢ়চিত্তে অন্বেষণ করে ও যত্ন করে, তবে তাহার হৃদয়ে চির বিরাজিত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করি; তাহা না হইলে চির জন্মের মত আমি অদৃশ্য থাকি।"

৩রা ভাদ্র।

সুন্দর শরৎ ঋতুতে ধরা উজ্জ্বল মরকত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছে; সুনীল আকাশে শুভ্র নীরদ খণ্ড সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে; অস্তগামী সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ ধরণীর শ্যামল অঙ্গে কনক অঞ্চল প্রসারিত করিয়াছে; পক্ষিগণ কলধ্বনিতে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া নীরব হইয়াছে; এমন সময়ে বনস্থলীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঘুঘু বিষাদম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "জীবন কি?"

শ্যামা তাহার মধুর স্বরলহরীতে বনভূমি পূর্ণ করিয়া বলিল, "জীবন সঙ্গীতময়।"

ছুছুন্দরী অন্ধকার ভূবিবর হইতে মৃত্তিকা রাশি সম্মুখে বিক্ষিপ্ত করিয়া কহিল, "জীবন অন্ধকারের মধ্যে সংগ্রাম।"

কামিনী বিকাশোন্মুখ শত শত কুসুমের গন্ধভার চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া ও সলজ্জ কপোলে পবিত্রতার আভা ঈষৎ বিকাশ করিয়া কহিল, "জীবন বিকাশ।"

প্রজাপতি কামিনী বৃক্ষের চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া মধুপান করিতে করিতে তৃপ্তকণ্ঠে কহিল, "জীবন ভোগসুখময়।"

মক্ষিকা সেই স্থান দিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে কহিল, "জীবন দুইদিনের লীলাখেলা মাত্র।"

পিপীলিকা স্বদেহ অপেক্ষা দশগুণ খাদ্যের বোঝা বহিয়া যাইতে যাইতে কহিল, "জীবন্ত দুরন্ত অস্থিপেষী শ্রম।"

ময়ূর নৃত্যভঙ্গীতে রূপের ছটা চারিদিকে ছড়াইয়া উচ্চ কেকারবে এই প্রশ্নে উপহাস করিয়া উঠিল।

৪ঠা ভাদ্র।

এমন সময়ে শারদ মেঘ সহসা ঝর ঝর শব্দে বারিধারা বর্ষণ করিয়া কহিল, "জীবন শুদ্ধ অশ্রুবিন্দুর সমষ্টি।"

বাজ অনন্ত আকাশে সুদৃঢ় বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া অগাধ প্রমুক্ত বায়ুসমুদ্রে বিহার করিতে করিতে কহিল, "জীবন শক্তি ও স্বাধীনতা।"

ক্রমে নিশার আগমনে সেই কাননভূমি নীরব হইল, তখন সেই স্তব্ধ বিজনের গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া নৈশবায়ু সর্ সর্ শব্দে কহিল, "জীবন স্বপ্ন।"

নিভৃত পাঠাগারে সমস্ত রজনী গভীর অধ্যয়নের পর দীপ নির্ব্বাণ করিয়া পণ্ডিত কহিলেন, "জীবন শিক্ষার স্থান।"

উচ্ছৃঙ্খল যুবক প্রবৃত্তির হুতাশনে দীর্ঘ রজনী আহুতি দিয়া, গৃহে ফিরিতে ফিরিতে কহিল, "জীবন অতৃপ্ত বাসনার অনন্ত শৃঙ্খল।"

প্রভাত বায়ু অস্ফুট স্বরে কহিল, "জীবন অসীম রহস্য।"

তখন সহসা পূর্ব্বদিক প্রভাতের রক্তিম আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শুভ্রবসনা উষা কনকথালে নবপ্রস্ফুটিত কুসুম ভার লইয়া, বিশ্বদেবের পূজার জন্য উপস্থিত হইল। পক্ষিগণ প্রভাতী সঙ্গীত আরম্ভ করিল, প্রভাতবায়ু বিহগ গীত ও কুসুম গন্ধ চারিদিকে বহন করিতে লাগিল ও নব দিবসের শুভ জন্মমুহূর্ত্তে প্রকৃতির কণ্ঠে এই মহান্ সঙ্গীত উত্থিত হইল, "জীবন অনন্ত আত্মার আরম্ভ মাত্র।"

৫ই ভাদ্র।

ধার্ম্মিকা রমণী লাভ করে এমন সৌভাগ্য কাহার? কারণ মণিমাণিক্য অপেক্ষা এরূপ স্ত্রীরত্নের মূল্য অধিক। তাঁহার স্বামী তাঁহার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তাঁহা হইতে কোন অপচয়ের আশঙ্কা নাই।

তিনি যাবজ্জীবন স্বামীর ইষ্ট সাধন করিবেন, কখনও অনিষ্ট করিবেননা।

রাত্রি অবসান হইবার পূর্ব্বে তিনি গাত্রোত্থান করেন, এবং পরিবার সকলের আহারের ও দাসীদিগের কার্য্যের ব্যবস্থা করেন।

তিনি বণিকের তরণীর ন্যায় দূর হইতে পরিবারের খাদ্য সংগ্রহ করেন। পরিজনেরা শীতে কষ্ট পাইবে বলিয়া তাঁহার ভয় নাই, কারণ তাহারা সকলেই উষ্ণবস্ত্রে আবৃত।

শ্রম শক্তি ও আত্মসম্ভ্রম তাঁহার অলঙ্কার; তিনি উত্তরকালে আনন্দ করিবেন।

তিনি মুখ খুলিলে জ্ঞানের কথা বাহির হয়, এবং তাঁহার জিহ্বাগ্রে দয়ার ব্যবস্থা।

মনুষ্যের অনুগ্রহে বিশ্বাস নাই, শরীরের রূপলাবণ্য ও অসার; কিন্তু যে নারী ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলেন, তিনি প্রশংসনীয়া।

তাঁহার শ্রমের ফল তাঁহার হস্তগত হউক, তাঁহার আপনার কীর্ত্তি নগরদ্বারে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করুক।

৬ই ভাদ্র।

হে বধু, তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণ সম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর, তোমার নয়ন ক্রোধশূন্য হউক ; তুমি পতির কল্যাণকারিণী হও। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর। এই স্থানে সন্তান সন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতিলাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজগৃহে প্রভুত্ব কর। তোমার মন প্রসন্ন ও লাবণ্য উজ্জ্বল হউক। তুমি বীরমাতা ও দেবানুরাগিণী হও। দাসদাসী ও পশুগণের মঙ্গল বিধান কর. তুমি শ্বশুরকে বশ কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর ন্যায় হও।

৭ই ভাদ্র।

অনিন্দ্য কুমারি, যৌবনের প্রারম্ভেই পরিণামদর্শী ও সত্যানুরাগী হইতে যত্ন কর। তোমার হৃদয়ের কমনীয়তা তোমার শারীরিক সৌন্দর্য্যকে উদ্দীপ্ত করুক। গোলাপ পুষ্পের সৌন্দর্য্য বিশুষ্ক হইলেও তাহার প্রতিদল যেরূপ সুগন্ধ বিস্তার করে, সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী দৈহিক রূপের অবসানে তোমার চরিত্র চারি দিকে সৌরভ বিকীর্ণ করিবে।

স্মরণ রাখিও, পুরুষের সমাধিকারিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, পুরুষের লীলাসামগ্রী হইবার জন্য তোমার জন্ম হয় নাই।

সে রমণী কোন্ রমণী, যে পুরুষের হৃদয় জয় করে, যে পুরুষকে ভালবাসিতে বাধ্য করে, যে পুরুষের প্রাণে রাজত্ব করে?

ঐ দেখ সে নারী কুমারী সুলভ মনোহর লাবণ্যে দণ্ডায়মান। সরলতা ও পবিত্রতার দীপ্তি তাহার বদনমণ্ডলে, লজ্জাশীলতা তাহার কপোলদেশে।

ঐ দেখ তাঁহার হস্ত সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত; তাঁহার চরণ নিরর্থক ভ্রমণ করিয়া সুখী হয়না।

তাঁহার পরিচ্ছদ কেমন পরিষ্কার অথচ আড়ম্বরশূন্য; তাঁহার আহার কেমন পরিমিত; নম্রতা ও বিনয় তাঁহার মস্তকের মুকুট। তাঁহার জিহ্বা সুমিষ্ট বচনের প্রস্রবণ; তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় মধুবর্ষণ করে।

৮ই ভাদ্র।

সাধুতা তাঁহার সকল কথায় ; নম্রতা ও সততা তাঁহার বাক্যের ভূষণ। ধৈর্য্য ও নম্রতা তাঁহার জীবনের উপদেশ ; সুখ ও শান্তি তাঁহার জীবনের পুরস্কার। পরিণামদর্শিতা তাঁহার পদক্ষেপের অগ্রে গমন করে ; ধর্ম্ম সর্ব্বদা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অনুসরণ করে, তাঁহার চক্ষু চারিদিকে কোমলতা ও প্রেম বিকীর্ণ করে, এবং বুদ্ধিমত্তা তাঁহার বদনে প্রতিভাত হয়।

দুশ্চরিত্র লোকের জিহ্বা তাঁহাব নিকট মৌন হইয়া থাকে, তাঁহার পুণ্যের জ্যোতি দুশ্চরিত্রের নিকট বিদ্যুতের খর আভা উদ্গীরণ করে।

যথন পবের কুৎসা রটনায় প্রতিবেশীর রসনা ব্যস্ত হয়, তখন তাঁহার জিহ্বা নীরব থাকে, অথবা স্বীয় সাধুতার গুণে পরনিন্দা প্রচারের প্রতিবন্ধকতা করে।

তাঁহার বক্ষঃস্থল সাধুতার আবাস ; অন্যের প্রতি সন্দেহ তথায় বাস করিতে পারেনা।

সে পুরুষ সৌভাগ্যবান, যে এমন রমণীব স্বামী ; সে সন্তান ধন্য, যে এমন রমণীর গর্ভজাত।

তিনি যে গৃহের কর্ত্রী, সে গৃহে শান্তি বিরাজ করে ; তিনি দাসীকে বিবেচনার সহিত আদেশ করেন ও সে আদেশ প্রতিপালিত হয়।

৯ই ভাদ্র।

তিনি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন। তাঁহার প্রাণ ব্রহ্মপদে ও হস্ত ব্রহ্মকার্য্যে নিরত হয়।

পারিবারিক সমস্ত চিন্তা তিনি সানন্দে নিজ মস্তকে ধারণ করেন। সৌন্দর্য্য ও পরিমিততা গৃহের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। সুশৃঙ্খলা সর্ব্বত্র বিরাজ করে।

তিনি সন্তানদিগের চরিত্র বাল্যকাল হইতে সুগঠিত করেন; তাঁহার চরিত্রের প্রতিভা তাহাদিগের চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করে।

তাঁহার মুখের বাক্য সন্তানদিগের বিধিস্বরূপ; তাঁহার চক্ষের ইঙ্গিতে তাহাদের দুর্দ্দমনীয় ভাব বশীভূত হয়।

তিনি অনুজ্ঞা করিতে না করিতে দাসদাসী ছুটিয়া যায়। আদেশ করিবামাত্র কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। দাসদাসী প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ; তাঁহার সদয়দৃষ্টি দাসদাসীর হস্তপদে অমিতবল সঞ্চার করে।

সুখেতে তিনি ফুলিয়া উঠেননা। দুঃখের কশাঘাত ধৈর্য্যের সহিত বহন করেন।

সেই পুরুষ সুখী, যে এমন রমণীকে সঙ্গিনী করিয়াছে; সেই সন্তান সুখী, যে এমন রমণীকে মা বলিতে সমর্থ হইয়াছে।

১০ই ভাদ্র।

অনুতাপ ব্যতীত যথার্থ সাধনা হয়না। অনুতাপ সাধনার পূর্ব্বাঙ্গ।

❀ ❀ ❀ ❀

বিল্বমঙ্গল একজন ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান ও যৌবনকালে এক পতিতা নারীর প্রণয়ে আবদ্ধ ছিলেন। একদিন পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিল্বমঙ্গল সংকল্প করিলেন, সেদিন আর সে নারীর গৃহে যাইবেননা, কিন্তু নিশীথ সময়ে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেননা। শ্রাবণের ধারা ও ঘোর বাত্যাকে উপেক্ষা করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সেই নিশীথ কালে ঘোর দুর্য্যোগে ঘাটে নৌকা পাইলেননা, নদীর খরস্রোতে একটী শব ভাসিয়া যাইতে ছিল, অগত্যা তাহাকেই অবলম্বন করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইয়া, রমণীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহদ্বার রুদ্ধ; একটী সর্প দ্বারের উপর প্রাচীরের গর্ত্তে মুখ দিয়া লম্বমান ছিল, বিল্বমঙ্গল তাহাকে ধারণ করিয়া গৃহপ্রাঙ্গনে পড়িলেন; এবং নিদ্রিতা নারীকে জাগরিত করিলেন। তাহার প্রতি বিল্বমঙ্গলের এরূপ গভীর অনুরাগ দেখিয়া, সেই নারীর মনে ঘোর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, সে মুগ্ধ হৃদয়ে বলিল, "হা ধিক্, এই অনুরাগ ও আগ্রহ লইয়া যদি তুমি ভগবানকে ডাকিতে, তবে এতদিনে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতে।" এই বাক্য শেলের ন্যায় বিল্বমঙ্গলের হৃদয় বিদ্ধ করিল; তিনি ত্বরায় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

১১ই ভাদ্র।
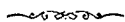
কিছুদিন পরে বিল্বমঙ্গল একদিন বৃন্দাবনাভিমুখে যাইতে যাইতে শ্রান্ত হইয়া, কোন গ্রামের সমীপস্থ এক সরোবরতীরে তরুতলে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন, এমন সময়ে এক বণিকের পত্নী জল আনয়নার্থ ঐ সরোবরে আগমন করিলেন। ঐ রমণী পরম রূপবতী ছিলেন। রমণী জল লইয়া প্রস্থান করিলে, বিল্বমঙ্গল তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন; বণিকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে, গৃহস্বামী বৈরাগী বেশধারী বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু আপনি এখানে উপবিষ্ট কেন?" তিনি বলিলেন, "আপনার গৃহিণীকে একবার দেখিতে চাই।" বণিক পত্নীকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া আনিলেন। বিল্বমঙ্গল দুইটী সূচিকা আনাইয়া সেই রমণীকে কহিলেন, "মা তুমি এই সূচিকা দুইটী দিয়া আমার চক্ষুর্দ্বয় বিদ্ধ করিয়া আমার এই পাপদৃষ্টিকে একেবারে নির্ব্বাণ করিয়া দাও। আমি তোমার পবিত্র মুখে নরকের দৃষ্টি ফেলিয়াছি।" অনেক অনুরোধের পর বণিকপত্নী তাহাই করিলেন। বিল্বমঙ্গল তদবধি অন্ধ হইয়া অসহ্য ক্লেশে বাস করিতে লাগিলেন।

১২ই ভাদ্র।

প্রাচীন কালে কোন ইউরোপীয় পর্ব্বত কন্দরে সেণ্টজেমস্ নামক এক তপস্বী বাস করিতেন। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য ও প্রবল ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইত, এবং তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞানে সমুচিত শ্রদ্ধাভক্তি করিত। একদা কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতি যুবক একত্র হইয়া পরামর্শ করিল, যে উক্ত যুবক তপস্বীর ইন্দ্রিয় সংযমের পরীক্ষা করিবে। এই স্থির করিয়া, তাহারা এক লজ্জাভয়বিহীনা নারীকে তাঁহার পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিল; ঐ নারী সায়ংকালে তাঁহার গিরিগুহার দ্বারে গিয়া প্রবেশ অধিকার প্রার্থনা করিল। তিনি প্রথমে বলিলেন তাঁহার নির্জ্জন গুহাতে স্ত্রীলোকের থাকিবার স্থান নাই; কিন্তু যখন দেখিলেন যে রাত্রি অধিক হইয়াছে, চারিদিকে হিংস্র জন্তু সকল চীৎকার করিতেছে, ঝঞ্ঝাবাতে স্ত্রীলোকটী দ্বারে দাঁড়াইয়া কম্পমান হইতেছে, তখন কৃপাপরবশ হইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, এবং রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; সে বলিল, সে কোন অনতিদূরবর্ত্তী এক আশ্রমের একজন তপস্বিনী, অন্য আশ্রমে যাইতে যাইতে পথে সন্ধ্যা হওয়াতে তাঁহার আবাসে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। সেণ্টজেমস্ তাঁহার গুহার বাহিরের প্রকোষ্ঠে তাহার শয়নের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নিজ কন্দরে গিয়া শয়ন করিলেন। তিনি অকাতরে ও নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে ভয়ানক আর্ত্তনাদে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রমণীর নিকট গিয়া দেখেন, সে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।

১৩ই ভাদ্র।

কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে তাহার এক প্রকার হৃদ্‌রোগ আছে, তাহাতেই সে মধ্যে মধ্যে এইরূপ অস্থির হইয়া পড়ে, এই সময়ে তাহার বক্ষঃস্থলে সবলে তৈল মর্দ্দন করিতে হয়; তপস্বী অগত্যা তাহার হৃদয়ে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। এরূপ কথিত আছে যে এই সময়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চিত্তের বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাতে ঐ তাপস নিজের প্রতি ক্রোধ করিয়া স্বীয় বামহস্ত নিকটবর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া অপর হস্তে সেই নারীর শুশ্রূষায় রত থাকিলেন। ঐ নারী সেণ্টজেম্‌সের এই অদ্ভুত ইন্দ্রিয় সংযম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং আপনার সমুদয় ভাণ ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, এবং নিজ জীবনের সমুদয় পাপ স্বীকার করিয়া, তাঁহার নিকট ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইল।

এই ঘটনার কথা প্রচারিত হইলে পর ঐ তাপসের খ্যাতি চারিদিকে আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার প্রতি সকলের ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই তাপসের অধোগতি সূত্রপাত হইতে লাগিল। তিনি আপনাকে বাস্তবিক দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইতে লাগিলেন; তিনি ক্রমে যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন।

১৪ই ভাদ্র।
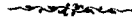
এই সময়ে এক বণিক তাঁহার এক প্রাপ্তযৌবনা দুহিতাকে সেই তাপসের নিকট আনয়ন করিলেন। ঐ বালিকার এক প্রকার রোগ ছিল, পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন মনে করিয়াছিলেন যে সে প্রেতগ্রস্ত হইয়াছে; সুতরাং এই আশায় তাহাকে তাঁহার নিকট আনা হইয়াছিল যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও মন্ত্রবলে তাহার প্রেতাবির্ভাব বিদূরিত হইবে। সেণ্টজেম্‌স প্রথম দিন সেই বালিকার জন্য অনেক প্রার্থনা করিলেন; তাহার শরীরে পূতবারি সিঞ্চন করিলেন, কিছুতেই তাহার চৈতন্য হইলনা; তখন বণিক কন্যাকে তাপসের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া স্বীয় বিষয় কার্য্যে প্রস্থান করিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই বালিকা সুস্থ হইয়া উঠিল; সেই বালিকা সৌন্দর্য্যে বিখ্যাত ছিল, বৃদ্ধ তাপস আর সংযম রক্ষা করিতে পারিলেননা, তাঁহার ধর্ম্ম কলুষিত হইল; এই স্থানেই তাঁহার পাপের শেষ হইলনা, পাছে বালিকা তাঁহার দুষ্কৃতির কথা জনসমাজে প্রকাশ করে, এই ভয়ে তাহাকে হত্যা করিয়া তদীয় দেহ এক নদীতে নিক্ষেপ করিলেন।

১৫ই ভাদ্র।

এই শোচনীয় ঘটনার অব্যবহিত পরেই সেণ্টজেম্‌সের অন্তঃকরণে ঘোর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, তিনি অনুতাপের তীব্র কশাঘাতে বহুক্ষণ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, অবশেষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সেই গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর তাপস বেশ ধারণ করিয়া জনসমাজকে প্রতারিত করিবেননা। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি আপনার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে আপনার অনুষ্ঠিত পাপের কাহিনী বিবৃত করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল এক নির্জ্জন শ্মশানস্থিত মন্দিরে যাপন করিবেন স্থির করিলেন। তিনি আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য সপ্তাহে দুইবার কয়েক ঘণ্টার জন্য ঐ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিতেন, তদ্ভিন্ন দিবানিশি রুদ্ধদ্বারে অনুতাপে সময় কাটাইতেন। কোন মানবকে মুখ দেখাইতেননা। এইরূপে ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অবশেষে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার অনুতাপক্লিষ্ট প্রাণ তাঁহার তপঃশুষ্ক দেহযষ্টিকে ত্যাগ করিয়া গেল।

১৬ই ভাদ্র।

সত্য ও সাধুতাকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া থাক।

✿ ✿ ✿ ✿

রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেই কেহ পণ্ডিত হয়না; ধর্ম্মের নিয়ম অবগত থাকিলেই কেহ ধার্ম্মিক হয়না।

✿ ✿ ✿ ✿

লোকে ত্যাগশীল না হইলে কদাচ সমগ্র ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম প্রধান জ্ঞান করিয়া উহা অবলম্বন পূর্ব্বক রাগদ্বেষাদি ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল। যে ব্যক্তি গৃহত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কেবল অরণ্যে গমন করে, তাহাকে ত্যাগশীল বলা যায়না।

১৭ই ভাদ্র।

চীনদেশীয় সাধু কংফুচ্ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়া ছিলেন, "তোমরা যাহা নও তাহা উপদেশ দিওনা, এবং যদি উপদেশ দেও তবে ত্বরায় তদনুরূপ হইতে চেষ্টা কর।" একবার ইংলণ্ডে কোনও বক্তা সাধারণ লোক দিগের নিকট সুরাপানের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন। ইংলণ্ডে লোকে সুরাপান করিয়া যেরূপ দুরবস্থায় পড়ে তাহা যখন বক্তা বর্ণন করিতে লাগিলেন, তখন যেন তাঁহার মুখে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল যে তাহারা আর কখনও সুরাপান করিবেনা। বক্তা বক্তৃতা করিতে করিতে বলিলেন, "পরিমিত সুরাপান করাও অনুচিত।" এই কথা বলিতে গিয়া তাঁহার স্মরণ হইল যে তিনিও পরিমিত সুরাপান করেন। ইহা স্মরণ হইবামাত্র তিনি বলিতে লাগিলেন "তোমরা শুন আমিও পরিমিত সুরাপান করিয়া থাকি, কিন্তু আজ তোমাদের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর কখনও পরিমিত সুরাও পান করিবনা।"

১৮ই ভাদ্র।

নরনারী যখন পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন, তখন তাঁহারা পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, ধর্ম্মে, অর্থে, ভোগে তোমাকে অতিক্রম করিবনা। প্রতিজ্ঞার এই অংশটুকু উচ্চারণ করিতে এক মুহূর্ত্তও লাগেনা, এবং যে ভাবের আবেগে এই প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয়, সে আবেগও দীর্ঘকাল থাকেনা; নববিবাহিত দম্পতি গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, নবানুরাগজাত আবেগ ও উচ্ছ্বাস শান্তভাব ধারণ করে। তখন উভয় স্কন্ধ একত্র করিয়া সংসার ভার বহন করিবার দিন আসে; কিন্তু আবেগ ও উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হয় বলিয়া কি এই প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব হ্রাস হইয়া যায়? তাহা নহে। সাধুপ্রকৃতির উপরে এই প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব চিরদিন সমান থাকে। তাঁহারা প্রেমের সরসতার অবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সংসারের সুখ, দুঃখ, সরসতা, নীরসতা সকল অবস্থাতেই সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। এমন কি দম্পতির মধ্যে যদি একজন প্রতিকূলতাচরণ করেন, যদি কর্কশ বাক্যে হৃদয়কে বিদ্ধ করেন, অথবা পরুষ ব্যবহারে মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করেন, তথাপি ধার্ম্মিক পতিপত্নী ধর্ম্মে, অর্থে, ভোগে, অপরকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেননা। একদিনের সঙ্কল্প যখন চিরদিনের বাধ্যতার দ্বারা সমর্থিত হয়, তখনই আমরা মানব চরিত্রের মহত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকি।

*

১৯শে ভাদ্র।

প্রাচীন ঋষি বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি; আমাদের মধ্যে নিরাকরণ না থাকুক।" এইরূপে প্রত্যেক বিশ্বাসী ও প্রেমিক আত্মা বলিয়া থাকেন, আমি যেন ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। একদিন কোন শুভ মুহূর্ত্তে এপ্রকার সঙ্কল্প হৃদয়ে উদিত হওয়া ও এরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ করা, কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তের সঙ্কল্পকে চিরদিন হৃদয়ে ধারণ করা এবং তদ্দ্বারা সমগ্র জীবনের সমুদয় কার্য্যকে নিয়মিত ও শাসিত করা অতীব কঠিন।

২০শে ভাদ্র।

এক ধনীব্যক্তি একবার এক নবপ্রাপ্ত রাজ্য অধিকার করিয়া দূরদেশে গেলেন। যাইবার সময় তাঁহার ভৃত্যদিগকে নিকটে ডাকিয়া প্রত্যেককে এক এক শত মুদ্রা দিলেন এবং বলিলেন "যাও যতদিন আমি না ফিরিয়া আসি ততদিন এই টাকা কাজে লাগাও।" পরে যখন তিনি নূতন রাজ্য অধিকার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি সেই সকল ভৃত্যকে নিকটে ডাকিবার জন্য আদেশ করিলেন, তিনি জানিতে চাহেন তাহারা তাঁহার টাকা খাটাইয়া কে কত লাভ করিয়াছে। প্রথম ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "প্রভো আমি আপনার শত মুদ্রা খাটাইয়া সহস্র মুদ্রা করিয়াছি।" ধনী বলিলেন, "বেশ করিয়াছ, তুমি আমার উপযুক্ত ভৃত্য; যেহেতু তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বাসীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছ অতএব তুমি দশটী নগরের কর্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইবে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "প্রভো, আপনার শত মুদ্রা পাঁচশত মুদ্রা হইয়াছে।" ধনী বলিলেন, "তুমি পাঁচটী নগরের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।" আর একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "প্রভো, দৃষ্টিপাত করুন এই আপনার শত মুদ্রা; আমি ইহা কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, কারণ আমি জানি আপনি বড় শক্ত লোক; আপনি যাহা রাখেন নাই তাহা লইতে চান।"

২১শে ভাদ্র।

ধনী বলিলেন, "তোমার কথা অনুসারেই আমি তোমার বিচার করিব। তুমি জানিতে আমি কড়া লোক। আমি যাহা রাখি নাই তাহা লইতে চাই, যাহা বপন করি নাই তাহা কর্ত্তন করিতে চাই, তবে কেন তুমি আমার টাকা সুদে খাটাইলেনা? তাহা হইলেত আমি অন্ততঃ সুদটা পাইতাম।" ইহা বলিয়া নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে আদেশ করিলেন, ইহার নিকট হইতে ঐ শত মুদ্রা কাড়িয়া লও। যে ব্যক্তি শত মুদ্রাকে সহস্র করিয়াছে, তাহাকে ঐ মুদ্রা দাও।" তখন তাহারা বলিল "প্রভো তাহারত সহস্র মুদ্রা আছে।" তখন তিনি বলিলেন, "আমি বলিতেছি শ্রবণ কর; যে রাখিতে জানে তাহাকেই দেওয়া হইবে, যে রাখিতে জানেনা, তাহার নিকট যাহা আছে তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে।"

২২শে ভাদ্র।

যদি বিকলাঙ্গ বিমনা ও চিরদারিদ্র্যের সহচর না হও, তবে হে পুরুষ, কোন নারীরত্নকে আপনার পত্নীত্বে গ্রহণ কর; বিবাহিত হও এবং মনুষ্য সমাজের বিশ্বাসী ভৃত্যের কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর; কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ধীরভাবে চিন্তা কর। তোমার ও তোমার ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের সুখ তোমার নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করিতেছে।

যে নারীর সময় পরিচ্ছদের পারিপাট্যে, অলঙ্কারের সজ্জায় ও বিলাসের লীলারসে অতিবাহিত হয়, যে আপনার লাবণ্যে আপনি মোহিত হয় এবং আপনার প্রশংসাবাদ শ্রবণের জন্য সর্ব্বদা লোলুপ থাকে, যাহার পদদ্বয় ক্ষণকালও পিতার গৃহে বিশ্রাম করেনা, যদি তাহার বদন শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর হয়, তথাপি তোমার চক্ষু তাহার সৌন্দর্য্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হউক, তোমার পদ তাহার অনুসরণ হইতে বিরত হউক। তোমার আত্মা যেন এ প্রলোভনে আকৃষ্ট না হয়।

যে রমণীর হৃদয় কোমল, প্রকৃতি নম্র, মন উন্নত, গঠন মনোরঞ্জক, আত্মা ধর্ম্মপ্রবণ, তাহাকে আপন গৃহের ভূষণ কর। সেই রমণী তোমার বন্ধু হইবার উপযুক্তা, তোমার জীবনের সহচারিণী হইবার যোগ্যপাত্রী এবং তোমার হৃদয়ের স্ত্রী হইতে সমর্থা।

২৩শে ভাদ্র।

পত্নীকে ঈশ্বরের দাসী জানিয়া প্রীতি কর; সদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহার প্রিয় হইতে যত্ন কর।

তিনি তোমার গৃহকর্ত্রী; অতএব সর্ব্বদা তাঁহাকে সম্মান কর। কিঞ্চিন্মাত্র অসম্মানের চিহ্ন প্রকাশ পাইলে ভৃত্যগণ আর তাঁহার আজ্ঞা মান্য করিবেনা। নিরর্থক তাঁহার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিওনা, তিনি তোমার দুঃখের সঙ্গিনী, তাঁহাকে তোমার সুখেরও সঙ্গিনী কর।

তাঁহার দোষ দেখিলে মৃদুভাবে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা কর। বলপূর্ব্বক তাঁহাকে তোমার বশীভূত রাখিতে যত্ন করিওনা।

তোমার গুপ্তকথা তাহার বক্ষঃস্থলে ঢালিয়া দেও; সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার পরামর্শ প্রাণের মর্ম্মস্থান হইতে নির্গত হয়। অতএব তোমার কল্যাণ ভিন্ন তুমি তাহাতে কথনই প্রবঞ্চিত হইবেনা। সর্ব্বদা তাঁহার নিকট বিশ্বাসী থাক।

যথন ক্লেশে ও রোগে তাঁহাকে আক্রমণ করে, তোমার কোমলতা দ্বারা তাঁহার যন্ত্রণা দূর কর। দশ জন চিকিৎসকে যাহা করিতে পারেনা, তোমার একটী প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি তাহা করিতে সমর্থ হইবে।

২৪শে ভাদ্র।

পত্নীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী। অতএব তাঁহার ধর্ম্মোন্নতির জন্য প্রাণ দিয়া খাটিবে। পতি পত্নীর মধ্যে যদি ধর্ম্মভাব স্থাপিত হয়, তাহা হইলে কোন কলুষিত ভাব আসিয়া এই পবিত্র সম্বন্ধকে কলঙ্কিত করিতে পারিবেনা।

রমণী সমাজ-স্থিতির নঙ্গর স্বরূপ। অতএব পত্নীকে সামাজিক কোন বিষয়ে অবরুদ্ধ রাখিওনা। রমণী সমাজের মেরুদণ্ড। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে সমাজ দণ্ডায়মান থাকে, তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গে সমাজ অবনত হয়।

২৫শে ভাদ্র।

কোন গৃহস্থ সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। গৃহে পদার্পণ মাত্র শিশুসন্তানগুলি চারিদিকে আসিয়া ঘেরিল। যাহার যাহা বলিবার ছিল বলিল, যাহার যাহা দিবার ছিল দিল। কোন শিশু একটী ফল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা পিতার হস্তে দিল। কেহ বা একটী পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিল, কেহবা একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকা অর্পণ করিল। ইহার মধ্যে একটী এক বর্ষ বয়স্ক শিশু চলিতে অসমর্থ, সে জানু পাতিয়া লুঠিতে লুঠিতে পড়িতে পড়িতে পিতার চরণে উপনীত হইল; পিতার জানু ধরিয়া দাঁড়াইল, এবং একখণ্ড ইষ্টক পিতার হস্তে দিয়া অপরিস্ফুট ভাষায় আহারের জন্য অনুরোধ করিল। সে দ্রব্য যে পিতার উপযোগের যোগ্য নয় অবোধ শিশু তাহা বুঝিলনা। গৃহস্থ সহাস্য বদনে সকল সন্তানের আনীত দ্রব্য লইলেন। তাহার কোনটীই তাঁহার উপযুক্ত নয়, তথাপি সকলের প্রদত্ত বস্তু লইয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ঈশ্বরের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের এইরূপ সম্বন্ধ। যেন পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল দিক হইতে সুসভ্য অসভ্য সকল সম্প্রদায় তাঁহার জানুর চারিদিক ঘিরিয়াছে। যাহার যেরূপ সেবা দিবার ক্ষমতা আছে, যে যাহা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে, সকলে দিতেছে; কেহ কেহ জানু পাতিয়া লুঠিতে লুঠিতে পিতার চরণে আসিয়া অতি অযোগ্য সেবা গ্রহণের অনুরোধ করিতেছে। তিনি সকলের সেবা সমানভাবে লইতেছেন।

২৬শে ভাদ্র।

রোমান কাথলিক ধর্ম্মসমাজে এই প্রথা আছে যে, যে সকল ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ ও নারী অবিবাহিত থাকিয়া চিরজীবন ধর্ম্মালোচনা পবিত্র জীবন যাপন ও মানবসেবায় অর্পণ করেন, সেই সকল ধর্ম্মাত্মাদিগের মধ্যে যাঁহারা আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ অগ্রসর বলিয়া পরিগণিত হন, তাঁহাদিগকে সেণ্ট নামে অভিহিত করা হয়। ইঁহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে ইঁহারা যেন হৃদয়ের অপবিত্র বাসনা কোন মতেই বিদায় করিতে পারিতেননা। তাঁহারা এই দেহকে ধর্ম্ম সাধনের বিরোধী মনে করিয়া ইহাকে যে কি ঘোর যাতনায় নিক্ষেপ করিতেন, তাহা পাঠ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হৃদয়ের যে ভাব তাঁহারা ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল মনে করিতেন, তাহা দমন করিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয়ের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দেখিয়া বিস্ময়ে হৃদয় স্তব্ধ হয়, অপর দিকে তাঁহাদের ঘোর যাতনার কথা স্মরণ করিলে মন ক্লিষ্ট হয়। কেহ কেহ জ্বলন্ত অগ্নিতে শরীর দগ্ধ করিয়াছেন, কেহ কশাঘাতে দেহ রক্তাক্ত করিয়াছেন, কেহ কেহ অপর শত প্রকারে দেহকে যাতনা দিয়া শারীরিক উত্তেজনাকে দমন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ নামক এক তাপস দারিদ্র্যকে স্বীয় প্রণয়িণীরূপে বরণ করিয়াছিলেন। ইনি একদা পীড়িত হইয়া চিকিৎসকের ব্যবস্থাক্রমে মাংসের সূপ পান করিয়াছিলেন। সূপ পান করিবার অব্যবহিত পরক্ষণে ফ্রান্সিস্ এমন তীব্র অনুতাপানলে দগ্ধ হন, যে তিনি আর স্থির থাকিতে

পারিলেননা। আপনার গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া একজন শিষ্যকে দরিদ্রগণের কুটিরে কুটিরে পরিভ্রমণ করাইতে বাধ্য করিলেন এবং তাহাদের নিকট এই কথা বলিতে লাগিলেন, "আমি ঈশ্বর সমীপে দারিদ্র্যকে পত্নীরূপে স্বীকার করিয়াও যে মাংস তোমাদের ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য আমার দান করা উচিত ছিল তাহা এই তুচ্ছ দেহরক্ষার জন্য নিয়োগ করিয়াছি। অতএব তোমরা এই অধমকে যথাযোগ্য শাস্তি দাও।"

২৭শে ভাদ্র।

এই সকল সাধকগণের জীবনে দেখা যায় যে, যে সকল কামনা ও কল্পনা গৃহীব্যক্তিগণের হৃদয়ে একবারও উদয় হয়না ; ইঁহাদিগকে হৃদয়ের সেই সকল ভাব দূর করিতে কি দুর্দ্ধর্ষ আয়াস ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে! ইহার কারণ কি ?

ইহার প্রথম কারণ বোধ হয়, এই যে ইঁহাদের হৃদয় এমন সুকুমার যে, যে সকল ভাব অপর কেহ পাপ বলিয়াই মনে করেননা ইঁহারা তাহার সংস্পর্শেও আপনাদিগকে কলুষিত বোধ করিতেন। দ্বিতীয় কারণ এই, ভীতব্যক্তির নিকটেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। একই দৃশ্য ভীত ও সাহসীর নিকট উপস্থিত হইলে, দুই প্রকার ফল উৎপন্ন করে। রাত্রিকালে যে পথে যাইতে ভীরু ব্যক্তি বিবিধ বিভীষিকা দেখিয়া ত্রাসে বিহ্বল হন, সাহসী ব্যক্তি তাহার মধ্য দিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে গমনাগমন করেন ; এইজন্য যাহারা অপবিত্রতা স্পর্শভয়ে সংসার হইতে দূরে পলায়ন করে, তাহাদের হৃদয়েই অপবিত্র কামনার প্রকোপ অধিক। তৃতীয় কারণ এই মানব প্রকৃতিতে কৌতূহল অতি প্রবল। যাহা জানা নাই, তাহা জানিতেই মানবমনের স্পৃহা আছে, ইহার উপর যদি স্বাধীনতা হরণ করা যায়, তবে তৎপ্রতি মনের আকর্ষণ আরও অধিক হয় ; এইজন্যই নিষিদ্ধ পথে গমন করিতে মানব মনের গতি দেখা যায়। ঐ যে পার্থিব সুখ যাহা জীবনকে এমন মধুময় করে তাহা গৃহীব্যক্তির জন্য ; তোমার জন্য নয়। ধর্ম্মসমাজের এই কঠোর আদেশই সন্ন্যাসীগণের হৃদয়ে উহা

পাইবার জন্য প্রবল লালসা জন্মাইয়া দিয়াছে। নিষিদ্ধ বলিয়াই সংসার ত্যাগী ব্যক্তির হৃদয়ে সাংসারিক সুখের প্রলোভনের প্রকোপ এত প্রবল। এই জন্যই ঐ সকল বাসনা দমন করিবার জন্য ইঁহাদের মনের শক্তি এত নিয়োগ করিতে হইয়াছে, এবং ইচ্ছা শক্তি প্রবল রিপুকুলের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া বার বার আহত হইয়াছে। কারণ মনের অসাধু বাসনার উদয় মাত্র, তাহাকে বজ্রদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি দ্বারা বাতাহত তরুর ন্যায় ধূলিশায়ী করা সক্রেটিস্ ও বুদ্ধের ন্যায় দুর্জ্জয় কর্ত্তৃত্বশালী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়।

২৮শে ভাদ্র।

মনের আকাঙ্ক্ষাকে উন্নত বিষয়ে স্থাপন, সৎবিষয় ও সাধু চিন্তায় হৃদয়ের অনুরাগ অনুক্ষণ ব্যাপৃত রাখা, ইহাই হৃদয়ের নিকৃষ্ট বৃত্তি দমনের প্রকৃষ্ট উপায়। এই সকল সাধক তাহা ভুলিয়া গিয়া মনের সকল শক্তি একটী বিশেষ রিপুদমন করিতে নিযুক্ত রাখেন বলিয়া ও দৃষ্টি সর্ব্বদা তৎপ্রতি বদ্ধ থাকে বলিয়া ইঁহাদিগকে এমন অস্বাভাবিক যাতনা ভোগ করিতে হয়, এবং গৃহীরা যে সকল রিপু সর্ব্বদাই দমন করেন, তাহারা দুর্জ্জয় শক্তিতে তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হয়।

বিধাতা ধর্ম্মকে সংগ্রামের মধ্যেই স্থাপন করিয়াছেন। শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ই যাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান, এবং যিনি তাহার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়কে আলিঙ্গন করেন, তিনিই ধর্ম্মপরায়ণ। বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তয়েব ধীরাঃ। বিকারের কারণ থাকিতেও যাঁহাদের চিত্তবিকার প্রাপ্ত হয়না তাঁহারই ধীর। সংগ্রাম ব্যতীত ধর্ম্ম হয়না; প্রলোভন ও পরীক্ষাতে বেষ্টিত হইয়াও যিনি ধর্ম্ম ও পবিত্রতাকে জয়যুক্ত রাখেন, তিনিই ধার্ম্মিক। যাঁহার হৃদয়ে শ্রেয় ও প্রেয় এতদুভয়ের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম নাই, তিনি ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা জানেননা। স্বাধীনতাই প্রেমের মূল্য। ঈশ্বর ক্রীতদাসের ভয়ভীত প্রেম চাহেননা, কিন্তু স্বাধীন জীবের উন্মুক্ত প্রেম চাহেন। সংগ্রামের মধ্যেই প্রেমের বিকাশ। এই জন্যই আমরা সংগ্রামবিহীন মানসিক অবস্থার আকাঙ্ক্ষা করিনা। আমরা নিষ্ক্রিয় শান্তির প্রার্থী নহি কিন্তু

সংগ্রামের মধ্যে শান্তির প্রার্থী। সুদক্ষ অশ্বারোহী যেমন উত্তেজিত অশ্বের উপর দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট থাকেন; আমাদিগকে তদ্রূপ সকল প্রকার প্রলোভনের মধ্যে শুভসঙ্কল্পে সুদৃঢ় থাকিতে হইবে। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের বিধি এই যে সংগ্রামের মধ্যে তাঁহার প্রেমের সাক্ষ্য দিতে হইবে, সংগ্রামেই বিশ্বাসের পরিচয় দিতে হইবে, সংগ্রামের মধ্যেই শান্তিলাভ করিতে হইবে।

২৯শে ভাদ্র।

একদিন গভীর রজনীতে গৃহস্থগণ যখন অকাতরে নিদ্রিত, তখন হঠাৎ গগণমণ্ডলে মেঘের সঞ্চার হইয়া প্রবল ঝড় হইল। কোন সামান্য পর্ণকুটীরে এক দরিদ্রা নারী তিনটী শিশু সন্তান লইয়া নিদ্রিত ছিল। হতভাগিনী জাগরিত হইয়া দেখে যে তুমুল ঝড়ে মেদিনী আন্দোলিত হইতেছে; বৃক্ষ সকল উন্মূলিত হইয়া পড়িতেছে, নিবিড় অন্ধকার জল স্থল আবরণ করিয়াছে এবং তাহার কুটির খানি পতনোন্মুখ হইয়াছে। তখন সে অবিলম্বে সে গৃহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া, অগ্রে স্বীয় অঞ্চল দ্বারা বদ্ধ পরিকর হইল এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়া ও অপর দুইটীকে নিজ অঞ্চল ধরিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইল। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে পথ নির্ণয় করা কঠিন। খানা খন্দ জলে পূর্ণ হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে; বিদ্যুতের নিমেষ আলোক পথ প্রদর্শনে সহায়তা না করিয়া বিপথেই লইয়া যাইতেছে, এই অবস্থায় স্ত্রীলোকটী সুপথ হইতে বিপথে, বিপথ হইতে সুপথে এইরূপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। ইতিমধ্যে একটী সন্তানের হস্ত অঞ্চল হইতে খুলিয়া গেল। রমণী তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিল, কিন্তু সে অন্ধকারে অন্বেষণ করে কে? একবার ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিল। অন্ধকারে হস্তপরামর্শ দ্বারা এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাহার তত্ত্ব পাওয়া গেলনা।

৩০শে ভাদ্র।

সন্তানটী নিশ্চয় জননীর নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল, কিন্তু বায়ু তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতে দিলনা। মাতা অবশেষে নিরাশ হইয়া অবশিষ্ট সন্তান দুইটীকে লইয়াই অগ্রসর হইলেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, দ্বিতীয় সন্তানটীও আর অধিকক্ষণ মাতার অঞ্চল ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলনা। ঝড়ের প্রতাপ যতই বাড়িতে লাগিল, শিশুটী ততই অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; অবশেষে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সেটীও জননীর অঞ্চলচ্যুত হইল। মাতা আবার কাঁদিতে কাঁদিতে অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সেবারকার যত্ন ও বিফল হইল। সেটীও বায়ুবেগে নীত হইয়া কোথায় গিয়া পড়িল; আর তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেলনা। অবশেষে জননী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশুকে লইয়া এক গৃহস্থের ইষ্টক নির্ম্মিত ভবনে গিয়া উপনীত হইলেন।

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা একটী উপদেশ প্রাপ্ত হই। সে উপদেশ এই যে সন্তান দুইটী মাতাকে ধরিয়া ছিল, তাহারা বিপদ কালে রক্ষা পাইলনা; কিন্তু মাতা যাহাকে ধরিয়া ছিলেন সেই রক্ষা পাইল। ভক্তিরাজ্যেও দুইশ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। একশ্রেণীর লোক ঈশ্বরকে ধরিয়াছেন, অপর শ্রেণী ঈশ্বর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর লোক আপনাদের মুক্তির জন্য প্রধানতঃ আপনাদেরই উপর নির্ভর করেন। তাঁহারা যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন বা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করেন, তাহা আপনাদের গৌরবের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মসাধন করিয়া তাঁহারা

আপনাদের পৌরুষ বুদ্ধি দ্বারা স্ফীত হন। দুর্ব্বলতা বশতঃ পতিত হইলে, তাহা হইতে উদ্ধার হইবার জন্য নিজেরই উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

৩১শে ভাদ্র।

ঈশ্বর কর্তৃক অধিকৃত লোকের লক্ষণ অন্য প্রকার। সেরূপ ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ যাহা কিছু করেন, তাহার মধ্যে গৌরবের বস্তু কিছুই দেখিতে পাননা; সত্যের জয় ও সাধুতার রক্ষা বিষয়ে তাঁহার অনন্ত আশা। কিন্তু সে আশা নিজের দিকে চাহিয়া নয়; কিন্তু ব্রহ্মকৃপার দিকে চাহিয়া। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে তাঁহার অটল বিশ্বাস থাকাতে পুণ্যের প্রতিও তাঁহার অটল আস্থা। তিনি পূর্ণ প্রীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইবার বাসনা করেন, এবং তাঁহারই কৃপাতে বিশ্বাসী হওয়াতে সকল প্রকার সৎকার্য্যে সাহসী হন। তিনি ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর করেন বলিয়া যে আলস্য অবলম্বন করেন তাহা নহে; বরং প্রফুল্লচিত্তে চতুর্গুণ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তিকে যদি জগতের দিক হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় যেন তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেরই উপরে নির্ভর করিতেছেন, নিজের সমুদয় শক্তিকে যথাসাধ্য নিয়োগ করিতেছেন, নিজ চেষ্টারই গুণে কৃতকার্য্য হইবেন এরূপ আশা করিতেছেন; কিন্তু ঈশ্বরের দিক হইতে দেখিলে বোধ হয় যে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কৃপারই উপরে নির্ভর করিতেছেন। নিজের বিদ্যা বুদ্ধি, নিজের সদ্‌গুণাবলী, নিজের পৌরুষ এই সকলের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই।

অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, পতঙ্গ আসিয়া কিরূপে তাঁহাতে আপনাকে আহুতি দেয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। গৃহের ভিতর প্রদীপটী জ্বালা হইল, অমনি কোথা হইতে পতঙ্গ আসিয়া চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুড়িবার পথ দেখিতে লাগিল; আমরা বাধা দি, ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়া দি, আবার ঘুরিয়া আসে, আবার ধরিয়া জানান্বার বাহিরে দিলাম ভাবিলাম আর আসিবেনা, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিল এবার ধরিয়া অনেক দূর লইয়া ছাড়িয়া দিলাম, এবারও আসিল, আসিয়া একেবারে অগ্নিতে পড়িল, আর কেহ বাধা দিতে পারিলনা। ডানা দুটী পুড়িল, প্রাণটী বাহির হইল, পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। একি ব্যাপার! এর কি আকর্ষণ? পুড়িয়া যায় তবু ছাড়েনা! এর কি যাতনা নাই? যন্ত্রণার কি আবার প্রলোভন আছে? মৃত্যুর কি আবার আকর্ষণ আছে? দেখিতে পাই সকল জন্তুরই মৃত্যুভয় আছে, কিন্তু এই পতঙ্গ দেখি সে ভয়কে অতিক্রম করিয়াছে।

ধর্ম্মজগতেও ইহার অনুরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, যখন জ্বলন্ত হুতাশন সমান পরমেশ্বরের আবির্ভাবে পাপী পুড়িয়া মরে সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। সাধুরা ঈশ্বরকে পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও সুস্নিগ্ধ বলিয়াছেন; একথা সাধুর পক্ষে ঠিক হইতে পারে, কিন্তু পাপীর পক্ষে যে নয়। পাপী যখন সংসারের দিক হইতে পাপের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার দিকে তাকায়, তখন দেখে তিনি ভীষণানাং ভীষণং সেই দিন হইতে পাপীর ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র, স্বার্থপর, পাপের অধীন জীবন মরিতে থাকে পুড়িতে থাকে। পাপীর যখন পাপজীবন যায় তখন সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদে, অনেক দিন সে পাপ করিয়া আসিতেছে, এতদিন কেহ তাহার পাপ জীবনের

ছবি পাতা উল্টাইয়া দেখায় নাই, এতদিন সে পাপ জীবনের পরিণাম চিন্তা করে নাই। ঈশ্বর কৃপায় যখনই তাহার দৃষ্টি অতীত জীবনের দিকে পড়িল, অমনি সে হঠাৎ দেখিল যে, তাহার আত্মা ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত স্রোতে ভাসিতেছে, তাহা গলিত কুষ্ঠের আকার ধারণ করিয়াছে। তখন সে দেখিল, পূর্ব্বে যে সকল চিন্তা ও ভাব কখনও তাহার প্রাণে উদিত হয় নাই, সেই সকল ভাব উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণকে ক্লিষ্ট করিতেছে। পাপী সাধুদের মুখে শুনিয়াছিল যে, ঈশ্বরের মুখ হইতে সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বাহির হয়, কিন্তু সে যেই মুখ ফিরাইল, দেখিল জ্বলন্ত বহ্নি। যেই চক্ষে চক্ষে দেখা হইল, অমনি পাপী মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া বলিল, "প্রভু, তোমার অই ভীষণাণাং ভীষণং মুখ আমাকে দেখাইওনা" সকলে তখন তাহাকে বলে "ওরে হতভাগ্য, তোর যখন ঈশ্বরের ঘরে গিয়া এত যাতনা, তবে কেন তুই আর ওখানে থাকিস্? তুই পলায়ন কর্ আবার সংসারে আয়।" কিন্তু পাপী সে কথায় কর্ণপাত করেনা; সে মর্ম্মের যাতনায় মরিয়া যায়, হৃদয়ের অগ্নিতে দগ্ধ হয়, তবুও ঈশ্বরের গৃহ ছাড়িতে চায়না। জগতের লোক ঈশ্বরের গৃহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যখন অগ্রসর হয়, তখন সে জগৎ জননীর দিকে চাহিয়াই বল ভিক্ষা করে, বলে "পতিতপাবন, ওই সংসার আমাকে আবার ধরিয়া লইয়া যায়।"

পতঙ্গের সহিত এই তুলনা; কিন্তু প্রভেদ এই যে পতঙ্গ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু এই ব্রহ্মাগ্নিতে পুড়িলে মৃত্তিকার বস্তু স্বর্ণে পরিণত হয়; পৃথিবীর পাপী পুড়িয়া স্বর্গের দেবতা হইয়া বাহির হয়। সাধুদের মধ্যে এই ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ প্রায়ই দেখা গিয়াছে।
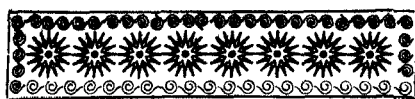
১লা আশ্বিন।

এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে সূর্য্যচন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে স্বর্গ ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্রি, পক্ষমাস, ঋতু ও বৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে নদী সকল শ্বেতপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

এই অক্ষয় পুরুষকে কেহ দেখে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রবণ করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে চিন্তা করিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলের বিষয়ই চিন্তা করেন; কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন। আকাশ এই অক্ষয় পুরুষে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

যে এই অক্ষয় পুরুষকে না জানিয়া এ পৃথিবী হইতে বিদায় লয় সে অতি কৃপাপাত্র। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তিনি ব্রাহ্মণ।

২রা আশ্বিন।

যাহা দ্বারা আমি অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

❀ ❀ ❀ ❀

একবার এক মুক্তা ব্যবসায়ী উৎকৃষ্ট মুক্তার অন্বেষণে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পারস্য উপসাগরের উপকূলস্থিত ধীবর পল্লীতে উপস্থিত হইল। এক ধীবরের কুটীরে প্রবেশ করিয়া সে তাহার নিকট এক অপূর্ব্ব মুক্তা দেখিতে পাইল; সেরূপ বৃহৎ ও মূল্যবান মুক্তা সে ব্যক্তি আর কখনও দেখে নাই; সুতরাং মুক্তাটী দেখিবামাত্র তাহার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মূল্য জিজ্ঞাসা করাতে ধীবর এত অধিক মূল্য চাহিল, যে তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় না করিলে সে মূল্য সংগ্রহ হয়না। মুক্তা ব্যবসায়ী তাহাই স্বীকার করিল; আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ধীবরের নিকট উপস্থিত হইল; এবং মূল্য দিয়া মুক্তা গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে গৃহে গেল।

একদা একজন শ্রমজীবী ভূমি খনন করিতেছিল। এমন সময়ে তাহার কোদালের মুখে কি একটা কঠিন পদার্থ ঠেকিল। কোদাল উঠাইবামাত্র সে একটা উজ্জ্বল ও দীপ্তিশালী কি পদার্থ দেখিতে পাইল। সে তখন দ্বিগুণ উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত আরও খনন করিতে লাগিল, এবং চারিদিকের মাটী চাপা দিয়া রাখিল, কাহাকেও কিছু বলিলনা; অবশেষে ক্ষেত্রস্বামীর নিকটে গিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ক্ষেত্রস্বামী

যে মূল্য বলিলেন, তাহা সে ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় না করিলে উঠেনা। সে ব্যক্তি আর কালহরণ না করিয়া নিজের পৈত্রিক গৃহ তৈজসপত্র যাহা কিছু ছিল, সমুদয় বিক্রয় করিল। অর্থ সংগৃহীত হইলে সে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ঐ ভূমি ক্রয় করিল। সর্ব্বস্ব যে গেল তাহাতে তাহার দুঃখ নাই; তাহার মনে এই সন্তোষ, যে, সে অল্প মূল্যে বহুমূল্য পদার্থ পাইল।

৩রা আশ্বিন।

কোন গৃহস্থের দুইটী পুত্র আছে। গৃহস্থ ব্যক্তিপ্রাতঃকালে উঠিয়া পুত্র দুইটীকে আহ্বান করিলেন। পিতার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া সহাস্যবদনে পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইল। গৃহস্থ সর্ব্বপ্রথমে প্রথম সন্তানকে একটী কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। সন্তান পিতার আদেশ শুনিবামাত্র সে কার্য্যে গেলনা কিন্তু কেন একাজ করিব, করিয়া ফল কি? যদি ভাল করিয়া করিতে পারি তুমি আমাকে কি পুরস্কার দিবে? ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। পিতা কহিলেন "নির্ব্বোধ বালক, তুমি আমাকে প্রশ্ন কর কেন? তুমি যদি আমার সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমাকে কি দেওয়া উচিত তাহা আমার বিবেচনার ভার; আমি কি দিই না দিই তোমার সে প্রশ্নে প্রয়োজন নাই। তোমাকে যখন কার্য্য করিতে বলিতেছি, তুমি তাহাতে অগ্রসর হও।" পিতার এই উক্তিতে সেই পুত্রের মন তৃপ্ত হইলনা; অবশেষে পিতা নিশ্চয় ধনরত্ন দিবেন, এই আশা করিয়া কার্য্যে গমন করিল। তখন গৃহস্থ দ্বিতীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া আর একটী কার্য্যের আদেশ করিলেন; সে পিতার বড় অনুরক্ত সে কেবল একবার পিতার প্রেমপূর্ণ আনন্দবিকশিত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যে ধাবিত হইল। কার্য্য শেষ হইলে উভয়ে স্বীয় স্বীয় কার্য্যের পরিচয় দিবার নিমিত্ত পিতার নিকট উপস্থিত হইল।

৪ঠা আশ্বিন।

প্রথম পুত্রটী আসিয়া বলিল "এইত তোমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিলাম; কই আমাকে কি পুরস্কার দিবে দাও।" গৃহস্থ তাহাকে কিছু দিলেননা। দ্বিতীয় পুত্রটী যখন আসিল, সে কেবল আনন্দে স্বীয় কৃত কার্য্যের বিবরণ পিতার গোচর করিল; তাহার যে কোনপ্রকার পুরস্কারের ইচ্ছা আছে, এরূপ বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া গেলনা। সে কেবল জিজ্ঞাসা করিল "যেরূপে একার্য্য করিলে তোমার ইচ্ছানুরূপ হইত তাহা কি হইয়াছে?" গৃহস্থ প্রসন্নচিত্তে বলিলেন "হাঁ।" তাহাই সে যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিল। ইতিমধ্যে এক বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটিয়াছে। সেই বালক আপনার অঙ্গের আচ্ছাদনবস্ত্রের যে দিকে হাত দেয়, সেই দিক হইতেই কতকগুলি মহামূল্য রত্ন প্রাপ্ত হয়। একটীর আবিষ্কার না করিতে করিতে আর একটী লক্ষিত হয় এবং তাহার বিস্ময় দশগুণ বর্দ্ধিত হয়। সে যখন অন্যমনস্ক হইয়া পিতার ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতেছিল, তখন কে সেইগুলি তাহার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে। কে বাঁধিয়া দিল? কোথা হইতে আসিল? বালক কিছুই নিরূপণ করিতে পারিল না। বালক নিরূপণ করিতে না পারুক সে কার্য্য তাহার পিতারই। তিনিই সন্তানের অজ্ঞাতসারে তাহার অঞ্চলে সেই সকল মহামূল্য রত্ন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম পুত্রের প্রতি বিপরীত ব্যবহার তাহারত কিছু লাভ হইলনা বরং যাহা তাহার অঞ্চলে ছিল, অন্বেষণ করিয়া দেখে, তাহাও নাই।

৫ই আশ্বিন।

গৃহস্থের এই দুই পুত্রের ন্যায় ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্বন্ধেও দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। কতকগুলি লোক ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার পূর্ব্বে তাহাতে লাভ কি তাহা অন্বেষণ করে। মুক্তিরূপ ধনলাভের উপায়স্বরূপ জানিয়া ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনাতে নিযুক্ত হয়। তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াই অভিলষিত সুখ কত পাইয়াছি তাহা পরিমাণ করিয়া দেখে; এবং যত বার দেখিতে যায়, সেই সুখ ততই যেন তাহাদের হস্ত হইতে অবসৃত হয়। অপর শ্রেণীর ভক্তি অহেতুকী তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরের পূজা করেন; অনুরাগের দায়ে ভালবাসার অনুরোধে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন; মুক্তি পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্যের লক্ষ্যস্থলে থাকেনা, কিন্তু ফলে দেখি, ঈশ্বর তাঁহাদের কোন সুখের অপ্রতুল রাখেননা। তাঁহারা যখন অন্যমনস্ক হইয়া তাঁহার ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতে থাকেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাদের অপ্রার্থিত সুখ সকলও তাঁহাদের দ্বারে উপনীত করেন। একথা বর্ত্তমান সময়ের মনোবিজ্ঞানবিৎ সংশয়ী পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহারাও বলিয়া থাকেন, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সুখ হয় সত্য, কিন্তু সুখ নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য না করিলে সে সুখ হয়না। যে ব্যক্তি কার্য্যে অগ্রসর হইয়াই কেবল কত সুখ হইল তাহার পরিমাণ করিতে ব্যস্ত হয়, সে সুখের পরিবর্ত্তে অসুখই প্রাপ্ত হয়।

৬ই আশ্বিন।

বাস্তবিক ঈশ্বরের আরাধনা বা সেবা করিতে গিয়া যে নিজের অন্য কোন প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধির বাসনা রাখে, ঈশ্বর তাহাকে বঞ্চিত করেন। যে তাঁহার কার্য্য করিতে গিয়া ধন চায়, তাহাকে তিনি অনেক সময় দারিদ্র্যের গর্ত্তে পাতিত করিয়া লাঞ্ছিত করেন; যাহারা মানপ্রার্থী হইয়া তাঁহার কার্য্যে আসিয়া হস্ত দেয়, তাহাদিগকে তিনি উভয় সুখে বঞ্চিত করেন। অতএব সাবধান, এরাজ্যে প্রত্যাশী হইয়া কার্য্য করিওনা। তাঁহার সেবা করিতে গিয়া পার্থিব বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার সুখের প্রার্থী হইওনা; পদে পদে সুখের পরিমাণ করিওনা। আগে শুনিয়াছিলে, যে চায় সে পায়, কিন্তু এই আর এক দিকে দেখ যে চায় সে পায়না। তাঁহার কাজ করিতে গিয়া যে কোন সুখ না চায় ঈশ্বর তাহাকে অঞ্চল ভরিয়া সুখ দেন, এবং যে চায় তাহার অল্প সুখও কাড়িয়া লন। ইহা ধর্ম্মরাজ্যের অতি সার কথা।

৭ই আশ্বিন।

মহম্মদ যখন আরব দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন বহুসংখ্যক ক্ষমতাপন্ন আরব তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। ওমার নামক এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিল, যে যেমন করিয়াই হউক মহম্মদের প্রাণ লইবে। মহম্মদ অর্থান নামক তাঁহার এক অনুবর্ত্তীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। একদিন ওমার মহম্মদের প্রাণ লইবে বলিয়া অর্থানের গৃহের দিকে চলিয়াছে এমন সময়ে পথিমধ্যে কোরেশ বংশীয় এক ব্যক্তির নিকট আপন গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করিল। এই ব্যক্তি মনে মনে মহম্মদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল সে বলিল "মহম্মদকে বধ করিবার পূর্ব্বে আপনার আত্মীয় স্বজকে স্বধর্ম্মে রাখিতে যত্ন কর।" ওমার বলিল "আমার কোন আত্মীয় কি বিধর্ম্মী হইয়াছে।" কোরেশ বলিল "তোমার ভগিনী আমিনা ও তাহার স্বামী সৈয়দ মহম্মদের অনুবর্ত্তী হইয়াছে।" ওমার দ্রুতপদে ভগিনীর গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইল; অকস্মাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া সে দেখিতে পাইল, আমিনা ও সৈয়দ ভক্তিভরে কোরাণ পাঠ করিতেছে। ওমারকে দেখিয়া সৈয়দ কোরাণ গোপন করিতে প্রয়াস পাইলেন; সে প্রয়াসে ওমারের সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইল। ক্রোধোন্মত্ত ওমার এক আঘাতে সৈয়দকে ভূতলশায়ী করিল, এবং তাহার বক্ষঃস্থলে বিশাল পদ স্থাপন করিয়া ছুরিকা বিদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে আমিনা আসিয়া উভয়ের মধ্যে পড়িলেন। ওমার ভগিনীর মুখে নিদারুণ আঘাত করিল, তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল রক্ত পড়িতে লাগিল।

৮ই আশ্বিন।

আমিনা রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, সেই জন্য কি তুমি প্রহার করিতেছ? তোমার পীড়নে আমি ভীত হইবনা। এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই; এ বিশ্বাস প্রাণান্তেও ছাড়িবনা। ওমার যদি ইচ্ছা হয়, ভগিনী প্রস্তুত; মস্তকছেদন কর।"

ওমার বিরত হইল। ধীরে ধীরে সৈয়দের বক্ষঃস্থল হইতে পদোত্তোলন করিয়া বলিল "তুমি কি পড়িতেছিলে বল।" তখন আমিনা কোরাণ উদ্ঘাটন করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন, কোরাণের মৃতসঞ্জীবনী কথা শুনিয়া তাহার প্রাণ বিচলিত হইল। অবশেষে ভগিনীর জীবনের বিশ্বাস ভক্তি ও কোরাণের অমৃত বাক্য তাহার নব জীবনের সূত্রপাত করিল; ওমার তখন ধীর পদ সঞ্চারে অর্থানের গৃহে উপনীত হইয়া মৃদু হস্তে দ্বারে আঘাত করিল, এবং প্রবেশের প্রার্থনা করিল। মহম্মদ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ওমার বলিল, ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের দলে নাম ভুক্ত করিতে আসিয়াছি এই বলিয়া মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস জ্ঞাপন করিল।

৯ই আশ্বিন।

এস আমরা উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। এস আমরা প্রভুর সম্মুখে ভূতলে লুণ্ঠিত হই। এস আমরা প্রভু পরমেশ্বরের নিকট জানু পাতিয়া বসি ও তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। কারণ তিনি আমাদের ঈশ্বর; আমরা তাঁহার ক্ষেত্রের প্রজা; আমরা তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে চলিবার মেষ; আমরা তাঁহারি হস্তের মেষ।

❀ ❀ ❀ ❀

বিশ্বাসিগণ ইহা চির দিনই অনুভব করিয়া থাকেন, যে মেষপালকের সঙ্গে মেষের যে সম্বন্ধ ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসী আত্মারও সেই সম্বন্ধ। মেষগণের উপরে মেষপালকের এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে। যখন মেষগণ যূথভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করে, তখন মেষপালকের কণ্ঠস্বর একবার শুনিতে পাইলে, সেই ছিন্ন ভিন্ন মেষদল অমনি একত্রিত হয়, তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে থাকে ও তাঁহার নিকটে আসে। যখন মেষপাল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকে, তখন পালক থামিতে বলিলে তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়। মেষপালকের কণ্ঠস্বরের এই উন্মাদিনী ক্ষমতা, এই আকর্ষণী শক্তি অতি আশ্চর্য্য। প্রকাণ্ড গর্ত্ত সম্মুখে দেখিয়াও সেই কণ্ঠস্বরের অনুগত হইয়া একে একে মেষদল সেই গর্ত্তে পড়িয়া যায়, এমন কি অগ্রগামী সঙ্গীদিগকে পড়িতে দেখিয়াও পশ্চাতের মেষেরা ফিরিয়া যায়না; একে একে সকলেই সেই গর্ত্তে পড়িয়া থাকে।

১০ই আশ্বিন।

বিশ্বাসী ব্যক্তির সঙ্গে প্রভু পরমেশ্বরের বাণীর ও এই প্রকার যোগ। বিশ্বাসীরা ব্রহ্মবাণীর অনুগত হইয়া চলেন, ব্রহ্মবাণীতেই স্থিতি করেন, ব্রহ্মবাণীতেই প্রাণধারণ করেন, ব্রহ্মবাণী দ্বারাই উৎসাহিত হন, ব্রহ্মবাণী হইতেই পথপ্রাপ্ত হন ও সেই পথেই চলিয়া থাকেন। ঈশ্বরের উদার দয়া জগতের সকল প্রাণীর জন্যই উন্মুক্ত বটে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে, যে ব্যক্তি তাঁহার অনুগত হইয়া চলে, সে বিশেষ ভাবে অনুভব করে যে আমি তাঁহারই। তাঁহার বাণী সর্ব্বদা জাগরিত রহিয়াছে, অনাহত ভেরীর ন্যায় সর্ব্বদা বাজিতেছে, হৃদয়কে কঠিন না করিলে তাহা সকলেই শুনিতে পান। সেই কঠিনতা কি? যাহা প্রভুর বাণী শুনিতে বাধা দেয় তাহা কি? তাহা ১ম স্বার্থপরতা, ২য় অহঙ্কার, ৩য় অপ্রেম, ৪র্থ নিরাশা ও অবিশ্বাস, ৫ম হৃদয়ের অপবিত্র ভাব। এই কঠিনতা চলিয়া গেলেই হৃদয়ে ব্রহ্মশক্তি জাগরিত হয়, এই ব্রহ্মশক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে প্রাণে বিমল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া মানবাত্মাকে বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবার দিকে লইয়া যায়।

১১ই আশ্বিন।

প্রভু পরমেশ্বর আমার পার্শ্বে,—আমি ভীত হইবনা। মানুষ আমার কি করিতে পারে?

হে প্রভু তোমার পথে আমায় লইয়া চল, কারণ আমার শত্রু যে অনেক; তোমার পথ আমার চক্ষের নিকট সরল করিয়া দাও।

তুমি আমাকে তোমার সত্য পথে লইয়া যাও, এবং শিক্ষিত কর; কারণ আমার মুক্তিদাতা ঈশ্বর তুমি। তোমারই অনুগত হইয়া চিরদিন রহিয়াছি; আমার আত্মাকে তুমি মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, এখন তুমি কি পতন হইতে আমার আত্মাকে রক্ষা করিবেনা যাহাতে আমি তোমার সমক্ষে উজ্জ্বল আলোকে বিচরণ করিতে পারি?

যাঁহারা তোমার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দিত হউন, তাঁহারা উল্লাস ধ্বনি করুন, কারণ তুমি তাঁহাদিগকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছ; যাঁহারা তোমার নামকে প্রীতি করেন তাঁহারাও প্রফুল্লিত হউন।

১২ই আশ্বিন।

ধর্ম্মজগতে ঈশ্বরের শক্তির সহায়তা লাভ করা অতীব কঠিন। যাঁহারা নবজীবনের পথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের শক্তি পাইয়াছেন বলিয়া যদি আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করেন, তবে তাঁহাদের তাহা মহাভ্রম। তাঁহার শক্তি লাভ করা অপেক্ষা তাঁহার শক্তি রক্ষা করা কঠিন। শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার করুণা মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, কিন্তু অতি সহজে সামান্য ত্রুটির জন্য সামান্য অসাধারনতায় সেই শক্তি বিনষ্ট হয়; এই জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করা প্রয়োজন "তোমার পবিত্র সন্নিধান হইতে আমাকে দূরে ফেলিওনা।" যতক্ষণ তাঁহার পবিত্র শক্তির আবির্ভাব ততক্ষণ আলোক, ততক্ষণই জীবন।

তুলসী, তুমি এইরূপে তাঁহাকে ধ্যান কর। যেমন নবপ্রসূতা গাভী মুখে তৃণ ভক্ষণ করে, কিন্তু তাহার চিত্ত সর্ব্বক্ষণ বৎসের প্রতি থাকে।

১৩ই আশ্বিন।

আমরা ঈশ্বরের পতিত সন্তান নহি। আমরা পরম পিতার ত্যাজ্য পুত্র নহি, আমরা অমৃতের পুত্র, অমৃত লাভের অধিকারী; দেবতাদিগের সঙ্গে আমাদের সমান অধিকার। অগণ্য অগণ্য জ্যোতির্ম্ময় লোকমণ্ডলে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতিতে উন্নত দেবতা সকল যাঁহার মহিমা সহস্র স্বরে গান করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গেই আমাদের নিত্যকালের যোগ।

আলেয়া যাঁহার পথপ্রদর্শক প্রতারণা নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, কিন্তু সেই ধ্রুবতারার প্রতি যাঁহার লক্ষ্য তিনি অচিরে গম্য স্থানে উপনীত হইবেন।

১৪ই আশ্বিন।

শাক্যসিংহের বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি যখন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বীয় পিতার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যান, তখন সেই রাজপুরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে রাজপুরী, যে ঘোর সমস্যার মীমাংসার জন্য প্রাণ আকুল হইয়াছে, তাহার যদি কোন সদুত্তর প্রাপ্ত হই, যদি মানবকে রোগ, শোক, পাপ তাপের যাতনা হইতে মুক্ত করিবার কোন পথ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আবার আসিয়া তোকে মুখ দেখাইব ; তদ্ভিন্ন আর এ মুখ দেখাইবনা।" এই প্রতিজ্ঞা তাঁহার মনে ছিল। তিনি যখন দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ হইলেন, তখন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বীয় জন্মভূমি কপিলবস্তু নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সশিষ্যে নগরপ্রান্তে আসিয়া এক উপবনে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণের জন্য বহুসংখ্যক লোকের জনতা হইতে লাগিল। তাঁহার পিতাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বুদ্ধের এই নিয়ম ছিল, দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিতেন। পরদিন প্রভাতে বুদ্ধদেব দুইজন শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বীয় পিতার রাজপুরীর দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। শুদ্ধোদনের নিকট এই সংবাদ নীত হইলে, তিনি আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করিলেন।

ই আশ্বিন।

শুদ্ধোদন ত্বরায় পুত্রের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র, তোমার এ কিরূপ ব্যবহার? তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে বংশে কে কবে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন "মহারাজ, আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে বংশের আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই অপরের প্রদত্ত সামান্য দ্রব্যের দ্বারা উদর পূরণ করিতেন, তাঁহারা সকলেই ভিক্ষুক ছিলেন।" রাজা কুপিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি কাহাকে কবে ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করিতে শুনিয়াছ?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আপনি কুপিত হইবেননা। আমি এ নরদেশে জন্মের কথা বলিতেছিনা। আমি দিব্যজ্ঞান লাভের পর যে নব জন্ম লাভ করিয়া সাধুদিগের বংশে জন্মিয়াছি, সে বংশের পুরুষগণ সকলেই নিঃস্ব ও ভিক্ষুক ছিলেন।

১৬ই আশ্বিন।

দেখিলাম একটী শিশু ইষ্টক সঞ্চয় করিয়া আপনার খেলিবার ঘর বাঁধিতেছে এবং কয়েকজন লোক বার বার তাহার খেলিবার ঘর ভাঙ্গিয়া দিতেছে। আশ্চর্য্য দেখি শিশু একাকী মহা সাহসের সহিত তাহাদের সহিত বিবাদ করিতেছে এবং আবার আপনার কার্য্য আরম্ভ করিতেছে। ভাবিলাম শিশুর সাহসের মূল কোথায়? শিশু আবার গড়িল, লোকেরা আবার ভাঙ্গিল। এইরূপ কয়েক বারের পর শিশু বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন শিশুর রোদন শুনিয়া জননী অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্র মনুষ্যেরা পরিহাস ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। মাতা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া নিজে তাহার খেলিবার ঘর বাঁধিবার পক্ষে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ধার্ম্মিকের চরিত্রগঠন সম্বন্ধেও এই ব্যাপার। তিনি চরিত্র যতবার গঠন করেন, দুষ্প্রবৃত্তি কুল ততবার ভাঙ্গিয়া দেয়; আবার গঠন করেন, আবার ভাঙ্গিয়া দেয়। শেষে সন্তান যখন কাঁদিল, অমনি তাহার মাতা উপস্থিত এবং তখন তাহার চরিত্র-গঠন সহজ হইল।

১৭ই আশ্বিন।

"হে পরমেশ্বর, আমার প্রতি কৃপা কর, কারণ আমি অতি দুর্ব্বল। হে প্রভো, আমাকে রোগমুক্ত কর, কারণ আমার অস্থি সকল যাতনাগ্রস্ত হইয়াছে। হে প্রভু, ত্বরায় আগমন কর, আমার আত্মাকে রোগমুক্ত কর। তোমার কৃপাগুণে আমায় উদ্ধার কর; কারণ আমার মৃত্যু হইলে কে তোমাকে স্মরণ করিবে? সমাধি মধ্যে নিহিত হইলে আরত তোমাকে ধন্যবাদ করিতে পারিবনা।"

রাজর্ষি দায়ুদের এই উক্তিগুলিতে কি উৎকট পাপ বোধ ও ঘোর ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে! "আমার মৃত্যু হইলে কে তোমাকে ধন্যবাদ করিবে?" কি গভীর প্রেম হইতেই এরূপ উক্তি প্রসূত হয়! যদি কেহ কখনও অনুতাপের তীব্রতা অনুভব করিয়া থাকেন, তবেই তিনি এরূপ উক্তির গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

১৮ই আশ্বিন।

এই রাজর্ষি দায়ুদ অপর একস্থানে বলিয়াছেন :—

"আমি মেষ, প্রভু পরমেশ্বর আমার পালক। আমার কিছুরই অভাব হইবেনা, তিনি আমাকে সুশ্যাম ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া শয়ন করান; তিনি আমাকে প্রসন্ন সলিলপূর্ণ জলাশয়ের নিকট লইয়া যান, তিনি আমার রুগ্ন আত্মাকে রোগমুক্ত করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহারই নামের গুণে আমাকে মুক্তির পথে লইয়া যান। মৃত্যুর ছায়া বেষ্টিত এই সংসার উপত্যকার মধ্য দিয়া গমন করিতে আমি ভয় করিনা, কারণ তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ। তোমার দণ্ড ও যষ্টি আমার সুখ বিধান করিতেছে। তুমি আমার শত্রুগণের সমক্ষে আমার জন্য উপাদেয় আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখ, তুমি আমার মস্তক তৈলরঞ্জিত কর, আমার সুখের পাত্র উথলিয়া পড়িতেছে। করুণা ও কল্যাণ চিরজীবন আমার অনুবর্ত্তী হইবে; এবং আমি চিরদিন প্রভু পরমেশ্বরের গৃহে বাস করিব।" এরূপ তীব্র পাপবোধ ও এরূপ প্রবল আশা আর কোথাও একত্র সন্নিবিষ্ট দেখা যায়না। অনুতাপ মানব-হৃদয়ের পক্ষে কল্যাণকর, কিন্তু সকল অনুতাপ নহে; যে অনুতাপ দৃষ্টিকে সম্মুখ অপেক্ষা পশ্চাৎ দিকেই অধিক পরিমাণে রাখে, যাহা ঈশ্বরের করুণার প্রতি নির্ভরকে বর্দ্ধিত না করিয়া কেবল পাপের স্মৃতিকেই জাগরিত করে, তাহা আত্মাতে বল আনয়ন না করিয়া দুর্ব্বলতাই আনয়ন করে, স্বাস্থ্য স্থাপন না করিয়া অস্বাস্থ্যই বর্দ্ধিত করে।

১৯শে আশ্বিন।

প্রাতঃকালে পৃথিবী যখন সবেগে পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতে থাকে, তখন সম্মুখে আলোক ও পশ্চাতে অন্ধকার থাকে। আলোকের মধ্যে মেদিনী যতই প্রবেশ করে, ততই জীবন ও স্বাস্থ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অন্ধকারে যতটা থাকে, ততটা মৃত্যুর মধ্যেই থাকে। সেইরূপ যে অনুতাপ আমাদিগকে ঈশ্বরের করুণালোকের মধ্যে না লইয়া গিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী নিরাশার ঘন তিমিরের মধ্যে রক্ষা করে, তাহা জীবন না আনিয়া মৃত্যুকেই আনয়ন করে। প্রকৃত বিশ্বাসী ও প্রেমিক হৃদয়ে অনুতাপ ও আশা যুগপৎ বাস করে।

মানব-হৃদয়ে আশার অদ্ভুত শক্তি। যে পাপে অভিভূত, প্রবৃত্তি জালে জড়িত, তাহার হৃদয়ে পরিত্রাণের আশা একবার উদ্দীপ্ত হইলে সে অদ্ভুত শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। মহাপুরুষগণের সংস্পর্শে আসিয়া যে অনেক পাপীর উদ্ধার হইয়াছে, তাহার মূলে এই আশার শক্তি বিদ্যমান। এক হতভাগিনী প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পতিত হইয়াছিল; ক্রমে পাপে অভ্যস্ত হইয়া সে পাপকে আপন স্বভাব জ্ঞান করিতেছিল। যীশু একদিন প্রেমপূর্ণ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "উহাকে বাধা দিওনা, উহার প্রেমই উহার উদ্ধার সাধন করিবে।" সেই মুহূর্ত্ত হইতে সে নবজীবন লাভ করিয়া অভ্যস্ত পাপ ত্যাগ করিল।

২০শে আশ্বিন।

একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা আছেন, সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার সমান পাণ্ডিত্য। তাঁহার পাঁচ পুত্র। কনিষ্ঠটী শিশু; জ্যেষ্ঠ সন্তান রাজনীতি সম্বন্ধে পারদর্শী, মধ্যম পুত্র যুদ্ধবিদ্যায় কুশল; তৃতীয় পুত্র কাব্য সাহিত্যে সুনিপুণ, চতুর্থটী অঙ্কশাস্ত্রে বিশারদ। সন্তানদিগের কেহই পিতার মাহাত্ম্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা, কারণ তাহারা পিতার বিদ্যার এক এক অংশমাত্র দেখিতেছে। শিশুটীর কথা ত বলিবার নয়। সে পিতার চরিত্র, শক্তি ও মহত্ত্বের শতভাগের একভাগ মাত্র দেখিতে পাইতেছে, অর্থাৎ পিতা ভালবাসেন এইমাত্র সে বুঝিতে পারিতেছে। আবার যে অল্পটুকু সে বুঝিতে পারিতেছে, তাহাও প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া সেই শিশুর ভালবাসা অপর ভ্রাতাদের অপেক্ষা ন্যূন তাহা কে বলিবে? সে পিতাকে পরিমাণ করিতে জানেনা, কিন্তু ভালবাসিতে জানে। ঈশ্বরের সহিত আমাদের এই সম্বন্ধ। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাধু ও মহৎ, তাঁহারা না হয় তাঁহার স্বরূপের দুই এক অক্ষর অধিক জানেন, কিন্তু একস্থানে আমরা সকলে সমান অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসি।

২১শে আশ্বিন।

প্রাচীন এথেন্স নগরে একদিন একজন বিদেশীয় পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বহুশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। তাঁহার আগমনে এথেন্সবাসী পণ্ডিতদিগের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইল। অনেকগুলি শিক্ষার্থী যুবক তাঁহার সঙ্গ লইল। ঐ সকল যুবকের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন তিনি নবাগত পণ্ডিতের সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। নূতন মত সকলের প্রতি তাঁহার এমন অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে কিরূপে উক্ত মত দেশমধ্যে প্রচার হয়, সেই চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। একদিন গুরু শুনিলেন যে তাঁহার যুবক শিষ্য ক্ষোভ করিয়া বলিতেছেন "হায় হায় ঐ ধনী ব্যক্তির ন্যায় যদি আমার পদ ও ধন থাকিত, তাহা হইলে আমি কত শীঘ্র জগতকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতাম।" গুরু এই কথা শ্রবণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "ভ্রান্ত যুবক, তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিতেছ, যে জগতকে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত করিতে চায়, সে অগ্রে আপনাকে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত করুক। যে অপরের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করে, সে শুভদিনের অপেক্ষা না করিয়া যেরূপ অস্ত্র শস্ত্র আছে তদ্দ্বারাই কার্য্য আরম্ভ করুক, কাজ করিতে করিতে সেই সকল অস্ত্রই উৎকৃষ্ট হইবে। তুমি যতদূর আলোক পাইয়াছ নিজ জীবনকে তদনুরূপ কর, বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত কর, দেখিবে, অন্যেরা আপনা আপনি তোমার চারিদিকে আসিয়া দাঁড়াইবে। মূর্খ যুবক, একটী স্থান পাইলে পর সেখানে দাঁড়াইয়া

কার্য্য করিবে কল্পনা কর কেন ? যেখানে আছ ঐখানে দাঁড়াইয়া কার্য্য আরম্ভ কর, তৎসঙ্গে জগতের সংশোধন আরম্ভ হইবে।”

তদবধি সেই যুবক নূতন আলোক পাইলেন এবং নবজীবন গঠন করিয়া জগতকে চমকিত করিলেন। ঐ যুবক সক্রেটিস্।

২২শে আশ্বিন।

সেণ্ট আণ্টনি নামক একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বনে বহুবর্ষ কঠোর তপস্যায় যাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে একদিন তাঁহার প্রতি দৈববাণী হইল "আণ্টনি, আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে এক পাদুকাকার আছে তুমি তাহার ন্যায় ধার্ম্মিক হইতে পার নাই।" আণ্টনি এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আলেকজাণ্ড্রিয়া যাত্রা করিলেন এবং সেই পাদুকাকারের গৃহে উপনীত হইলেন। পাদুকাকার সেণ্ট আণ্টনিকে সমাগত দেখিয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেণ্ট আণ্টনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ভাবে জীবন যাপন কর আমাকে বল।" পাদুকাকার কহিলেন "মহাশয়, আমি জীবনে বিশেষ কিছু সৎকার্য্য করি নাই; আমার জীবন যৎসামান্য। আমি একজন দরিদ্র পাদুকাকার; আমি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া এই নগরের সকলের জন্য বিশেষতঃ আমার প্রতিবেশী ও দরিদ্র বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করি, তৎপরে আমার কার্য্যে গমন করি এবং সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করি এবং মিথ্যা ব্যবহার হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি, কারণ আমি প্রতারণাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করি আমি যখন কোন অঙ্গীকার করি তাহা প্রকৃত ভাবে পালন করি এবং পত্নী ও সন্তানগণকে তদনুরূপ আচরণ করিতে শিক্ষা দিই, এই আমার জীবনের ইতিহাস।"

২৩শে আশ্বিন।
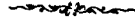
আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেনা। যাহার ধর্ম্মের পিপাসা আছে সে একদিন কৃতার্থ হইবে সন্দেহ নাই। আজ যদি হৃদয় সবল না থাকে বিশ্বাস কর, একদিন হইবে। আজ যদি ভক্তির সঞ্চার না হইয়া থাকে বিশ্বাস কর, একদিন হইবে। যাহার অভাব আছে তাহারই মুক্তির প্রয়োজন; যে আপনার হীনতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, সেই মুক্তির প্রার্থী, কিন্তু যে আপনার পুণ্যের গৌরব করে, যে মনে করে তাহার সদ্‌গুণ ও সৎকার্য্য তাহার পরিত্রাণ ক্রয় করিবে, সে অবশেষে বঞ্চিত হইবে।

❀ ❀ ❀ ❀

এক মুসলমান মক্কা যাত্রা করিতেছিল। সে বহুদূর গমন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল যে তাহার বুঝি আর মক্কায় যাওয়া ঘটিলনা কিন্তু তাহাতেও সে ভগ্নোদ্যম না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল কিন্তু শেষে আর তাহার অবসন্ন চরণদ্বয় চলেনা; গভীর দুঃখে অভিভূত হইয়া সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এমন সময়ে মহম্মদ তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "তোমার অন্তরের ইচ্ছাসত্ত্বেও কেবল শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ তুমি স্বীয় গম্যস্থানে উপনীত হইতে পারিতেছনা কিন্তু আমি তোমাকে মক্কায় অগ্রসর হইতে দেখিতেছি, অতএব তোমার দেহ তথায় উপস্থিত হইতে না পারিলেও তুমি তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে।

২৪শে আশ্বিন।

প্রভু, আমার শত্রু সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে; অনেকে আমার বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছে। অনেকে আমার আত্মা সম্বন্ধে বলিতেছে ঈশ্বরের নিকট হইতে ইহার কোন সহায়তার আশাই নাই।

কিন্তু হে নাথ, তুমিই আমার কবচ। আমার গৌরব তোমা হইতেই; আমার অবনত মস্তক তুমিই উন্নত কর। আমি আর্ত্তস্বরে প্রভুর নিকট রোদন করিয়াছিলাম, তিনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। আমি শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলাম এখন উঠিয়াছি, কারণ প্রভু আমায় রক্ষা করিয়াছেন।

হে প্রভু, আমি তোমাতেই বিশ্বাস করিয়াছি। আমায় লজ্জা পাইতে দিওনা; তোমার পুণ্যবলে আমায় উদ্ধার কর। আমার কথায় কর্ণপাত কর। আমায় শীঘ্র উদ্ধার কর, তুমি আমার পক্ষে পর্ব্বতের ন্যায় হও, দুর্জ্জয় দুর্গস্বরূপ হও।

আমার শত্রুরা আমার জন্য যে জাল পাতিয়াছে, তাহা হইতে আমায় টানিয়া তোল।

২৫শে আশ্বিন।

আমার পাপ আমাকে রজ্জুর ন্যায় বাঁধিয়াছে হে বরুণ, আমার নিকট হইতে ভয় দূর করিয়া দাও। হে সম্রাট্ ও সত্যবান্, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। গোবৎস হইতে বন্ধনরজ্জুর ন্যায় আমা হইতে পাপরজ্জু মোচন কর; কারণ তোমা হইতে পৃথক হইয়া কেহ এক নিমেষের জন্যও আধিপত্য করিতে পারেনা। আমার উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, আমার নীচের পাশ নীচে দিয়া খুলিয়া দাও। মধ্যের পাশ খুলিয়া শিথিল করিয়া দাও। আমরা তোমার ব্রত খণ্ডন না করিয়া পাপ রহিত হইয়া থাকিব।

যিনি আমাদিগের পিতা ও জন্মদাতা, যিনি বিধাতা যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি অনেক দেবের নাম ধারণ করেন কিন্তু এক ও অদ্বিতীয়, ভুবনের লোক তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে।

২৬শে আশ্বিন।

জোব নামক এক সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন ; ধন, জন, সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য্যে তাঁহায় গৃহ পূর্ণ ছিল। ঈশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিকারী করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সুখ সম্পদ পাইয়া একদিনের জন্য অহঙ্কারে স্ফীত হন নাই, জোব ঈশ্বর পরায়ণ ধর্ম্মভীরু ও ভক্ত গৃহস্থ ; তিনি বিধাতা প্রদত্ত সকল দান বিনম্র চিত্তে গ্রহণ করিতেন।

তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র কন্যারা প্রতিদিন এক এক ভ্রাতার গৃহে সম্মিলিত হইয়া পান ভোজন ও নৃত্যগীতের উল্লাসে মত্ত হইত। পাছে পুত্র কন্যারা নৃত্যগীত ও পান ভোজনের উল্লাসে কোন গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এইভয়ে জোব নৃত্যগীতেব অবসানে পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া প্রত্যেকের অপরাধের জন্য ঈশ্বর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন।

এইরূপে বহুদিন গত হইল। একদিন স্বর্গে দেবতারা ঈশ্বরের সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পাপ কুলের অধিপতি শয়তানও উপবিষ্ট ছিল। শয়তান মানব কুলের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ও তাহাদের অনেক কুৎসাকীর্ত্তন করিতেছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার বিশ্বাসী অনুরক্ত সন্তান জোবের বিরুদ্ধে কি তোমার কিছু বলিবার আছে? তাহার ন্যায় সত্যবান্ ধর্ম্মাত্মা আমার ভক্ত ধরণীতলে আর কাহাকেও দেখিয়াছ কি?"

২৭শে আশ্বিন।

শয়তান উত্তর করিল "প্রভো, তাহার অনুরূপ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আপনি তাহার গৃহ পুত্রকন্যা দাসদাসীও অনুগত আত্মীয় বান্ধবে পূর্ণ করিয়াছেন। বিষয় সুখের সুকোমল আবেষ্টনে সে চিরবেষ্টিত; পৃথিবীর শোক দুঃখ দৈন্য ও মনস্তাপ তাহার সুখের প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারেনা। তাহার জীবনপথ সুকোমল পুষ্পদলে আকীর্ণ; আপনি সযত্নে তাহার মধ্য হইতে এক একটী করিয়া কণ্টক দূর করিয়াছেন, সুতরাং সে আপনার প্রতি অনুরক্ত না হইবে কেন? আপনি তাহাকে যে সকল সুখসম্পদ দিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহার করিতে আদেশ হউক, দেখিবেন আজ যে মুখে সে আপনার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, সে রসনা দ্বারাই আপনার নিন্দা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিবে।"

প্রভু কহিলেন "আচ্ছা তাহাই হউক। তুমি তাহার সকল ধনসম্পত্তি সুখ ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লও। কিন্তু সাবধান, তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিওনা।" সয়তান পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া জোবের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইল। জোবের এখন ঘোর পরীক্ষার দিন আসিল। ঈশ্বরের আদেশে দুঃখ শোকের নিদারুণ আঘাত উপর্য্যুপরি তাঁহার বিশ্বাসী হৃদয়কে আহত করিতে লাগিল, কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ জোব তাহাতে বিচলিত হইলেননা।

২৮শে আশ্বিন।

একদিন জোব গৃহে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার পুত্রকন্যারা সকলে তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া পান ভোজনের উল্লাসে মত্ত, এমন সময়ে তাঁহার এক ভৃত্য ত্রস্তভাবে তদীয় সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল "প্রভো আমরা আপনার গোধন চরাইতে গিয়াছিলাম এমন সময়ে একদল আরব দস্যু পড়িয়া লোকজনকে বধ করিয়া সকল গো হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি কেবল আপনাকে এই সংবাদ দিতে জীবিত রহিয়াছি।" বলিতে বলিতে আর একজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া নিবেদন করিল "প্রভো ভীষণ বজ্রপাতে আপনার সমগ্র মেষপাল ও রাখাল নির্ম্মূল হইয়াছে কেবল আমি আপনাকে এই সংবাদ দিতে অবশিষ্ট আছি।" তাহার মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে তৃতীয় এক ব্যক্তি আসিয়া কহিল "প্রভো, একদল দস্যু আসিয়া রক্ষকদিগকে বিনষ্ট করিয়া আপনার উষ্ট্রদল হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল আমি আপনাকে এই সংবাদ দিতে আসিতেছি।" এমন সময়ে আর একজন ভৃত্য চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল "প্রভো সর্ব্বনাশ উপস্থিত; আপনার ছয় পুত্র ও তিন কন্যা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে পানভোজন করিতেছিলেন এমন সময়ে কোথা হইতে ঘোর বাত্যা উত্থিত হইয়া সে গৃহকে সমূলে ভগ্ন করিয়া দিয়া গিয়াছে ও আপনার সাত পুত্র ও তিন কন্যা ভগ্ন গৃহতলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।"

২৯শে আশ্বিন।
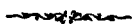
বিপদ ও শোকের এই সকল উপর্য্যুপরি আঘাতে জোব আপন পরিধেয় বসন ছিন্ন করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন এবং আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "আমি একাকী নগ্ন দেহে পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, একাকী নগ্ন দেহেই পৃথিবী হইতে অপসৃত হইব। প্রভু দিয়াছিলেন, প্রভুই লইলেন, তাঁহারই নাম গৌরবান্বিত হউক।"

স্বর্গে দেব সমাজ পুনরায় ঈশ্বরের সভায় একত্রিত হইলে ঈশ্বর তন্মধ্যবর্ত্তী শয়তানকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "সয়তান এখন তুমি আমার বিশ্বাসী ভক্ত জোবের বিশ্বাসের পরিচয় পাইলেত? তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক পৃথিবীতে আর কে আছে? আমার আদেশে তুমি তাহার দুর্দ্দশার অবধি রাখ নাই; তথাপি সে অপরাজিত চিত্তে আমাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।" সয়তান উত্তর করিল "প্রভো, তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবার অনুমতি হউক, দেখিবেন আর সে আপনাতে বিশ্বাসী থাকিতে পারে কিনা। কারণ পৃথিবীতে শরীরের অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ আর কিছুই নাই।" ঈশ্বর কহিলেন "আচ্ছা তাহাই হউক কিন্তু তাহাকে প্রাণে মারিওনা।"

৩০শে আশ্বিন।

সয়তান পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিল। তৎপর দিন জোবের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গলিত কুষ্ঠ নির্গত হইল; মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত সর্ষপ পরিমাণ স্থান রহিলনা। আত্মীয় স্বজন যাহারা ছিল তাহারা অপবিত্র বোধে জোবকে একে একে ত্যাগ করিয়া গেল। দারুণ ব্যাধির তাড়নায় ক্লিষ্ট ও সর্ব্বজন পরিত্যক্ত হইয়া জোব তাঁহার বাটীর সন্নিকটে এক ভস্মস্তূপের উপর উপবিষ্ট রহিলেন। তখন তাঁহার পত্নী আসিয়া পরুষ বচনে কহিতে লাগিলেন "কি! এখনও ধর্ম্মের সেবক থাকিবে? ধর্ম্ম এখন আর তোমার কি করিবে? এখন আর ঈশ্বরের ভক্ত থাকিওনা, এখন তাঁহাকে ত্যাগ কর ও মর।" কিন্তু অটল বিশ্বাসী জোব অসহ্য যাতনায় অভিভূত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তখনও বলিতে লাগিলেন "নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিওনা। যাঁহার হস্ত হইতে বিবিধ সুখ সম্পদ প্রসন্ন চিত্তে লইয়াছি, এই দুঃখ, যাতনা, শোক তাঁহারই হস্ত হইতে আসিতেছে, সুতরাং ইহাকেও কি বরণ করিয়া লইবনা?" জোবের বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতে আসিলেন, কিন্তু ভীষণ ব্যাধির প্রকোপে তাঁহার শরীর এমন বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেননা। তাঁহারা জোবের এই অবস্থা দেখিয়া বসন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ও ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; তাঁহারা সাত দিন সাত রাত্রি নীরবে জোবের পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন তাঁহার বাক্‌পথাতীত যাতনা দর্শনে তাঁহাদের মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইলনা।

একদিন দেবর্ষি নারদ ভগবদ্দর্শন বাসনায় বৈকুণ্ঠধামে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে এক যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এক অতি বিশাল প্রাচীন বটমূলে যোগিবর ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত আছেন। সংসারের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে তাঁহার তপস্যার কোন পরিবর্ত্তন নাই। শীতে অনাবৃত দেহে ও নিদাঘে অগ্নিরাশির মধ্যে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার সাভিমান ব্রতানুষ্ঠান, কঠোর বৈরাগ্য ও অপূর্ব্ব-সাধনশক্তি দেখিয়া দেবর্ষির মনে বড় আহ্লাদ জন্মিল। তিনি সসম্ভ্রমে যোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বৈকুণ্ঠে যাইতেছেন শুনিয়া যোগিবর বলিলেন "আপনি বৈকুণ্ঠে যাইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি আর কত দিন এরূপ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকিব, কবে আমার ব্রত সফল হইবে? আর কত দিনের পর ভগবানের দর্শন পাইব?" নারদ সম্মত হইয়া যোগীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিছুদূর যাইতে যাইতে নারদ দেখিলেন, এক অতি মলিনবেশা অনাথা স্ত্রীলোক পথপার্শ্বে পতিত রহিয়াছে। তাহার যৌবন পাপের সেবায় জর্জ্জরিত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে; জীবনের যাহা কিছু শক্তি এবং যাহা কিছু অবলম্বন ছিল, পাপের কঠোর আঘাতে তাহার সকলগুলিই একে একে বিনষ্ট হইয়াছে। তাহার নিকট পাপের ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে; নরকের কঠোর অগ্নি তাহাকে জীবন্তে দগ্ধ করিতেছে। যাহারা তাহার পাপের সহায় ছিল, আজি এ অনাথাকে অকূলে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অতীতের স্মৃতি তাহাকে পুড়িতেছে, ভবিষ্যতের আশাশূন্য ছায়াশূন্য অনন্ত অন্ধকার

তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে ; সে এক একবার চীৎকার করিয়া সেই অনাথের নাথ ভবকাণ্ডারীকে ডাকিতে চাহিতেছে, আবার সেই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে তাহার রসনা কম্পিত হইতেছে।

এই ঘোর অনুতাপের সময় সেই স্ত্রীলোক দেবর্ষির দেখা পাইল, দূর হইতে গলবস্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিল ; তাঁহার পদস্পর্শ করিতে সাহস পাইলনা। নারদের বৈকুণ্ঠ যাত্রার কথা শুনিয়া পতিতা নারী ছল্‌ছল্‌ চক্ষে কহিল "ঠাকুর, এই অভাগিনীর প্রতি দয়া করিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমার মত পাপীরও কি পরিত্রাণ হয় ?"

নারদ বৈকুণ্ঠে প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন ; পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেই যোগী ও পতিতা নারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারায়ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "সেই যোগীকে বলিও সে যে বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিতেছে, সেই বৃক্ষে যতগুলি পত্র আছে, তত সহস্র বৎসর পর তাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা। আর পতিতা নারীকে বলিও তাহার পরিত্রাণের বড় বিলম্ব নাই, অতি শীঘ্র সে বৈকুণ্ঠ ধামে স্থান পাইবে।"

দেবর্ষির মনে বড় গণ্ডগোল বাঁধিল। প্রভুর কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তিনি করযোড়ে কহিলেন, "ভগবন্‌, আমিত ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলামনা। সেই সাধুর প্রতি এমন কঠোর আদেশ কেন হইল ? পতিতা নারীই বা কোন্‌ পুণ্যফলে এরূপ দয়ার উপযুক্ত হইল ? ঠাকুর তুমি বড় নিষ্ঠুর।"

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তাহাদের নিকট যাইয়া আমার আদেশ জানাও, তখন সকলই বুঝিতে পারিবে।" দেবর্ষি পৃথিবীতে আসিয়া প্রথমেই যোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহাকে ভগবানের আদেশ জানাইলেন যোগী শুনিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, এবং বলিল "তুমি ঠাকুর, বৈকুণ্ঠে যাইতে পার নাই, প্রভুর দেখাও পাও নাই। শাস্ত্রানুসারে আমার তপঃসিদ্ধির সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; আর তুমি বলিতেছ আরও অনন্তকাল পরে আমার সিদ্ধিলাভ হইবে। ভাল, তুমিত বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলে বলদেখি সেখানে কি দেখিলে?" নারদ বলিলেন "তথায় দেখিলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দিগ্‌গজ সমূহ সূচীর রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিতেছে।" যোগী হাস্য করিয়া বলিল "তবেই হয়েছে। সূচীরন্ধ্রে হস্তীর প্রবেশ যেমন সম্ভব, তোমার বৈকুণ্ঠ দর্শন ও সেইরূপ বটে।" নারদ অবিশ্বাসীর কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুরের আদেশ নিষ্ঠুর নহে। তাহার পর তিনি পতিতা নারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া করপুটে দাঁড়াইয়া রহিল; ঠাকুর কি বলিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলনা।

নারদ কহিলেন "ভদ্রে, ঠাকুর বলিয়াছেন, তোমার পরিত্রাণের আর বিলম্ব নাই অতি ত্বরায় তোমার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে" রমণী অশ্রুসিক্ত হইয়া কহিলেন "আহা প্রভু, তাওকি হইতে পারে? আমার কি আর পরিত্রাণ আছে? হায়! আমার পাপের যে গণনা নাই। শীঘ্র হইবে কি বলিতেছেন প্রভু, আমার মত মহাপাতকীরও পরিত্রাণ হয়, যদি তাঁহার শ্রীমুখের এই বাণী একবার শুনিতে পাই, তবেই আমি আশা ধরিয়া অনন্ত কাল

তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিব।” বলিতে বলিতে রমণী হর্ষ ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল, তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল, দেবর্ষি প্রেমরসে অভিভূত হইয়া হরি হরি বলিয়া দুইবাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। রমণী ভক্তের পদরেণু মস্তকে লইয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

তখন সেখানে বড় অপূর্ব্ব শোভা হইল। পাপীর অনুতাপাশ্রুর সহিত ভক্তের প্রেমাশ্রু মিশিয়া দগ্ধ পৃথিবীর বক্ষঃ শীতল করিল। ভক্তমুখের হরিধ্বনি, পাপীর কণ্ঠের আনন্দধ্বনিতে মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠে যথায় শ্রীহরি ভক্তদলে বিহার করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; বায়ু সেই শুভসংবাদ চারিদিকে প্রচার করিল। আর পৃথিবী এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইল।

ভক্তির উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইলে রমণী কহিলেন, “ঠাকুর আপনি এমন স্থানে গিয়াছিলেন বলুন দেখি তথায় কি দেখিলেন?” নারদ কহিলেন দেখিলাম “সূচীর রন্ধ্র দিয়া বড় বড় হাতী যাতায়াত করিতেছে।” রমণী গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন? “হাঁ তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ আর কত বড় কথা? তাঁহার ইচ্ছা হইলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সূচীর ছিদ্রে প্রবেশ করিতে পারে, হাতী আর কোন্ ছার?”

নারদ নারীর আশা ও বিশ্বাস দেখিয়া অবাক হইলেন; এতক্ষণে দেবর্ষি বুঝিলেন দয়াল হরি নিষ্ঠুর নহেন, তাঁহার পাপী উদ্ধারের প্রণালী অতি অপূর্ব্ব। সেই শুভদিনে শুভযোগে ভক্তের

মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে পতিতা রমণী নবজীবন লাভ করিল।

যে পাপের আরম্ভে ভয় তৎপরে ক্ষমা প্রার্থনা, তাহা পাপীকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যায়। যে তপস্যার আরম্ভে নির্ভীকতা, পশ্চাৎ আত্মশ্লাঘা, সে সাধনা তপস্বীকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখে।

অহঙ্কারী সাধককে সাধক বলা যায়না সে অপরাধী। প্রার্থনাশীল পাপী সাধকের মধ্যে গণ্য।

প্রথম অর্দ্ধাংশ।

দৈনিক

১লা কার্ত্তিক।

সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপ দৃষ্টি করিয়া মনে মনে আলোচনা করতঃ জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।

সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা বৃহন্মনাঃ ও বৃহৎ। তিনি সৃষ্টি করেন ও ধারণ করেন। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল অবলোকন করতঃ সপ্তর্ষি হইতে উন্নত স্থানে অবস্থিতি করেন। বিদ্বানগণ তাঁহাকে, এক ও অদ্বিতীয় কহেন।

যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পারনা, তোমাদের অন্তঃকরণ অন্যপ্রকার হইয়াছে। কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানারূপ জল্পনা করে।

মহর্ষি ঈশা কহিলেন তবে শ্রবণ কর, একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের প্রভু। তিনি অদ্বিতীয়। তোমরা তাঁহাকে সমগ্র হৃদয়, সমগ্র প্রাণ, সমগ্র মন ও সমগ্র শক্তির সহিত প্রীতি কর। দ্বিতীয় উপদেশ এই, মানবকে আত্মবৎ প্রীতি কর। এই দুই উপদেশ অপেক্ষা মহত্তর উপদেশ আর নাই।

২রা কার্ত্তিক।

বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত এমারসন্ বলিয়াছেন লোকে সচরাচর সতর্ক হয়, পাছে অপরে তাহাদের প্রতি অন্যায়াচরণ করে; কিন্তু প্রকৃত সাধুতার জন্ম হইলে মানব সতর্ক হইবে, পাছে তাহারা নিজে অপরের প্রতি অন্যায় আচরণ করে। প্রকৃত সাধু ব্যক্তির প্রধান লক্ষণ এই, যে, সেরূপ ব্যক্তি সর্ব্বদা সশঙ্কিত, পাছে তাঁহার কোন কথা বা কার্য্য, সত্য, ন্যায়, প্রীতি ও পবিত্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করে।

* * * *

ডেন্মার্ক দেশে একজন বণিক বাস করিতেন। যৌবনকালে তাঁহার ধর্ম্মে মতি ছিলনা। সেই সময়ে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগের সময় উপস্থিত হইল। সেই সাধারণ সম্পত্তির মধ্যে একখানি কুঠার তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, পাছে তাহা তাঁহার ভ্রাতার অংশে পতিত হয় এইজন্য তিনি সে খানিকে লুকাইয়া রাখিলেন; তৎপরে পৈত্রিক বিষয় ভাগ হইয়া গেল। এই ঘটনার ৩০।৩৫ বৎসর পরে তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হয়। এই সময়ে এক দিন তাঁহার এক জামাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখিলেন; কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সেই বৃদ্ধ অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, সেই কুঠার খানি যাহা যৌবনে অপহরণ করিয়াছিলাম, তাহা মনে যাতনা দিতেছে। ভ্রাতা জীবিত নাই সুতরাং অস্ত্রখানি ফিরাইয়া দিয়া মনের অনুতাপ জানাইবারও উপায় নাই।

৩রা কার্ত্তিক।

বুদ্ধদেব বলিতেন "যদি কেহ অজ্ঞতা বশতঃ আমার অনিষ্ট করে, তবে তাহাকে আমি আমার অকপট অনুরাগ দিয়া ঘেরিয়া রাখিব। সে যতই আমাকে বিদ্বেষ করিবে, ততই আমার ভালবাসা পাইবে।"

কোন রমণী অত্যন্ত ঈশ্বরপরায়ণা ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এক অসচ্চরিত্র দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর দুর্ব্যবহারে রমণীর দুঃখের সীমা নাই। পতি দিবারাত্রি কুসঙ্গে কুক্রিয়ায় সময় অতিবাহিত করে, পত্নীর সঙ্গে সকল দিন সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করেনা। একদিন তাহার সঙ্গীরা স্বীয় স্বীয় পত্নীর দোষ গুণ সম্বন্ধে নানা কথা কহিতেছিল; এমন সময়ে সে ব্যক্তি কহিল "আমার স্ত্রী সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা। এমন মিষ্টস্বভাবা নারী আমি কখনও দেখি নাই, দোষের মধ্যে তিনি দিনের অনেক সময় ঈশ্বরোপাসনায় যাপন করেন। সে যাহাহউক, তাঁহার গুণের ইহাতেই পরিচয় পাইবে, এখন রাত্রি দুইটা, এখন যদি তোমাদের সকলকে গৃহে লইয়া যাই ও তোমাদের সকলের আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিতে বলি, আমার পত্নী তাহা হর্ষমুখে সম্পন্ন করিবেন।" সঙ্গিগণ এ কথায় অবিশ্বাস করিয়া বলিল "চল, তোমার গৃহে যাই, যদি তোমার কথা সত্য হয়, আমরা শতমুদ্রা তোমার নিকট হারিব।"

৪ঠা কার্ত্তিক।

সে ব্যক্তি সঙ্গীদের লইয়া গৃহে চলিল গিয়া দেখিল, পত্নী গভীর নিদ্রায় অভিভূতা। তাঁহাকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া সে ব্যক্তি কহিল "এখন আমার সঙ্গীদের জন্য আহার প্রস্তুত কর।" নারী প্রফুল্লমুখে স্বামীর আদেশ পালন করিতে গমন করিলেন এবং আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া প্রসন্নমুখে সকলকে আহার করাইলেন। সঙ্গীরা অবাক্ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কিরূপে আপনি আমাদের প্রতি এরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন?" তিনি উত্তর করিলেন "ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার পথে আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু আমার পতি পাপে নিমগ্ন; তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি অধীর হইয়া পড়ি। এইরূপেই যদি তাঁহার ইহজীবন অবসান হয়, তবে পরলোকে তাঁহাকে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহাকে ইহজীবনে সুখী করিবার জন্য আমি কোন ক্লেশকেই ক্লেশ জ্ঞান করিনা।" এই উত্তর শ্রবণ করিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। পতি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি সত্য সত্যই বিশ্বাস কর, যে পরলোকে আমার মহা দুঃখ হইবে? আজ তুমি আমার মনে চেতনার উদয় করিলে, আজ হইতে আমি সৎপথ অবলম্বন করিব।" সেই দিন হইতে সে ব্যক্তির জীবন এক নূতন অধ্যায়ে প্রবিষ্ট হইল।

৫ই কার্ত্তিক।

একবার একজন সামই নামক এক য়িহুদী আচার্য্যের নিকট গিয়া কহিল "গুরুদেব, এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে যত সময় লাগে, তাহার মধ্যে আপনি আমায় সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রের সার বলুন।" সামই তাহাকে বাতুল বলিয়া দূর করিয়া দিলেন, তখন সে ব্যক্তি হিলেল নামক আর এক আচার্য্যের নিকট গিয়া ঐ প্রশ্ন করিল। হিলেল কহিলেন "যে আচরণ তোমার চক্ষে ঘৃণিত, অপর কাহারও প্রতি তাহা করিওনা, ইহাই সকল ধর্ম্মের সার।"

৬ই কার্ত্তিক।

নিন্দাবাক্য সহ্য করিবে, কাহাকেও অপমান করিবেনা এবং এই নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত বিবাদ করিবেনা।

❀ ❀ ❀

কেহ ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবেনা, নিন্দা করিলে নিন্দা না করিয়া কুশল বাক্য প্রয়োগ করিবে।

❀ ❀ ❀

অন্যের মর্ম্মপীড়া দিবেনা, কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য কহিবেনা, সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবেনা, এবং যে কথা কহিলে অন্যে বিরক্ত হয়, এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিবেনা। দুর্ব্বাক্য লোকের মুখ হইতে বিনির্গত হয়, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ বাক্য উচ্চারিত হয়, উহা তাহার মর্ম্মস্পৃক্ হইয়া অহোরাত্র তাহাকে যন্ত্রণা দেয়, এই জন্য পণ্ডিতগণ অন্যকে লক্ষ্য করিয়া কদাপি সেরূপ বাক্য উচ্চারণ করেননা।

✳

৭ই কার্ত্তিক।

একদিন মহম্মদ স্বীয় প্রিয় শিষ্য আলির সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি তথায় আসিয়া আলির প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। আলি স্বভাবতঃ তেজস্বী হইলেও তাহার কটূক্তি ধৈর্য্য সহকারে বহন করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি ইহা দেখিয়া আরও স্পর্দ্ধার সহিত তাঁহাকে অপমান করিতে লাগিল। আলি আর নীরব থাকিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন মহম্মদ সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কলহ শেষ হইলে আলি মহম্মদকে অনুযোগ করিয়া কহিলেন "আপনার একি ব্যবহার! এমন সময়ে আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন!" মহম্মদ কহিলেন, "আলি, তুমি ক্ষুণ্ণ হইওনা। তুমি যখন ক্ষমা ও ধৈর্য্য সহকারে সে ব্যক্তির কটূক্তি সহ্য করিতেছিলে, দেখিলাম, দেবদূতগণ সস্নেহ দৃষ্টিতে তোমার দিকে চাহিয়া আছেন এবং ঐ দুর্ব্বৃত্তকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; কিন্তু তুমি যখন বৈরনির্যাতনের ইচ্ছায় অগ্রসর হইলে, তখন তাঁহারা সকলেই বিষণ্ণ মনে একে একে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, আমিও চলিয়া আসিলাম।"

৮ই কার্ত্তিক।

একবার যীশুকে তাঁহার এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন প্রভু, যদি কেহ আমার অনিষ্ট করে, তবে আমি কতবার তাহাকে ক্ষমা করিব? সাতবার?" যীশু উত্তর করিলেন "না, সপ্ততিগুণ সাতবার।"

* * *

সিরাব আলি যখন লর্ড মেয়োকে হত্যা করে, সে সংবাদ ইংলণ্ডে গেলে তাঁহার সন্তানেরা উত্তরে লিখিয়াছিলেন "সিরাব আলি, ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন।"

৯ই কার্ত্তিক।

প্রাচীন কালের ব্রহ্মজ্ঞানিগণ এ জগতকে মায়া ও স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রভৃতিকে দারুণ বন্ধন বলিয়া মনে করিতেন এবং মুক্তিপ্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে এই সকল পরিত্যাজ্য বলিয়া উপদেশ দিতেন। এ সংস্কার ভ্রান্তিমূলক। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থীর পক্ষে এ সকল ধর্ম্ম সাধনের অন্তরায় স্বরূপ হওয়া দূরে থাকুক, বরং পরিবারই মানবের ধর্ম্মালয় ও সাধনের প্রধান ক্ষেত্র স্বরূপ। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে এই যে সকল মধুর সম্বন্ধে পতি পত্নী, মাতা দুহিতা, ভাই ভগিনী প্রভৃতি পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া আছেন, এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে পরমেশ্বরের গূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত হইয়া আছে। তিনি মানবকে পরস্পরের নিকটে আনিলেন কেন? পুরুষকে একাকী দেখিয়া তাহার পার্শ্বে তাহার প্রণয়িনীকে আনিলেন কেন? পতি পত্নীর গৃহ শূন্য দেখিয়া তাঁহাদের ক্রোড়পূর্ণ করিয়া অঞ্চলের ধনগুলিকে দিলেন কেন? ইহার মধ্যে কি তাঁহার কোন শুভ অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়না? আমাদের দেশে লোকে পৌত্তলিকতাকে ঈশ্বর লাভের সোপান মনে করে। ভাবিয়া দেখিলে পরিবারকে সেই সোপান বলিয়া মনে হয়। এই পরিবার মধ্যেই মনুষ্য প্রথমে নিঃস্বার্থতা শিক্ষা করে। এখানেই প্রথমে তাহার প্রীতিকে ব্যাপ্ত করিতে আরম্ভ করে। নিজের সুখ অপেক্ষা পরের সুখ অন্বেষণ করার যে স্বর্গীয় ভাব তাহা এখানে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করে।

১০ই কার্ত্তিক।

—o—

ঐ দেখ একজন যুবাপুরুষ একাকী জীবনপথে চলিতেছিল। একাকী সে নিজের সুখ দুঃখেরই বিষয় ভাবিত, নিজের সুবিধা অসুবিধা ব্যতীত অন্যের চিন্তা অধিক করিতে জানিতনা। ঈশ্বর তাঁহার একটী কন্যাকে আনিলেন, সে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে তাহাকে হৃদয়ের প্রীতি দান করিল। দেবতারা স্বর্গের আনন্দধ্বনি করিলেন যে, একজন স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয় পরাজিত হইল। ঈশ্বর বলিলেন "এখনও হয় নাই, আমার এখনও শিক্ষা দিবার আছে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন "তোরা শীঘ্র শীঘ্র এই ব্যক্তির গৃহে গিয়া ইহাকে বেষ্টন কর্ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পাতিয়া ইহার হৃদয়ের প্রীতি গ্রহণ কর্।" ঈশ্বরের চরেরা শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া মাতার অঙ্কে ও পিতার বক্ষে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা হাসিয়া, কাঁদিয়া, আধ আধ স্বরে, অস্ফুট ভাষায়, সেই স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয় কাড়িতে আরম্ভ করিল, মানুষ তাহা বুঝিলনা। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে শয্যার একটুকু ত্রুটি হইলে নিদ্রা যাইতে পারিতনা, সে অম্লানবদনে পীড়িত শিশুর পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে। যে সামান্য অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতনা, তাহার আর সেদিকে দৃষ্টি নাই। সে কি সামান্য শিক্ষা, যদ্দ্বারা মানবকে এতদূর পরিবর্ত্তিত করে? নিজের সুখ বিস্মৃত হইয়া পরের সুখ অন্বেষণ করা ইহাইত দেবভাব। এইরূপে ঈশ্বর যখন দেখিলেন যে, পরিবার পরিজন দ্বারা তাহার কঠোর হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিয়াছে, তাহার স্বার্থপর প্রকৃতি কোমল হইয়া আসিয়াছে,

১১ই কার্ত্তিক।

তখন জগতবাসিদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা এখন এস, এই ব্যক্তি পূর্ব্বে তোমাদিগকে দেখিতনা, তোমাদের কষ্ট দুঃখ গণনা করিতনা, এখন তোমরা আসিয়া ইহার হৃদয়ের প্রীতি গ্রহণ কর।" ক্রমে জগতবাসী তাহার হৃদয়ের প্রীতি গ্রহণ করিতে লাগিল।, একদিন স্বয়ং পরমেশ্বর তাহার হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন "সন্তান, এইবার আমার সময়। তুমি বড় স্বার্থপর ছিলে, তুমি সব্বদা আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতে, এখন তোমার সে স্বার্থপরতা কোথায় গেল? আমি আমার কন্যাকে তোমার নিকট আনিয়াছিলাম, আমি আমার চর সকল তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, আমি জগৎবাসীকে ডাকিয়া দিয়াছিলাম, আজ আমি স্বয়ং আসিয়াছি। আজ তোমার হৃদয়ের প্রীতি আমায় দাও।" সে ব্যক্তির চক্ষে জল পড়িতে আরম্ভ হইল। তিনি বলিলেন "পিতা, এতদিনে বুঝিলাম, যে, পরিবারকে তুমি প্রকৃত শিক্ষার স্থান করিয়াছিলে। এতদিনে বুঝিলাম যে, তুমিই অন্তরালে থাকিয়া ঐ সমুদয় সূত্রে আমাকে বাঁধিতেছিলে, আজ হইতে পরিবার আমার সাধন ক্ষেত্র হইল।" প্রিয় ভাই, প্রিয় ভগিনি, যে সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত বদ্ধ হইয়াছ, ঈশ্বরের সমক্ষে সেই সম্বন্ধের গুরুত্ব এবং পবিত্রতা স্মরণ কর। এই মহৎ ভাব স্মরণ করিয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এই সকল সম্বন্ধকে সামান্য পার্থিব চক্ষে দেখিওনা। ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় মনে রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর, কল্যাণ ও পুণ্য তোমার জীবনের পথে আলোক ও শান্তি বিকীর্ণ করিবে।

১২ই কার্ত্তিক।

যে হৃদয়ে ঈশ্বরের আসন নাই, সে হৃদয় শূন্য ; যে পরিবারে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা নাই, সে পরিবারের কল্যাণ হয়না। যে দেশে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন না হয়, সে দেশ হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ অরণ্য সমান। যে হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজ করেন, সে হৃদয় সর্ব্বদা প্রফুল্ল, যে পরিবারে তিনি বিরাজ করেন, সে পরিবার পুণ্যে উজ্জ্বল, যে দেশে তাঁহার জয়ধ্বনি হয়, সেই দেশ ধন্য।

হে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, গৃহ অতি পবিত্র স্থান। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অতি পবিত্র বস্তু, ভ্রাতা ভগ্নিনীর প্রতি অনুরাগ অতি পবিত্র বস্তু, পতি পত্নীর প্রেম অতি পবিত্র বস্তু, সন্তান বাৎসল্য অতি পবিত্র বস্তু ; অতএব গৃহে পরব্রহ্মকে আনয়ন কর। পবিত্রতা ও কল্যাণের ক্ষেত্র যে গৃহ, তাহাতেই ধর্ম্মের মঙ্গল বীজ বপন কর, তাহা হইলে যথাকালে প্রচুর পরিমাণে ফল প্রাপ্ত হইবে।

১৩ই কার্ত্তিক।

এই নববধূ পতির গৃহ ও পরিবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হউন এবং ভর্তৃকুলের কুললক্ষ্মীদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন। ভর্তৃকুলের সমগ্র গুণ ও গৌরব ইঁহাতে সংক্রান্ত হউক এবং বংশের সমুদয় শ্রীসমৃদ্ধি ইঁহাকে আলিঙ্গন করুক। এই নববধূ পতির শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে চির প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী ও বন্ধুর ন্যায় তাঁহার হিতকারিণী হউন। বিমল দাম্পত্য প্রেম ইঁহাদের হৃদয়ে বাস করুক এবং ইঁহাদের গৃহ সুখশান্তির আলয় হউক। এই নববধূ স্বজনপোষণ ও অনুগত প্রতিপালনাদির দ্বারা সর্ব্বজনের আনন্দদায়িনী হউন। ইনি দীন জনের প্রতি দয়া বর্ষণ করুন।

এই নববধূ গৃহিণীপদে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনলস ও কর্ত্তব্যপরায়ণ জীবন দ্বারা স্বীয় গৃহকে সুশোভিত করুন এবং পতিসেবা, সন্তান পালন, প্রতিবেশীবর্গের হিতসাধন, স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি বিষয়ে সহায়তা দ্বারা স্বীয় গৃহকে সর্ব্বজনের প্রীতি ও শ্রদ্ধার বস্তু করুন। সেই গৃহে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পবিত্র সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকুক এবং তাঁহার করুণা ইঁহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুক।

এই পরিণয় সম্বন্ধ কুলের সৌভাগ্য ও বংশের গৌরবের কারণ হউক। পরলোকবাসী পিতৃগণ আনন্দিত হউন, তাঁহাদের শুভ আশীর্ব্বাদ এই অনুষ্ঠানে অবতীর্ণ হউক, তাঁহাদের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নবদম্পতি গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন। এই শুভ অনুষ্ঠান সকলের আনন্দ বর্দ্ধন ও কুলের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করুক।

১৪ই কার্ত্তিক।

সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে দ্রৌপদী, তুমি লোকপাল তুল্য মহাবীর পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? তাঁহারা তোমার উপর কখনই ক্রুদ্ধ হননা, প্রত্যুত তোমার প্রতি এরূপ অনুরক্ত, যে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও মনে স্থান দেননা, ইহার কারণ কি? তুমি কি ব্রতচর্য্যা, উপবাস, সঙ্গমাদিতে স্নান, হোম, মন্ত্র, ঔষধ, ইহার কোন উপায়ের প্রভাবে পাণ্ডবদিগকে এরূপ বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছ? তুমি কি উপায়ে তাঁহাদিগকে এমন অনুরক্ত করিলে, আমাকে তাহা বল।" সত্যভামা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, দ্রৌপদী কহিলেন "সখি, শ্রবণ কর। পাপপরায়ণা রমণীরাই পতি বশ করিবার জন্য মন্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি অনিষ্টজনক বাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী নারী কখনই ঐরূপ গর্হিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হননা। সত্যভামে, আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার করিয়া সতত পাণ্ডবগণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক সানুরাগে ও অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। ভর্ত্তৃগণ স্নান, ভোজন ও উপবেশন না করিলে কদাচ আহার বা উপবেশন করিনা। ভর্ত্তা গৃহে প্রত্যাগত হইলে তৎক্ষণাৎ উত্থান পূর্ব্বক আসন, ব্যজন ও জল প্রদান করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিয়া থাকি।

১৫ই কার্ত্তিক।

আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, রন্ধন, যথা সময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট প্রকৃতি স্ত্রীলোকের সহিত কখনও অবস্থান করিনা, তিরস্কার বাক্য মুখে আনিনা, সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কালযাপন করি। অতি হাস্য ও অতি রোষ ত্যাগ করিয়া সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি। আমি প্রত্যহ আর্য্যা কুন্তীকে স্বহস্তে অন্ন পান ও আচ্ছাদন প্রদান করিয়া সেবা করি, কদাপি তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন গ্রহণ করিনা, প্রাণান্তেও তাঁহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইনা। হে শুভে, সতত সাবধানতা, কার্য্যদক্ষতা ও গুরুশুশ্রূষা দর্শনে স্বামিগণ আমার অনুরক্ত হইয়াছেন।

আমি পতির রাজত্বকালে অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ গোপাল ও মেষপালগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। আমি একাকিনী মহারাজের সমুদয় আয় ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদয় পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, আমি সমুদয় সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্রি সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম, দিবারাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত থাকিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্য ব্যবহারে রত থাকিতাম। হে সত্যভামে, আমি পতি বশ করিবার এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসদাচার নারীর ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করিনা, তাহা করিতে অভিলাষও করিনা।

১৬ই কার্ত্তিক।

—o—

সেই নারীই পুণ্যবতী যাঁহার সমুদয় গৃহকার্য্য কেবল ঈশ্বর সেবার জন্য। তাঁহার নিকট গৃহ শান্তিনিকেতন, তিনি যাহা করেন কেবল ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা সম্পাদন করেন। সে কার্য্যের অন্তর্দ্দেশে গভীর বিশুদ্ধ প্রেম, সে গৃহধর্ম্মের অন্তরালে ঈশ্বরের আদেশ পালন। তাঁহার জীবনের পবিত্র ছায়ায় সন্তান সন্ততির মুখশ্রী পুণ্যালোকে উদ্দীপ্ত হয়। তাঁহার বিশুদ্ধ হৃদয়ের ভাব পুত্র কন্যাগণের আত্মাকে প্রচ্ছন্নভাবে আলোকিত করিয়া রাখে।

সেই রমণীই পতিব্রতার আদর্শ, যিনি স্বামীর জীবনকে আপনার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বরের পথে উন্নত করিয়া দেন। যিনি স্বীয় আত্মার আলোকে স্বামীর হৃদয়কে আলোকিত করেন।

প্রকৃত ভার্য্যা গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা। তিনি স্বীয় জীবনের পুণ্য ও প্রেমে গৃহকে উজ্জ্বল করেন। তাঁহার শাসন প্রেমের পবিত্র শাসন, তাঁহার ক্ষমা সহিষ্ণুতার নিকট পৃথিবীর সমুদয় দুঃখ ভার লঘু হইয়া যায়। ঈশ্বর তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম, সেইদিকেই তাঁহার নিয়ত দৃষ্টি; তাঁহার সেবাই জীবনের সার। তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও পুণ্যভাব দেখিলে গৃহের সকলেই পবিত্র হইয়া যায়। এইরূপ নারী যে পুরুষের সহিত কথা কহেন, সে পুরুষের হৃদয় পুণ্যালোকে বিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

১৭ই কার্ত্তিক।

একখানি ক্ষুদ্র অথচ সুপরিস্কৃত কুটীর। বাহির হইতে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যদিও তাহা মূল্যবান গৃহসজ্জায় পরিশোভিত নহে, তথাপি পরিচ্ছন্নতা সুরুচি ও সামান্য শিল্প চাতুর্য্য দ্বারা যতদূর সম্ভব সজ্জিত। কুটীরের সম্মুখেই অল্প পরিসর একখণ্ড ভূমি। কয়েকটী সুন্দর সৌরভপূর্ণ পুষ্প বৃক্ষ ও লতা দ্বারা স্থানটুকু একটী মনোহর পুষ্পোদ্যানের শোভা ধারণ করিয়াছে। যদিও উদ্যানটী প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিষয়ে বিচিত্রতা কিছুই নাই, তথাপি তাহার নীরব সৌন্দর্য্য আমার শোকভারগ্রস্ত বিষাদময় হৃদয়কে অতর্কিতভাবে মোহিত করিল। ক্রমে আমি উদ্যানটীর সমীপস্থ হইলাম। দেখি, তথায় স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতার জীবন্ত মূর্ত্তি দুইটী শিশু বাল্য ক্রীড়ায় ব্যস্ত। আমি শিশু দুইটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই ভগ্নীতে তোমরা কয় জন?" একটী শিশু উত্তর করিল "আমরা ভাই ভগ্নীতে চারিটী।" আমি বলিলাম "আর দুইটী কোথায়?" শিশুটী তখন দৌড়িয়া উদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক দুইটী বৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বলিল "আমার দুইটী ভগিনী এখানে।" আমি তাহার কথার মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলামনা। শিশুর কথাগুলি মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে এক অর্দ্ধবয়স্কা সৌম্যমূর্ত্তি নারী জলসেচনার্থ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র শিশু দুইটী "মা" "মা" বলিয়া দৌড়িয়া তাঁহার অঞ্চল ধারণ করিল। আমি সেই নারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি এই দুইটীই সন্তান?"

১৮ই কার্ত্তিক।

তন্মুহূর্ত্তেই রমণী প্রশান্তস্বরে উত্তর করিলেন "না। আমার চারিটী সন্তান।" "আর দুইটী কোথায়?" তখন স্নেহময়ী জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সহকারে সুনীল আকাশ দেখাইয়া কহিলেন "আর দুইটী ঐ দেবলোকে এবং এই দুইটী আমার নিকটে। স্বর্গগত শিশু দুইটীর চিতাভস্ম এখানে সমাহিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের স্মরণার্থ আমার কায়িক শ্রমে এ স্থানটী সামান্য উদ্যানের মত হইয়াছে। সন্তান দুইটী জীবিত থাকিলে তাহাদিগকে কত যত্নে লালন পালন করিতে হইত। পরলোকগত সন্তান দুইটীর জন্য কিছু করিতেছি, এই ভাবিয়া উদ্যানস্থ তরুলতাগুলির সেবা করিয়া থাকি।" এই কথা শুনিয়া আমার শোকদগ্ধ হৃদয় সান্ত্বনার পথ পাইল। এখন বুঝিলাম, যে প্রিয়জনের শোক অনেক হৃদয়কেই অন্ধকার করে, তবে তাহা বন্ধনের শক্তির বিভিন্নতা আছে। সন্তানেরা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, এ পৃথিবীতে তাহাদের কোন চিহ্নই নাই, তথাপি তাহারা মাতার সন্তান বলিয়া পরিগণিত; তাহাদের মৃত্যুর পর অন্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া জননীর সন্তপ্ত বক্ষঃ শীতল করিয়াছে বটে, তথাপি মাতার হৃদয়ে তাহাদের স্থান স্বতন্ত্র ও শূন্য রহিয়াছে। যত সন্তান হউক, সেই স্থান কাহারও দ্বারা পূর্ণ হইবেনা। সকলে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়াছে, কিন্তু জননী প্রতি কার্য্যে তাঁহার হারানিধিকে স্মরণ করেন।

১৯এ কার্ত্তিক।

---o---

তিনি সর্ব্বদা মনে করেন পরলোকে অবস্থিত সন্তানও তাঁহারই। পৃথিবীর শুষ্ক উষর ভূমি তাহার কোমল হৃদয়ের উপযোগী নহে বলিয়া ঈশ্বর স্বয়ং সেই তরুটীকে তুলিয়া লইয়া এমন উর্ব্বর ভূমিতে রোপণ করিয়াছেন, যে স্থানে তাহার পূর্ণ বিকাশ ও কমনীয় শোভা দেবচক্ষুকে বিমুগ্ধ করিবে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার কার্য্য কখনও অমঙ্গল আনয়ন করেনা। সরলতা ও পবিত্রতার আদর্শ শিশু আচম্বিতে অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া যায়, এ দৃশ্য হৃদয়ভেদী বটে, কিন্তু ইহাতে কি শিক্ষার বিষয় কিছুই নাই? সে শিশু স্বকীয় ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা সংসার মুগ্ধ পরকাল বিস্মৃত জনকজননীকে যে শিক্ষা দিয়া যায়, ধর্ম্মবিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ পাঠে সেই শিক্ষা লাভ সম্ভব হয়না। শোকাতুরা জননি, তোমার স্নেহের ধন যেখানে, সে স্থানের বিষয় জানিতে কি ব্যগ্র হওনা? যাহাকে ভালবাস, সে যে স্থানে, তথায় যাইতে স্বাভাবিক ব্যগ্রতা নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে। তোমার নির্দ্দোষ শিশু সংসারের মলিনতা ও অপবিত্রতা যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই পবিত্র পুষ্প কোরককে আদর্শ করিয়া নিজের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিয়া সেই দিব্যধামে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হও। নূতন স্থানে কিরূপে যাইবে সে চিন্তা করিওনা, তোমার শিশু ঊর্দ্ধ হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবে।

২০এ কার্ত্তিক।

কোনও ধনাঢ্য বণিক বহুদিনের জন্য বাণিজ্যার্থ বিদেশে যাত্রা করিবার সময় তাঁহার একমাত্র পুত্রকে যথাবিধি উপদেশ দিয়া অবশেষে একখানি কাষ্ঠফলক প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে আদেশ করিয়া গেলেন "আমার অনুপস্থিতিকালে তুমি যত দোষ করিবে, যত কুঅভ্যাসের বশবর্ত্তী হইবে, এই কাষ্ঠফলকে ততগুলি শঙ্কু বিদ্ধ করিবে, আবার যখন এক একটী দুষ্কৃতি বা কুঅভ্যাস হইতে মুক্ত হইবে এক একটী করিয়া শঙ্কুগুলিও ক্রমশঃ উন্মোচন করিও।" পিতা গৃহে নাই, সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দিন দিন বিবিধ পাপাচারে নিরত হইতে লাগিলেন। একে একে অসংখ্য শঙ্কু বিদ্ধ হইয়া কাষ্ঠফলকখানিও পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পুত্র দেখিলেন, কাষ্ঠ ফলকে আর স্থান নাই। তখন তাঁহার পিত্রাদেশ স্মরণ হইয়া অন্তরে গভীর অনুশোচনার উদয় হইল। তিনি পাপাচার বর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর কঠিন প্রতিজ্ঞা বলে এক একটী করিয়া পাপ অভ্যাস পরিহার করিতে সমর্থ হইলেন। সুতরাং কাষ্ঠফলক হইতে এক একটী করিয়া পাপ-শেল উন্মোচিত হইতে লাগিল। যুবকের মনে আনন্দের সীমা রহিলনা। ক্রমে তিনি সমুদয় দোষ অপনয়নে সমর্থ হইলেন। যখন ফলকের সমুদয় প্রেক উন্মোচিত হইল, তখন যুবার মন অপার আনন্দে প্লাবিত হইল। অনন্তর সংবাদ আসিল বণিক স্বদেশে আগতপ্রায়।

২১এ কার্ত্তিক।

—o—

পিতার আগমনবার্ত্তায় পুত্র ম্রিয়মান হইতে লাগিলেন। কাষ্ঠফলকখানি যতই দেখেন তাঁহার মন ততই বিষণ্ণ ও লজ্জাভরে অবনত হইতে থাকে। শুভদিনে বণিক বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া গৃহে আগমন করিলেন। বহুদিনের পর প্রিয়তম পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শনে অপার সুখ অনুভব করিয়া তিনি সহাস্যবদনে পুত্রকে সেই কাষ্ঠফলকখানি আনিতে আদেশ করিলেন। জনক কাষ্ঠফলকখানি দেখিয়া নিতান্ত সুখী হইলেন, কহিলেন "পুত্র, তুমি সকল দোষ পরিবর্জ্জন করিয়াছ দেখিয়া আমি যারপরনাই আনন্দলাভ করিলাম। তুমিও আমার ন্যায় সুখানুভব করিতেছ কিনা?" পুত্র অধোবদনে উত্তর করিলেন "তাত, আমি আপনার কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। আমি আপনার আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ কাষ্ঠফলকে যে অসংখ্য শঙ্কু-বিদ্ধ-চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহাই আমার হৃদয়ে অসহ্য যাতনা দিতেছে। ঐ সমস্ত কলঙ্ক কোন দিন অপনীত হইবেনা এবং আমার হৃদয়েও অতীত জীবনের স্মৃতি বিদ্যমান থাকিতে আমি সুখী হইতে পারিবনা।" পুত্রের এই উক্তির মধ্যে যে অমূল্য উপদেশ নিহিত আছে, দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে আমরা কয়জনে তাহা ভাবিয়া থাকি? দুষ্কৃতি অপনীত হইলেও তজ্জনিত কলঙ্ক ত্বরায় অপনীত হইবার নহে।

২২এ কার্ত্তিক।

—০—

রাজ্যলোভে দিশাহারা হইয়া লেডী ম্যাক্‌বেথ গৃহাগত চিরউপকারী রাজা ডনকানকে হত্যা করিবার জন্য স্বামীকে উত্তেজিত করিয়াছেন। ম্যাক্‌বেথ খড়্গাঘাতে নিদ্রিত রাজার মস্তক ছেদন করিয়া বুদ্ধিহারা হইয়াছেন, খড়্গ যথাস্থানে স্থাপন না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। লেডী ম্যাক্‌বেথ বিপদ গণিয়া রাজরক্তে কলঙ্কিত তরবারী দ্বারা স্বহস্তে সুষুপ্ত রাজানুচরদিগকে রঞ্জিত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। হত্যা করিয়া ম্যাক্‌বেথের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পত্নী অটল রহিলেন, স্বামীকে সাহস দিলেন, জল আনিয়া হস্তের কলঙ্ক ধৌত কর, নরহত্যার ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে। মহাপাপ করিয়া ম্যাক্‌বেথ মনের গ্লানিতে অনুশোচনার কশাঘাতে উন্মত্ত হইলেন ও সেই অবস্থায় তাঁহার প্রাণ গেল। লেডী ম্যাক্‌বেথ ত রমণী, নারীর প্রাণে আর কত সহিবে? পাপের অনুশোচনায় তাঁহার মস্তক বিকৃত হইয়াছে, সুখে আর তাঁহার নিদ্রা হয়না। নিদ্রা হইতে উঠিয়া মনের বিকৃত ভাব প্রকাশ করিতেছেন, কত ইচ্ছা করিতেছেন হস্তের রক্ত কলঙ্ক বিদূরিত হয়, পাপের অনপনের চিহ্ন মুছিয়া যায়, কিন্তু হায়, লেডী ম্যাক্‌বেথ স্বপ্নাবেশে চারিদিকে রক্তের গন্ধ পাইতেছেন আর খেদ করিতেছেন, আরবদেশের সমুদয় সুগন্ধিতে এ হস্ত আর সুগন্ধযুক্ত হইবেনা।

২৩এ কার্ত্তিক।

তিনি অবশেষে আর পাপের ভার সহিতে না পারিয়া ভগ্নহৃদয়ে দেহত্যাগ করিলেন। বড় আশা করিয়াছিলেন, স্বামীর সহিত রাজ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া সুখে দিন কাটাইবেন, কিন্তু জানিতেননা যে পাপের সুতীক্ষ্ণ আঘাত আপনাদিগেরই মস্তক ছিন্ন করিবে। পাপ করিয়া কে কবে সুখে কাল কাটাইতে সমর্থ হয়? একবার পাপ করিয়া সহস্র প্রক্ষালন কর, সে চিহ্ন আর উঠিবেনা। স্মৃতি চিরদিন সে পাপের কথা মনে জাগ্রত করিয়া তোমাকে দগ্ধ করিবে। ম্যাক্‌বেথ বলিয়াছেন এ রক্ত চিহ্নে সমুদয় সমুদ্রের সুনীল জল রক্তবর্ণ হইবে। হায়! পাপের চিহ্ন কিসে যাইবে?

❀ ❀ ❀

সর্প যেমন নির্ম্মোক ত্যাগ করে, সেইরূপ লোকে পাপ করিয়া নিজে প্রকাশ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়।

❀ ❀ ❀

পাপী পাপ করিয়া অনুতাপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পুনরায় এ পাপকার্য্য করিবনা বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে, পবিত্র হইয়া থাকে।

২৪এ কার্ত্তিক।

পল্লীর বালকবালিকার সহিত সমস্ত দিন ক্রীড়া কৌতুকে কাটাইয়া সন্তান যখন ধূলিধূসরিত দেহে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তখন জননী কি করেন? সে আশা করিয়া আসে, যে গিয়াই জননীর ক্রোড়ে স্থান পাইব, এই ভাবিয়া সে ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক জননীর দিকে ধাবিত হইয়া আসে, কিন্তু মাতা তাহাকে বলেন তুমি বাহু প্রসারণ করিয়া আসিতেছ কেন? তোমার অঙ্গে ধূলি থাকিতে আমি তোমায় কোলে লইবনা। তোমাকে বার বার নিষেধ করি, তবুও তুমি ধূলি মাখিয়াছ? শিশুর প্রসন্ন মুখ বিষন্ন হইয়া যায়, সে দাসদাসীদের নিকট ছুটিয়া গিয়া বলে, আমায় শীঘ্র পরিষ্কার করিয়া দাও, নতুবা মা আমাকে ক্রোড়ে করিবেননা। অঙ্গের ধূলি ধৌত করিয়া যখন শিশু পুনরায় মাতার নিকট আসে, তখন তিনি তাহাকে পুনরায় স্বীয় স্নেহকোল প্রদান করেন।

পাপীর প্রতি ঈশ্বরের ব্যবহারও ইহার অনুরূপ। মানবাত্মা যখন সংসারের পাপপঙ্কে মলিন হইয়া তাঁহার সহিত যোগ স্থাপনের জন্য প্রয়াস পায়, তখন সে তাঁহার ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হয়না। ঈশ্বর বার বার বলিতে থাকেন "তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপপোষণ করিবে, অথচ আমার সহিত যোগ স্থাপন করিতে আসিবে, ইহা হইতেই পারেনা। তুমি প্রথমে পাপ-মলা ক্ষালন করিয়া এস।" ঈশ্বরসহবাসের সুখ যাঁহারা একবার উপভোগ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই যাতনা অসহ্য।

২৫এ কার্ত্তিক।

দুর্য্যোধন যুদ্ধ যাত্রায় প্রস্তুত হইয়া জননীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণার্থ পরম ধার্ম্মিকা গান্ধারীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। মাতার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন "জননি, আশীর্ব্বাদ করুন, যুদ্ধে জয়লাভ করি।" গান্ধারী অন্যায় সমরে গমনোন্মুখ দুরাচার পুত্রকে যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি জগতের পূজ্যা হইয়াছেন। তিনি কহিলেন "বৎস, যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" যে পক্ষে ধর্ম্ম তাহারই জয় হউক। গান্ধারী নিজ পুত্রের অন্যায় ব্যবহার জানিয়াও অন্যায় পক্ষের জয় হউক এরূপ কামনা করিলেননা। গান্ধারীর ধর্ম্মভাব মাতৃস্নেহ অপেক্ষা কি উন্নত!

২৬এ কার্ত্তিক।

যাঁহার মুখে ভক্তির ভাষার আড়ম্বরপূর্ণ ডাক নাই, কিন্তু প্রাণের মধ্যে পরমেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা, জীবন্ত ঈশ্বরের সংস্পর্শে পবিত্রতার উৎস যাঁহার চরিত্রের মূলদেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে, অপবিত্রতার প্রতি যাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা, অন্যায়ের প্রতি যাঁহার আন্তরিক বিরক্তি, সাধুতার প্রতি যাঁহার অকৃত্রিম আস্থা, এরূপ ব্যক্তি যেখানে বাস করেন, সেখানে অজ্ঞাতসারে যেন একপ্রকার বিশুদ্ধ বাতাস প্রস্তুত হয়, সে বায়ুতে যে থাকে তাহারই চরিত্র উন্নত হয়। এরূপ ব্যক্তির পরিবার ও পরিজনগণ চরিত্রের নীরব শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। হয়ত সেই সাধু মুখে উপদেশ দেননা, কাহাকেও ডাকিয়া নীতিমার্গ প্রদর্শনের চেষ্টা করেননা, কিন্তু তাঁহার চরিত্র নিঃশব্দে সকলের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তিনি উগ্র নন, তথাপি তাঁহার ভয়ে লোকের পাপপ্রবৃত্তি প্রকাশ পাইতে পারেনা। তিনি কঠোর নহেন, তথাপি অন্যায়কারী তাঁহাকে দেখিয়া ম্লান হইয়া যায়। তিনি দূরে থাকেন, তথাপি তাঁহার জীবন্ত চরিত্র নির্জ্জনে অন্ধকারে পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষে প্রহরীর কার্য্য করিয়া থাকে। প্রকৃত চরিত্রবান্ লোকের এত তেজ, প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের এত শক্তি, তাহা নিস্তব্ধভাবে সকলকে শাসনাধীন করিয়া আনে।

২৭এ কার্ত্তিক।

নির্ব্বোধ বণিক খেলনার বাহিরে চিত্র বিচিত্র করিয়া পাড়ায় বিক্রয় করিতে গেল। বালকের স্বভাব বর্ণ দেখিয়া মুগ্ধ হয়। পল্লীর শিশুরা চিত্র বিচিত্র খেলনাগুলি কিনিয়া লইল। কিন্তু দুই তিন বার মৃত্তিকার সংঘর্ষণ লাগিতে না লাগিতে সমুদয় চিত্র উঠিয়া গেল। মানব সেইরূপ চরিত্রের বাহিরে সাধুতার বর্ণ মাথাইয়া দুই দিন মন হরণ করিতে পারে, কিন্তু সংসারের পরীক্ষায় সে উপরের সাধুতা অধিক দিন রক্ষা পায়না।

বাহিরের সাধুতার দিকে যাহার দৃষ্টি, তাহার ন্যায় অবিশ্বাসী কে? কারণ সে ঈশ্বর ঈশ্বর করে, অথচ অন্তরে অন্তরে অসাধুতা ও বাহিরে সাধুতা রাখিয়া ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করে।

২৮এ কার্ত্তিক।

মহাত্মা চৈতন্য একদিন জগন্নাথ দেখিতেছিলেন। লোকে লোকারণ্য। এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক গরুড়স্তম্ভে একপদ ও চৈতন্যের স্কন্ধে অপর পদ রাখিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ নিষেধ করাতে তিনি ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া চৈতন্যের চরণে পতিতা হইয়া প্রণাম করিলেন। চৈতন্য উত্তর করিলেন "হে নারি, আমি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি ধন্যা। তোমার অনুরাগই প্রকৃত অনুরাগ। তুমি অনুরাগে মুগ্ধ হইয়া আমার স্কন্ধে চরণ রাখিয়াছিলে, তথাপি তোমার জ্ঞান ছিলনা, তোমার ন্যায় অনুরাগ আমার হউক। তোমার পবিত্র চরণ স্পর্শে অদ্য আমি ধন্য হইলাম।"

❀ ❀ ❀

উন্নতি অন্বেষণ করিয়াছি বিনয়ে তাহা পাইয়াছি; পুরুষকার অন্বেষণ করিয়াছি সত্যেতে তাহা পাইয়াছি; গৌরব অন্বেষণ করিয়াছি ঈশ্বর ভয়ে তাহা পাইয়াছি; মহত্ত্ব অন্বেষণ করিয়াছি ধৈর্য্যে তাহা লাভ করিয়াছি; শান্তি অন্বেষণ করিয়াছি বৈরাগ্যে তাহা লাভ করিয়াছি; সম্পদ অন্বেষণ করিয়াছি নির্ভরে তাহা লাভ করিয়াছি।

২৯এ কার্ত্তিক।

মনের সহিত পরমেশ্বরকে প্রীতি করিবে এবং সংসারে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। ইহাই তাঁহার পূজা, ইহাই মনুষ্যের কৃতার্থ হইবার উপায়; ইহা দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ হইবে। তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন ভিন্ন জীবের আর গতি নাই।

❀ ❀ ❀

কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া পরলোকে সাহায্য লাভার্থে পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে।

❀ ❀ ❀

পরলোকে সাহায্যের জন্য পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, জ্ঞাতিবন্ধু কেহই থাকেননা, কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

❀ ❀ ❀

একাকী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে একাকীই মৃত হয় একাকীই স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতিফল ভোগ করে।

৩০এ কার্ত্তিক।

—o—

প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন পুত্তিকারা যে প্রকারে বল্মীক নির্ম্মাণ করে, সেই প্রকারে ধর্ম্মকে শনৈঃ শনৈঃ উপার্জ্জন করিবে। এখানে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ চরিত্রগঠন। পুত্তিকাদের বল্মীক নির্ম্মাণ অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কত দিন কত বৎসর চলিয়া যায় তবে একটী বল্মীক নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয। ধর্ম্মসাধনও এইরূপ ধীরে ধীরে করিতে হয়। আপনাদের জীবনকে নিয়মিত করা, প্রবৃত্তিকুলকে শাসন করা, কুপ্রবৃত্তিকে নিস্তেজ ও সাধু আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করা, আপনাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করা, অতিশয় সময় ও কঠোর সাধন সাপেক্ষ। অভীষ্ট পথ হইতে কতবার যে দূরে পড়িয়া যাইতে হয়, প্রতিজ্ঞার বন্ধন কতবার যে শিথিল হইয়া যায়, তাহা ধর্ম্মপথের প্রত্যেক পথিক অবগত আছেন। অনবরত চেষ্টা ও অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে করিতে বহুদিনে চিত্ত সংযত হইয়া আসে। এই অপরাজিত ধৈর্য্যশক্তি সকলের থাকেনা। জীবনের সকল বিভাগেই সহিষ্ণুতার প্রয়োজন; ধর্ম্মজীবনে তাহা আরও প্রয়োজনীয়। ধর্ম্মের পথ, উন্নতির পথ, সাধনের পথ, মহা সহিষ্ণুতার পথ। হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে লিখিয়া রাখ, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা।

পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিরাই ঈশ্বরের দর্শনেব অধিকারী, এই উপদেশ সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের সাধুগণের উক্তির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যীশু বলিয়াছেন "পবিত্রচেতারাই ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন।" উপনিষদে ঋষিগণ বলিয়াছেন "জ্ঞান প্রসাদে সাধকের অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন তিনি ধ্যানপরায়ণ হইলে সেই পরমপুরুষকে দর্শন করেন।"

উভয় স্থানেই এক কথা। যে পবিত্র চিত্ততার এত গুণ, এত উচ্চ অধিকার, সে বস্তু কি? পবিত্র চিত্ত শব্দটী সচরাচর মানব মনের বৃত্তি বিশেষ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ আংশিক নহে, সমগ্র জীবনক্ষেত্রের উপরে ইহার অধিকার। কোন্ ব্যক্তির চিত্ত প্রকৃতভাবে পবিত্র?

প্রথম যাঁহার চিত্ত সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরেরই গৌরব অন্বেষণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মেরই জয় হউক, সত্যেরই জয় হউক এই তাঁহার অকপট ইচ্ছা। তাহার তুলনায় তিনি আপনার জয় পরাজয়কে অতি সামান্য বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ যিনি সকল বিষয়ে নিঃস্বার্থ ও মহৎ লক্ষ্য রাখিয়াই কার্য্য করেন। কোন প্রকার নিকৃষ্ট বা স্বার্থপর অভিসন্ধির সঞ্চার দেখিবামাত্র অনুতাপিত চিত্তে তাহাকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তি জীবনের কুটিল পথ দেখিতে পাননা। সর্ব্বদাই তাহা সরল রেখাতে প্রসারিত দেখিতে পান। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইহাদের বাল্যসুলভ সরলতা ও অমায়িকতা বিনষ্ট হয়না। সংসারে চাতুরী দ্বারা কিরূপে কার্য্যোদ্ধার করিতে হয় তাহা

তাঁহারা জানেননা। নিজ হৃদয়ের পবিত্রতার মধ্যে সর্ব্বদা বাস করেন বলিয়া ইহারা যেখানে সাধুতা নাই সেখানেও হয় ত সাধুতা দেখিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তি সময়ে সময়ে অপরের দ্বারা প্রতারিত হন বটে, কিন্তু ইঁহাদের এই সন্তোষ, যে অপর কেহ তাঁহাদের দ্বারা প্রতারিত হননা।

তৃতীয়তঃ যিনি জীবনের কর্ত্তব্যপালনে বা ধর্ম্মের অনুসরণে আপনার চিন্তাকে সাংসারিক ক্ষতিলাভের গণনা দ্বারা বিচলিত হইতে দেননা। কংফুচ বলিতেন "মহামনা ধার্ম্মিক ব্যক্তির চিত্ত কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে নিযুক্ত, ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির চিত্ত ক্ষতিলাভ গণনাতে নিযুক্ত।" পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিতে ক্ষুদ্রাশয়তা নাই।

চতুর্থতঃ সাধুতাতে যাঁহার অকপট প্রীতি। সেই প্রীতির বিমল বায়ুতেই তিনি সর্ব্বদা বাস করেন। সাধুতার চিন্তা তাঁহার হৃদয় মনের পক্ষে সুমিষ্ট পরমান্ন তুল্য। মৎস্য যেমন পরম আনন্দেজলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়,তিনি সেইরূপ পবিত্র চিন্তাতেই বিহার করিতে ভাল বাসেন। যাঁহার চিত্ত এইরূপ পবিত্র, তিনি যে ঈশ্বরদর্শনের অধিকারী, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? বহু বহু লোক ঈশ্বরলাভের লালসায় ধর্ম্মসাধন করেন, কিন্তু সকলে ভক্তি ধনের অধিকারী হননা। কারণ তাঁহাদের জীবনে পবিত্রচিত্ততা ও অকপট আত্মবিলোপ নাই। ইহা দেখিয়াই ঋষিগণ বলিয়াছিলেন "অতি নিপুণ ব্যক্তি ব্যতীত অপরে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেনা।" যাঁহারা বলিয়াছেন অনেক তপস্যা ভিন্ন ভক্তি লাভ হয়না তাঁহারা সত্য বলিয়াছেন। পবিত্রচিত্ততা দীর্ঘকাল ও বহু সাধন সাপেক্ষ।

হৃদয়কে উচ্চ লক্ষ্য, মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও নিঃস্বার্থ সত্যানুরাগের উন্নত ভূমিতে তুলিতে অনেক সাধনা, অনেক অনুতাপ, অনেক অশ্রুপাত, অনেক প্রতিজ্ঞা ও অনেক প্রার্থনার প্রয়োজন হয়। এইরূপ করিতে করিতে মন ক্রমে উচ্চভূমিতে উন্নত হইতে থাকে। সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মায় এমন এক পবিত্র অবস্থা জন্মে, যাহাতে মঙ্গলময়ের প্রকাশ অতি উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

১লা অগ্রহায়ণ।

একদা য়িহুদী জাতির পূর্ব্বপুরুষ এব্রাহিম মানবের উপাস্য কে চিন্তামগ্ন চিত্তে তাহার আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে ধসরিত সান্ধ্য আকাশে মৃদু দীপ্তি বিস্তার করিয়া এক তারকা উদিত হইল। এব্রাহিম ভক্তিবিহ্বল চিত্তে বলিয়া উঠিলেন "ঐ আমার দেবতা।" ক্রমে তারকা অস্তগত হইল, তখন এব্রাহিম বিষাদভরে কহিলেন "যাহা অস্ত যায়, তাহা আমার দেবতা নহেন।" আর এক দিন এব্রাহিম দেখিলেন, রজনীর অন্ধকার দূর করিয়া ও অমৃত জ্যোৎস্নায় সকল পদার্থকে সুস্নাত করিয়া সুধাকর উদিত হইতেছে। এব্রাহিম পুনরায় বিমুগ্ধ চিত্তে বলিয়া উঠিলেন "ঐ আমার দেবতা।" রাত্রিশেষে চন্দ্র অস্তাচল চূড়া অবলম্বন করিলে, এব্রাহিম পুনরায় কহিলেন "যদি আমার দেবতা আমাকে সুপথ দেখাইতে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে না রহিলেন, তবে আমি অন্ধকারে পথহারা হইয়া পড়িব।" ঊষাকালে চারিদিক লোহিতবর্ণ করিয়া সূর্য্য প্রকাশিত হইলে, এব্রাহিম কহিলেন "ঐ আমার দেবতা উদয় হইতেছেন।" দিবাশেষে সূর্য্য অস্তাচল গমনোন্মুখ হইলে এব্রাহিম প্রজাগণের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন "প্রজাগণ, আমাদের উপাস্য প্রভু কে শ্রবণ কর, যিনি ধরণী ও আকাশ সৃজন করিয়াছেন, যিনি সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকারাজির সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই আমাদের প্রভু ; তদ্ব্যতীত আর কেহ প্রভু নাই। এখন হইতে আমার দৃষ্টি তাঁহারই অভিমুখে ধাবিত হইবে।"

২রা অগ্রহায়ণ।

ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ব বেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ এ সমুদয়ই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

শ্রী শ্রী শ্রী

চতুর্দ্দিক জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইলে সামান্য পল্বলের জলে লোকের যে প্রয়োজন, পরমেশ্বরকে যিনি জানিয়াছেন সমুদয় বেদেও তাঁহার সেই প্রয়োজন।

শ্রী শ্রী শ্রী

পক্ষিশাবক যত দিন কুলায় মধ্যে থাকে ততদিন নিজ আবাস কোটরের অতিরিক্ত কিছু জানেনা, নিজ আবাস তরুর চতুর্দ্দিকস্থ কয়েকটা বস্তু ভিন্ন কিছু দেখেনা, সেই সময়ে তাহার মনের এক প্রকার ভাব থাকে, কিন্তু তাহার পক্ষপুটে বলের সঞ্চার হইলে সে নিজ কুলায় ত্যাগ করিয়া যেদিন জননীর সঙ্গে আকাশ মার্গ প্রদক্ষিণ করিবার জন্য বাহির হয়, যখন সে প্রভাতকালে শূন্যদেশে উঠিয়া নবোদীয়মান তপনের তরুণ কান্তি ও বহুদূর প্রসারিত ক্ষেত্ররাজি দৃষ্টিগোচর করিতে থাকে, তখন তাহার মনে আর এক প্রকার ভাব উপস্থিত হয়। তখন তাহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের আনন্দ ধারা সুস্বরলহরী রূপে বিনিঃসৃত হইতে থাকে। সেইরূপ মানবাত্মা যতদিন পরমেশ্বরের সহবাস সুখে বঞ্চিত থাকে, যতদিন সেই অনন্ত ভাবে নিমগ্ন হইতে না জানে, ততদিন গ্রন্থ সাধু অবতার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলায়ে বাস করে, কিন্তু একবার পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিলে তাহার অন্তরে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

৩রা অগ্রহায়ণ।

ব্রহ্মই যাঁহার শাস্ত্র, ব্রহ্মই যাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক, তিনিই প্রকৃত বিশ্বাসী।

❀ ❀ ❀

ঈশ্বরের সম্মুখীন হইলে মানবাত্মার ভাব সাগরে যত তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে, তাহার সমুদয় কি কোন গ্রন্থে নিবদ্ধ করা সম্ভব? পরমেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগের সুখ যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ মাধুর্য্য দর্শনে যাঁহাদের প্রেমসিন্ধু সময়ে সময়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের নিকট মনুষ্য প্রণীত ও গ্রন্থ বিশেষে নিবদ্ধ বচনাবলী কখনই সম্পূর্ণ শাস্ত্র রূপে গৃহীত হইতে পারেনা। যিনি সৌভাগ্যক্রমে এ জীবনে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ব্রহ্মই তাঁহার শাস্ত্ররূপে পরিণত হন। ঈশ্বরের জীবন্ত প্রাণপ্রদ পবিত্র সত্তার মধ্যে অবগাহন করিয়া আত্মা এক প্রকার নূতন বিশ্বাস ও নূতন ভাব লাভ করে এবং তখন বিবেকের প্রত্যেক বিধি ও নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে অপরাধ করিয়া লোকে জানিলে কি ভাবিবে এ চিন্তা মনে উদয় হয়না, আমার আরাধ্য দেবতার চরণে অপরাধী হইলাম, এই গভীর ক্ষোভে প্রাণ অধীর হয়।

৪ঠা অগ্রহায়ণ।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি কদাপি ভয়প্রাপ্ত হননা।

আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বিষয়েরই ধারণা করিতে পারে। যাহা অসীম ও অপার তাহার ধারণা করিতে মানব মন পরাহত হইয়া যায়। আমরা যাহা জ্ঞান দিয়া বুঝি ও চিত্তে ধারণা করিতে পারি, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিনা। এই ব্রহ্ম যাঁহাকে ধারণা করিতে আমাদের মন পরাস্ত হইয়া যায় এবং বাক্য যাঁহার কথা প্রকাশ করিতে পারেনা, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কখনও ভয় পাননা। যিনি বিশ্বাস নয়নে তাঁহার সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ উজ্জলরূপে প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি আপনাকে সেই মহাসত্তায় লগ্ন দেখিতেছেন, যিনি আপনাকে তাঁহার অনন্তজ্ঞানের বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন, যিনি আপনাকে তাঁহার অনন্ত প্রেমের বস্তু বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তিনি আর কোন ভয়ে ভীত হননা, তিনি আপনাকে সেই অনন্ত পুরুষের জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যশক্তি দ্বারা বিধৃত দেখিয়া নির্ভয় হইয়াছেন।

৫ই অগ্রহায়ণ।

আজ তুমি বিপদে কাতর হইয়া পড়িতেছ, মনে মনে ভাবিতেছ, এই বিপদই তোমাকে উন্নতির দিকে যাইতে বাধা দিতেছে; কিন্তু বিপদের নিকষ পাষাণে যদি তোমার শক্তি পরীক্ষিত না হইয়া থাকে, তবে তোমার শক্তির অধিক মূল্য নাই। সংসারে কিছু করিবে বলিয়া যদি মনে মনে সংকল্প করিয়া থাক, তবে বিপদে ভীত হইওনা, ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হও। যুদ্ধে এক পক্ষের পরাজয় নিশ্চিত। যদি তুমি বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দেও, তবে জানিও, তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য। আর যদি দৃঢ়তার সহিত বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পার, তবে দেখিবে, বিপদ পলায়ন করিবে। যে বিপদকে ভয় করে, সে বিপদে পলায়ন করে। আর যে বিপদে সাহস প্রদর্শন করে, বিপদ তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করে। মনে রাখিও বিপদ, বিপদ নয়, বিপদ তোমার শক্তি সঞ্চারের হেতু, বিপদ তোমার সম্পদের হেতু।

৬ই অগ্রহায়ণ।

—o—

মহর্ষি ঈশাকে একদিন তাঁহার এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "প্রভো, অপরাধী ব্যক্তিকে কয়বার ক্ষমা করিব? সাতবার?" যীশু উত্তর করিলেন "না। সপ্ততিগুণ সাতবার।" অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তি যতবার ক্ষমা চাহিবে ততবারই তাহাকে ক্ষমা করিবে। মহর্ষি ঈশা যে বিধি স্থাপন করিলেন, আমাদের সহিত প্রভু পরমেশ্বরের ব্যবহার তাহারই অনুরূপ। এমন কথা কেহ কোন দিন শোনেন নাই, যে পাপী ঈশ্বরের দ্বার হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। যে ব্যক্তি অনুতাপের অশ্রু লইয়া ক্ষমা চাহিয়াছে, সে শুদ্ধ ক্ষমা নহে, কিন্তু পুরস্কার ও নবজীবন পাইয়াছে। কোন্ পাপী ইহার সাক্ষ্য দিবেনা? আমরা শুষ্ক ও নিরাশ হৃদয়ে কতবার তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া আশা ও উৎসাহের বাণী শ্রবণ করিয়াছি। যতবার অন্তরে সাধু আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছে, ততবারই তাঁহার ইঙ্গিতরূপে প্রাণে আশা সঞ্চারিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সহস্রবার সংকল্পভ্রষ্ট হইয়াছে তাহার জন্যও ব্রহ্মকৃপার দ্বার উদ্ঘাটিত। যে ব্যক্তি যৌবনে ধর্ম্মের পথে আসে নাই সে যদি প্রৌঢ়াবস্থায় আসে, ঈশ্বরের কৃপার দ্বার তাহার নিকটেও উন্মুক্ত। তাঁহার ক্ষমার কথা ভাবিলে হৃদয়ে বল ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। যখন প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রামে মানব অবসন্ন ও নিরাশ হইয়া পড়ে, পরমেশ্বর তখনও তাহার প্রতি আশান্বিত থাকেন।

৭ই অগ্রহায়ণ।

তাপসী রাবেরা একদা মক্কাতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। বহুদূর হইতে অনেক ক্লেশ ও পথশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্তদেহে মক্কা নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, যে বহুসংখ্যক পুরুষ ও নারী কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তিনিও তাঁহাদের ন্যায় কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বহুদিনের প্রাণের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য কাবা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যথানিয়মে ধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। অবশেষে হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, প্রাণ জুড়াইলনা। তখন তিনি কাতরভাবে বলিলেন "হায়! আমি কি নির্ব্বোধ, আমি তাঁহাকে বাহিরে অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু তিনি আমার প্রাণেই অধিষ্ঠান করিতেছেন।"

* * *

মাডাম গেঁও প্রাণের ব্যাকুলতার আবেগে অধীর হইয়া হৃদয়ে ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইলনা। একদা তিনি শ্রবণ করিলেন সেই নগরে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তিনি সেই সাধুর সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া হৃদয়ের অভাব জানাইলেন। সাধু পুরুষ উত্তর করিলেন "ভদ্রে, যাহা প্রাণে অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা তুমি বাহিরে অন্বেষণ করিতেছ, সেইজন্য তুমি পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছনা।"

৮ই অগ্রহায়ণ।

একজন যুবক বহুদিন অপরিণীত অবস্থায় বাস করিতেছেন। যুবক কৃতী পুরুষ। নিয়ম পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। একখানি সুন্দর বাটী আছে এবং বাটী সজ্জিত করিবার উপকরণ ও তৈজসপত্রেরও অভাব নাই, কিন্তু গৃহলক্ষ্মী রমণীর অভাবে তাঁহার গৃহের শৃঙ্খলা নাই। দাসদাসী আছে, তাহারা অশাসিত ও তাঁহার ধনহরণ করিয়া থাকে। তাঁহার যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়, কিন্তু ভাল করিয়া আহার করিতে পাননা। দ্রব্য সামগ্রী রহিয়াছে, কিন্তু কে তাহা যথাস্থানে সুসজ্জিত, রক্ষিত ও পরিষ্কৃত রাখে। এইরূপ চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। ক্রমে ঐ যুবক একজন সুশিক্ষিতা সচ্চরিত্রা গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা ও উন্নত-হৃদয়া নারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সেই রমণী গৃহে পদার্পণ মাত্র তাঁহার আগমনের পরিচয় পাওয়া গেল। দাসদাসীর কলরব, বিবাদ বিসম্বাদ ও চৌর্য্য নিরস্ত হইল। বাড়ী ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইল, বাড়ীর কোথাও এমন কোণ রহিলনা যেখানে উক্ত রমণীর আগমনের চিহ্ন প্রকাশ পাইলনা। সমুদয় সুসজ্জিত হইয়া নবশোভা ধারণ করিল। সেই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেই জানা যায়, যে তাহার একজন কর্ত্রী আছেন। আবার উক্ত নারী যখন পীড়িত হইয়া শয্যাশায়িনী হন, তখনই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। গৃহস্থের গৃহের পক্ষে লক্ষ্মীস্বরূপা নারী যেমন, মানবজীবনের পক্ষে ঈশ্বর-প্রীতিও তদ্রূপ। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক তাঁহারা ইহার গূঢ় মর্ম্ম অবগত আছেন।

৯ই অগ্রহায়ণ।

এই ঈশ্বর-প্রীতি যখন হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে, তখন জীবনের সকল বিভাগে শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়; তখন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ, কথা শুনিয়া সুখ, তখন কোন প্রকার সৎকার্য্য করিয়া সুখ, চারিদিকেই আনন্দ ও সুখের সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার এই ঈশ্বর-প্রীতি যখন ক্ষীণভাব ধারণ করে, তখন জীবনের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়; চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ঘটে। ভাল ভাবিয়া কার্য্য করিতে যাই, অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। অমৃত বলিয়া যাহার সেবা করি, তাহাতে গরল উদ্গীরণ করে। বন্ধুভাবে যাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাই, তাহার সহিত শত্রুতা ঘটিয়া যায়। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বোধে কার্য্য করি, কিন্তু করিয়া সুখ পাইনা। হৃদয় মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক হইয়া যায়। স্ত্রী পুত্র পরিজন যাহাদের সহিত স্নেহ ও ভালবাসার সম্বন্ধ, তাহাদের মুখ যেন দেখিতে ইচ্ছা করেনা। অল্পে উত্যক্ত হই, অল্পে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, অল্পে বিবাদ উপস্থিত হয়।

এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক কখনই স্থির থাকিতে পারেননা। সামান্য মাথা ধরিলে লোক কাজ করিতে পারেনা, বলে আমার অসুখ হইয়াছে, আজ আমোদ প্রমোদ ভাল লাগেনা। ঈশ্বরের উপাসকের পক্ষে এই প্রেম হীন অবস্থা আত্মার রোগ স্বরূপ।

১০ই অগ্রহায়ণ।

একজন গৃহস্থ রাত্রিকালে স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া ঘুমাইতেছে, যদি সহসা নিশীথ সময়ে জাগরিত হইয়া দেখে যে তাহার গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে, অগ্নিশিখা ধক্ ধক্ করিয়া গগন স্পর্শ করিয়াছে, তখন সে কি আর নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত থাকিতে পারে? সে তৎক্ষণাৎ শিরে করাঘাত করিয়া উঠে ও বলে প্রতিবেশিগণ, আমায় রক্ষা কর, আমার গৃহ দগ্ধ হইয়া যায়। সেইরূপ যদি ঈশ্বরের কোন প্রকৃত উপাসক হঠাৎ জাগ্রত্ হইয়া দেখিতে পান, যে অবিশ্বাস ও শুষ্কতা অজ্ঞাতসারে তাঁহার আত্মাকে গ্রাস করিতেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি অস্থির হইয়া উঠেন। আত্মার এই সর্ব্বনাশের ভয় থাকিতে তিনি আর স্বচ্ছন্দ মনে আহার বিহার করিতে পারেননা। ব্যাকুল হইয়া শিরে করাঘাত করিয়া বলেন "ধর্ম্মপথের বন্ধুগণ, কে কোথায় আছ শীঘ্র দেখা দাও। আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত!"

১ই অগ্রহায়ণ।

—o—

যখন কোন মৃতদেহ শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন অল্পক্ষণের মধ্যেই পালে পালে গৃধিনী শকুনি প্রভৃতি বিহঙ্গম তথায় উপস্থিত হয়। কে এতগুলি পক্ষীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে? কে তাহাদিগকে এই ঘটনার সংবাদ দেয়? যে পক্ষীটী আসে সেই ত অনন্যমনা হইয়া উদরপূরণে রত হয়, সে আর গৃহের অভিমুখে যায়না তবে, অন্য পক্ষীরা সংবাদ পায় কিরূপে? একটী পক্ষী আকাশে উড়িতে উড়িতে দেখিল, যে অপর দুইটী পক্ষী একাগ্রমনে বসিয়া কি করিতেছে, ভাবিল, ওখানে নিশ্চয় কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য আছে, সে তৎক্ষণাৎ অবতরণ করিল। অবতরণ করিয়াই সে ভোজনে রত হইল, আর অন্যত্র যাইতে চায়না, যেখানে দুইটী ছিল সেখানে দশটী হইল, যেখানে দশটী ছিল সেখানে বিশটী হইল এইরূপে দেখিতে দেখিতে শ্মশান পক্ষীতে পূর্ণ হইয়া গেল। আবার যখন খাদ্যদ্রব্য শেষ হয়, তখন তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয়না। দুই একটী পক্ষীর মুখ পশ্চাতে ফিরিয়াছে, দুই একটী উড়িয়া বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছে, ইহা দেখিলেই যাহারা আসিতেছিল তাহারা পথ হইতেই ফিরিয়া যায়। নির্জ্জন শ্মশান পুনরায় নির্জ্জন ভাব ধারণ করে।

১২ই অগ্রহায়ণ।

—o—

ধর্ম্মপ্রচারের প্রণালীও এই। যখন দশজন লোক বাস্তবিক কোন প্রকার পরিত্রাণপ্রদ বস্তু পাইয়া তাহাতে নিমগ্ন হয়, তখন আর কলরব করিয়া অপর লোককে সংবাদ দিতে হয়না। তাহাদের একাগ্রভাব দেখিলে বুভুক্ষু ও তৃষিত ব্যক্তি মাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। যে আসে এই একপার্শ্বে বসিয়া যায় ও অমৃতাস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়। মানব, তোমার আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়, এমন সত্য বস্তু কি তুমি জীবনে পাইয়াছ? তুমি কি পরমেশ্বরের উপাসনারূপ মহামন্ত্র পাইয়া এরূপ বিবেচনা করিতেছ যে পরমপদার্থ লাভ করিয়াছ? ইহাতে কি তোমার মনপ্রাণের লয় হইয়াছে? তোমার ইষ্টদেবতার চরণে কি নিমগ্ন হইয়া বসিতে পারিতেছ? ধর্ম্মসাধন পরের জন্য নয়, ইহাতে তোমার জীবন মৃত্যু নিহিত আছে, ইহা যদি অনুভব করিতে না পারিয়া থাক, তবে বলি, তুমি ধর্ম্মসাধনের উপযুক্ত নও।

১৩ই অগ্রহায়ণ।

অগ্নি যেমন ঘৃতাহুতি দ্বারা নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিষয়োপভোগ দ্বারা বাসনা শান্ত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হয়।

শ্রী শ্রী শ্রী

যে সমুদয় বিষয় লাভ করে ও যে সমুদয় বিষয় বাসনা ত্যাগ করে, এই উভয়ের মধ্যে বিষয়োপভোগী অপেক্ষা বাসনাত্যাগীই প্রশংসনীয়।

শ্রী শ্রী শ্রী

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃতশরীর কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন, ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন। অতএব আপনার সাহায্যার্থে ক্রমে ক্রমে নিত্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। জীব ধর্ম্মের সাহায্যে দুস্তর সংসার অন্ধকার উত্তীর্ণ হয়।

১৪ই অগ্রহায়ণ।

সত্য ঈশ্বরের অসি, এই অসি যাহার উপর পতিত হয়, তাহাকে ছিন্ন না করিয়া ফিরেনা।

* * *

ঈশ্বরের পথে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতি প্রকৃত প্রেম লাভ করা যায়না।

* * *

বিনিময়ের জন্য যে প্রেম, বিনিময়ের অভাবে সেই প্রেমের অভাব হয়।

* * *

মানব স্বীয় জীবনে উন্নতি সাধনের এবং সদনুষ্ঠানের যত সুযোগ ও সুবিধা পায়, তাহার এক একটী ঈশ্বরের এক একটী আহ্বান ধ্বনির ন্যায়। বাইবেলে কথিত আছে ঈশ্বর যখন আদম, তুমি কোথায় বলিয়া ডাকিলেন তখন সে বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইল, উত্তর দিলনা। অনেক সময়ে ঈশ্বর আমাদিগকে আহ্বান করেন, আর আমরা লুক্কায়িত হই, উত্তর দিইনা। প্রতি সুযোগ ঈশ্বরের আহ্বান ধ্বনি।

১৫ই অগ্রহায়ণ।

ইহা ভাবিতেও সুখ, যে এ সংসারে একজন মানুষ আছেন, যিনি আমার ভাল মন্দ সকলই জানেন এবং জানিয়াও আমাকে ভাল বাসেন, তিনি আমার বন্ধু। আমরা ঈশ্বরের প্রতি যেমন নির্ভর করি, সেই অন্তর্যামী আমার সকল জানিয়াও আমাকে ভাল বাসেন ইহা যেমন জানি, আমার বন্ধুর প্রতিও যেন কতকটা সেই প্রকার নির্ভর।

এই নির্ভরে যে কত সুখ, তাহা ভাষাতে কি প্রকারে বলিব? আমার মনের ছিলাটা খুলিয়া যেথানে শয়ন করিতে পারি, সেইত আমার আত্মার প্রকৃত নিলয়।

একবার একজন রমণী কোন এক প্রসিদ্ধ লেখককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি এত ভাল হইলেন কিরূপে?" তিনি উত্তর করিলেন "আমি বন্ধু পাইয়াছিলাম বলিয়া।" ঠিক কথা।

স্বর্গের শিশির যেমন রবিথন্দকে পোষণ করে, তেমনি আমার বন্ধুর আবির্ভাব আমাতে যাহা কিছু ভাল আছে, তৎসমুদয় পোষণ করে। আমাতে যাহা কিছু মন্দ আছে, সেজন্য আমার বন্ধু আমার অপেক্ষাও চিন্তিত ও তাহার বিনাশ সাধনে তৎপর।

১৬ই অগ্রহায়ণ।

আমার বন্ধুর জন্য মানব সমাজ আমার নিকট মিষ্ট, সাধুতায় আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরে আমার প্রীতি, প্রকৃতিতে আমার প্রেম। আমার বন্ধুকে দেখিতে হইলে চক্ষু উপরের দিকে তুলিতে হয়, এইজন্য নীচে যাহা আছে, তাহা দেখিতে ভুলিয়া যাই।

আমি বন্ধুর সঙ্গে যখন থাকি, তখন ধর্ম্মরাজ্যের অন্তঃপুরে বাস করি, কারণ তখন আমি প্রেম পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতার বায়ুমণ্ডলে বাস করি, ধর্ম্মরাজ্যের অন্তঃপুর আবার কাহাকে বলে?

প্রেমের আলিঙ্গনেই সাধুতা প্রস্ফুটিত হয়। মানুষ মানুষকে ধরিয়া তুলিতে পারে, আবার ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণও করিতে পারে। প্রীতি ও শ্রদ্ধার হস্তে ধরিলে মানুষ উঠিয়া দাঁড়ায় এবং সংশয় ও অশ্রদ্ধার আঘাতে মানুষ অনেক সময়ে খঞ্জ হইয়া যায়। বন্ধু আমাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার হস্তে ধরেন, এইজন্য আমি উঠিয়া দাঁড়াই।

পুরাণে পড়িয়াছি, রামচন্দ্রের প্রেমস্পর্শে পাষাণ হইতে অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী নারী অহল্যা বাহির হইল। বন্ধু আমাকে অনুরাগভরে স্পর্শ করেন বলিয়া আমাতে যে সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা

১৭ই অগ্রহায়ণ।

—০—

যে দাবা খেলে তাহার অপেক্ষা যে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার গতি নিরীক্ষণ করে, সে অনেক সময় প্রকৃত পথ দেখিতে পায়, তেমনি আমার বন্ধু পশ্চাৎ হইতে আমার জীবন পথ অধিক লক্ষ্য করেন ও সে পথ নির্দ্দেশ করেন, অতএব আমি দুই চক্ষু বিশিষ্ট হইয়াও চারি চক্ষুর সহায়তা পাই।

বন্ধুর আলিঙ্গন যেন ঈশ্বরের ক্রোড়! কারণ যিনি শিশুকে জননীর ক্রোড়ে রাখেন, প্রণয়িনীকে প্রণয়ীর প্রেমবাহুতে আবদ্ধ করেন, তিনিই মানবাত্মাকে সুস্থ, সুখী ও উন্নত রাখিবার জন্য বন্ধুতার বিধান করেন। বন্ধু দুঃখের মাত্রা হ্রাস করিয়া সুখের মাত্রা বৃদ্ধি করেন, ঈশ্বরের কি করুণা!

নিজের ও অপরের অসাধু প্রবৃত্তির ঘাত প্রতিঘাতে আমার চিত্ত সময়ে সময়ে তিক্ত ও উত্যক্ত হইয়া যায়; আমার বন্ধু সেই তিক্ততার মধ্যে মিষ্টতা ও বিরক্তির মধ্যে সরসতা আনয়ন করেন। তাঁহারই কারণে আমি ঈশ্বরের করুণাতে ও মানব প্রকৃতির সাধুতাতে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হই।

১৮ই অগ্রহায়ণ।

কি গুণে মানব মানবের বন্ধু হয় তাহা বলিতে পারিনা। নিগূঢ় পরিচয় বলিয়া এক পদার্থ আছে। যাহার সঙ্গে মিশিয়া তুমি আমি কত দোষই দেখিতেছি, যে ব্যক্তি আমাদের প্রেম আকৃষ্ট করা দূরে থাকুক, অশ্রদ্ধারই উদয় করিতেছে, তাহাতে তাহার বন্ধু এমন কিছু দেখিয়াছে, যাহার তুলনায় অন্য সকল দোষ উপেক্ষা করিতে পারিতেছে, যে জন্য তাহাতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আবদ্ধ রাখিতে পারিতেছে, যাহা তাহার মনের দৃষ্টির সমক্ষে সততই রহিয়াছে। ইহাই নিগূঢ় পরিচয়।

এই নিগূঢ় পরিচয়ের বিষয়ীভূত পদার্থটী নিঃস্বার্থ প্রেম ও প্রকৃত সাধুতা। কারণ নিঃস্বার্থ প্রেম ও প্রকৃত সাধুতা ভিন্ন অন্য কোনও ভিত্তির উপরে যে বন্ধুতা স্থাপিত হয়, তাহা বন্ধুতা নহে, তাহা মোহ; তাহা ক্ষণভঙ্গুর এবং তাহা আত্মাকে উন্নত না করিয়া অবনতই করিয়া থাকে।

১৯এ অগ্রহায়ণ।

—o—

বন্ধুতার একটী পার্থিব দিক আছে। তন্মধ্যে মানবীয় দুর্ব্বলতার ক্রীড়াভূমিও স্বার্থের লাভালাভের একটা সম্পর্কও আছে; কিন্তু তাহা লইয়া বন্ধুতা নহে, তাহা বন্ধুতার উপসর্গ। বন্ধুতা সর্ব্বদা অপার্থিব ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা আধ্যাত্মিক মাধ্যাকর্ষণ; যাহা অনুভবের বিষয়, প্রকাশ করিবার বিষয় নহে। ঐ অপার্থিব বস্তু ভিতরে থাকাতেই বন্ধুকে দূর হইতে ভাবিলেও আমি উন্নত হই।

বন্ধু লাভ যদি কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি তাহাকে যেন পরম সম্পদ বলিয়া মনে করেন।

২০এ অগ্রহায়ণ।

তোমার বন্ধুগণ এ জগত হইতে বিদায় হওয়া পর্য্যন্ত তোমার প্রীতি ও মধুরতার সুগন্ধিপূর্ণ কৌটা বন্ধ রাখিওনা। তাঁহারা জীবিত থাকিতে থাকিতে উৎসাহ আনন্দ ও প্রীতিপূর্ণ বচনে তাঁহাদের প্রাণে সুধাবর্ষণ কর। পরলোকে প্রস্থান করিলে তাঁহাদের যে গুণাবলী আলোচনা করিবে স্থির করিয়াছ, তাঁহারা ইহলোক হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বেই তাহা কর। যে সৌরভপূর্ণ পুষ্পমাল্যে তাঁহাদের শব সুসজ্জিত করিবে ভাবিয়াছ, জীবদ্দশাতেই তাহা তাঁহাদের গৃহে প্রেরণ কর, তাহার আমোদে সে গৃহ সুবাসিত হউক।

আমার বন্ধুগণের নিকটে যদি প্রীতি ও সদ্ভাবের সুগন্ধিপূর্ণ এরূপ কৌটা থাকে, যাঁহা আমার শব সুরভিত করিবেন বলিয়া তাঁহারা রাখিয়াছেন, তবে অনুরোধ করি, আমার শ্রান্ত ও অবসন্ন চিত্তকে বিনোদন করিবার জন্য এখনই তাহা উদ্ঘাটিত হউক, কারণ এখনই তাহার প্রয়োজন। যে গত হইয়াছে, তাহার প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ তাঁহার জীবনের ভার লঘু করেনা। ঘৃত ধূপ ও চন্দনকাষ্ঠে চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে তাহার সৌরভ পশ্চাতের জীবনে ব্যাপ্ত হয়না। অতএব এস, আমরা এখন হইতেই স্নেহের সুরভিতৈলে বন্ধুগণের তাপিত মস্তক অভিষেক করিতে থাকি।

২১এ অগ্রহায়ণ।

—০—

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরমগুরু হয়েন। মাতা পৃথিবীর অপেক্ষাও গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর।

❀ ❀ ❀

হে মানব, তোমার ভাষায় ঈশ্বরের যত নাম তাহার মধ্যে সুমিষ্টতম নাম কি? জননী কি নহে? জগতের কারণ যিনি, তাঁহাকে পরমজননী বলিয়া যে অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব কর তাহার হেতু কি? অসহায় শৈশবে যাঁহার স্নেহবাহুর আশ্রয়ে থাকিয়া তুমি সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলে, সকল আরাম ও সকল সুখ যাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়া তুমি উপভোগ করিয়াছ, সে পবিত্র স্মৃতিই কি তোমার উপাস্য দেবতাকে এই নাম দেয়না? যাঁহার ক্রোড়ে এই বিশ্ব শয়ান, মানব-সমাজে জননীর ন্যায় তাঁহার প্রতিনিধি আর কে?

জননি, প্রথম যৌবনে দেহ-মন মানব-সেবায় অর্পণ করিয়া ধন্য হইবে বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছিলে, গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা করিতে পারিলেনা বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইওনা। তোমার ক্রোড়ে যে ভাবী মানব-সমাজ, তাহার পালন ও গঠনের ভার তোমার উপর। পুত্রদিগকে ধর্ম্মবীর করিবার ভার তোমার; দুহিতাদিগকে পুণ্য ও পবিত্রতার অম্লানদ্যুতিতে চিরমণ্ডিত করিবার ভার তোমার। এই অধিকার অপেক্ষা কোন্ অধিকার বড়? এ ব্রত অপেক্ষা আর কোন্ ব্রত মহান্? সময় থাকিতে তাহা বুঝিয়া লও। অন্তিম মুহূর্ত্তে বংশধরদিগকে ঈশ্বরের দাসদাসী দেখিয়া স্বর্গে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

২২এ অগ্রহায়ণ।

যে ব্যক্তি নিরাশ, বিষাদপূর্ণ ও দুর্ব্বল হৃদয়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহাকে আশা, আনন্দ ও শক্তি বিধান করেন।

প্রার্থনার দ্বার দিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ কর, সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই ধর্ম্মধন প্রাপ্ত হইবে। সংসারে অতি অল্প সংখ্যক মানবই ঈশ্বরের সত্তাতে সন্দিহান হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি যে মানবাত্মার সঙ্গী ও সহায় ইহা সকলে অনুভব করিতে পারেনা। সেইজন্য নিজ দুর্ব্বলতার দ্বারা মানব অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন মনে ভাবে তাহার পরিত্রাতা কেহ কোথাও নাই এবং অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে বোধ হয় এই অহমিকাও বিদ্যমান থাকে যে তাহার পরিত্রাতা সে স্বয়ং। অপরে যাহা করিয়াছে তাহা কেন আমি পারিবনা, আমি স্বীয় বলেই উঠিব, স্বীয় শক্তিতেই দণ্ডায়মান হইব, স্বীয় চেষ্টাতেই সাধুতার শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিব, অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া মানব তখন একথা ভাবিয়া থাকে। কিন্তু বিধাতার মঙ্গল বিধানে এমন দিন তাহার জীবনে উপস্থিত হয়, যখন প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা ও তাহার প্রবৃত্তিকুল তাহার সে ভ্রম অপনয়ন করে। তখন সে বুঝিতে পারে সে আপনি আপনার রক্ষক ও উদ্ধারকর্ত্তা নহে, আর একজন আছেন যাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তখন ঘোর নিরাশার অন্ধকার চারিদিকে দেখিয়া সে ব্যক্তি প্রার্থনাপরায়ণ হয়।

২৩এ অগ্রহায়ণ।

তখন সে বলে "প্রভো, এতদিন ত বুঝি নাই যে তোমার করুণা চাহিতে হইবে, তোমার উপর নির্ভর করিতে হইবে, এখন তাহা বুঝিয়াছি, এখন তুমি আমাকে তুলিয়া ধর, নতুবা আমি যে ডুবিলাম।" তাহার সে কাতর ক্রন্দন কি বিফলে যায়? না। সেই প্রার্থনার ফলে নিরাশায় আশা, বিষাদে আনন্দ ও দুর্ব্বলতায় শক্তি সঞ্চারিত হয়। কোকিলের কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া ও সুমন্দ মলয়ানিলের সংস্পর্শ পাইয়া লোকে যেমন মনে করে, এইবার আম্রমুকুল প্রস্ফুটিত হইবার সময় আসিতেছে, তেমনি পাপী তখন এমন কিছু শুনিতে পায়, এমন কিছুর সংস্পর্শ পায় যাহাতে সে আশা করে যে তাহার পরিত্রাণের আর বড় বিলম্ব নাই। ঈশ্বরের করুণার বায়ু অঙ্গে লাগিয়া তাহার বহুদিনের সঞ্চিত বিষাদ চলিয়া যায় এবং আশার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার নিরাপদ ভাব তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। ঝটিকার প্রতাপে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গ কুলায়ে উপনীত হইলে যেমন নিরাপদ হয়, উত্তালতরঙ্গময় সাগরবক্ষে আন্দোলিত পোত বন্দরে পৌঁছিলে আরোহিগণ যেমন অনুভব করে আর বিপদ নাই, তেমনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া পাপী মনে করে, জীবনের বন্দরে উপনীত হইয়াছি। কেবল যে আনন্দ হয় তাহা নহে, তৎসঙ্গে সঙ্গে নব বলও প্রাপ্ত হয়। যে স্রোতোমুখে পতিত বেতসলতার ন্যায় লোকভয়ে কাঁপিতেছিল সে সিংহবিক্রমে সত্যপথে দণ্ডায়মান হয়।

২৪এ অগ্রহায়ণ।

আমাদের প্রত্যেকের দৈহিক জীবন যেমন অনন্ত গগনব্যাপী বায়ুমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত, সেই বায়ুমণ্ডল দ্বারা বিধৃত, সেই বায়ুমণ্ডল দ্বারা পরিপুষ্ট, তেমনি আমাদের প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক জীবন এক পূর্ণ সত্তার ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহা দ্বারাই বিধৃত, তাঁহার শক্তি দ্বারাই পরিপুষ্ট। তিনি আমাদের আত্মার সহিত মিশিয়া রহিয়াছেন, একীভূত হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্মজীবন আর কিছুই নহে, আত্মাতে তাঁহার আবির্ভাবের প্রকাশ মাত্র, তাঁহার শক্তির বহিরাবির্ভাব মাত্র। তুমি আপনাকে তাঁহার সঙ্গে একীভূত কর, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ কর, তিনি তোমাকে তুলিবেন, গঠন করিবেন, কার্য্যে নিয়োগ করিবেন।

ধর্ম্মজীবনের যে আশা, তাহা এইজন্য যে তিনি ধর্ম্মাবহ। ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে যে শক্তি, তাহা সেই শক্তির পারাবার হইতে আসিতেছে, জড়জগতে যে শক্তির অদ্ভুত ক্রীড়া দেখিতেছ, যে শক্তি অশনির আঘাতে গিরিশৃঙ্গ বিদারণ করিতেছে, যে শক্তি ঘন কষাঘাতে সাগর তরঙ্গে নৃত্য তুলিয়া অট্টহাস্য করিতেছে, যে শক্তি মেদিনীর কুক্ষিতে থাকিয়া তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপাইতেছে, যে শক্তি দাবানলে প্রজ্জ্বলিত জিহ্বা বিস্তার করিয়া দিগদিগন্তে ছুটিতেছে তাহা কেবল জড়ে আবদ্ধ নহে। যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আকাশে, সেই তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আত্মাতে।

২৫এ অগ্রহায়ণ।

—o—

একবার মহম্মদ কোন যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। অনেক সৈন্য ও সেনাপতি হত ও আহত হইল। যখন সৈন্যদল সায়ংকালে শিবিরে প্রত্যাগত হইল, তখন শিবিরের চারিদিকে ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল। পত্নী পতি হারাইয়া কাঁদিতেছে, মাতা পুত্রশোকে কাঁদিতেছে। সকলে দেখিল, সেই হাহাকার কোলাহল ও ক্রন্দনের রোলের মধ্যে মহম্মদ এক বৃক্ষতলে স্থির ও গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট আছেন, মুখে নিরাশা নাই, কিন্তু তাহা প্রেমের অপার্থিব আভায় উজ্জ্বল।

একজন গিয়া মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিল "হে মহাপুরুষ, তোমারই বিশেষভাবে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তুমি কি করিয়া সুস্থির রহিয়াছ?" মহম্মদ প্রশান্তস্বরে কহিলেন "তোমরা স্থির হও, বিলাপ করিওনা, প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই।"

✻

২৬এ অগ্রহায়ণ।

—o—

মহাত্মা যীশু একদিন শিষ্যদিগকে বলিলেন "দেখ, তোমরা যখন নৈবেদ্য উপহার লইয়া দেব-মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হও, তখন যদি স্মরণ হয়, যে কোন প্রতিবাসীর সহিত তোমাদের বিবাদ আছে, তবে সে নৈবেদ্যের উপহার সেই দ্বারে রাখিয়াই ফিরিয়া যাও, এবং সে ব্যক্তির সহিত বিবাদ মিটাইয়া এস।" ইহার অর্থ এই, কাহারও সম্বন্ধে হৃদয়ে অসদ্ভাব ধারণ করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবৃত্ত হইলে সে আরাধনা ফলদায়ক হয়না। কাহারও সম্বন্ধে অন্তরে অসাধু ভাব পোষণ করিয়া ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বরের করুণা তাহাতে অবতীর্ণ
।।

২৭এ অগ্রহায়ণ।

—o—

কোন পরিবারের জননী একদা প্রাতঃকালে উঠিয়া বালক বালিকাদিগকে ডাকিয়া উপাদেয় দ্রব্য কিছু কিছু প্রদান করিলেন। তাহা লইয়া তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইল, তাহাদের আনন্দ কোলাহলে গৃহপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে জননী সকলকে ডাকিলেন। প্রথমে একটী অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুকে বলিলেন "দাও দেখি, তোমার ঐ ফলটী।" শিশু মার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল "একি! যদি মা আবার চাহিয়া লইবেন, তবে দিলেন কেন? মা অনবরত চাহিতে লাগিলেন, শিশু কি করে অগত্যা মাকে নখে কাটিয়া একটুকু দিল। মা বার বার চাহিতে লাগিলেন, শিশু কিছু কিছু দিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল মা কি স্বার্থপর! যাহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাহারা বলিতে লাগিল "চল, ভাই পলাই, এখানে থাকিলে মা সব কাড়িয়া লইবেন।" এই বলিয়া অধিক বয়স্কেরা বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মা আবার আর একটী শিশুকে ডাকিলেন সেও তেমনি ভাবে নখে কাটিয়া অল্প অল্প দিতে লাগিল। অবশেষে মাতা সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুর নিকট চাহিলেন। চাহিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ জননীকে সব দিল, তাহার নাকি স্বার্থপরতা বিকশিত হয় নাই, তাই সে জননীর হস্তে সকল অর্পণ করিল। মাতা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন; আনন্দে শিশুর দুই হস্ত পূর্ণ করিয়া ফল দিলেন। ক্ষুদ্র হস্তে ধরিলনা দেখিয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন।

২৮এ অগ্রহায়ণ।

যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা আসিয়া দেখিল কনিষ্ঠ শিশুকে মাতা হস্ত ও অঞ্চল পূরিয়া ফল দিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল "মা, একি তোমার অন্যায় ব্যবহার? কোথায় তুমি সকলকে সমান ভালবাসিবে, না তোমার কনিষ্ঠ সন্তানকে বেশী ভালবাসিয়া ইহার হাত পূরিয়া ফল দিয়াছ। আর আমাদিগকে এক একটী দিয়া বিদায় করিয়াছ।" জননী উত্তর করিলেন "ওরে স্বার্থপর সন্তান, একি আমার স্বার্থপর ব্যবহার! পাছে তোদের হস্ত হইতে কাড়িয়া লই, এই ভয়ে তোরা পরের গৃহে গিয়া আশ্রয় লইলি, আবার কথা বলিতেছিস্!" ভাবিয়া দেখিলে পরমপ্রভুর সহিত আমাদের যে ব্যবহার, তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন "দাও, আমার প্রদত্ত প্রীতি আমায় প্রদান কর।" আমাদের এমন পাষণ্ডতা যে পাছে তাঁহাকে দিতে হয় এই ভয়ে পরের বাড়ী সংসারে পলায়ন করি। বলি, "চল এখানে থাকায় প্রয়োজন নাই, ঐ শোন দাও বলিয়া জগন্মাতা ডাকিতেছেন, চল পলায়ন করি।"

২৯এ অগ্রহায়ণ।

—o—

ভাল, ইহাঁর এরূপ ব্যবহারের অর্থ কি? ইনি ভালবাসা দিলেন কেন? দিলেন ত আবার ফিরাইয়া চাহেন কেন? তিনি কি পশুর মত করিয়া রাখিতে পারিতেননা? পারিতেন বই কি? কিন্তু তিনি স্বাধীন প্রীতি চাহেন, তাই প্রীতি ও স্বাধীনতা উভয়ই দিয়াছেন। তাঁহার যে সকল সন্তান বিষয়ের ঘরে লুকাইয়া আছে, তাহারা বলিতেছে "ভাই, ও পথে যাইওনা, যদি প্রীতি দিতে হয়, সংসারে অনেককে দিবার আছে, উনি যদি কাড়িয়া লন।" যাঁহারা সংসারী তাঁহারা গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন "দেখ আমরা কি সুচতুর, আমরা ওপথে যাইনা, যাহারা নির্ব্বোধ তাহারাই ওখানে গিয়া থাকে।" তাই সংসারী বুদ্ধিমান সন্তান, জননীর আহ্বানে কর্ণপাত করিলনা। তিনিই ধন্য যিনি মাতার ক্ষুদ্র শিশুর মত যাই ঈশ্বর বলেন "তোমার প্রাণটি দাও" অমনি "এই লও আমার প্রাণ মন।" বলিয়া তাঁহার হস্তে সকল সমর্পণ করেন। বল দেখি, ভাই ভগিনি, জগৎজননীকে নথে কাটিয়া বিদায় করিতে চাও কি না? এই বড় পরিতাপের কথা রহিল, যে আমরা এখনও আমাদের হৃদয়নাথকে হৃদয় দিতে পারিলামনা। তিনি পাছে কাড়িয়া লন এই ভয়ে সংসারে গিয়া লুকাই। পাছে ক্লেশ পাই, পাছে ঠকিয়া যাই। তাঁহাকে প্রাণ মন দিলে কি ক্লেশ পাইতে হয়? না তাহা নয়, একগুণ দিলে যে দশগুণ পাওয়া যায়। তবে তাঁহাকে জীবনসর্ব্বস্ব প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।

৩০এ অগ্রহায়ণ।

---o---

মানবের ধর্ম্মজীবনের পথে ত্রিবিধ বিপদ। প্রথম সংসারাসক্তি দ্বিতীয় সংশয়, তৃতীয় পাপ। এই তিন প্রকার কারণে মানব ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হয়। বিষয়াসক্তি অসারকে সার করে ও সারকে অসার বোধে উপেক্ষা করে। সংশয় অন্ধকার স্বরূপ ইহা চক্ষু থাকিতে মানুষকে অন্ধপ্রায় করিয়া বিপথে লইয়া যায়। পাপ মৃত্যুর ন্যায় ইহা আত্মার বলবীর্য্য সমুদয় হরণ করিয়া তাহাকে মৃত্যুদশায় উপনীত করে। এই কারণে প্রাচীন ঋষিগণ প্রার্থনা করিলেন "অসতো মা সদ্গময়—অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও।" অর্থাৎ মোহময় বিষয়াসক্তি হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া সত্যস্বরূপ যে তুমি তোমাতে প্রতিষ্ঠিত কর। পরে বলিলেন "তমসোমা জ্যোতির্গময়—অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিস্বরূপে লইয়া যাও।" অর্থাৎ সংশয়স্বরূপ কুহকজাল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে সত্যজ্ঞানে উপনীত কর। তাহার পর বলিলেন "মৃত্যোর্ম্মাহমৃতংগময় —মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও" অর্থাৎ মৃত্যুস্বরূপ যে পাপ তাহার কবল হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া জীবনের জীবন যে তুমি তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রাখ। তৎপরে "আবিরাবীর্ম্মএধি—হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।" অর্থাৎ সেই সত্যস্বরূপের প্রকাশেই বিষয়াসক্তি সংশয় ও পাপ এই ত্রিবিধ বিপদই নিরস্ত হয়। তাঁহার আলোকেই মানব অসার ও সার চিনিয়া লয়, সত্য জ্ঞানের পথ নির্ণয় করিতে পারে এবং আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়া পাপ প্রবৃত্তি দমন করিতে সমর্থ হয়।

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

হে তাত, যে কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়না।

এই উক্তির মধ্যে কিরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কল্যাণ যাহার চিন্তাতে, কল্যাণ যাহার অভিসন্ধিতে, কল্যাণ যাঁহার কার্য্যে, এরূপ ব্যক্তি কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়না, ইহা কি সত্য?

'যে কল্যাণ চায় সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না' ইহার অর্থ এই যে ব্যক্তি কল্যাণকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছে, যে ব্যক্তি কল্যাণের অভিমুখে চলিতেছে, যে ব্যক্তি কল্যাণকে কার্য্য দ্বারা লাভ চাহিতেছে, তাহার সে শুভ উদ্দেশ্য কখনই বিনষ্ট হয়না, তাহা সাধিত হইবেই হইবে। এজগতে যাহা সৎ তাহার বিনাশ নাই। আমার দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল, যে আমি শত শত নরনারীকে এক ভাবে ও এক প্রাণে আবদ্ধ করি, আমার হৃদয়ের বিশ্বাস শত শত হৃদয়ে স্থাপন করি, আমার অপ্রিয় যাহা তাহার উন্মূলন করি, সে আকাঙ্ক্ষা হয়ত পূর্ণ হইলনা। এজীবনে হয়ত আমার প্রতি অনুরক্ত লোক অপেক্ষা আমার প্রতি বিরক্ত লোকের সংখ্যাই অধিক দেখিয়া গেলাম। হয়ত আমার প্রকৃতির মধ্যে যে সকল গূঢ় দুর্ব্বলতা আছে, তাহা আমার অনেক কার্য্যকে নষ্ট করিয়া দিল। কিন্তু তাহা বলিয়া আমার মধ্যে যে পরিমাণ সাধুতা আছে, তাহাও কি আমার সহিত বিনষ্ট হইবে? না, তাহা নহে। সে সাধুতা অমর, তাহার বিনাশ নাই। সাগরগর্ভে একটী দ্বীপ উঠিয়াছে কোনও নাবিক এপর্য্যন্ত তথায় যায় নাই।

দ্বীপটী নির্জ্জনে বালুকাময় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। একদিন সাগরজলে ভাসিতে ভাসিতে একটী ফল কোথা হইতে আসিয়া সেই দ্বীপে লাগিল, অথবা কোনও পক্ষীর মুখচ্যুত একটী বীজ সেই দ্বীপবক্ষে পড়িল, কেহই দেখিলনা, কেহই সংবাদ লইলনা। কতিপয় বৎসর অতীত হইতে না হইতেই দ্বীপটী স্বচ্ছন্দজাত তরু গুল্মে পূর্ণ হইয়া গেল। একটী বীজ শতটী হইল, শতটী সহস্র হইল, এইরূপে বাড়িয়া গেল। নিশ্চয় জানিও, যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সৎ, ঈশ্বরের রাজ্যে তাহারও সেরূপ বর্দ্ধনশীলতা আছে। সাধুতা কেবল অমর নহে, তাহা দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত যোড়শগুণিত হওয়া তাহার স্বভাব। কোনও প্রকৃত সাধু ব্যক্তি এ জগতে বৃথা বাস করেননাই। যেমন রৌপ্য গলাইবার সময় রতিপ্রমাণ স্বর্ণ যদি তাহার মধ্যে পড়ে, তবে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারেনা, গলিয়া মিশিয়া রৌপ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; তেমনি সেই সকল সাধু জীবন আমাদের দৈনিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের চিন্তা ও ভাব তাঁহাদের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিন্তাপটের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। সত্যসত্যই মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে সৎ যাহা, তাহা কখনই বিনষ্ট হয়না। কল্যাণ যাঁহার অভিসন্ধিতে, কল্যাণ যাঁহার আচরণে, সেই নিঃস্বার্থ পুরুষ বা নারী এজগতে এক পবিত্রতার শক্তি, যে শক্তি অপর হৃদয়ে আপনাকে অভ্যুদিত করিবেই করিবে।

আর এক অর্থে কল্যাণকৃৎ ব্যক্তি দুর্গতিপ্রাপ্ত হননা। যাঁহার অভিসন্ধি বিশুদ্ধ, যাঁহার অন্তরে কল্যাণ, সে ব্যক্তি এজগতের

পাপ প্রলোভনের মধ্যে নিরাপদে বাস করেন। মানুষের ভ্রম প্রমাদ সর্ব্বদাই ঘটিতে পারে, আজ তুমি যাহা করিতেছ, কল্য তাহা বর্জ্জনীয় মনে হইতে পারে, আজ যে পথে যাইতেছ, কল্য সে পথে পদার্পণ করা অকর্ত্তব্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু কল্যাণই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, কল্যাণ চিন্তাই যদি প্রধান রূপে তোমার হৃদয়ে বাস করে, তবে তুমি যে কোথা দিয়া সকল জাল কাটিয়া বাহির হইয়া যাইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেনা। তোমাকে যদি বিপজ্জালে জড়ায়, তবে তাহা তোমায় চিরদিন আবদ্ধ রাখিতে পারিবেনা, কল্যাণ চিন্তাই তোমাকে সকল প্রলোভনের বাহিরে রাখিবে। আর এক অর্থে কল্যাণকৃৎ ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হননা। মনে করা যাউক, তিনি যাহা করিতে চাহিলেন, তাহার কিছুই হইলনা, তাঁহার প্রভাব কোনও জীবনে বিস্তৃত হইলনা, কেহই তাঁহার সাধুতা লক্ষ্য করিলনা বা স্বীকার করিলনা। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে, যে তিনি দুর্গতিপ্রাপ্ত হইলেন? তাঁহার সাধু চেষ্টা বিফলে গেল? কখনই নহে। মানুষ কল্যাণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং 'কল্যাণের অনুষ্ঠান করিয়া অপরের কিছু উপকার করুক, আর না করুক, আপনাকেই উপকৃত করে। প্রত্যেক কল্যাণ চিন্তাতে ও কল্যাণের অনুষ্ঠানে তাহার চরিত্র প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, তাহার প্রকৃতি সাধুতার অনুগত, সাধুতার উপযোগী ও সাধুতার উৎস স্বরূপ হইতে থাকে। একটী সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আর দশটী সাধু কার্য্য অনুষ্ঠানের উপযোগী শক্তি বিকশিত হয়। এই লাভ হইতে কে বঞ্চিত রাখিতে পারে?

আমি একটী সাধু অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলাম, তোমরা দশ জনে তাহা ভাঙ্গিয়া দিলে, দাও, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার আত্মা যে বলশালী হইয়াছে, তাহা তোমরা কিরূপে হরণ করিতে পার? সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের যে প্রসন্নমুখে দেখিতেছি, তাহা কিরূপে কাড়িয়া লইতে পার? তবে দেখ, কল্যাণকৃৎ ব্যক্তি কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হননা।

আর এক অর্থেও ঐ কথা সত্য। যাঁহাতে প্রকৃত সাধুতা আছে, মানব হৃদয়ে তাঁহার জন্য সিংহাসন গঠিত হইবে। মানব হৃদয়ের নিঃস্বার্থতা এমন পদার্থ, যাহা অপর হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিবেই করিবে। যে আপনাকে চায়না, তাহাকে সকলই চায়। এরূপ ব্যক্তি পরার্থ হইতে স্বার্থকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য শক্তি নিয়োগ করেননা, কিন্তু জীবনের মহত্ব সাধনে আপনার ও অপরের সদ্গতিলাভের উদ্দেশেই তাহা নিয়োগ করিয়া থাকেন। যাঁহার পক্ষে পরার্থকে স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা সম্ভব নহে, এক দেখিতে গেলেই যিনি দুই দেখেন তিনিই প্রকৃত কল্যাণকৃৎ। তিনি এজগতে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হননা।

১লা পৌষ।

যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রভৃতি জগতের আদি অন্ত মধ্যস্থিত যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি সকলের পালনকর্ত্তা, তিনিই আমার ঈশ্বর।

যিনি সকল বস্তুকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার ঈশ্বর। জীবন মরণের বিচার তাঁহারই হস্তগত, তাঁহাকেই চিন্তা কর।

মনের সহিত জগদীশ্বরের গুণকীর্ত্তন কর। তিনি তোমাকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মুখ, বাক্য ও শির প্রদান করিয়াছেন। তিনি জগদীশ তিনিই প্রাণনাথ।

পূরণকর্ত্তা পরমেশ্বর যদি তোমার হৃদয়বাসী হইয়া থাকেন, তবে তোমার অন্তর হইতে তিনি উচ্ছ্বসিত হইবেন। তিনি সর্ব্ববস্তুতে নিরন্তর স্থিতি করেন।

দাদূ কহেন, যিনি সকলের প্রতিপালক এবং যিনি কীট অবধি হস্তী পর্য্যন্ত সমস্ত জন্তুকে নিমিষের মধ্যে পালন করিতে পারেন, আমি সেই দেবের বলিহারী যাই।

২রা পৌষ।

যে কর্ণ পার্থিব কোলাহলের প্রতি বধির, কিন্তু ঈশ্বরের মৃদুবাণী শ্রবণ করে, তাহাই ধন্য।

যে দৃষ্টি বাহিরের পদার্থের প্রতি অন্ধ, কিন্তু অন্তরে নিত্য বিরাজিত রূপরাশির প্রতি আবদ্ধ, তাহাই ধন্য।

যাঁহারা পার্থিব সকল প্রতিবন্ধকতা হইতে মুক্ত থাকিয়া সমগ্র সময় ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করেন, তাঁহারাই ধন্য।

যাঁহারা আত্মার গভীরতম প্রদেশে নিমগ্ন হইয়া প্রতিদিন যত্ন সহকারে স্বীয় স্বীয় হৃদয়কে স্বর্গীয় সত্যগ্রহণের উপযোগী করেন, তাঁহারাই ধন্য।

৩রা পৌষ।

যে আত্মা অন্তঃপুরের নিভৃত প্রদেশে প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহার মুখ নিঃসৃত আশ্বাস ও সান্ত্বনা বাণী গ্রহণ করে, তাহা ধন্য।

আমার আত্মন্, এই উপদেশ গ্রহণ কর। তোমার নিভৃত প্রাণ মন্দিরে প্রভু পরমেশ্বর যাহা বলিতেছেন, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিবার জন্য সকল ইন্দ্রিয় দ্বার রোধ কর।

প্রভু, তোমার দাস প্রস্তুত, তাহাকে তোমার বাণী শ্রবণ করাও। 'আমি তোমারই দাস, আমায় শক্তি দাও, যেন তোমার বাণী শ্রবণের যোগ্য হই। আমার হৃদয়কে তোমার মুখ নিঃসৃত বাক্য শুনিতে উন্মুখ কর। তোমার বাণী প্রাণে শিশির আসারের ন্যায় পতিত হউক। জগতের আর সকল সাধু মহাজনের কণ্ঠধ্বনি নীরব হউক, তোমার বাণী অনাহত ভেরীর ধ্বনিত হইতে থাকুক।

৪ঠা পৌষ।

এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে হে গার্গি, পূর্ব্ববাহিনী ও পশ্চিম বাহিনী নদীগণ শ্বেতপর্ব্বত সকল হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

তিনি নির্ঝরিণীর জলকে উৎসারিত করিয়া উপত্যকায় প্রেরণ করেন, যে জলরাশি পর্ব্বত সকলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। সেই জলধারা বনের প্রত্যেক পশুকে পানীয় জল প্রদান করে; সেই জলধারার পার্শ্বে তরুরাজি উৎপন্ন হয়। তাহাদের শাখায় বন্য পক্ষীরা কুলায় নির্ম্মাণ করে এবং সেখানে তাহারা বসিয়া গান করে। প্রভু পরমেশ্বর আপনার নিভৃত মন্দির হইতে বারিধারা পর্ব্বতকক্ষে প্রবাহিত করেন। হে প্রভো, তোমারই প্রদত্ত ফলে পৃথিবী তৃপ্ত হইতেছে। *তিনি পশুদিগের জন্য ঘাস* ও মানবের ব্যবহারের জন্য নানাবিধ শাক উৎপন্ন করেন এবং তাঁহার সৃষ্ট প্রাণী সকলে এই পৃথিবী হইতে খাদ্য প্রাপ্ত হয়।

৫ই পৌষ।

—o—

কেবল কি জড়জগতেই ঈশ্বরের কৃপাতে নদী সকল ধাবিত হইতেছে? তাহা নয়; আধ্যাত্মিক ভাবেও এই কথা সত্য। নদীর জলে বনের পশু তৃষ্ণা দূর করে। নদীতটস্থিত বৃক্ষে পক্ষিগণ কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে ও তাহার শাখায় বসিয়া সুললিত গান করে। নদীকুল কালক্রমে দেশে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া থাকে। নদী হইতে পৃথিবীতে সভ্যতা আসিয়াছে। ইহা দেখিয়া ভাবুক সাধুরা ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাবকে নদীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ব্রহ্মশক্তি যখন আবির্ভূত হইয়া লীলা করিতে থাকে, তখন নদী যেমন জড়জগতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, ব্রহ্মশক্তি ও সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। ব্রহ্মশক্তিতে জীবিত বিশ্বাসী জীবনকে সাধুরা জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। নদীতটে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় ব্রহ্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত আত্মা সর্ব্বদা সতেজ ও প্রফুল্ল। ব্রহ্মশক্তি যাহাদের মধ্যে ক্রীড়া করে, যে স্থানে বাস করে, যে স্থানে প্রবাহিত হয় সে স্থান উর্ব্বরা; তাহা যে ধর্ম্মসমাজে জীবন্তভাবে প্রবাহিত, সেখানে জীবন, কার্য্য, ভাব, সকলই প্রফুল্ল শ্রী ধারণ করে, তথায় কখনও মরুভূমি উৎপন্ন হয়না। বনচর পশুরা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে যেমন নদীতীরেই গমন করে, তেমনি পাপের উত্তাপে অবসন্ন আত্মারা ব্রহ্মশক্তিতে সঞ্জীবিত ধর্ম্মমণ্ডলীর নিকট গমন করে। যেমন নদীতটে উৎপন্ন বৃক্ষশাখায় পক্ষীরা আসিয়া বাস করে, তেমনি ব্রহ্মে সঞ্জীবিত আত্মা পবিত্র, মহৎ ও কমনীয় ভাব সকলের আবাস স্থান হয়।

৬ই পৌষ।

গ্রীষ্মের দিনে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যদিয়া অনেকবার পথ চলিয়াছি। রৌদ্রের তাপে শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও অবসন্ন হইতেছে, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইতেছে, এমন সময়ে দূরে একটী সুচ্ছায় বৃক্ষ দেখিলাম, তাহা দেখিয়া তাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া তপ্ত ও অবসন্ন দেহ জুড়াইবার জন্য বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলাম। নিকটস্থ হইয়া দেখি, কেবল বৃক্ষ নয়, সুশীতল সুপেয় বারিপূর্ণ সুন্দর সরোবর সুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ তাহাতে সুখে সন্তরণ করিতেছে। সরোবরের জলে স্নান করিয়া ও তাহার জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়া শীতল হইলাম। এইরূপ কতবার হইয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় যাঁহারা পরমেশ্বরের উপর প্রকৃত নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহারা জীবনে অনেকবার তাঁহার করুণাকে প্রান্তরের মধ্যস্থিত বটচ্ছায়ার ন্যায় অনুভব করিয়াছেন। সংসারের উত্তপ্ত বাতাসে শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া তাঁহারা পরমেশ্বরের কৃপা তরুমূলে প্রেম সরোবরের সুশীতল হিল্লোলে প্রাণ মন জুড়াইয়াছেন। প্রান্তরের মধ্যে একটী বটবৃক্ষ দেখিলে শ্রান্ত পথিক যেমন ব্যাকুলভাবে সেই দিকে ধাবিত হয়, তেমনি হে সাধক, সংসারের শোক, তাপ, দুঃখ, বিপদ ও পরীক্ষার দিনে তোমার প্রাণ কি স্বভাবতঃ ঈশ্বরের চরণ ছায়াতে বসিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়? যখন শোক আসে, প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটে, তখন কি তুমি ঈশ্বরের চরণ ছায়াতে উপবেশন কর? পথিক যেমন সুশীতল ছায়ার অন্বেষণ করে, তুমি কি তেমনি আশাপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের দ্বারস্থ হও?

৭ই পৌষ।

এক সময়ে মহাত্মা ঈশা জুডিয়া নামক স্থানে শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। শিষ্যগণকে খাদ্য অন্বেষণে যাইতে বলিয়া দেখিতে পাইলেন, নিকটবর্ত্তী কূপ হইতে একজন সামেরিয়ান নারী জল তুলিতেছে। তিনি তাহার নিকট জল চাহিলে রমণী উত্তর করিল "প্রভো, আপনাকে আমার স্পৃষ্ট জল দিতে সাহস করিনা। আপনি কি সামেরিয়ান নারীর স্পৃষ্ট জল পান করিবেন?" ঈশা উত্তর করিলেন "অবশ্য করিব।" অবশেষে তিনি বলিলেন "আমি এমন কূপের কথা বলিতে পারি, যাহার জল পান করিলে তৃষিত হইতে হয়না।" এই কূপ প্রতি জনের হৃদয়ে নিহিত আছে, ইহার জল কখনও শুষ্ক হয়না। ইহা হইতে প্রেমজল নিঃসৃত হয়, তদ্দ্বারা সকল শোক ও দুঃখ নিবারিত হয়। এই প্রেম হইতে স্বার্থনাশ, প্রণয় ও আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। পর্ব্বতদেহবাহিনী নির্ঝরিণীর ন্যায় সেই প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

৮ই পৌষ।

এক ক্ষেত্রের মধ্যে কতকগুলি বেতস ও কণ্টক বৃক্ষ একত্রে দণ্ডায়মান। কণ্টকবৃক্ষগুলি কঠিন ও বেতসবৃক্ষগুলি কোমল ও সহজে নত হয়। একবার প্রবল বন্যা উপস্থিত হইয়া সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেল। কয়েক দিন পরে বন্যার জল নিঃশেষ হইলে দেখা গেল, কণ্টকবৃক্ষগুলি ভগ্ন, ছিন্ন ও উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পার্শ্বের বেতসবৃক্ষগুলি স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং নবজলের আস্বাদ পাইয়া সতেজ, সজীব ও প্রফুল্ল আকার ধারণ করিয়াছে। ঈশ্বরের করুণাবারির বন্যা যখন উপস্থিত হয়, তখন যে সকল মস্তক কণ্টক বৃক্ষের ন্যায় উন্নত থাকে, তাহারা অনেক সময় ছিন্ন, উৎপাটিত ও ভগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু যে সকল মস্তক বেতসের ন্যায় কোমল, নমনশীল ও বিনীত, তাহাদের উপর ঈশ্বরের করুণার উৎকৃষ্ট ফল ফলিয়া থাকে।

৯ই পৌষ।

এই সেই ব্রহ্মের নাম সত্য। তিনি নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তিনি অনিন্দ্য নির্লিপ্ত ও মুক্তির পরম সেতু এবং দগ্ধদারুনিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান।

তিনি দগ্ধদারুনিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান। যেমন ইন্ধনে অগ্নি প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তর বাহির দগ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে সমুজ্জ্বলিত হয়, সেই প্রকার এই জগতের অন্তর বাহিরে প্রতি বিন্দুতে প্রতি কণাতে জাজ্জ্বল্যমান সেই পরমাত্মা রূপ অগ্নি এই ভূলোক হইতে দ্যুলোক অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশে উত্থিত হইয়াছে এবং অখিল বিশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

পুরাকালে ঋষিরা ঈশ্বরকে দগ্ধদারুনিঃসৃত অনলের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। মানব অনুরাগ ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ বিবিধরূপে প্রকাশ করিয়া অবশেষে তাহাকে জ্বলদঙ্গারের ন্যায় বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। এই অনুরাগকে অগ্নির সহিত তুলনা করিবার তাৎপর্য্য আছে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ মানব হৃদয়ে যে, যে, কার্য্য করে, অগ্নির কার্য্যের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নির প্রথম কার্য্য দগ্ধ করা। স্বর্ণের সহিত যখন অন্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তখন অগ্নি ভিন্ন আর কেহ সেই স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে পারেনা।

১০ই পৌষ।

অগ্নি সেই সকল পার্থিব পদার্থকে দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণকে প্রকাশ করে। বিশুদ্ধ স্বর্ণ যে পরিমাণে থাকে, তাহা দগ্ধ হয়না, বরং দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়।

ঈশ্বরের আর্বির্ভাবাগ্নি যখন আত্মাকে স্পর্শ করে, তখন তাহা আমাদের হৃদয়স্থ পাপ প্রবৃত্তিকুলকে দগ্ধ করিয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমূহকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে। অগ্নির দ্বিতীয় কার্য্য আলোক দান করা। অগ্নি অন্ধকার গৃহের অন্ধকার দূর করে এবং তমসাচ্ছন্ন পথে পথ প্রদর্শন করে। আত্মা সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সেইরূপ। এই অনুরাগ যখন হৃদয়ে স্থান পায়, তখন তাহা মানবের আধ্যাত্মিক চক্ষুর পক্ষে জ্যোতিঃ স্বরূপ হয়। সংশয় তিমিরে ও সংসার অর্ণবে এই জ্যোতিঃই মানবকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। কত জটিল প্রশ্ন মীমাংসা হইয়া যায়, কত সংশয় কাটিয়া যায়। অগ্নির তৃতীয় কার্য্য কঠিন পদার্থকে দ্রব করা। লৌহ স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু কেমন কঠিন; আঘাত কর, প্রহার কর, তাহাদের একটি পরমাণুকে অপর হইতে বিমুক্ত করা দুস্কর; কিন্তু একবার অগ্নির হস্তে সেই ভার অর্পণ করা যাউক, দেখিতে দেখিতে সেই ঘন নিবিড় ধাতুরাশি তরলরূপ ধারণ করিবে। যাহা কঠিন, অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অদম্য ছিল তাহা গলিয়া ঢলঢল করিতে থাকিবে। কঠিন অবস্থায় ধাতুতে ধাতুতে মিশিবেনা। একত্রে রাখিয়া আঘাত কর, একে অন্যের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিবেনা, কিন্তু অগ্নির প্রভাবে তাহারা পরস্পরের এত বন্ধু হইবে, যে দুই মিশিয়া এক হইয়া যাইবে।

১১ই পৌষ।

ঈশ্বরের নামের শক্তিও এইরূপ। কঠিন মনুষ্য আমরা পরস্পরের সঙ্গে এত বিবাদ বিসম্বাদ করি, কিন্তু যদি আমাদের আত্মায় একবার ঐশ শক্তির সংযোগ হয়, তবে দেখিতে দেখিতে আমাদের অন্তরের কঠিনতা বিগলিত হইবে। সেই উত্তাপের তেজে আমাদের হৃদয় দ্রব হইয়া গিয়া আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিতে থাকিবে। অগ্নির আর এক গুণ ইহা ব্যাপ্ত হয়, ইহার উত্তাপ অন্য বস্তুতে সংক্রামিত হয়। ঈশ্বরানুরাগও এক হৃদয়ে জ্বলিলে শীঘ্র শীঘ্র অন্য হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বায়ুর দিনে গৃহস্থের গৃহে অগ্নি লাগিলে যেমন তাহা বায়ুর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে দশ দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ যখন কোন হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন তাহা ঈশ্বরের কৃপাপবনের সাহায্যে চতুর্দ্দিকের নর নারীর হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়ে।

১২ই পৌষ।

দুইটী চটকপক্ষী কি সামান্য তাম্রমুদ্রায় বিক্রীত হয়না? তথাপি তাহার একটী তোমার পিতার কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত ভূতলে পতিত হয়না। তোমাদের প্রতি কেশ তিনি গণনা করেন। অতএব তোমরা ভীত হইওনা, অনেক চটকপক্ষী অপেক্ষা তোমরা অধিক মূল্যবান।

প্রেমের চক্ষে এই জগতকে কি সুন্দরই দেখায়! আমরা প্রেমহীন নয়নে জগত ও মানবের প্রতি দৃষ্টিপাত করি বলিয়া জগতের সৌন্দর্য্য ও মানবের সদ্‌গুণ দেখিনা। একটী চটক পক্ষীর মূল্যত সামান্য, কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কত আয়োজন। সে নীড়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হয়; তিনিই তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। মানব আত্মা কি তদপেক্ষা মূল্যবান নয়? যিনি সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলের জন্য যাঁহার আয়োজন, তিনি কি মানুষকে ভুলিতে পারেন? ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের উপর যাঁহার প্রেম, আমাদের উপর তাঁহার প্রেম নাই, ইহা কি সম্ভব? শীতের প্রকোপে যে সকল বৃক্ষের পত্রাবলী পড়িয়া যায়, বসন্তের বাতাসে আবার সে বৃক্ষে নূতন পত্রাবলী দেখা দেয়। তিমি মৃতপ্রায় বৃক্ষকে নূতন জীবন দিয়া কেমন শোভাশালী করেন। একটী বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেলে যিনি তাহাকে নব জীবন দেন, ইহা কি সম্ভব, যে মানবাত্মা জীর্ণ ও মৃতপ্রায় হইয়া থাকিবে, আর নবজীবন পাইবেনা? সকলকে যিনি জীবিত রাখিয়াছেন, তিনি মানবাত্মাকে ত্যাগ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। তিনি আমাদের জন্যও আছেন, নিরাশার কোন কারণই নাই।

১৩ই পৌষ।

আমি মেষ। প্রভু পরমেশ্বর আমার পালক, আমার কিছুরই অভাব হইবেনা। তিনি আমাকে সুশ্যামল ক্ষেত্রে শয়ন করান। তিনি আমাকে প্রসন্ন সলিলপূর্ণ জলাশয়ের নিকট লইয়া যান; তিনি আমার রুগ্ন আত্মাকে রোগমুক্ত করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহারই নামের গুণে আমাকে মুক্তির পথে লইয়া যান। মৃত্যুর ছায়া পরিবেষ্টিত এই সংসার উপত্যকার মধ্য দিয়া যাইতে আমি ভয় করিনা, কারণ তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ। তোমার দণ্ড ও যষ্টি আমার সুখ বিধান করিতেছে। আমার শত্রুগণের সমক্ষে তুমি আমার জন্য উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি সুবাসিত তৈলে আমার মস্তক অভিষিক্ত করিয়াছ, আমার সুখের পাত্র পূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। করুণা ও কল্যাণ চিরদিনই আমার অনুবর্ত্তী হইবে এবং আমি চিরদিন প্রভু পরমেশ্বরের গৃহে বাস করিব।

মেষপালকের সঙ্গে মেষের কি সুন্দর সম্বন্ধ। সে রাখালের কণ্ঠরব শুনিবামাত্র আনন্দিত হয়; প্রভুর আদেশ শ্রবণমাত্র সে ছুটিয়া যায়। রাখাল তাহাকে শাস্তি দিতেছেন, আঘাত করিতেছেন, তথাপি সে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছে, তাঁহার আদেশ পালন করিতেছে। কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে, কোথায় জল পান করিতে হইবে, কোথায় বিশ্রাম করিতে হইবে, তাহা মেষপালক জানেন।

১৪ই পৌষ।

তিনি তাহাকে ক্ষুধার সময়ে হরিদ্বর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে লইয়া যান। তিনি তাহাকে বিশ্রামের জন্য সুশীতল বৃক্ষছায়ায় লইয়া যান; তাহার শরীরে ক্ষত হইলে ঔষধ লেপন করিয়া দেন।

এই সকলের জন্য মেষকে ভাবিতে হয়না। সে কেবল প্রভুর ইঙ্গিতে চলিয়া থাকে। তৎপরে তাঁহার শাসনদণ্ড। মেষপালকের দণ্ড দেখিয়া মেষ ভীত হয়না, কারণ সে তাহার অন্তরালে প্রেম দেখিতে পায়। বিধাতার শাস্তি যখন পাই, তখন কি আমরা আনন্দ করিবনা? কারণ শাস্তি যখন দিতেছেন, তখনত প্রেমেরই পরিচয় পাইতেছি। তাহার পর কোথায় বসিব প্রভু জানেন, কোথায় সুশীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষ আছে, প্রভু তাহা জানেন, কোথায় সুশীতল বারি আছে, প্রভু তাহা জানেন। এসকল বিষয়ের জন্য মেষ যেমন তাহার পালকের উপর একান্ত মনে নির্ভর করে, আমরা সেইরূপ আমাদের জীবনের ভার তাঁহার চরণে রাখিয়া তাঁহার উপর একান্তমনে নির্ভর কবিব।

১৫ই পৌষ।

ঈশ্বরের নাম গ্রহণের জন্য যদি বিপদ ঘটে, তাহাও মঙ্গল। দুঃখেতেই দেহের পরীক্ষা হয়। আর তিনি বিনা যে সুখ সম্পদ, তাহাইবা কোন্ কর্ম্মের ?

ঈশ্বর আমার বসন ও ভবন; তিনি আমার শিরোমুকুট, তিনিই আমার প্রাণ ও শরীর।

❀ ❀ ❀

ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বলিয়াছি "প্রভো এরূপ কর, এরূপ দাও।" যখন তাঁহাকে চিনিলাম, তখন বলিলাম "নাথ, তুমি আমার হও এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

❀ ❀ ❀

ফজিল বলিতেন "ঈশ্বর, তুমি আমাকে ক্ষুধিত রাখিতেছ, আমার পরিবারকে অন্ন ও বস্ত্র হীন করিয়া রাখিয়াছ, রজনীতে দীপালোক দিতেছনা, আমি জানি, তুমি আপন প্রেমাস্পদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, বল, আমি কোন্ গুণে এই সম্পদ লাভ করিলাম।"

১৬ই পৌষ।

এক বার এক জন বিশ্বাসী পুরুষ এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন "হে প্রভো, আমাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তোমার ইচ্ছাই ধন্য হউক, আমাকে আলোকে রক্ষা করা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক; যদি তুমি আমাকে সান্ত্বনা প্রেরণ কর, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, আর যদি আমাকে দুঃখ যাতনার মধ্যে রাখা তোমার বিধান হয়, তবে তাহাই হউক।"

❀ ❀ ❀

আমাকে সকল প্রকার পাপ ও দুষ্ক্রিয়া হইতে দূরে রাখিও, তাহা হইলে আমি মৃত্যু বা নরকাগ্নিকে ভয় করিবনা।

আমি যেন তোমার নিকট নিষ্কলঙ্ক ও বিশ্বাসী থাকি, তাহার পর আমার প্রতি তোমার যে বিধি হয়, তাহাই করিও।

১৭ই পৌষ।

কল্পনা কর, আমরা যেন এক আশ্চর্য্য নগরে গিয়াছি। ঐ নগরের সম্মুখে যোজন বিস্তৃত এক রাজপথ যতদূর দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমরা সেই সুদীর্ঘ পথের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে সহসা কতকগুলি দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন, রাজা ও সম্রাটগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া বিনম্রভাবে একপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের বেশ ভূষা অতি বিচিত্র। এক জনকে দেখিয়া বোধ হইল তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান, কৌপিন পরিধান করিয়া আছেন। একজন সূত্রধরের পুত্র, কেহবা পথের ফকীর। ইহাঁরা আমাদিগকে যে, যে, উপদেশ দিলেন, তাহা আমাদের পূর্ব্বশ্রুত উপদেশের সঙ্গে কিছুই মিলিলনা। আমরা চিরদিন যাহা সার ভাবিতেছিলাম, তাঁহারা সে সকলকে অসার বলিয়া উপেক্ষা করিলেন, যাহা আমরা অসার ভাবিতাম, তাহাই তাঁহারা সার বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। আমরা শিখিয়াছিলাম, ইন্দ্রিয় সেবাতে সুখ, তাঁহারা বলিলেন বৈরাগ্যে সুখ। আমরা জানিতাম, ধন মান উপার্জ্জনই মানব জীবনের লক্ষ্য, তাঁহারা বলিলেন এ সকল অকিঞ্চিৎকর বস্তু, মানব জীবনের লক্ষ্য ইহা অপেক্ষা কোটী গুণ মহৎ। পৃথিবীর সাধুগণই এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। ইহাঁরা অতীতের অন্ধকার পার হইয়া আমাদের নিকট স্বর্গরাজ্যের বার্ত্তা আনিতেছেন। আমরা অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করি।

১৮ই পৌষ।

—o—

একবার এক প্রদেশে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রকোপ উপস্থিত হইল। পীড়ার আক্রমণে দলে দলে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, যাহারা জীবিত রহিল, তাহাদের দেহ কঙ্কাল মাত্রে পর্য্যবসিত রহিল। অবশেষে রাজপুরুষগণের করুণদৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইল। তাঁহারা প্রয়োজনীয় ঔষধসহ তথায় একজন চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। সেই সংবাদ দেশে প্রচারিত হইবামাত্র, দরিদ্র ব্যক্তি দলে দলে ঔষধ লইতে আসিতে লাগিল। চিকিৎসালয়ের প্রাঙ্গণ রোগীতে পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। জনসমাজে দশ জনের মধ্যে লোকে যে ভাবে ও যে বেশে উপস্থিত হয়, তাহারা সে ভাবে ও সে বেশে তথায় উপস্থিত হয় নাই, তাহারা আসিবার সময়ে আপনাদের বেশ ভূষার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। তাহারা দরিদ্র, সুতরাং জীর্ণ ও মলিন বসন পরিধান করিয়া আসিয়াছে। কেহ বসিয়া বসিয়া কাঁপিতেছে। কোন নারী অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছেনা। কেহ একটী ভগ্ন প্রস্তরের বাটী আনিয়াছে, কেহবা একটী মৃণ্ময় পাত্র লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। উৎসবক্ষেত্রে যে সকল নরনারী পাপব্যাধির মহৌষধের জন্য পরম চিকিৎসকের দ্বারে উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের অবস্থাও ইহারই অনুরূপ।

১৯এ পৌষ।

দেশে এই বার্ত্তা প্রচার হইয়াছে, যে এই সময়ে মুক্তিদাতা পরমেশ্বর পাপীদিগকে পাপরোগের ঔষধ বিতরণ করিবেন। এই সংবাদে পাপীরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা ভদ্র বেশে পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিয়া আসেন নাই। অনেকে সেই পরম চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়া লজ্জা সম্বরণ করিতে পারিতেছেননা। যে হৃদয় পাত্রে পাপরোগের ঔষধ লইতে আসিয়াছেন; তাহাও এই জীবনপ্রদ পুণ্যবারি ধারণ করিবার উপযুক্ত নয়। অনেকে ভগ্ন হৃদয় পাত্র লইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে বহুদিনের সঞ্চিত ময়লা লাগিয়া কলুষিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা তাহা লইয়াই আসিয়াছেন, কারণ আরত তাঁহারা বিলম্ব করিতে পারেননা। যে ব্যক্তি পাপরোগে জীর্ণ, সে কিরূপে ভাল পাত্রের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে? তাঁহারা তাঁহাদের ভগ্ন, চূর্ণ, মলিন, কলঙ্কিত হৃদয় পাত্র পরম চিকিৎসকের পদতলে রাখিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কর যোড়ে বলিতেছেন "হে দয়াময়, আমরা অতি অভাজন, এই পাত্র ভিন্ন আমাদের গৃহে অন্য পাত্র নাই। এই পাত্রে তুমি অমৃত ঢালিয়া দাও, পান করিয়া আমাদের রোগভগ্ন আত্মা সজীব হউক। আমাদের নিরাশ-ম্লান নয়ন পুণ্য ও আশার জ্যোতিতে উজ্জ্বল হউক।"

২০এ পৌষ।

জন্মান্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্রের পতিব্রতা পত্নী গান্ধারী সাতপুরু বস্ত্রে নয়নদ্বয় বাঁধিয়া সর্ব্বদা অন্ধ হইয়া থাকিতেন। পতি জগতের সৌন্দর্য্য দর্শনে বঞ্চিত বলিয়া, সাধ্বী ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে সে সুখে বঞ্চিত রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে বিশেষ দিনে তিনি নয়নের বন্ধন মোচন করিতেন। একদা এক বিশেষ দিনে চক্ষু খুলিবেন বলিয়া তিনি আদেশ করিলেন, যে দুর্য্যোধন যেন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকেন এবং কিভাবে সে সময় জননীর সম্মুখস্থ হইবেন তাহা যেন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন। ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পতিব্রতা জননীর প্রথম দৃষ্টি দুর্য্যোধনের যে অঙ্গে পতিত হইবে তাহা অক্ষয় ও দুর্ভেদ্য হইবে। যুধিষ্ঠির বলিলেন "সুযোধন, তুমি অনাবৃত দেহে মাতৃ সন্নিধানে যাইও।" দুর্য্যোধন বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র, তিনি কিরূপে তদবস্থায় মাতৃ সমীপে যাইবেন? সুতরাং তিনি উরু পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া মাতার সমীপস্থ হইলেন। গান্ধারী দুর্য্যোধনের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া চক্ষু খুলিলেন, তিনি দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিভাবে আসিতে হইবে তাহা কি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর নাই?" দুর্য্যোধন বলিলেন "হে মাতঃ, তিনি আমাকে অনাবৃত দেহে আসিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি লজ্জা বশতঃ তাহা পারি নাই।" মহাভারতে উক্ত আছে, গান্ধারীর দৃষ্টিতে দুর্য্যোধনের সর্ব্বাঙ্গ বজ্রময় হইয়া গেল, কেবল উরুদ্বয় দুর্ব্বল রহিল। অবশেষে ভীম গদাযুদ্ধে উরুদেশে আঘাত করিয়া দুর্য্যোধনকে নিহত করিলেন।

২১এ পৌষ।
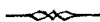
ইহা হইতে আমরা একটী উপদেশ প্রাপ্ত হই। আমরা যদি আমাদের সমগ্র হৃদয়, মন, প্রাণ প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে ধরি, তবে তাঁহার আশীর্ব্বাদ দৃষ্টি সমুদয় অঙ্গে পতিত হইয়া তাহা শত্রুর দুর্ভেদ্য হইয়া যায়। মৃত্যু সে স্থানকে ভেদ করিতে পারেনা, যে স্থান আমরা তাঁহার নিকট হইতে লুকাইতে চাহিব, সেই স্থানই বিকার প্রাপ্ত হইবে। যে জীবন সর্ব্বদা প্রভু পরমেশ্বরের শুভ দৃষ্টিতে রহিয়াছে, তাহার আর ভয় কি? যিনি অকপটে সমগ্র হৃদয়, মন, প্রাণ ঈশ্বর চরণে রাখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদে বজ্রময় অক্ষয় দেহ লাভ করিবেন।

২২এ পৌষ।

একবার পদ্মা নদীতে নৌকাযোগে গমন করিয়াছিলাম, ঘাটে উঠিবার সময় একজন বৈষ্ণব ভিক্ষুক আমার সঙ্গী হইলেন। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে অবগত হইলাম, সে ব্যক্তি নবদ্বীপে চৈতন্য প্রভুর জন্ম তিথির মেলায় গিয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মেলা হইতে কি আনিয়াছ ?" সে কহিল "একখানি নরোত্তম দাসের প্রার্থনা।" আমি তাহাকে তাহা পড়িতে অনুরোধ করিলে সে ব্যক্তি পড়িতে আরম্ভ করিল। পাঠ সময়ে তাহার ব্যাকুলতা, ভক্তিভাব ও হৃদয়ের আবেগ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। বাষ্প স্খলিত কণ্ঠে নরোত্তম দাসের প্রার্থনা পাঠ করিতে করিতে দরবিগলিত অশ্রুধারা সেই বৃদ্ধের বক্ষোদেশ সিক্ত করিতে লাগিল। সেই একদিনের কথা আমার স্মৃতিপটে অক্ষয়রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। আমি ভাবিয়াছি, কি অমূল্য পদার্থই ঐ ব্যক্তি মেলা হইতে আনিয়াছিল। সে পুস্তকখানির আর্থিক মূল্য দুই পয়সা, কিন্তু সেই ভক্তের নিকট তাহার মূল্য লক্ষ মুদ্রারও অধিক। তাহা তাহার নিকট অমূল্য পদার্থ। সমস্ত মেলা খুঁজিয়া সে তাহা অপেক্ষা আর মূল্যবান সামগ্রী পায় নাই। তথায় গিয়া সে এমন বস্তু আনিয়াছে, যাহা পড়িয়া সে শোকে সান্ত্বনা পাইবে, নিরাশায় আশা পাইবে, শুষ্কতায় সরসতা পাইবে এবং ইহার মধ্যে প্রেম ভক্তির আস্বাদন পাইয়া তাহার আত্মা চরিতার্থতা লাভ করিবে। ইহা কি সামান্য ধন ?

২৩এ পৌষ।

—o—

এই আগত মহোৎসবও একটী মেলা। এখানে কে কি কিনিতে যাইবেন? সেই বৈষ্ণব যেমন সকল ফেলিয়া প্রার্থনা পুস্তক কিনিয়া লইয়া গেল, তেমনি পরকালের সম্বল ক্রয় করিতে কে উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন? কিছু সম্বল লইয়া ফিরিতে হইবে, এই সংকল্প লইয়া উৎসব মেলাতে প্রবেশ করিতে হইবে। ঈশ্বর যখন মানবাত্মাকে স্পর্শ করেন, তখন তাহার প্রাণে নূতন সংকল্প জাগরিত হয়। যদি হৃদয়ে সাধু সংকল্পের উদয় না হয়, তবে উৎসব ক্ষেত্রে গমন বৃথা হইয়া যায়। কারণ তাহাতেই প্রমাণ হয়, ঈশ্বর তাহাকে স্পর্শ করিলেননা। হৃদয় পরীক্ষা করিলে আমরা প্রত্যেকেই দেখিতে পাইব, আমাদের চিরদিনের সম্বল প্রত্যেকেই কিছু পাইয়াছি। উপাসনা আমরা অনেক দিনই করিয়াছি, কিন্তু দুই একবার হয়ত এমন করিয়াছি, যাহাতে আমাদিগকে চিরদিনের মত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া গিয়াছে। একথার প্রমাণ অনেকেই দিবেন। লঘুভাবে যিনি উৎসব ক্ষেত্রে যাইবেন, তিনি লঘুভাব লইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ব্যাকুলতা প্রাণে লইয়া দীনভাবে যিনি যাইবেন, তিনি নিশ্চয়ই কিছু প্রাপ্ত হইবেন। ঈশ্বর যখন আহ্বান করিতেছেন, তখন তিনি কাহাকেও বিফলে ফিরাইবেননা। তাঁহার করুণার উপর একান্তমনে নির্ভর করিয়া মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

২৪এ পৌষ।

—o—

পবিত্র মহোৎসবের নিমন্ত্রণ কাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে? কে সেই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন? যে ব্যক্তি আপনাকে ও আপনার যাহা কিছু আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট রহিয়াছে, উৎসবের আহ্বানধ্বনি কি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে? না তাহা নহে। যাঁহার কোন অভাবই নাই, তিনি এ আহ্বান পান নাই। নগরের দরিদ্র পল্লীতে দীন দুঃখীরা নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল, সহসা কে সে পল্লীতে আসিয়া বলিয়া গেল, আজ এই নগরের অমুক ধনী ব্যক্তি অনেক অন্ন বস্ত্র দান করিবেন। এই কথা শুনিয়াই তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। যাহাদের উদরে অন্ন নাই, তাহারা অন্নের আশায় ছুটিল, যাহার যাহা নাই সে সেই বস্তু লাভ করিবে বলিয়া মনের আহ্লাদে সেই ধনীগৃহের অভিমুখে ধাবিত হইল। সে পল্লীতে কত ধনী ব্যক্তি ছিল। কোন অভাব নাই, এমন লোকত কত ছিল,তাহাদের কর্ণে সে আহ্বান ত প্রবেশ করিলনা। সেইরূপ এই উৎসবের নিমন্ত্রণবার্ত্তা সর্ব্বত্রই গিয়াছে; কিন্তু যাহা দীনদুঃখী, যাহারা পাপের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, যাহারা অভাবে নিমগ্ন, তাহারাই এ আহ্বান শুনিয়া জাগিয়া উঠিবে। কত ব্যাকুল ভক্ত মহোৎসবের দ্বারে উপস্থিত হইবেন। সম্বৎসর পরে বিশ্বাসী ও ভক্ত সঙ্গে প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া মহেশ্বরের মহোৎসবে প্রেমান্ন লাভ করিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হও। উৎসবপতি বৎসরান্তে তাঁহার দীন প্রজাদিগকে ডাকিতেছেন, ব্যাকুলতা আশা ও নির্ভরের সহিত তাঁহার দ্বারে অপেক্ষা কর।

২৫এ পৌষ।

—o—

মীরার প্রার্থনা।

তোমার পবিত্র মন্দিরে নিত্য শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং তোমার শঙ্খ ও করতাল ধ্বনিতে পরম আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি আপনার রাজ্য, সম্পত্তি, পতি ও প্রেম সমুদয়ই বিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমার দাসী মীরা তোমার শরণার্থিনী হইয়া আসিয়াছে, তুমি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কর।

তুমি যদি আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়া থাক, তবে গ্রহণ কর। তুমি ভিন্ন আমাকে কৃপা করে এমন কেহ নাই। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষুধা, ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় যেন আমার দেহ ভগ্ন না হয়। হে মীরাপতি, হে প্রিয় গিরিধর, তোমার সহিত আমার যেন আর বিচ্ছেদ না ঘটে।

২৬এ পৌষ।

মীরার উক্তি।

গিরিধর গোপালই আমার; দ্বিতীয় কেহ নাই। তিনিই আমার পতি। আমিত ভক্তি জানিয়া আসিয়াছি, যুক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, অশ্রুজল সেচন করিয়া প্রেমবীজ বপন করিয়াছি, সাধুগণের সহিত উপবেশন করিয়া লোক লজ্জা ক্ষয় করিয়াছি। এখনত কথা প্রচার হইয়াছে, সকল লোকেই জানে। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করাতে সকল সুখ সম্ভোগই হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর প্রতি মীরার প্রেম জন্মিয়াছে, ইহাতে যাহা হইবার তাহাই হউক।

২৭এ পৌষ।

বাইবেলের আদিভাগে সামুয়েলের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। অনেক দেবারাধনার পর মাতা শেষ বয়সে সামুয়েলকে প্রাপ্ত হন। জননী দেব সন্নিধানে এই সংকল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধ্যাত্ব দূর হইলে তিনি তাঁহার প্রথম সন্তান ঈশ্বর চরণে উৎসর্গ করিবেন। তদনুসারে তিনি অতি শৈশবেই সামুয়েলকে দেবালয়ের পুরোহিতের নিকট অর্পণ করিয়া যান। সামুয়েল তদবধি তাঁহার গুরু ইলাইএর নিকট পালিত ও শিক্ষিত হন; কিন্তু গুরুকুলে বাস কালে সামুয়েল অহর্নিশ অতি ভীষণ পাপের ছবি প্রত্যক্ষ করিতেন। তাঁহার গুরুপুত্রেরা মিথ্যাবাদী, স্বৈরাচারী, পিতার অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ছিল। সামুয়েল এই কুসঙ্গে পতিত হইয়াও নির্ম্মল চরিত্র ও সদাচার গুণে গুরুর বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন। একদিন গভীর নিশীথে সামুয়েল কাহার আহ্বান ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। দেবালয়ের পরিচারকগণ সকলে সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন, এমন সময়ে সেই বিশাল দেবমন্দির কম্পিত ও নৈশ গগন মথিত করিয়া গম্ভীর রবে কে ডাকিল "সামুয়েল" "সামুয়েল"। সেই বাণী গভীর নিদ্রায় অভিভূত সামুয়েলের কর্ণ কুহর ভেদ করিয়া তাঁহার প্রাণে প্রবেশ করিল। তিনি সেই সুস্পষ্ট পূর্ণ স্বর শ্রবণে চকিত হইয়া উঠিলেন এবং গুরু ইলাইএর শয্যা সমীপে গিয়া বিনম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুদেব, কি প্রয়োজনে আপনি আমায় আহ্বান করিলেন, আদেশ করুন।"

২৮এ পৌষ।

—o—

ইলাই জাগরিত হইয়া উত্তর করিলেন "বৎস, আমি তোমায় ডাকি নাই, তুমি স্বপ্নাবেশে আমার আহ্বান শুনিয়াছ, যাও, শয্যায় গিয়া শয়ন কর।"

একে একে তিনবার সামুয়েল বজ্র নির্ঘোষতুল্য সেই বিশাল পূর্ণ ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, তিনি প্রতিবারই ইলাইএর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুদেব, আমায় কেন ডাকিতেছেন, আদেশ করুন।" সামুয়েলের এই অদ্ভুত আচরণ দর্শনে ইলাইএর চেতনার উদয় হইল। তিনি তখন বুঝিলেন, এ বাণী আর কাহারও নহে। যে পরম পুরুষ ইব্রাহিম, মূষা প্রভৃতি মহাজনদিগকে স্বীয় কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করাইয়া উন্মত্ত করিয়াছিলেন, এ আহ্বানধ্বনি তাঁহারই। তাঁহারই আহ্বানে জলপূর্ণ নবমেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনি শ্রবণে ময়ূরের ন্যায় এই যুবার তরুণ হৃদয় চঞ্চল, মথিত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। ইলাই সস্নেহে যুবকের শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন "বৎস, এ বাণী আর কাহারও নহে, ইহা সেই পরম প্রভুরই ডাক। তাঁহার আহ্বান শুনিয়া তুমি ধন্য হইয়াছ। পুনরায় যখন তাঁহার আহ্বান শ্রবণ করিবে, তখন ভক্তিনম্র শিরে অবনতজানু হইয়া কহিও "প্রভু, আদেশ কর, তোমার দাস প্রস্তুত।"

২৯এ পৌষ।

স্বর্গ হইতে নিমন্ত্রণ আসিতেছে। রাজরাজেশ্বরের দরবারে প্রবেশ করিবার জন্য পৃথিবীর পাপী তাপীর নিকট নিমন্ত্রণ আসিতেছে। তাঁহার দরবারে প্রবেশ করিতে হইলে আমাদিগের কি আবশ্যক? ধনীর পরিচ্ছদ, সভ্যবেশ হইলেই কি আমরা প্রবেশ করিতে পারিব? না তাহা নহে। রাজরাজেশ্বরের দ্বার উন্মুক্ত, তাঁহার স্বর্গের দ্বার অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, অনাথ সকলের প্রতিই অবারিত, সকলেই তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। যে যেমন আছ, সেই ভাবেই প্রবেশ করিতে পারিবে। পৃথিবীর ধূলায় মলিন ও অন্ধপ্রায় হইয়া যে পড়িয়া আছ, ঘোর নিরাশার অন্ধকারে আত্মহারা হইয়া যে ক্ষিপ্তপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছ, সংসারের পাপ তাপ প্রলোভন ও মোহে জড়িত হইয়া যে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, সকলের প্রতিই স্বর্গাধিপতির নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। দীন, দুঃখী, পাপী, তাপী ভাই ভগিনী উঠ। রাজাধিরাজের আহ্বান ধ্বনি শুনিয়া আর বসিয়া থাকিওনা। স্বার্থপরতার জীর্ণ কন্থা পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়াসক্তির মলিন ছিন্ন বসন দূরে নিক্ষেপ করিয়া, উঠ। আমরা নিরাশ হইয়া পড়িতে পারি, কিন্তু তিনি কখনই নিরাশ হননা। তিনি আমাদিগকে কখনই ত্যাগ করেননা, তিনি চিরদিন জগতের সকল জাতিকে অন্ধকারের মধ্যে আলোক প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তিনিই একমাত্র সহায় ও নিকটস্থ সুহৃদ। প্রাণের মধ্যে তাঁহার প্রাণপ্রদ, বলবিধানকারী ধ্বনি শ্রবণ কর। বিষাদের মলিনতা, স্বার্থপরতার নীচভাব, জীবনের নিকৃষ্ট আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া উঠ।

৩০এ পৌষ।

অমরধামের যাত্রিগণ, ত্বরায় উত্থিত হও। মুক্তিদাতা পরম মঙ্গলবিধাতা করুণাময় প্রভু স্বয়ং মহোৎসবের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন। আমাদের জাতীয় রীতি এই, যে দ্বারে পাদুকা ত্যাগ করিয়া ভক্তিসহকারে বিনম্রভাবে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। তোমরা কি খুলিয়া প্রবেশ করিবে? অতীতের দুঃখ, কষ্ট, পাপ তাপের স্মৃতির ভার, যে যাহা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, তাহা দ্বারে খুলিয়া রাখ। অনুতাপের অশ্রু লইয়া যে আসিয়াছ, সম্বৎসরের দুঃখ কষ্টের বোঝা বহিয়া যে পরিশ্রান্ত চিত্তে আসিয়াছ, এই দ্বারে তাহা খুলিয়া রাখ। নিরাশার ভার লইয়া নিজ জীবনের অনুতাপ লইয়া যদি কেহ আসিয়া থাক, তাহা দ্বারে রাখ। যদি সারাবৎসর নিরাশাতে কাহারও গিয়া থাকে, অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া যদি কাহারও চক্ষে জলধারা পড়িয়া থাকে, তবে তাহা দূর কর; পুরাতনের সমাধিতলে তাহা নিহিত কর। আর অতীতের স্মৃতি মনে জাগাইয়া রোদন করিওনা। প্রভুর আশার বাণী শুনিয়া যে জাগিয়াছ, তাঁহাকে প্রাণে স্পর্শ করিবার জন্য যে আসিয়াছ, সে অতীতের কথা সমুদয় ভুলিয়া যাও। আর স্বার্থপরতা, বিষয়াসক্তি ও পাপ প্রবৃত্তি লইয়া যদি কেহ আসিয়া থাক, আজ সে সকল প্রাণ হইতে খুলিয়া রাখিয়া এই দ্বারে প্রবিষ্ট হও।

বালককালে অনেক যত্নে একটী পাখী পুষিয়াছিলাম। সে যত দিন শিশু ছিল, উত্তম তণ্ডুল ও জল সংগ্রহ করিয়া মাতা যেমন সন্তান পালন করেন, সেইরূপ যত্নে তাহাকে পালিতাম। ঈশ্বর কৃপায় পাখীটা বড় হইল, ক্রমে চক্ষু দুটী ফুটিল, চরণে বল হইল, উঠিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইল, আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিলনা। নড়িয়া চড়িয়া কাজ করি, আর পাখী কি করিতেছে, তাহাই দেখি। পাখীটী যত বড় হইতে লাগিল, আমার আহ্লাদ ততই বাড়িতে লাগিল। যখন চঞ্চুপুটে খাইতে শিখিল, অমনি আনন্দে দৌড়িয়া গিয়া পল্লীর সকলকে এ সুখ সংবাদ দিলাম। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে পাখীটীর অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পাদিত হইল, কেমন সুন্দররূপ প্রকাশিত হইল, সকলে দেখিয়া বলিল, এ পাখীর জাত ভাল, খুব কথা বলিবে। ক্রমে সে কথা বলিতে শিখিল। পাখী নিজের মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়া মানুষের ডাক ডাকিতে লাগিল, বাড়ীর শিশুরা যে কথা বলিত, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া অপূর্ব্ব সুখে কর্ণকুহর ভাসাইল। পাখীটীর উপর প্রাণের ভালবাসা গেল, কত যত্ন করিতে লাগিলাম, মানুষ মানুষের এত যত্ন করেনা। সন্ধ্যার সময় অতি যত্নে বস্ত্র দ্বারা পিঞ্জর আবরণ করিতাম, রাত্রে উঠিয়া দেখিতাম, পাখীর কোন বিপদ হইয়াছে কিনা। এমন করিয়া তাহার সেবা চলিতেছে, কিন্তু তবু দুষ্ট পাখী পোষ মানিলনা। একদিন অসাবধানতা বশতঃ পিঞ্জরদ্বার খোলা ছিল এই সুযোগে আমার দুষ্ট প্রিয় পাখীটী পিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া বৃক্ষশাখে উড়িয়া বসিল। পিঞ্জর শূন্য দেখিয়া আমারও প্রাণ শূন্য হইল।

দুর্দ্দান্ত দস্যু মাতার অঙ্ক হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইলে জননীর প্রাণে যেরূপ হয়, আমারও সেই দশা হইল। আয় আয় বলিয়া কত ডাকিলাম, সে যেন বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দিতে লাগিল, নামিলনা। তণ্ডুল আনিলাম, জল আনিলাম, শূন্য পিঞ্জর দেখাইলাম, কিছুতেই সে নামিলনা। এমন সময়ে একটী বনের পাখী আসিয়া সেই শাখায় বসিল কোন বুলি বলিলনা, অথচ যাই সে বনপাখী উড়িল, অমনি আমার পাখীও উড়িয়া চলিল। কই বনরাজ্যের কোন সুসমাচারত বলিলনা। সেখানকার প্রমুক্ত বায়ু, বৃক্ষলতার সুশ্যাম সৌন্দর্য্য, স্বাধীনতার মাধুর্য্য, কিছুইত বলিলনা, তবে কি প্রলোভনে আমার এত দিনের পাখী উড়িয়া গেল? ক্রমে উড়িয়া একবৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে গেল, নানাস্থানে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। আমার চক্ষু আর পৃথিবীতে নাই, বৃক্ষের ডালে। পাখী যেখানে গেল আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। তাহার পর আরও দশ বারটী পাখী আসিয়া আমার পাখীকে ঘেরিয়া বসিল, মহা আনন্দে কোলাহল উঠাইয়া দিল, এবার সে যে উড়িল, আর দেখা গেলনা। কেহ তাহার উদ্দেশ বলিতে পারিলনা। আমি রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, শূন্য পিঞ্জর নিকটে রাখিয়া কত কাঁদিলাম।

যাও, দেখ যাইয়া সংসারে, অনেক পিতা মাতার পিঞ্জর শূন্য করিয়া কে যেন দুষ্ট পাপী সন্তানকে উড়াইয়া ব্রহ্মরাজ্যে লইয়া গিয়াছে। ছিল এক সূত্রধর তনয়, অপর দশজনের ন্যায় এই পৃথিবীতে, কোথা হইতে এক সাধু আসিলেন, কি মন্ত্রণা দিলেন, সে অমনি সংসার ছাড়িল।

যাহারা যত্ন করিয়া লালন পালন করিয়াছিল, অন্নপান সঞ্চয় করিয়াছিল, ভবিষ্যতের জন্য কত আশা করিয়াছিল, তাহাদের না হইয়া সে উড়িয়া গেল। তাহার পিতা মাতা বন্ধু-বান্ধব কত কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু সে উড়িয়া গেল। বনের পাখী, ঈশ্বরের মুক্তি কাননের পাখী, যাহারা মধুর গান করে, তাহারা মধ্যে মধ্যে এমনি করিয়া এই সংসারের পাপীদিগকে উড়াইয়া থাকে। এমনি করিয়া যীশু ও চৈতন্য অনেক পাপী উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কি আকর্ষণে উড়াইয়া লইয়াছিলেন? কথার আকর্ষণে? না তাহা নহে। যেমন বনের পাখী কথা না বলিয়া আমার পাখীকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল, ইহাঁরাও ঠিক তেমনি করিয়া পৃথিবীর পাপীদিগকে উড়াইয়া লইয়াছিলেন। যে সকল ধর্ম্মাত্মার কথা আমরা জানি, তাঁহারা নরনারীর প্রাণের কপাট খুলিয়া দিতেন, আর তাহার মধ্যে অভূতপূর্ব্ব আলোক আসিয়া প্রবেশ করিত। এ পাখী বড় ডাকেনা, যে পাখী মুক্তির আস্বাদন করে, তাহার দুই একটী কথাতেই সর্ব্বনাশ। তাঁহারা ভাইএর মত পাপীদের পার্শ্বে উপবেশন করেন, নিমিষে মন প্রাণ হরণ করেন, আর উড়াইয়া লইয়া যান। কি মন্ত্র তাঁহারা দেন? দেখা মাত্র যে উড়িয়া যায়, কি আকর্ষণে? বনের পাখী আসিয়া স্বাধীনতার মাধুর্য্য ও স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিল, আমার পাখী স্বাধীনতার আস্বাদ পাইল, আর ফিরিবে কেন? পলায়ন করিল। পৃথিবীর সাধুগণ যখন পাপীদিগকে উড়াইয়া লইয়া যান, তখন তাহাদিগকে স্বাধীনতার সংবাদ দেন। ঈশ্বরকে পাইলে আত্মার কিরূপ স্বাধীনতা, কিরূপ নির্ম্মুক্তভাব, তাহা প্রদর্শন করিয়া

মন প্রাণ হরণ করেন। তাঁহার পাপীর কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে বলেন "হে পৃথিবীর ভাই, তোমার চক্ষে জল কেন? তুমি কি মুক্তি পাইতে চাও? তবে এস।" আর মুক্তির আশায় পাপী উড়িয়া যায়।

আমার পাখীটী যখন উড়িয়া চলিল, তখন আর দশ বারটী পাখী যেমন তাহাকে ঘেরিয়া কত আনন্দ কোলাহল করিয়াছিল, তেমনি যখন একজন লোক পাপের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়, অমনি সাধুদের মধ্যে আনন্দ কোলাহল উঠে। একটী ভাই জন্মিল, বলিয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা থাকেনা। যখন আমাদের গৃহে সন্তান জন্মে, তখন কত আমোদ আহ্লাদ হয়, যাহারা দীন দরিদ্র, তাহাদের গৃহেও তখন কেমন প্রফুল্ল ভাব দেখা যায়। তেমনি যদি একজন পাপী ঈশ্বরের রাজ্যে গমন করে, সাধুদের কত আহ্লাদ হয়। এই আনন্দ দেখিলে পাপী কি আর গৃহে ফিরিতে পারে? এইরূপে সাধুজন পাপ পথ হইতে কত লোককে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাপীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া চিরদিনের মত সুখী করিয়াছেন। মুখের স্ফুরিত মাধুর্য্যে তাঁহারা মন প্রাণ হরণ করিয়াছেন। যখন পাপী মুক্তির আস্বাদ পাইয়া উড়িয়া যায়, তখন লোকে শূন্য পিঞ্জর দেখায়, এই তোমার বিষয় বিভব ফেলিয়া তুমি কোথায় যাও, বলিয়া কতরূপে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে আর ডাক শোনেনা, সে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। আর তাহার তত্ত্ব পাওয়া যায়না। কদর্য্যভাষা ভুলিয়া যায়। স্বর্গের ভাষা বলি[illegible] শিখে।

পিতা মাতা ক্রন্দন করেন, বন্ধু বান্ধব ক্ষুব্ধ হয়, সকলে জিজ্ঞাসা করে সে কোথায় গেল ? কিন্তু সে রাজ্য হইতে কেহ আর তাহার সংবাদ লইয়া আসেনা। সে এখন ব্রহ্মের উদ্যানে বিচরণ করে, ব্রহ্মতরুতে উঠিয়া বসিবে। সংসারের লোক কাঁদ, সে আর ফিরিবেনা। এমনি বন্দী হইতে কে চাও বল দেখি ? অমৃত ফলের আস্বাদন করিয়া কে বাঁচিতে চাও বল দেখি ? স্বর্গের ফুল যেখানে প্রস্ফুটিত হয়, সেখানে কে যাইতে চাও বল দেখি ? পাপী যদি কেহ থাক, সেখানে উড়িয়া যাও। ঐ শোন দূর হইতে সাধুদের কণ্ঠধ্বনি আসিতেছে, শোন, শোন, উড়িয়া যাও, যেখানে পবিত্রতার বাতাস সেখানে চলিয়া যাও। পৃথিবীর পাপ ঘৃণা কর, আমরা তাঁহার উদ্যানের দিকে চল, উড়িয়া যাই।
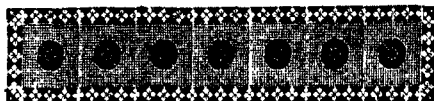
১লা মাঘ।

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল, তোমরা শ্রবণ কর, আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির অন্য পথ নাই।

দেবতাদের ক্ষুধা ঈশ্বরে, দেবতাদের অন্ন ঈশ্বরের অমৃত; শিশুর যেমন মাতার দুগ্ধেই জীবন, তেমনি দেবতাদের ক্ষুধা ঈশ্বরামৃতে। মাতা যেমন ক্ষুধিত শিশুকে সস্নেহে দুগ্ধ দেন, ঈশ্বর তেমনি ক্ষুধিত দেবতাদিগকে অমৃত দান করেন।

মাডাম গেঁয়োর প্রার্থনা।

আমার প্রভু, তুমি আমার হৃদয়েই ছিলে এবং অপেক্ষা করিতেছিলে, যে আমি তোমার দিকে ফিরিব ও তোমার প্রকাশ দেখিব। হে অনন্ত প্রেমের আধার, তুমি এত নিকটে ছিলে, অথচ আমি তোমার অন্বেষণে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে ছিলাম এবং তোমার উদ্দেশ পাইতেছিলামনা। সুখের উৎস আমার অন্তরেই ছিল, অথচ আমি জীবন দুর্ব্বহ বোধ করিতে ছিলাম। আমি ধনরাশির মধ্যে থাকিয়াও দারিদ্র্য ভোগ করিতে ছিলাম, আমি উপাদেয় খাদ্যপূর্ণ ভোজন পাত্রের নিকট থাকিয়াও ক্ষুধায় মরিতে ছিলাম। হে প্রাচীন ও নবীন সৌন্দর্য্যের খনি, আমি তোমায় এত বিলম্বে জানিলাম কেন? হায়, যেখানে তোমাকে পাওয়া যায়না, সেখানেই তোমায় খুঁজিলাম, আর যেখানে তুমি ছিলে, তথায় তোমায় অন্বেষণ করি নাই।

২রা মাঘ।

এই মাঘ মাসের পবিত্র মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বর চরণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। আমরা যে সম্বৎসর ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে নিবিষ্টচিত্তে সমগ্র হৃদয়ে তাঁহার অর্চ্চনা করি নাই, ঈশ্বর আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমরা তাঁহার উপাসক ও দাসদাসী হইয়াও যে তাঁহাকে ভুলিয়া গৃহধর্ম্ম করিয়াছি, তাঁহার সিংহাসন আমাদের পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করি নাই, তিনি আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ধর্ম্মকে সার জানিয়াও ধর্ম্মচিন্তা অপেক্ষা বিষয়ের চিন্তাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া তাহাতেই ডুবিয়া রহিয়াছি, ঈশ্বর আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ঈশ্বর ও মানব সেবার সুযোগ পাইয়াও যে আমরা তাহা অবহেলা করিয়াছি, ঈশ্বর আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা ভুলিয়া গিয়া নিজ ইচ্ছার বশীভূত হইয়াছি, নিজের সুখ চাহিয়াছি, ঈশ্বর আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমাদের বাক্য ও আচরণ দ্বারা অপরের মনকে সাধু ও উন্নত না করিয়া বরং তাঁহাদিগকে যে ক্লেশ দিয়াছি, ঈশ্বর আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। প্রেমের কোমল হস্তে না ধরিয়া আমাদের দারুণ ব্যবহারে যে অপরকে যাতনা দিয়াছি, ঈশ্বর আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

৩রা মাঘ।

—০—

তাঁহার চরণে সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করি, যে আমাদের যাহা ভাবা উচিত ছিল অথচ তাহা ভাবি নাই, যাহা বলা উচিত ছিল অথচ তাহা বলি নাই এবং যাহা করা উচিত ছিল অথচ তাহা করি নাই, ঈশ্বর আমাদিগকে সে সকলের জন্য ক্ষমা করুন। আমাদের যাহা ভাবা উচিত ছিলনা অথচ তাহা ভাবিয়াছি, যাহা বলা উচিত ছিলনা অথচ তাহা বলিয়াছি, যাহা করা উচিত ছিলনা অথচ তাহা করিয়াছি, তাহার জন্য অনুতাপ সহকারে ক্ষমা চাহিতেছি, ঈশ্বর আমাদিগের সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ধর্ম্মকে ভুলিয়া আলস্য, জড়তা এবং সুখাসক্তির বশীভূত হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি, ঈশ্বর আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ধর্ম্মের গুরুত্ব না বুঝিয়া ইহার মহৎ লক্ষ্য ও কার্য্য ভুলিয়া গিয়া যে তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন রহিয়াছিলাম, ঈশ্বর আমাদিগের সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ॐ ॐ ॐ

মেঘ তর্জ্জন গর্জ্জন ও শিলাবর্ষণ করিয়া কঠিন বজ্র নিক্ষেপ করিতেছে, তথাপি চাতক কি মেঘ পরিত্যাগ করিয়া কথনও অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করে?

ॐ ॐ ॐ

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও সপ্ত সমুদ্র জলে পূর্ণ, অথচ তুলসী কহে, পাপিয়া পক্ষীর নিকট স্বাতী নক্ষত্রের জল ব্যতীত সমুদয় ধূলি সমান।

৪ঠা মাঘ।

আমরা এই উৎসবে কিরূপে প্রবৃত্ত হইব? এই শীতকালের প্রাতঃকালে যদি কেহ দ্বারে বসিয়া কাঁপিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আমরা কি বলিয়া থাকি? আমরা কি বলি না "ছায়ায় অন্ধকারে বসিয়া শীতে কাঁপিতেছ কেন? ঐ যে চারিদিক আলোকে পূর্ণ করিয়া পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য উদয় হইতেছে, যাও সূর্য্যের কিরণ সম্ভোগ কর, রৌদ্রে যাও, শীত চলিয়া যাইবে।" আজও সেইরূপ বলিতেছি ঐ যে উৎসবের পূর্ব্বাকাশে প্রেমরবির উদয় হইতেছে, আশাপূর্ণ নেত্রে উহা নিরীক্ষণ কর। শোকে ম্লান হইয়া থাকিওনা, নিরাশায় অবসন্ন হইয়া থাকিওনা দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকিওনা, আশাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র আলোক ও জ্যোতিতে প্রবেশ কর। হৃদয়ের ব্যাকুলতা লইয়া সকলে মহা উৎসবে প্রবেশ কর। কিরূপ ব্যাকুলতা লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে? যে ব্যাকুলতার মধ্যে উৎকণ্ঠা ও পূর্ণ নির্ভর আছে, সেইরূপ ব্যাকুলতা লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। প্রাচীন বৈষ্ণবগণ বলিয়াছেন "হে অরবিন্দাক্ষ, অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক মাতার জন্য যেমন ব্যাকুল, ক্ষুধার্ত্ত বৎস মাতৃস্তন্যের জন্য যেরূপ ব্যাকুল, প্রোষিতভর্ত্তৃকা নারী পতির আগমন অপেক্ষায় যেরূপ ব্যাকুলা, আমার অন্তঃকরণ সেইরূপ তোমার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে।" এই সুন্দর দৃষ্টান্তে ব্যাকুলতা উৎকণ্ঠা ও নির্ভরের ভাব কেমন উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান। পক্ষিশাবকের ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সে প্রতি মুহূর্ত্তে উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করে, কখন মাতা আসিবে।

৫ই মাঘ।

—০—

উড়িয়া যাইতে পারেনা, মুখে খাদ্য লইয়া জননী কখন আসিবে শুধু তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। উৎকণ্ঠা, ক্ষুধা সকলই রহিয়াছে অথচ মা না আসিলে উপায় নাই। গোবৎসও রজ্জুবদ্ধ হইয়া সেইরূপ অবস্থাতেই থাকে। গৃহস্থের কুলবধূরও সেই দশা। তিনি পতির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন, বিচ্ছেদ যাতনা নীরবে সহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু যাইবার উপায় নাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পতি না আসেন, অপেক্ষা করিয়া থাকিতেই হইবে। আমাদেরও ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা ও পূর্ণ নির্ভর থাকিবে। নির্ভর তাঁহার দয়াতে, তিনিই আমাদের জন্য প্রেমান্ন লইয়া আসিবেন। এই প্রভাতে শীতক্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় আমরা ছায়ায় বসিয়া থাকিবনা। চল, সকলে প্রেমরবির আলোকে গিয়া বসি। পক্ষিশাবকের ন্যায় আমরাও তাঁহার কৃপাতে নির্ভর করি। তাঁহার দয়ার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। তিনি কি তাঁহার কৃপাগুণে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে ত্রুটী করেন? তাঁহার দিকে যে হস্ত প্রসারিত করিয়াছে, তাহাকে তিনি ধরিবেনই। যে একপদ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তিনি দশপদ অগ্রসর হইয়া তাহাকে গ্রহণ করেন। অতএব আশায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া ব্রহ্ম সমাগমে যাত্রা কর। প্রেমরবির উজ্জ্বল প্রেমালোকের মধ্যে চল। সেই প্রেমরবি মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের সকলের অন্তরাত্মাকে চরিতার্থ করিবার জন্য উদয় হইতেছেন। আমরা তাঁহাকে জীবন্ত ও সত্যরূপে দেখিয়া তাঁহার মহা আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব।

৬ই মাঘ।

যদি লোকে রাত্রিকালে গৃহের দ্বার গবাক্ষ প্রভৃতি রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃকালে সে কিরূপে জানিতে পারে, যে বাহিরে সূর্য্যোদয় হইতেছে? সে ব্যক্তি শুনিতে পায়, যে বিহগকুলের আনন্দ কোলাহলে জগত পূর্ণ হইতেছে, সে দেখিতে পায়, যে দ্বার ও গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া আলোক রশ্মি গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্ধকার বিনাশ করিতেছে। সে অনুভব করে, যে রাত্রিকালের শীত ও জড়তা দূর হইয়া উষ্ণতা দেহকে সজীব করিতেছে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই সে জানিতে পারে, যে বহির্জগতে দিনমণির উদয় হইল। আজ কি হৃদয় রাজ্যে প্রেমরবির অভ্যুদয় অনুভূত হইতেছে? আজ কি প্রাণ কাননের বিহঙ্গমগণের আনন্দধ্বনি উঠিতেছে? আজ কি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও সাধুকামনা সকল জাগরিত হইয়া হৃদয়কে আনন্দ কোলাহলের নিলয় করিতেছে? আজ কি অনেক দিনের পরে অন্ধকার হৃদয়গৃহে প্রেমরবির কিরণ প্রবিষ্ট হইতেছে এবং তাহার পুণ্যালোকে কি বহুদিনের সংশয় ও পাপের অন্ধকার দূর হইতেছে? অনেক দিনের জড়তা ও আলস্য কি যাইতেছে? প্রাণে কি উত্তাপ ও উষ্ণতা অনুভূত হইতেছে? তবে আনন্দধ্বনি করিয়া হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটন কর, প্রেমরবি তাঁহার পুণ্যালোকে সকলের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করুন।

৭ই মাঘ।

নববর্ষে ব্রহ্মের মন্দিরে সকলে সমবেত হইয়াছেন। দেশ বিদেশ নানাস্থান হইতে ভগিনীগণ উপস্থিত; জননীর গৃহ আজ পূর্ণ; উৎসব দিনে বরণীয় দেবতা সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। যে জননীর পূজা করিব বলিয়া এই গৃহে সকলে মিলিত হইয়াছি, তাঁহার জন্য হৃদয়ের আসন পাতিয়া দিই, ভক্তিফুলে তাঁহার অর্চ্চনা করি। "এস, কন্যা, এস, পৃথিবীর আর কোথাও তোমার স্থান না থাকুক, আমার গৃহে অনেক স্থান; আমার ভাণ্ডার চিরপূর্ণ। এখানে আসিলে তোমার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইবে, ব্যথিত মস্তকের বেদনা আর থাকিবেনা। ভাবিতে ভাবিতে যে নয়ন দীপ্তিহীন হইয়াছে, তাহাতে পুনরায় জ্যোতিঃ দেখা দিবে। সংসারের দুরন্ত শ্রম ও দারিদ্র্যের নির্ম্মম পেষণে যে দেহ মন ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়াছে, আমার গৃহের স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে তাহা সবল হইবে; আর দুর্ভাবনা থাকিবেনা, আর কাঁদিতে হইবেনা।" মাতা আশ্বাস বাক্যে এই বলিয়া আজ আমাদিগকে ডাকিতেছেন। এস ভগিনি, প্রাণ শীতল করি, পাপ মলায় যে আত্মা মলিন হইয়াছে, তাহাকে পবিত্রতার জলে ধৌত করি। বিষাদের অশ্রুতে যে মুখ প্লাবিত, আজ তাহাকে পুণ্যের জ্যোতিতে উজ্জ্বল করি। ধনের প্রয়োজন নাই, বিদ্যা বা বড় উপাধি নাই বলিয়া কুণ্ঠিত হইতে হইবেনা। এ গৃহের জননী মূল্যবান বসন ভূষণ চাহেননা, কাহার সৌন্দর্য্য আছে, কাহার নাই, আমাদের মাতা তাহা দেখেননা। ভগ্নহৃদয়রূপ বলিই তাঁহার গ্রাহ্য; ভগ্ন ও অনুতপ্ত আত্মাকে তিনি কখনও তুচ্ছ করেননা।

৮ই মাঘ।

ভগিনি, জননীকে দেখিয়া প্রফুল্ল হও। আজ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার নিকট হৃদয়ের গভীর বেদনার কথা বলিয়া শোক ভারাক্রান্ত মস্তক তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপন কর। সেই পরম জননী ব্যতীত মাতৃহীন সন্তানের, আর বিশ্রামস্থান কোথায়? পুত্রশোকাতুরা জননি, ক্রোড় শূন্য করিয়া তোমার সন্তান চলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যিনি অন্তরের অন্তরে থাকিয়া প্রতি অশ্রুবিন্দু গণনা করিয়া থাকেন, তোমার ম্রিয়মান মস্তক তাঁহার দিকে উত্থিত কর, শান্তি পাইবে। ভগ্নহৃদয়া বিধবা, পৃথিবী অন্ধকার করিয়া দুই স্কন্ধের ভার তোমার দুর্ব্বল স্কন্ধে অর্পণ করিয়া তোমার পতি চলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু যিনি অনাথের নাথ, তাঁহার চরণে ভারাক্রান্ত হৃদয় রাখ, বললাভ করিবে। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞান, সুখী দুঃখী, এস, সকলে একত্র হইয়া সমস্বরে পরম মাতার স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হই। যাঁহাকে ডাকিলে শোকার্ত্তের শোক নিবারণ হয়, দুঃখী আপন দুঃখ ভুলিয়া যায়, পাপরোগ জর্জ্জরিত, সংসার মরুতে তৃষিতচিত্ত, যাঁহার শান্তি সলিলে অবগাহন করিয়া সুস্থতা লাভ করে, সেই পরম জননীর চরণে আমরা প্রণত হই। জননি, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও পবিত্র জীবন যদ্দ্বারা তুমি বদ্ধ, আমাদিগকে তুমি সেই জীবন দাও। যে ধর্ম্ম নারীর একমাত্র ভূষণ, তদ্দ্বারা আমাদিগকে অলঙ্কৃত কর। ধর্ম্মদুর্ভিক্ষপীড়িত সন্তানগণ তোমার নিকট ধর্ম্মভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। ধর্ম্ম দাও, মৃত আত্মা জীবিত হউক; ভক্তি দাও, শুষ্ক হৃদয় সরস হউক; বিশ্বাসের মূল তোমার বদ্ধ রাখ, জীবন নিরাপদ হউক।

৯ই মাঘ।

নৌকাযোগে জলপথে ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও কখনও নদীগর্ভে রাত্রি যাপন করিতে হয়। হঠাৎ প্রতিকূল স্রোত আসিয়া পড়িল, নাবিকগণ আর নৌকা চালাইতে পারেনা। নৌকা বাঁধ, নৌকা বাঁধ, এই কোলাহল তুলিয়া নাবিকগণ তীরে নৌকা সংলগ্ন করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। নিশীথ সময়ে সহসা নাবিকগণের কলরবে নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিশীথের নিবিড় অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার মধ্যে নাবিকগণ পরস্পরকে ডাকিয়া বলিতেছে "নৌকা খোল, স্রোত ফিরিতেছে।" জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমরা কিরূপে জানিলে যে স্রোত ফিরিয়াছে?" তাহারা কহিল "কেন নৌকার মুখ যে ফিরিতেছে। যে মুখ দক্ষিণ দিকে ছিল, তাহা উত্তর দিকে ফিরিয়াছে।" আজ সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখ স্রোত ফিরিয়াছে কিনা? স্বীয় স্বীয় জীবনতরীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ, নৌকার মুখ ফিরিল কিনা? যে মুখ নরকের দিকে ছিল তাহা স্বর্গের দিকে ফিরিল কিনা? যে আকাঙ্ক্ষা চিরদিন বিষয়সুখ ইন্দ্রিয়সেবা বা স্বার্থসিদ্ধি লইয়া ব্যস্ত আছে, সে আকাঙ্ক্ষা আজ পুণ্যের ক্ষুধাতে ক্ষুধিত হইতেছে কিনা? পাপীকে ঈশ্বর কখনও ত্যাগ করিবেননা, এই আশ্বাসবাণীতে হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে কিনা? তাহা হইলেই বুঝিবে যে স্রোত ফিরিয়াছে। তবে আর বিলম্ব করিওনা সকলকে জাগাও "বল পাপী নৌকা খোল, ঈশ্বরের কৃপাস্রোত বহিতেছে।" আনন্দধ্বনি করিতে করিতে তরীর বন্ধন খুলিয়া দাও, তাঁহার কৃপাস্রোত আমাদিগকে পুণ্যধামের দিকে লইয়া যাউক।

১০ই মাঘ।

রাবেয়ার প্রার্থনা।

পরমেশ্বর, তুমি ইহলোকে আমার জন্য যাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছ, তাহা তোমার শত্রুকে দাও, পরলোকের যাহা কিছু, তাহা তোমার বন্ধুকে দাও। তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি আর কিছুই চাহিনা। হে ঈশ্বর, যদি নরকের ভয়ে আমি তোমার পূজা করি, তবে আমাকে নরকানলে দগ্ধ কর; যদি স্বর্গ লোভে তোমার সেবা করি, তবে আমার পক্ষে তাহা অবৈধ কর। আর যদি শুদ্ধ তোমার জন্য তোমার পূজা করি, তবে তোমার সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে আমায় বঞ্চিত করিওনা।

১১ই মাঘ।

আজ মাঘোৎসবের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে। আজ মঙ্গলময়ের মঙ্গলরশ্মি প্রাতঃসূর্য্যকিরণের সঙ্গে তাপিত, তৃষিত ও অবসন্ন প্রাণে অবতরণ করিতেছে। যে দিন পবিত্রসলিলা ভাগীরথী সগরসন্তানগণের উদ্ধারের জন্য প্রথম ধরণীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, সে দিন একটী বিশেষ দিন; ভারতের প্রাচীন আর্য্য ইতিবৃত্তে উহা একটী স্মরণীয় দিন। যে ভাগীরথী শান্তি, শীতলতা, স্নিগ্ধতা ও উর্ব্বরতা বিস্তার করিয়া ধরণীকে ফল শস্যশালিনী ও শোভাময়ী করিতেছেন, প্রতিদিন গ্রাম, প্রান্তর ও নগরের জঞ্জাল ও আবর্জ্জনারাশি পবিত্র সলিলে বিধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছেন, সেই গঙ্গা যে দিন প্রথম স্বর্গ হইতে ভারতে অবতরণ করেন, সে দিন দেবলোকে আনন্দধ্বনি উঠিয়াছিল। সেদিন ভারত ইতিবৃত্তে একটী বিশেষ দিন। সেইরূপ অদ্যকার এই শুভ দিন মাঘের একাদশ দিবস সেই শুভ দিন, যে দিন এই নব ভক্তিধারা ভারত ক্ষেত্রে প্রথম অবতরণ করিয়াছে। ইহাও একটী বিশেষ দিন। এই নব ভক্তিধারা আমাদিগের প্রাণে প্রেম, শান্তি এবং স্নিগ্ধতা বিস্তার করিয়া আমাদের হৃদয়ের মলিনতা, পাপ, তাপ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি সমস্ত আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া লইয়া যাইবে। এই ভক্তিধারায় অবগাহন করিয়া কি আমাদের প্রাণ শীতল হয় নাই? কত দীপ্তশিরার মস্তক এই ভক্তিধারায় শীতল হইয়াছে। কত পাপী তাপীর প্রাণ জুড়াইয়াছে। এই ভক্তিধারা যে দিন প্রথম ভারতে অবতরণ করিয়াছে, সেদিন কি স্মরণীয় দিন নয়?

১২ই মাঘ।

তবে এস সকলে এই ভক্তিগঙ্গায় অবগাহন করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পিতৃগণের তর্পণ করি। আমাদের পিতৃপুরুষ কে? আমাদের আচার্য্য ও গুরুরাই কি কেবল আমাদের পিতৃপুরুষ? রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কেবল ইহাঁরাই কি আমাদের পিতৃপুরুষ? কেবল ইহাঁদের রক্তই কি আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত? যে সকল প্রাচীন আর্য্যঋষির চরণে বসিয়া তাঁহারা সকলে উপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের রক্ত কি আমাদেব ধমনীতে প্রবাহিত নয? তাঁহারা কি আমাদের পিতৃপুরুষ নহেন? কেবল ইহাঁদিগকেই কি আমরা স্মরণ করিব? ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কি স্মরণ করিবনা? তাঁহারাও কি আমাদের পিতৃপুরুষ নহেন? মহাত্মা বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীর, দাদু, তুকারাম প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন ভক্ত সন্তান, তাঁহাদেরও শোণিত আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত, আজ তাঁহাদের সকলকেই আমরা স্মরণ করিব। আমাদের পিতৃপুরুষ কেবল এই দেশেই বদ্ধ নহেন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত এই ভূখণ্ডে যাঁহারা জন্মিয়াছিলেন, কেবল তাঁহারাই যে আমাদের পিতৃপুরুষ, তাহা নহে। আজ যদি কন্‌ফুস, ঈশা, মুষা, মহম্মদ, প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হন, তবে কি তাঁহাদিগকে আমাদের পিতৃপুরুষ বলিয়া বরণ করিয়া লইবনা?

১৩ই মাঘ।

আজ কি আমরা কাহাকেও বলিব যে না তোমার নাসিকা উন্নত নয়, তোমার মুখ সুগঠিত নয়, তোমার চক্ষু ছোট, তুমি আমাদের পিতৃপুরুষ নও? কাহাকেও বা বলিব, তুমি এক দুর্বৃত্ত ও বর্ব্বর জাতির মধ্যে জন্মিয়াছিলে, তুমি আমাদের পিতৃপুরুষ নও? না তাহা নয়। আজ আমরা ঈশ্বরপ্রেমিক ভক্ত যে যেখানে বাস করিয়াছিলেন ও করিতেছেন সকলকেই ইহপরকালের সমুদয় ভক্তগণকেই অন্তরের কৃতজ্ঞতার উপহার দিয়া সকলকে প্রাণে ধারণ করিয়া এই উৎসবে প্রবৃত্ত হইব। আজ সকল হৃদয় এক করি। স্বদেশে বিদেশে ইহপরকালে যিনি যেখানে আছেন ঈশ্বরের মহা উপাসক সভার সকলকে স্মরণ করি। তাঁহার জন্য ব্যাকুল প্রাণ লইয়া যিনি যেখানে আছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করি। তাঁহার প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রেমামৃত পান করিয়া যিনি যে সময়ে যে দেশে ধন্য হইয়াছেন তাঁহাদিগের সকলকে স্মরণ করি। জগতের সকল সাধু মহাত্মাদিগের চরণে প্রণত হই এবং তাঁহাদিগের নিকট আশীর্ব্বাদ ও শুভকামনা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার মহাপূজায় প্রবৃত্ত হই।

১৪ই মাঘ।

——o——

আজ দীনের দীন হইয়া সকল হৃদয় এক করিয়া উৎসবের দ্বারে করযোড়ে দাঁড়াই এবং বলি "দয়াল দ্বার খোল। পাপী সমাগত, ভিক্ষুক সমাগত, দ্বার খোল; আমরা অনেক দিন তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, অপরাধ মাপ কর। দ্বার উদঘাটন কর। পাপ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া যদি তোমাকে ভুলিয়া থাকি, মাপ কর। পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়াছি, অপ্রেমের আগুন জ্বালিয়াছি, প্রভু, অপরাধ মাপ কর; দ্বার উদ্‌ঘাটন কর।"

এই উৎসব যেন তীর্থের ন্যায়। এখানে যাত্রী সকলে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। কোন কোন তীর্থের এই নিয়ম, যে তথায় গেলেই কিছু না কিছু দিয়া আসিতে হয়। এখানে আসিয়া আমরা কি দিয়া যাইব? সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ ও যত্নের বস্তু যাহা, তাহা দিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হও। নতুবা তীর্থই বৃথা। আমরা এখানে কিছু দিতে আসিয়াছি, আবার কিছু লইয়া যাইতেও আসিয়াছি। জগতজননী আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, সকলকেই কিছু দান করিবেন। পাপের জীর্ণ বসন কাড়িয়া লইয়া সুন্দর পবিত্র বসন পরাইয়া দিবেন। তবে আজ সকলে দয়ালের দয়া সত্যরূপে অনুভব কর। তাঁহার করুণা সত্যভাবে দেখ। তাঁহার স্পর্শ অনুভব কর। আর আপনাকে দূরে রাখিওনা, বহুকাল চক্ষু নিমীলিত করিয়া অন্ধ হইয়াছিলে, আজ আর অন্ধ হইয়া থাকিওনা। আনন্দময়ের প্রসন্ন মুখ দর্শন কর। তিনি আমাদের সমবেত প্রেমে আসীন হউন।

১৫ই মাঘ।

—o—

ব্রহ্মোৎসব এক মহা যজ্ঞ। অমৃতের পুত্রেরা এই যজ্ঞের ভোক্তা। অমৃতের পুত্র কাহারা? ঈশ্বর অমৃত অর্থাৎ তিনি মৃত্যুর অধীন নহেন। মৃত্যু দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দেশ ও কালেতেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। তিনি দেশ কালের অতীত, পরিবর্ত্তন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। ঈশ্বরের এই অমৃত ভাব অর্থাৎ দেশ কালের অতীত ভাব, যাঁহাদের জীবনে প্রস্ফুটিত, তাঁহারা অমৃতের পুত্র। কারণ সন্তানের মুখে পিতার লক্ষণ যেরূপ বিদ্যমান থাকে, ইঁহাদেরও জীবনে তদ্রূপ অমৃতের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সত্যে যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, সত্যের ভূমিকে যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, সত্যার্থে যাঁহারা জীবন ধারণ করিতেছেন, তাঁহারা অমৃতের পুত্র। কারণ তাঁহাদের চরিত্র ও জীবন কোন বিশেষ দেশ বা বিশেষ কালের সম্পত্তি নহে, তাঁহারা সকল দেশের জন্য ও সকল কালের জন্য। যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি মহাজনের চরিত্রে তাঁহাদের বিশেষ দেশের ও বিশেষ কালের আভা অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহা লইয়া তাঁহাদের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব, যাহার সৌরভে জগত মুগ্ধ, যাহার জন্য জগতে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয়, তাহা দেশ ও কালের অতীত পদার্থ। এই অর্থে তাঁহারা অমৃতের পুত্র। ইহাঁদের ন্যায় স্বার্থের ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করিয়া সত্যের ভূমিকে যে কেহ আশ্রয় করে, সেই অমৃতের পুত্র।

১৬ই মাঘ।

---o---

আর এক অর্থে সাধুদিগকে অমৃতের পুত্র বলা যায়। ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের মধ্যে ছিল। ঈশ্বর জগতের মধ্যে আছেন, অথচ জগতের অধীন নহেন। তিনি ইহার প্রভু; জগতের নিয়ম তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, অথচ ঐ সকল নিয়ম তাঁহাকে আবদ্ধ করেনা। তিনি স্বয়ম্ভূ, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। যাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযমে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা, যে আমরা দেহমধ্যে বাস করিব, অথচ দেহের অধীন হইবনা, দেহই আমাদের অধীন থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া জগতে বিহার করিব, অথচ তাহারা আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবেনা। সাধুগণ এইরূপে আত্মসংযম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা অমৃতের পুত্র নামের অধিকারী। তৃতীয়তঃ আর এক কারণে সাধু মহাজনগণ ঈশ্বরের পুত্র নামের উপযুক্ত। তাঁহাদের প্রেম কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরের প্রেমের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মানব-প্রেম প্রেমাস্পদকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকে; যাহার বাহ্য রূপলাবণ্য বা মানসিক সদ্‌গুণ স্বভাবতঃ প্রেমকে আকর্ষণ করে, আমাদের প্রেমধারা তৎপ্রতিই ধাবিত হয়। যে কুৎসিত, যে দুষ্ক্রিয়ান্বিত, যে প্রেমকে বাধা দেয়, আমাদের প্রেম তাহা হইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া আসে। ঈশ্বরের প্রেম সেরূপ নহে, তাহা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া পাপীকেও আলিঙ্গন করে।

১৭ই মাঘ।

সাধুগণ এই বিষয়ে অমৃতের পুত্র ছিলেন, কারণ তাঁহাদেরও প্রেম, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া জগতের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। আর এক কারণে সাধুদিগকে অমৃতের পুত্র বলা যায়। তাঁহারা পুত্রের ন্যায় পিতার আনন্দের অংশী হইয়াছিলেন। জগত সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের যে আনন্দ, তাঁহারা জগতের তত্ত্ব জানিয়া সেই জ্ঞানানন্দের অংশী হইয়াছিলেন, জগতকে প্রীতি দিয়া ঈশ্বরের যে আনন্দ, তাঁহারাও জগতকে প্রেমদান করিয়া সেই আনন্দের অংশী হইয়াছিলেন, জগতের কল্যাণবিধান করিয়া ঈশ্বরের যে আনন্দ তাঁহারা সেই সেবানন্দের অংশী হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা অমৃতের পুত্র। বিশ্বাসী ও প্রেমিক লোক মাত্রেই যে কেবল অমৃতের পুত্র, তাহা নহে, তাঁহারা আলোকেরও পুত্র। সত্যের উন্নত ভূমিতে যিনি দণ্ডায়মান, তিনি আলোক রাজ্যেরই প্রজা। এই অমৃত ও আলোকের পুত্রগণের জন্যই এই মহাযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। এখানে নিমন্ত্রণকর্ত্তা স্বয়ং পাপীর পরিত্রাতা বিশ্বপতি পরমেশ্বর। ভোজ্যবস্তু প্রেমামৃত তিনি স্বয়ং পরিবেশন করিবেন। ভোজে বসিলে যখন পরমান্ন আসে, তখন লোকে তাড়াতাড়ী পাত্র খালি করে, অপর যাহা কিছু থাকে, তাহা ফেলিয়া দিয়া পরমান্ন গ্রহণের জন্য পাত্র প্রস্তুত করে। আমাদিগকেও এই মহাযজ্ঞের পরমান্ন গ্রহণের জন্য সেইরূপ সত্বর হইয়া স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়াসক্তি, সুখাশা প্রভৃতি হৃদয়ের প্রিয় বস্তু ফেলিয়া দিয়া পরমান্ন গ্রহণের জন্য হৃদয় প্রস্তুত করিতে হইবে।

১৮ই মাঘ।

—o—

শাক্য সিংহ যখন দিব্য জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলেন, যখন তাঁহার সমস্যার মীমাংসা হইল, যখন তিনি অবশেষে ধর্ম্মপ্রচারার্থ বহির্গত হইলেন, তখন তিনি বহুকালের পর পিতার রাজধানী কপিলাবস্তু নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি নগরের উপকণ্ঠে এক উপবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে মুষ্টিভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ শুদ্ধোদনের নিকট এই সংবাদ নীত হইলে, তিনি আপনাকে বিশেষ অপমানিত বোধ করিলেন। ত্বরায় পুত্রের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পুত্র তোমার একি ব্যবহার? তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে বংশে কি কেহ কখনও এরূপ ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ করিয়াছে?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন "মহারাজ, আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই অপরের দত্ত সামান্য দ্রব্যের দ্বারা উদর পূরণ করিতেন; তাঁহারা সকলেই ভিক্ষুক ছিলেন।" রাজা কুপিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রপিতামহ পিতামহ প্রভৃতি কাহাকে কবে ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করিতে শুনিয়াছ?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন "মহারাজ, আপনি কুপিত হইবেননা। আমি নরদেশে জন্মের কথা বলিতেছিনা। আমি দিব্য জ্ঞানলাভের পর নবজন্ম গ্রহণ করিয়া যে সাধুগণের বংশে জন্মিয়াছি, সে কুলের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই নিঃস্ব ও ভিক্ষুক ছিলেন।"

১৯এ মাঘ।

সংসারাসক্ত ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন রাজা এই মহা উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেননা। তিনি ভাবিলেন বুদ্ধের উক্তি উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায়। এইরূপে যখনই পাপীরা নবজীবন লাভ করিয়াছে, তখনই সংসারাসক্ত ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে উন্মত্ত বাতুল প্রভৃতি শব্দে উপহাস করিয়াছে। পাপী যদি ঈশ্বরকে ডাকিয়া নবজীবন লাভ না করে, তাহা হইলে তাঁহার শক্তি যে পাপীর পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ থাকেনা। নবজীবনই তাঁহার শক্তি ও করুণার প্রধান পরিচায়ক। যখন পবিত্র স্বরূপের উপাসনা করিয়া উপাসক আর এক প্রকার হইয়া যায়, তখনই প্রমাণ হয়, যে সত্যস্বরূপের আধ্যাত্মিক উপাসনাতে কিছু আছে। ব্রহ্মের উপাসকগণ, তোমাদের জীবনে কি নবজীবনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতেছে? সংসাররাজ্যে মৃত্যু না ঘটিলে ধর্ম্মের রাজ্যে জন্ম হয়না, তাহা কি জাননা? যখন তোমাদিগের জন্য সংসাররাজ্যে ক্রন্দনধ্বনি উঠিবে, তখনই স্বর্গরাজ্যে সাধুগণ একটী নবজীবন জন্মিল বলিয়া আনন্দধ্বনি করিবেন।

২০এ মাঘ।

গৃহস্থের গৃহে একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পুরনারীগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহার আগমনবার্ত্তা প্রচার করেন। ঈশ্বরের রাজ্যেও সাধুগণ সেইরূপ আনন্দধ্বনি করিয়া থাকেন। এই ঈশ্বরের রাজ্য অতি বিষম স্থান। এখানে যে একবার প্রকৃত ভাবে প্রবিষ্ট হয়, তাহার আর সংসারের আকার থাকেনা। ঈশ্বর তাহার আর এক প্রকার আকার করিয়া দেন। পাপী ভাবিয়া আসিয়াছিল, যে ঈশ্বরের ঘরে সভ্য হইয়া থাকিব, এই জন্য সে যত আসক্তি, বিলাস ও স্বার্থের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া প্রভু তাহার সকল পরিচ্ছদ হরণ করিয়া তাহাকে ভিখারী করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বন্ধুবান্ধব সকলে আশা করিয়াছিলেন, যে সে ধন মান অর্জ্জন করিবে, দশজনের মধ্যে একজন হইবে, সংসারে প্রতাপ প্রভুত্ব বিস্তার করিবে, কিন্তু তাহার এমনি অবস্থা ঘটিল, যে দেখিয়া সংসারের লোক শোক করিতে লাগিল। বলিল "ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ইহার কি দশা ঘটিল দেখ। কেন ইহার এমন দশা হইল?" সে কহিল "আমি কিছুই জানিনা। আমি কেবল মুক্তিপ্রার্থী হইয়াছিলাম, আমি কেবল মনপ্রাণের সহিত পরমেশ্বরকে ডাকিয়াছিলাম, তাহার পর তিনি আমার এই অবস্থা ঘটাইলেন।"

২১এ মাঘ।

শিখগুরু বাবা নানকের অনেক সংগীত অতি উচ্চভাবে পূর্ণ। তাহা শ্রবণ পাঠ করিলে পাষাণও দ্রব হয়। অমৃতসরের গুরুদরবারে গম্ভীরাকৃতি প্রশস্ত ললাট বিশালবপুঃ বর্ষীয়ান্ শিখগণ বীণারবাব সহকারে বাবা নানকের সেই সকল সংগীত যখন গান করেন, তাহা শ্রবণ করিলে অন্তরাত্মা আর্দ্র হয়। একটী সংগীতে নানক কহিতেছেন "তুমেরে ওঠ, বল, বুদ্ধি, ধন, তুম্হি, তুমেরে পরিবার।" বাবা নানকের মুখ দিয়া যখন এই কথা উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই দিনের কথা চিত্রিত করা যাউক। একজন সামান্য বণিক সন্তান ধন উপার্জ্জন করিতেছিল, সংসারের অপর লক্ষ লক্ষ লোকের ন্যায় দিন কাটাইতেছিল। কি শুভদিনে কেমন করিয়া পরমেশ্বর তাহার প্রাণে উদিত হইলেন, আর তাহার পূর্ব্বের জীবনে স্বাদ রহিলনা। বিষয় ভাল লাগিলনা, স্ত্রী পুত্র ও গৃহসুখের কোন বন্ধন রহিলনা, ঈশ্বর তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন, নানক ফকির হইয়া গৃহের বাহির হইলেন। পথের লোক হয়ত তাঁহাকে প্রশ্ন করিত "তুমিত ধন উপার্জ্জন করিয়া ধনী হইতে পারিতে, তাহা না হইয়া বীণারবাব লইয়া পথে পথে গান করিয়া বেড়াও কেন? স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া পথে পথে কেন বেড়াও? পথে দস্যু, তস্কর আছে, তাহারা তোমাকে মারিয়া তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবে।" এই সকল কথা শুনিয়া তিনি নিশ্চয়ই এই সংগীত রচনা করিয়াছিলেন।

২২এ মাঘ।

তিনি ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তাই বলিলেন "প্রভু লোকে বলে আমি অসহায়, কিন্তু তুমি আমার বল। লোকে বলে আমি নির্ব্বোধ, কিন্তু তুমি আমার বুদ্ধি। লোকে বলে আমার আত্মরক্ষার উপায় নাই, কিন্তু তুমিই আমার ঢাল।" কি গভীর প্রেমের অবস্থায় নানকের মুখ দিয়া এই কথা বাহির হইয়াছিল। ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, বুদ্ধি, সহায়, সম্বল প্রভৃতি বলা যাইতে পারে, কিন্তু তুমি আমার ঢাল ইহা নূতন কথা। যুদ্ধে যাইতে হইলে দুইটী অস্ত্র আবশ্যক ঢাল ও তরবারী। পৃথিবীর সাধুগণ কিসের দ্বারা আত্মরক্ষা করেন? যাঁহারা জগতের ভার লঘু করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোটী লোকের ক্রন্দন শুনিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, স্ত্রী পুত্র রাখিয়া মানব সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন্ অস্ত্র লইয়া সংসারযুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন? তাঁহারা ব্রহ্ম' নামের ঢাল পৃষ্ঠে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে সকলকে এই ঢাল পৃষ্ঠে বাঁধিতে হইবে। শুনিয়াছি স্পার্টাদেশে বীরজননীগণ, বীরপুত্রগণের পৃষ্ঠে ঢাল বাঁধিয়া দিয়া বলিতেন হয়, জয়ী হইও নতুবা মরিও, স্পার্টান জননী যেরূপ বলিতেন, হয় জয়ী হইও নতুবা মরিও। জগত জননী সেরূপ বলিবেননা, তিনি বলিবেন "জয়।" আমরা তাঁহার আহ্বান শুনিয়া অগ্রসর হইব। কে আছ অস্ত্র নিক্ষেপ কর, ব্রহ্মনামের ঢাল আমাদের পৃষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছে, সুতরাং আমাদের মৃত্যু নাই।

২৩এ মাঘ।

—o—

ধার্ম্মিক ব্যক্তি যখন জগতে বিচরণ করেন, আমরা তখন তাঁহার বাহিরের কার্য্যই দর্শন করি। আমরা তাঁহার বাহিরের প্রসন্নতা ও পবিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হই, কিন্তু কে অন্তরে থাকিয়া তাঁহাকে চালাইতেছে, তাহা অনেক সময় লক্ষ্য করিনা। একজন অন্তরে থাকেন, তিনিই সকল কার্য্যের সাক্ষীরূপে বাস করেন, এবং তাঁহাকে লইয়াই ধার্ম্মিক আপনাকে পরম সুখী বোধ করেন। ইনি কে? লোকে যাহাকে বিবেক বলে, ইনি সে বস্তু নহেন। ইনি একটী স্বতন্ত্র বস্তু। যদি জিজ্ঞাসা কর, পুরুষ কি রমণী? তাহার উত্তর এই, ইহাঁকে নারী বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ নারী প্রকৃতির ন্যায় এই অন্তরবাসী বস্তুর প্রকৃতি বড় কোমল ও স্নিগ্ধ। ইহাঁকে প্রাণে পাইলে হৃদয় তৃপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ এদেশে যেমন এক একজন রমণীকে লোকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া থাকে তাঁহার পদার্পণমাত্র চারিদিকে সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি দৃষ্ট হয়, দাস দাসীর মধ্যে আর বিবাদ বিসম্বাদ থাকেনা, প্রতিবেশীদিগের সহিত প্রণয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, ধনধান্যের দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে, সংসার সুখশান্তির আলয় হয় ও চারিদিকে সুপ্রতুল হইতে থাকে। সেইরূপ এই আধ্যাত্মিক রমণী যখন হৃদয় গৃহ আলোকিত করেন, তখন আত্মার ও মানব চরিত্রের সকল বিভাগেই সুশৃঙ্খলা ও উন্নতির লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। প্রবৃত্তিতে প্রবৃত্তিতে বিরোধ, ইচ্ছা ও বিবেকে বিরোধ, ভাবে ভাবে বিরোধ, এ সকল ঘুচিয়া যায়। ইনি যখন অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তখন হৃদয় গৃহ সুখশান্তিতে পূর্ণ থাকে।

২৪এ মাঘ।

আর একটী বিষয়ে রমণীর সহিত ইহাঁর সৌসাদৃশ্য আছে। ইনি নারীর ন্যায় অভিমানিনী ও লজ্জাবতী লতার ন্যায় লজ্জাশীলা। অপবিত্রতার লেশমাত্র দেখিলে ইনি লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যান, লজ্জাতে নিজ মুখ আবরণ করেন, এবং দেখিতে দেখিতে ক্ষীণ হইতে থাকেন। এই অপরূপ প্রকৃতিবিশিষ্টা রমণী কে? যেদিন প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হয়, যেদিন ঈশ্বরের আরাধনাতে মনপ্রাণের লয় হয়, যেদিন আত্মা বাস্তবিক গূঢ় ও গভীর আধ্যাত্মিকভাবে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে, সেদিন উপাসনার পরেই আত্মার মধ্যে একটি নবভাবের জন্ম দেখা যায়। বিশ্বাস, পবিত্রতা, আনন্দ এই ত্রিবিধ ভাব জড়িত হইয়া ঐ ভাবের উৎপত্তি হয়। আত্মা ও পরমাত্মাতে মিলন হইলে মানবাত্মা যখন ব্রহ্মের প্রসাদ প্রাপ্ত হয়, তখন ঈশ্বর যেন স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ এই ভাবটীকে মানব অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। এই কারণে ইহাঁকে ব্রহ্মকন্যা বলা যাইতে পারে। এই হৃদয়বাসিনী ব্রহ্মকন্যাই সাধুর প্রধান সহায় ও তাঁহার অন্তরের গভীর অনুরাগের পাত্র। ইহাঁকে যাঁহারা হৃদয়ে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ইহাঁর মুখচ্ছবির প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহাঁর তনু বড় সুকুমার; পাপের উত্তাপ লাগিবামাত্র ইহাঁর পবিত্র মুখশ্রী পুষ্পের ন্যায় ম্লান হইয়া যায়। মনুষ্য যদি ইহার মুখ না চাহিয়া অপবিত্রতা বা অসাধুতার আচরণে প্রবৃত্ত হয়, অমনি ইনি লজ্জাবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া রোদন করিতে বসেন, এবং তেমন তেমন দেখিলে হৃদয় গৃহ ছাড়িয়া যান।

২৫এ মাঘ।

ইহাঁর গুণ ও মূল্য যিনি জানিয়াছেন এবং ইহাঁকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতে যাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু ইহাঁর মলিন মুখ দর্শন করিতে পারেন না। ইহাঁর বিচ্ছেদে তাঁহাদের প্রাণ যায়। বিচ্ছেদ, বিরহ প্রভৃতি শব্দ কেবল প্রণয়ের শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তগণ যে সে সকল শব্দ ধর্ম্ম জগতে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কেবল এই অদর্শনজনিত যাতনা বর্ণন করিবার জন্য। আমাদের ধরণী ভক্তজনের ক্রন্দনধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ভক্তগণ যখন অন্তরে এই ভাবের ম্লানতা বা অভাব লক্ষ্য করেন, তখন ঘোর বিপদ হইল বলিয়া গভীর আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন; আবার হৃদয় কন্দরে এই ভাবকে বিরাজিত দেখিলে ত্রিভুবনের সকল সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করেন। হে উপাসক, তুমি যে এতদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছ, তোমার অন্তরে কি এই ভাব পুষ্কলরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে? এই অপূর্ব্ব লাবণ্যশালিনী রমণীর সহিত কি তোমার পরিচয় হইয়াছে? তুমি কি ইহাঁর পবিত্র নিষ্কলঙ্ক কমনীয় সুকোমল মুখজ্যোতি দেখিয়া নিজ কার্য্যের দোষগুণ বিচার কর? ইহাঁর মুখকান্তি মলিন দেখিলে কি তোমার প্রাণ আকুল হয়? তুমি কি এই ভক্তিভাবের অভাব দেখিলে ধরাশায়ী হইয়া ক্রন্দন কর? যদি এ ভাবের উৎপত্তি নিজ অন্তরে দর্শন না করিয়া থাক, তবে তোমার ধর্ম্মসাধন এখনও সুফল হয় নাই। যতক্ষণ প্রাণমন্দিরে এই সুস্নিগ্ধতার রাশি দর্শন না করিবে ততক্ষণ দ্বারে হত্যা দিয়া থাক, উঠিও না।

২৬এ মাঘ।

—০—

শরীরে শরীরে যেরূপ সংস্পর্শ হয় আত্মাতে আত্মাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। শরীরের সংস্পর্শ কিরূপ তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিয়াছি। পথে চলিতে চলিতে কত লোকের সঙ্গে সংস্পর্শ হয়, কিন্তু তাহার কিছুই শক্তি নাই। কিন্তু যাঁহাকে ভালবাসি, যাঁহার সহিত হৃদয়ের যোগ, তিনি যখন আমাদিগকে স্পর্শ করেন, স্কন্ধে হস্তার্পণ করেন, বাহু দ্বারা আবেষ্টন করেন, তখন সেই স্পর্শে হৃদয় তন্ত্রী কিরূপ বাজিয়া উঠে, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিয়াছি। সেই মধুরতা আমরা সকলেই আস্বাদন করিয়াছি। শরীরে শরীরে যেরূপ সংস্পর্শ আত্মাতে আত্মাতেও সেইরূপ সংস্পর্শ হইয়া থাকে। এই সংস্পর্শ যখন প্রেমিকের প্রেমের সহিত মিলিত হয়, তখন অমৃত ফল উৎপন্ন হয়। মানবে মানবে সংস্পর্শ হওয়ার ন্যায় ঈশ্বরের সহিতও মানব প্রেমের সংস্পর্শ হইয়া থাকে। তাঁহার সংস্পর্শে আমাদের চৈতন্য হয়, আধ্যাত্মিক নয়ন উন্মীলিত হয়। এই যে প্রেমের সংস্পর্শ যাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকি, ইহা হৃদয়ের গুণ, ভাব ও চিন্তাশক্তিকে সঞ্চালিত করে। এই সঞ্চালনে এক হৃদয়ের ভাব অদ্ভুত উপায়ে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। যেখানে এই প্রেমের সংস্পর্শ নাই সেখানে ভাব ও শক্তি বিনিময়ের উপায় নাই। ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহার স্পর্শ কি প্রাণে অনুভূত হইতেছে? তাঁহার পুণ্যভাবের শক্তি, পবিত্রতার আনন্দ ও প্রেমের আবেগ কি হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিতেছে? হৃদয় কন্দরে কি অপূর্ব্ব শক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছ?

২৭এ মাঘ।

—o—

আজ অযোধ্যানগরী উৎসব কোলাহলে নিমগ্ন। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে মঙ্গল আরতির শুভশঙ্খধ্বনির মধ্যে যে নগরী সহসা বৈধব্যের দুর্বিবষহ আঘাতে মুহ্যমানা হইয়া ধরাশায়িনী হইয়াছিল, আজ তাহার সে শোকদীর্ঘা অমানিশার অবসান হইয়াছে। অযোধ্যা চতুর্দ্দশবর্ষ ধরিয়া যাঁহার পাদুকাযুগল বক্ষে লইয়া প্রোষিত ভর্ত্তৃকার দীন জীবন কাটাইয়াছে, আজ সেই অযোধ্যানাথ সত্য রক্ষার গৌরব মুকুটে ভূষিত হইয়া ও সূর্য্যবংশ মহিমাকে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত করিয়া তাহার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। নগরীতে আনন্দ উল্লাস আজ সহস্রধারায় প্রবাহিত; চতুর্দ্দশ বর্ষের রুদ্ধ হর্ষ ও হাস্যপ্রবাহ আজ যেন লক্ষ উৎস মুখ দিয়া উৎসারিত হইতেছে। বিপুল সভামণ্ডপে রামচন্দ্র অভিষেক ক্রিয়ান্তে পৌরজন, জানপদগণ, অমাত্যকুল, ঋষিমণ্ডলী ও রাজন্যবর্গে বেষ্টিত হইয়া রত্নপীঠোপরি উপবিষ্ট; বামে সীতাদেবী প্রসন্ন পবিত্র মুখকান্তিতে সে সভার উপরে পুণ্য ও প্রীতির অমলদ্যুতি বিকীর্ণ করিতেছেন। রত্নপীঠের পাদমূলে অনুচরশ্রেষ্ঠ হনুমান আনত শিরে দণ্ডায়মান। সীতাদেবী স্বকীয় পবিত্র কণ্ঠদেশ হইতে অমলদীপ্তিবিমণ্ডিতা মহার্ঘা মুক্তাময়ী একাবলী উন্মোচন পূর্ব্বক হনুমানের শিরোদেশে অর্পণ করিয়া কহিলেন "ভৃত্যকুলগৌরব বৎস হনুমান, তোমারই কৃতিত্ব ও বিশ্বস্ততাগুণে আজ আমি পুনরায় পতিপার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহার মহিষীপদে বৃতা হইলাম, তোমার গুণের অনুরূপ পুরস্কার আর কি দিব, আমার অকৃত্রিম স্নেহের এই নিদর্শন লও, চিরদিন ইহা কণ্ঠদেশে ধারণ করিও।"

২৮এ মাঘ।

—o—

সীতাদেবীর বাক্যাবসানে হনুমান শিরোমূলে ন্যস্ত অমূল্য হার কিয়ৎক্ষণ গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, পরক্ষণেই মুক্তামালিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। বানরনখরবিচ্ছিন্ন জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার গগন বিক্ষিপ্ত তারকারাজির ন্যায় সভাতলে শোভা পাইতে লাগিল। "বনের পশু মুক্তার মূল্য কি বুঝিবে" "বানরের গলে মুক্তাহার শোভা পাইবে কেন, লোহার শিকলই ভাল।" ইত্যাদি ধিক্কার ও তিরস্কার বাণী শ্রাবণের ধারার ন্যায় সহস্র মুখ হইতে হনুমানের প্রতি মুষল ধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। হনুমান নীরবে সেই সকল তিরস্কার সহ্য করিতে লাগিল। পরে সভাগৃহ কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলে হনুমান দেবী জানকীর দিকে চাহিয়া করপুটে কহিল "দেবি, অধমের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। যাহাতে আমার প্রভুর নাম অঙ্কিত নাই, তাহা লইয়া আমি কি করিব? আমি মণিমুক্তার মূল্য জানিনা। প্রভুর চরণ সেবা ও তাঁহার নাম ব্যতীত আর কোন বস্তুই এ দাস শ্লাঘ্য জ্ঞান করেনা তাই আপনার উপহার তুচ্ছ করিয়াছি।" "যদি রাম নাম মাহাত্ম্য এতই বুঝিয়া থাক, তবে তোমার ঐ দেহ ধারণ করিয়া আছ কেন? কই উহাতে ত তোমার প্রভুর নাম অঙ্কিত নাই।"

২৯এ মাঘ।

পুনরায় সেই বিপুল সভাতল হইতে এই বিদ্রূপবাণী উত্থিত হইতে লাগিল। তখন ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান নখররাজি দ্বারা স্বীয় বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার প্রতি পঞ্জরে রাম নাম অনপনেয় অক্ষরে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

মহোৎসব অন্তে প্রিয় ভাই, প্রিয় ভগিনি, জিজ্ঞাসা কার হনুমানের ন্যায় প্রভুর নাম হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছ কি? এতদিন ধরিয়া ভক্তসঙ্গে উপবেশন করিয়া যাঁহার পবিত্র শ্লাঘ্য নাম কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইলে, যে প্রভুকে প্রাণে লইয়া দগ্ধ হৃদয় জুড়াইলে, যাঁহার অমৃতময় সহবাসে থাকিয়া সংসারের শত প্রতিকূলতা প্রলোভন পরীক্ষা ও যাতনার কথা এই কয় দিন ভুলিয়া গিয়াছ, সাধক ভাই ভগিনি, সকল রোগশোকের অমৃত অবলেপ সেই নাম হৃদয়ের ভূষণ করিয়াছ ত? যখন সংসার ক্ষেত্রে পৃথিবীর ধন মান সম্পদ ঐশ্বর্য্য আসিয়া হৃদয় দ্বারে আঘাত করিবে, তখন যাহাতে আমার প্রভুর নাম অঙ্কিত নাই তাহা লইয়া আমি কি করিব? তুচ্ছ বিষয় সুখকে এই বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিব কি?

৩০এ মাঘ।

—o—

রোগ শোক দৈন্যপূর্ণ সংসারে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে প্রিয়ভগিনি, ঐ নাম হৃদয় পঞ্জরে ভাল করিয়া অঙ্কিত কর, সকল রোগ ও শোকে অনির্ব্বচনীয় সান্ত্বনা ও বল লাভ করিবে। পৃথিবীর সকল বসন আভরণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এই স্পর্শমণি হৃদয়ের ভূষণ কর, ধনীর গৃহিণী সমাজে তোমার প্রতিষ্ঠা না হউক, যে পুণ্যলোক মৈত্রেয়ী, গান্ধারী, গার্গী, অরুন্ধতী প্রভৃতি সতী সাধ্বীগণের অধিষ্ঠানে পবিত্র, সে দেশে তোমার মহিমা রত্নপীঠে আসীনা রাজ্ঞীগণের গৌরব অপেক্ষা অধিক হইবে।

প্রিয় ভাই, সংসারের দুরন্ত শ্রম ও দারিদ্র্যের নির্ম্মম পেষণে দেহ মন ক্ষয় করিতে যাইবার পূর্ব্বে ঐ নাম অক্ষয় কবচরূপে বক্ষে ধারণ কর। গান্ধারীর পবিত্র দৃষ্টির ন্যায় ইহার পুণ্য স্পর্শে তোমার দেহ শত্রুর দুর্ভেদ্য হইয়া যাইবে, আর প্রলোভন পরীক্ষার আঘাতে কম্পিত হইতে হইবেনা, আর অবিশ্বাস কাপুরুষতা সুখস্পৃহা যশোলালসা তোমাকে প্রভুর দাসত্বপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারিবেনা। বিশুদ্ধচিত্তে স্বার্থবিরহিত হৃদয়ে প্রভুর সেবা করিয়া অক্ষয় পুণ্য ও অম্লানদ্যুতি পৌরুষ ধনের চির উত্তরাধিকারী হইবে।

বৃদ্ধ দায়ুদ নৃপতির স্তুতিবন্দনার মধ্যে এক স্থানে একটী কথা আছে। ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া দায়ুদ বলিতেছেন "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে রসনা দ্বারা এমন কথা বলিবনা, যাহাতে তোমার মহিমার হ্রাস বা করুণার খর্ব্বতা হয়।" ভক্ত দলের অগ্রগণ্য প্রাচীন দায়ুদ নৃপতি বলিতেছেন "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে রসনা দ্বারা এমন কথা বাহির করিবনা, যাহাতে তোমার প্রতি নির্ভরের অভাব প্রকাশ করিবে।"

কেমন করিয়া আমরা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করি? অসাধু আলাপ ও অসাধু কথা দ্বারাই কি কেবল ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা হয়? রসনা দ্বারা পরনিন্দা, কুৎসা ঘোষণা অথবা প্রকাশ্যভাবে ঈশ্বর নাই, উপাসনা প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই প্রভৃতি কথা প্রচার করিলেই কি কেবল ঈশ্বরের মহিমা হ্রাস করা হয়? দায়ুদের পক্ষে ঐ কথা কি অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে? যে ব্যক্তি উপাসক ও ভক্ত তিনি অবিশ্বাসী হইয়া অসাধু কথা বলিবেন, লোকের প্রতি বিদ্বেষ কটূক্তি অথবা লোকের কুৎসা ও নিন্দাবাদ করিবেন, সেই আশঙ্কায় যে সে ব্যক্তি ব্যস্ত হইয়া শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিতেছেন ইহা সম্ভব নহে। যিনি ঈশ্বরের নামে এত স্তব স্তুতি রাখিয়া গিয়াছেন, দুর্ম্মতিবশতঃ তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মহিমা ও করুণার কথা অস্বীকার করিয়া ফেলিবেন, সেই জন্য যে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ অর্থও যুক্তিযুক্ত নহে।

তবে প্রাচীন নৃপতি কেন ও কথা বলিলেন? উহার এক

গভীর অর্থ আছে। কেবল যে নাস্তিক, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, পাপী, অবিশ্বাসী ও সংশয়ী ব্যক্তিই ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করে, তাহা নহে। যিনি বিশ্বাসী, রসনায় যিনি ঈশ্বরের নাম করেন, যিনি আপনাকে তাঁহার সেবক বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারও এমন অবস্থা হইতে পারে, যে তিনি রসনা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করিতে পারেন। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল সত্য আছে, তাহা ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ। সেই সকল সত্যের উপর যাহাতে সন্দেহ প্রকাশ পায়, এমন ভাষা যদি উচ্চারণ করি, তাহা হইলে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা হয়। দয়াময় মহাসত্য, তিনি সত্য সত্যই কৃপা করেন, তিনি কৃপার আধার, ভাষায় যদি ইহা ম্লান করিবার ও ইহার বিরুদ্ধভাব উৎপাদন করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাঁহার মহিমা হ্রাস করা হয়। অনেক সময়ে বিশ্বাসীও এইরূপে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করিয়া শান্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিক ধন লাভে ও করুণা সম্ভোগে বঞ্চিত থাকেন।

তিনটি বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করিয়া অবিশ্বাস প্রকাশ করতঃ শাস্তি পাই ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতি করি। প্রথমতঃ যে নিরাশ হয় বা নিরাশার কথা উচ্চারণ করে, সে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করে। কেননা ঈশ্বর আছেন ইহা যদি সত্য হয়, তবে পাপীর উদ্ধার হইবেই হইবে ইহাও সত্য কথা। ইহার বিরুদ্ধে কোন্ কথা বলিলেই দেবতার মহিমা খর্ব্ব করা হয়। অনন্ত নরকের মতে আমাদের আস্থা নাই। পাপী অনন্ত কাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে, আর সৃষ্টিকর্ত্তা ক্রুদ্ধ হইয়া অনন্ত কাল

তাহাকে দেখিবেননা এ কথা আমরা অনুমোদন করিনা, কারণ ইহা বলিলে ঈশ্বরের বড় নিন্দাবাদ করা হয়। ভয়েসি সাহেব পূর্ব্বে বিশ্বাসী খৃষ্টান ছিলেন এবং অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিতেন তাঁহার ভগিনীর কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস ছিলনা। পাছে তিনি অনন্ত নরকে পতিত হন, এই ভয়ে ভয়েসি ভগিনীকে সর্ব্বদাই বুঝাইতেন, ভগিনীর জন্য সর্ব্বদাই ভাবিতেন। এক দিন রাত্রে ভাই ভগিনী অনেক ক্ষণ ধরিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে বিতণ্ডা করিলেন। ভগিনীর বিষয় ভাবিয়া ভয়েসী সমস্ত রজনী রোদন করিলেন, অশ্রু ধারায় উপাধান সিক্ত করিলেন, যাতনায় সমস্ত রজনী কাটাইলেন। প্রভাতে তাঁহার অন্তরে আলোক প্রকাশ পাইল প্রত্যাদেশ হইল "তুমি তোমাব একটী ভগিনী পাছে অনন্ত নরকে যায় বলিয়া ক্রন্দন করিয়া রাত্রি কাটাইলে, আর আমি আমাব কন্যাকে অনন্ত নরকে ফেলিয়া দিব, ইহা কি সম্ভবে ?"

যে জন্য আমরা অনন্ত নরকে বিশ্বাস কবিতে পারিনা সেই জন্য এই কথাও মানিতে পারিনা, যে ঈশ্বরের জয় হইবেনা। প্রার্থনা দ্বারা উপাসনা দ্বারা পাপীর ত্রাণ হইবেনী, এ কথার অর্থ এই, যে ঈশ্বর পাপের কাছে হারিয়া যান, পাপেরই জয় হয়। পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইবেনা, সাধুতার উপর পাপ ও অসাধুতা উঠিয়া দাঁড়াইবে, এ কথা বলিলে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা হয়, ইহা তাঁহার প্রতি বিশ্বাসের কথা নহে।

ঈশ্বর সরল বিশ্বাসী বিনয়ীর উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আমি পড়িয়া আছি, আমার পরিত্রাণ হইবেনা, এ কথা বলিলেই

ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা হয়। প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিতে পার নাই? কতবার তাহা গণিয়া রাখিয়াছ কি? লক্ষবার আমাদের প্রতিজ্ঞা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি গিয়াছে। শিশুরা যেমন খেলার ঘর তোলে, আমরা তেমনি কতবার বাস করিবার জন্য যত্ন করিয়া প্রেম ও পবিত্রতার ঘর তুলিয়াছি, দুর্দ্দান্ত দস্যু আসিয়া সে ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে; হৃদয়প্রাঙ্গনে সে ঘর ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি গিয়াছে, তাই বলিয়া কি তোমরা বলিতে চাও, যে ঈশ্বর পরাজিত হইবেন?

আর একভাবে রসনা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা যাইতে পারে। পাইয়া যে সন্তান বলে পাইলামনা, মা তাহাকে কিছু দিতে চাহেননা। আমরা যদি সর্ব্বদা বলি পাইনা, পাইলামনা, তাহা হইলে প্রভুর মহিমা নিশ্চয়ই খর্ব্ব করা হয়। যাহা পাও, হৃদয়ে ধরিয়া আনন্দ কর। প্রকৃত বিশ্বাসী বলেন, প্রভু যাহা দিলেন আমার যথেষ্ট হইল। যতটুকু ঈশ্বর দেন ততটুকুতেই অধিকার বেশীতে কি অধিকার? কোন জিনিসের উপর অধিকার স্থাপন করিতে গিয়া আমরা অন্ধকারে পড়ি, দাওয়া করিয়া বসি, চিরদিন যেন চক্ষু ঈশ্বরের প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া ধন্য হয়। কিসের দাওয়া? ঐ দাওয়াতেই ত অন্ধকার আসে। কিসের অধিকার? যদি জন্মান্ধ হইতাম তাহা হইলে কি হইত? করুণার উপরে আবার দাওয়া কি? আবার করুণা পাইয়া তাহার জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া যদি বলি, পাইলামনা, দিলেননা, তাহা হইলে ঘোর অপরাধ করা হয়। যাহা পাইলে তাহার জন্য যদি

প্রাণ খুলিয়া কৃতজ্ঞতা না দাও, তাহা হইলে বলি, তুমি ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করিলে। আমরা কি বলিবনা প্রভু যথেষ্ট হইয়াছে? কোন্ পথে যাইতে ছিলাম আর তিনি কোথায় আনিলেন! সত্যসত্যই তিনি আমাদিগকে প্রেমডোরে বাঁধিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। আনিয়া নিজের হাতে আমাদের মুখে অমৃতের পাত্র ধরিয়াছেন, তবে কেন বলিব তিনি আমাদের কৃপা করেন নাই?

আর একভাবে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা হয়। আমরা া পাইয়া ঈশ্বরের দান হারাইয়া ফেলি। যখন আমরা পাই, র ভয়ে হাত পাতি, ভাল করিয়া হাত পাতিতে পারিনা, তাই ল করিয়া তাঁহার দান ধরিতে পারিনা। কত দিয়াছিলেন ; পথে ফেলিয়া দিয়াছি, আবার হয়ত ফেলিব, এই ভয়ে মন স্থির হয়। যদি জান, যে থাকিবেনা, তবে সত্যসত্যই কিবেনা। যদি মনে করি, ঈশ্বরের ঘরে বাস করিবনা, তাঁহার ণে থাকিবনা, তবে সত্যসত্যই সেখানে থাকা ঘটিবেনা। মরা তাঁহাকে দুই দিনের জন্য প্রভু বলি নাই, দুই দিনের জন্য কিব বলিয়া তাঁহাকে হৃদয় মন দিই নাই। সকল দিন মাদের আমাদের সমান যাইবেনা, কখনও অনুকূলতা কখনও তিকূলতা, কখনও সুবিধা কখনও অসুবিধা ঘটিবে। কেবল কূল অবস্থায় থাকিব, কেবল সরস হইয়া থাকিব, এমন সম্ভব া। আমাদের কর্ত্তব্য এই, যে অনুকূল বা সরস অবস্থায় থাকি প্রতিকূল ও নীরস অবস্থাতেই থাকি, বৃদ্ধ দাযুদের মত

থাকিব, রসনাকে তাঁহার মহিমা খর্ব্ব করিতে দিবনা। প্রতিজ্ঞা ইহ পরকালের মত করিতে হইবে। চির দিনের মত কৃপার সাক্ষ্য দিব, পাপের সাক্ষ্য দিবনা, এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। যাহা *দিব তাহা জন্মের মতই দিব। জন্মের মত তাঁহারই হইয়া যাইতে* হইবে। পাপ ও সংসারাসক্তি আসিলে বলিব, যে আমরা ঈশ্বরের হইয়া গিয়াছি, আর আমাদিগকে পাইবেনা।

আর এক প্রকারে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা যাইতে পারে। নিরাশ হইয়া আমরা যদি বলি ঈশ্বরের মহিমা ও নাম জয়যুক্ত হইতেছেনা বা হইবেনা তাহা হইলে তাঁহার মহিমা খর্ব্ব করা হয়। ঈশ্বর স্বয়ং যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার জয় হইবেনা ত কি আমাদের জয় হইবে? মানুষের কি সাধ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে? ঈশ্বর আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। কাহার সঙ্গে? পাপ, দুর্নীতি, কুসংস্কার, ভ্রান্তি ও দুর্গতির সঙ্গে। প্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ। যদি জিজ্ঞাসা কর পৃথিবী, তোমাদের সৈন্য কই? আমরা বলিব আমাদের সৈন্য কোথায়? অসম্ভব সম্ভব করিতে, আশ্চর্য্য দেখাইতে, খঞ্জ, অন্ধ, গলিত কুষ্ঠাক্রান্ত, ভগ্ন সৈন্য লইয়া স্বয়ং জগৎপতি অবতীর্ণ হইয়াছেন। পৃথিবীর রাজারা যুদ্ধের আয়োজনের জন্য কত ভাল সৈন্য সংগ্রহ করেন; আর স্বর্গরাজ প্রভু তৃণ কুড়াইয়া পাপের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করেন, সেই তৃণের দুর্জ্জয় বল দেখিয়া পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইন্দ্রকরধৃত বজ্র অপেক্ষাও সে তৃণের বল অধিক। আমাদের ভার স্বয়ং ঈশ্বর লইয়াছেন। আমাদের ত্রাণ হইবেই হইবে।

১লা ফাল্গুন।

—০—

হে মানবগণ, যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ দিগকে সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার সেবা কর। যিনি তোমাদের জন্য মেদিনীকে শয্যার ন্যায় ও আকাশমণ্ডলকে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তৃত করিয়াছেন, যিনি আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষণ করিতেছেন ও তদ্দ্বারা তোমাদের পোষণের জন্য ফল সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাঁহাকে ভয় কর।

তিনি শস্যবীজ বিদীর্ণ করিয়া বৃক্ষ উৎপন্ন করেন; তিনি মৃত্যু হইতে জীবন আনয়ন করেন, আবার জীবন হইতে মৃত্যুর সংঘটন করেন। তিনি তিমিরপুঞ্জ বিদারণ করিয়া ঊষাকে প্রকাশ করেন। তিনি রজনীকে বিশ্রামের জন্য ও দিবা রাত্রিকে সময় নিরূপণের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বশক্তিমান জ্ঞানবান ঈশ্বরের বিধি। অর্ণব মধ্যে ও ধরণীর অন্ধকারে পথ চিনিয়া লইবার জন্য তিনি তারকারাজি সৃজন করিয়াছেন।

তিনিই তোমার প্রভু। সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যতীত আর কেহ ঈশ্বর নাই, তবে তাঁহার পূজা কর। কারণ তিনি সকলকেই রক্ষা করিতেছেন। দৃষ্টিশক্তি তাঁহাকে অনুভব করিতে পারেনা, কিন্তু তিনি মানবের দৃষ্টি অনুভব করেন, কারণ তিনি জাগ্রত ও জীবন্ত।

২রা ফাল্গুন।

—o—

যেরূপ দুগ্ধে ঘৃত ব্যাপ্ত আছে, সেইরূপ বিশ্বজগতে সেই পরমাত্মা ব্যাপ্ত আছেন, আত্মবিদ্যা ও তপঃই তাঁহাকে জানিবার উপায়।

যেমন তিল পেষণ করিলে তৈল পাওয়া যায়, দধি মন্থন করিলে ঘৃত পাওয়া যায়, স্রোতের প্রণালী খনন করিলে জল পাওয়া যায় এবং অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে অগ্নি পাওয়া যায় সেইরূপ সত্য ও তপঃ দ্বারা অন্বেষণ করিলে স্বীয় আত্মাতেই সেই পরম দেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩রা ফাল্গুন।

পরমেশ্বর সকলের হাতে হাতে অন্ন দান করেন ও জীবিকা সমর্পণ করেন। তিনি আমার নিকট। তিনি আমার সদা সঙ্গী।

মাতা যেমন সন্তানকে পালন করেন ও তাহার দুঃখমূল নিবারণ করেন, ঈশ্বর সেইরূপ জীবকে নিত্য প্রতিপালন করেন।

পরমেশ্বর সহজে যে অন্ন বস্ত্র প্রদান করেন, তাহাই গ্রহণ কর, তোমার আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

যাহাদিগের চিত্ত সন্তোষ আছে, তাহারা ঈশ্বর দত্ত যে কিছু খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহাই ভোজন করে। শিষ্য, তুমি কেন অপর অন্ন প্রার্থনা কর?

কামনাশূন্য হইয়া যাহা উপস্থিত হয়, তাহাই গ্রহণ কর, কারণ জগদীশ্বর যাহা বিধান করেন, তাহা কখনই দূষ্য নহে।

৪ঠা ফাল্গুন।

নিরাকাঙ্ক্ষ হও এবং দৈবাৎ যাহা উপস্থিত হয়, তাহা যদি এক গ্রাস আকাশ মাত্রও হয়, তথাপি তাহাই তোমার উপযুক্ত জানিয়া গ্রহণ করিবে ; কারণ তাহা ঈশ্বরের প্রেরিত।

ঈশ্বরে যাঁহাদিগের প্রীতি আছে, তাঁহাদিগের নিকট সকল বস্তুই সাতিশয় সুমিষ্ট। যদি তাহা বিষপূর্ণও হয় তথাপি তাঁহারা কটু বলিবেননা, প্রত্যুত তাহা অমৃত জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিবেন।

যাহা হইবার তাহা হইবে, অতএব সুখ অথবা দুঃখ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিওনা।

যাহা হইবার তাহা হইবে, অতএব স্বর্গও কামনা করিওনা এবং নরক ভয়েও ভীত হইওনা।

যাহা হইবার তাহা হইবে। ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন তাহা হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হইবার হইবে, তদতিরিক্ত আর কিছুই হইবেনা। যাহা তোমার গ্রাহ্য, তাহাই গ্রহণ কর, তদ্ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিওনা।

৫ই ফাল্গুন।

ধন্য ধন্য পরমেশ্বর, তুমি অতি প্রধান। তোমার কি অনুপম রীতি। তুমি সকল ভুবনের অধিপতি, কিন্তু তুমি চক্ষুর অগোচর হইয়াছ।

পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহাই হইয়াছে। তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনিই যাবৎ বিদ্যমান পদার্থের কর্ত্তা। তবে লোক কেন শোক করে?

মনোবাক্‌কর্ম্মে তাঁহাকে বিশ্বাস কর। যে ব্যক্তি সৃজন কর্ত্তার সেবক, সে আর কাহার আশা করিবে?

দাদূ কহেন জগদীশ্বর, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাই রহিয়াছে। তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তুমি কর্ত্তা, তুমিই কারয়িতা আর দ্বিতীয় নাই।

হে ঈশ্বর তুমিই সত্য। আমাকে প্রীতি, সন্তোষ, ভক্তি, বিশ্বাস ও ধৈর্য্য দান কর। দাদূ দাস এই পক্ষ প্রার্থনা করে।

৬ই ফাল্গুন।

ইগ্নেসিয়াস্ লয়োলা তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতেন "তোমরা যখন সংসারে কার্য্য করিবে, তখন এমন পরিশ্রম করিবে, যে লোকে দেখিয়া যেন মনে ভাবে, তোমাদের ঈশ্বরে কিছুমাত্র নির্ভর নাই, কেবল আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তাশক্তি ও কার্য্যকুশলতার উপর তোমরা নির্ভর করিতেছ; কিন্তু অন্তরদর্শী ঈশ্বর যেন দেখিতে পান, যে তোমরা তাঁহার করুণার উপরেই প্রাণের সমগ্র নির্ভর আবদ্ধ রাখিয়াছ। তোমরা বুদ্ধির ব্যবহার কর, চিন্তা ও পরিশ্রম কর, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য ঈশ্বরে নির্ভর ত্যাগ করিওনা।"

৭ই ফাল্গুন।

যাহা সুন্দর, তাহা আপনিই সুন্দর; মানুষের প্রশংসা তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেনা।

শক্তি অন্বেষণ মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু কর্ত্তব্য সাধন এবং সত্যাচরণ করাই মানব জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

যদি তুমি কেবল মানুষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কার্য্য কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি ধার্ম্মিকের আসন হইতে চ্যুত হইলে।

৮ই ফাল্গুন।

সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী, যিনি অত্যন্ত ধনী নহেন এবং প্রচুর ধন লাভের আকাঙ্ক্ষা যাঁহার মনে স্থান প্রাপ্ত হয়না। যাঁহার জীবনের বিশেষ লক্ষ্য আছে ও বিশেষ কার্য্য আছে এবং যাহার সাধনে তিনি সর্ব্বদাই তৎপর। তিনি আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়াই বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। তিনি অধ্যয়নশীল ও চিন্তা করিতে ভাল বাসেন। তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আপন উদ্যানের পরিচর্য্যায় রত হন এবং তৎপরে যথারীতি কর্ম্মস্থলে স্বীয় কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন। তিনি নবোদিত রবির কিরণরাশি যেন সর্ব্বাগ্রে স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন। উদ্যানের নব প্রস্ফুটিত গোলাপ হস্তে লইয়া তিনি প্রফুল্ল বদনে স্বীয় কার্য্যস্থলে গমন করেন, এমন ব্যক্তির হৃদয় উদ্যানেও যেন গোলাপ প্রস্ফুটিত হয়।

যেমন মেঘ হইতে বারিধারা নিঃসৃত হয়, তাঁহার হৃদয়ের প্রেমও তদ্রূপ দুঃখভারাক্রান্ত নর নারীর প্রতি স্বতঃই বর্ষিত হয়।

তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় তাঁহাকে বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট করে, তিনি মধুর দাম্পত্য প্রেমের রস আস্বাদন করেন এবং সানুরাগে ও অবহিত চিত্তে গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া বিমল সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন।

৯ই ফাল্গুন।

এরূপ ব্যক্তির হৃদয় কেবল গার্হস্থ্য সুখেই যে আবদ্ধ থাকে তাহা নহে, তিনি মানব সমাজের কল্যাণ কামনায় দেশ হিতকর কার্য্যের ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহার জীবন মধুময় ও সুখের প্রিয় নিকেতন। উজ্জল সূর্য্যরশ্মি অগ্রে তাঁহার হৃদয়কেই যেন আলোকিত করে। কেন এরূপ ব্যক্তি পৃথিবীর সুখরাশি এমন ভাবে সম্ভোগ করিবার অধিকারী হন? সুখের মূল কর্ত্তব্য পালনে। ইনি আপনার পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, বন্ধু, পত্নী ও পুত্র কন্যাদের প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্য সাধন করেন. এবং তদ্ভিন্ন জীবনদাতা পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও সাধন করেন। আমি ধনী, জ্ঞানী, প্রতিভাশালী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুখী ব্যক্তি দেখি নাই। মানব ভ্রান্তিবশতঃ মৃত সাধুগণের পূজা করিয়া পৌত্তলিকার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে, কিন্তু জীবিত সাধুর সম্মান করিতে চায়না, কারণ তাঁহাতে সে মানবোচিত ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা দেখিতে পায়। মানব পরলোকগত ধার্ম্মিকের শিরেই গৌরবের মুকুট পরাইতে অগ্রসর হয়, কারণ তাঁহার অপরাধ ও দুর্ব্বলতা তাঁহার পরলোক গমনের সঙ্গেই অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া যায়।

১০ই ফাল্গুন।

—o—

পৃথিবীতে যত প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, মানব মন তন্মধ্যে অন্যতম। মানবের জন্ম যেমন সুন্দর, তাহার বৃত্তি সকলও সেইরূপ তাহার উন্নতি ও মহৎ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, যে সার্দ্ধ তিন হস্ত উচ্চ ও এত অল্পদিন স্থায়ী দেহের মধ্যে কিরূপে এত মহৎ ও উচ্চ ভাব সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। মানব ঈশ্বরের সৃষ্ট সর্ব্বোত্তম রত্ন। তিনি যেন এই মূল্যবান রত্নটীকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্যই এই সুন্দর জগত সৃজন করিয়াছেন। এই জড় জগৎ সেবকের ন্যায় তাহার পরিচর্য্যার জন্যই যেন সৃষ্ট হইয়াছে। ধনধান্যপূর্ণা মেদিনী তাহার পান ও আহারের নিত্য পরিপূর্ণ ভাণ্ডার এবং তাহার সুখের প্রিয় নিকেতন। পশুগণ তাহার বোঝা বহিতেছে, তিমি তাহার গৃহের তৈল যোগাইতেছে, বিদ্যুৎ অনুগত ভৃত্যের ন্যায় স্থলভাগ ও অগাধ সমুদ্রের তল দিয়া তাহার সংবাদ লইয়া যাইতেছে। মানব এ সংসারের উপকরণ লইয়া কখনও আকাশমার্গে, কখনও সাগরবক্ষে, কখনও পর্ব্বতচূড়ায় কখনও উত্তর মেরুতে গমনাগমন করিতেছেন।

১১ই ফাল্গুন।

পর্ব্বতের উচ্চতা দেখিলে আমাদের মন বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়, কিন্তু মানব মন তদপেক্ষা উচ্চ ও মহান্। বিবিধ প্রাণিপূর্ণ তরঙ্গময় বিশাল সাগর দর্শনে কাহার না মন অদ্ভুত রসে নিমগ্ন হয়? কিন্তু মানবমন তদপেক্ষাও বিশাল। অতল সাগরের তল মানবই নির্ণয় করিতে সমর্থ এবং সে ইহার পরিচালনের নিয়ম অবগত হইয়া এই দুর্জ্জয় জলরাশিকে বশীভূত করিয়া আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছে। সাগর বেলাস্থিত শিলা খণ্ডে মানব বারিধির অতীত কাহিনী পাঠ করে এবং প্রাচীন কালের জীবজন্তু ও বৃক্ষ লতার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া থাকে। সমুদ্রের নৃত্যশীল তরঙ্গমালা যেন হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট অতীত জীবনের কাহিনী বিবৃত করিয়া থাকে। মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত যখন ভৌতিক জগতের তুলনা করা যায়, তখন তাহার কাছে এই সকল অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। দিগন্ত বিস্তৃত হিমাচল, বিদ্যুৎময়ী মেঘমালা যাহার কটিভূষণ, তাহার উচ্চতা দর্শনে মন বিস্ময় রসে নিমগ্ন হয় বটে, কিন্তু যে মানব এই হিমালয়ের পরিমাণ করিতে সমর্থ, তাহার মনের উচ্চতার বিষয় ভাবিলে চিত্ত পরাহত হইয়া যায়।

ই ফাল্গুন।

—o—

হিমাচলের দিগন্ত প্রসারিত অনুপম সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য মনোমুগ্ধকর, কিন্তু হিমালয়ের নিভৃত কন্দরবাসী যে প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ বেদগানে গিরি কানন প্রতিধ্বনিত করিতেন, যাঁহাদের হৃদয়ের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূত হোম শিখার ন্যায় অনন্তের অভিমুখে উত্থিত হইত, তাঁহাদের উচ্চ মহৎ ও পবিত্র হৃদয়ের কাছে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য কিছুই নহে। সুনীল আকাশের তারকারাজি কেমন উজ্জ্বল ও সুন্দর; প্রতি রজনীতে তাহারা কেমন কোমল মৃদুদীপ্তি বিস্তার করে; এই সকল হীরকখণ্ড সম নক্ষত্ররাজি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও প্রহেলিকায় পূর্ণ; কিন্তু এই নক্ষত্র খচিত আকাশের নিম্নে সভ্য অসভ্য যে মানবজাতি বিচরণ করে, তাহারা উহা অপেক্ষা অধিকতর প্রহেলিকা পূর্ণ। প্রকৃতি অসীম ও প্রহেলিকা পূর্ণ, কিন্তু মানব মন তদপেক্ষা উচ্চ, মহৎ ও দুর্জ্ঞেয়।

১৩ই ফাল্গুন।

প্রভু দিয়াছিলেন, প্রভুই লইলেন, তাঁহারই নাম গৌরবান্বিত হউক।

যাহার প্রাণ তোমার উপরে নির্ভর রাখিয়াছে, তুমি তাহাকে পূর্ণ শান্তিতে রক্ষা করিবে।

প্রভুর উপর চিরদিনের মত বিশ্বাস স্থাপন কর, কারণ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরেই পূর্ণ আরাম।

তিনি তোমাকে নয়নের মণির ন্যায় রক্ষা করিবেন এবং তাঁহার পক্ষপুটের ছায়ায় তোমাকে ঢাকিয়া রাখিবেন।

তুমি ভয় পাইওনা, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি। তুমি আতঙ্কে অস্থির হইওনা, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আমি তোমাকে রাখিব, আমি তোমাকে সবল করিব, আমি আমার পুণ্যভাবের শক্তি দিয়া তোমাকে তুলিয়া ধরিব।

১৪ই ফাল্গুন

বাজশ্রবস রাজা যজ্ঞফলের অভিলাষী হইয়া বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। নচিকেতা নামক তাঁহার এক পুত্র ছিল। যখন বাজশ্রবস নরপতি পুরোহিতদিগকে দক্ষিণার গাভীসকল বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন, তখন বালক নচিকেতা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার পিতা যে সকল গাভী দান করিতেছেন, ইহারা এরূপ বৃদ্ধ যে ইহারা পূর্ব্বে যে কিছু জল পান ও তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে তাহাতেই উহাদের পানাহার ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। পুনরায় যে উহারা জলপান ও তৃণ ভক্ষণ করিবে এমন শক্তি নাই। যে ব্যক্তি এই প্রকার নিষ্ফল গাভীদান করে, সেই ব্যক্তি অনন্দ নামক নরকে গমন করে। এই ভাবিয়া পিতার অনিষ্ট নিবারণ উদ্দেশে নচিকেতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তাত, আপনি আমাকে কোন্ ব্রাহ্মণে দক্ষিণারূপে প্রদান করিবেন ?" বাজশ্রবস নরপতি পুত্রের কথার উত্তর দিলেননা। প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া নচিকেতা পিতাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা বাজশ্রবস পুত্রের পুনঃ পুনঃ এই উক্তি শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন "আমি তোমাকে যমহস্তে অর্পণ করিলাম।"

পিতার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নচিকেতা মনে মনে কহিতে লাগিলেন "আমি বহুজনের মধ্যে প্রথম হইব, আমি অনেকের মধ্যে মধ্যম হইব, সুতরাং আমি পিতার সত্য পালন করিব।" এই বলিয়া নচিকেতা যমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

১৫ই ফাল্গুন।

---o---

সেই সময়ে যমরাজ গৃহে ছিলেননা, তিনি তিন দিবস পরে গৃহে আসিয়া অতিথি অনশনে রহিয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং নচিকেতার নিকটে গিয়া সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন "হে ব্রহ্মন্, আপনি আমার গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্রি অনশনে আছেন, এই অপরাধে আপনার প্রসন্নতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমি আপনাকে বর প্রদানে ইচ্ছুক আছি, এক্ষণে আপনি অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।" নচিকেতা উত্তর করিলেন "মহাত্মন্, যদি আমাকে বর দান করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আমাকে প্রথম বর এই প্রদান করুন, যে আমার পিতার আমার জন্য সকল চিন্তা দূর হউক। তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইয়া আমার প্রতি তাঁহার চিত্ত পুনরায় প্রসন্ন হউক।" যমরাজ কহিলেন "বৎস, তাহাই হউক। তোমার পিতা তোমার প্রতি পূর্ব্বেও যেরূপ প্রসন্ন ছিলেন, এখনও তাহাই থাকিবেন। তোমাকে মৃত্যু হস্ত হইতে বিমুক্ত দেখিয়া তাঁহার সকল ক্রোধ দূর হইবে এবং তাঁহার এই বিশ্বাস হইবে, আমার পুত্র যমালয় পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, পথ হইতে ফিরিয়া আইসে নাই। এক্ষণে তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।"

নচিকেতা কহিলেন "ভগবন্, কেহ কেহ বলেন মনুষ্যের মৃত্যুর পর শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি হইতে ভিন্ন জীবাত্মা নামক পদার্থ আছে। অন্য কেহ কেহ বলেন যে এরূপ কোন্ পদার্থই নাই, ইহার কোন্ মত সত্য, তৎ সম্বন্ধে আপনি আমায় উপদেশ প্রদান করুন।"

১৬ই ফাল্গুন।

যমরাজ উত্তর করিলেন "হে নচিকেতঃ, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। তুমি শতায়ু পুত্র পৌত্রাদি, গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি বহু পশু, সুবর্ণ, রত্ন, সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপত্য, যদৃচ্ছা দীর্ঘ আয়ু ও ভোগসুখ প্রার্থনা কর, কিন্তু মরণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিওনা।"

নচিকেতা উত্তর করিলেন "হে যমরাজ, ধন দ্বারা মনুষ্যের তৃপ্তি লাভ অসম্ভব। আমি দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিনা। সুখ সম্ভোগে ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান আমার অভিলষিত, আপনি আমাকে উক্ত বর প্রদান করুন।"

যমরাজ কহিলেন "শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেনা, অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারেনা, তাহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে, এমন বক্তা অতি দুর্লভ; যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিপুণ, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণরূপে অনুশিষ্ট জ্ঞাতা ও দুর্লভ।

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাঁহার মন শান্ত হয় নাই, সে কেবল জ্ঞানমাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়না।

যিনি অবশচিত্ত ও সর্ব্বদা অশুচি, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হননা, কিন্তু সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হন।

হে জীবগণ, উত্থানকর, অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগরিত হও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট গিয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় বলিয়াছেন।"

১৭ই ফাল্গুন।

যত গূঢ় ও গভীর সমস্যা মানবজীবনকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে মানবাত্মার অবিনশ্বরতাতে বিশ্বাস একটী প্রধান।

যে কখনও মানব শিশুকে প্রসূত হইয়া এ জগতে আসিতে দেখে নাই, সে যদি গর্ভস্থ ভ্রূণদেহ দর্শন করে, তবে সে কি বলে? সে বলে যেখানে আলোক নাই, সেখানে চক্ষু কেন? যেখানে শব্দ নাই, সেখানে শ্রবণেন্দ্রিয় কেন? নিশ্চয়, এই গর্ভবাস এই ভ্রূণদেহের পক্ষে চরম অবস্থা নহে। এ আর কোথাও যাইতেছে; এই শিশু বাহিরের জগতের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সেইরূপ মানব আপনাতে এমন কি দেখিয়াছে, যাহা দেখিয়া ভাবিয়াছে এই অদ্ভুত এই বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন মানবাত্মার পক্ষে এই জীবনের এই কতিপয় বৎসর যথেষ্ট নহে, এই ধরাধাম এই মানবাত্মার পক্ষে চরম অবস্থা নহে? মানব দেহে থাকে বটে, অথচ যেন দেহের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেহকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানে। দেহের আদি অন্ত ইহার গূঢ় তত্ত্ব সকলই মানব অবগত হয়, দেহকে শাসিত, নিয়মিত, চালিত সকলই মানব করিতে পারে। দেহে থাকিয়া সে অনুভব করে আমি দেহের প্রভু, এই পদার্থ কি? এ কে যন্ত্রী, যে দেহকে লইয়া ভাবিতেছে ইহা আমারই যন্ত্র?

১৮ই ফাল্গুন।

যে দেহকে স্বীয় যন্ত্র ভাবিতেছে সে কি দেহকে জানিয়াই সন্তুষ্ট হইতেছে? তাহাত নহে। সে ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে যাইতেছে, কালের সূত্রে চিন্তাকে প্রেরণ করিয়া অনাদি অনন্ত কালের দিকে ধাবিত হইতেছে, কত কোটি বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহা গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কত কোটি বৎসর পরে সূর্য্য নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে যাইতেছে, আবার অপর দিকে অনাদি ও অনন্ত দেশকেও নিজ চিন্তার মধ্যে লইতে চাহিতেছে; পৃথিবী সূর্য্য হইতে কত লক্ষ যোজন দূরে, তাহা গণনা করিয়া দেখিতেছে, গ্রহ নক্ষত্রগণের পরিসর ও দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতেছে। যে দেহকে জানে, সে কি দেহ হইতে বড় নহে? যে জগৎ জানে, সে কি জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে? অতএব অন্ধ জড় হইতে চেতন আত্মা উচ্চ এবং অন্ধ জড় কখনই চেতন আত্মাকে, অভিভূত করিতে পারেনা। একি অদ্ভুত সমস্যা আমরা জড়ের সঙ্গে আবদ্ধ, অথচ জড় নহি; জড়ের অধীন, অথচ জড়ের প্রভু; জড়কে ছাড়িয়া কার্য্য করিতে পারিনা, অথচ আপনাদিগকে জড়াতীত ও জড় নিরপেক্ষ বলিয়া অনুভব করিতেছি। তবে মৃত্যু কি?

১৯এ ফাল্গুন।

—o—

গীতাকার বলিয়াছেন "এই দেহে যেমন কৌমার, যৌবন, জরা প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা ঘটে, মৃত্যুও তদ্রূপ অবস্থান্তর মাত্র।" মানবাত্মার ন্যায় বড় পদার্থ কি ক্ষুদ্র দেহভাণ্ড ভাঙ্গিলেই চূর্ণ হইয়া যায়? যে দেহে থাকিয়াই অনাদি অনন্ত কালকে কিয়ৎ পরিমাণে আস্বাদন করিতেছে, সে বিশ ত্রিশ বৎসরের অধিক থাকিতে পাইতেছেনা ইহা কিরূপ? ঈশ্বর মানবকে যে অধিকার দিয়াছেন, তাহা অপর কাহাকেও দেন নাই। তিনি এই অনাদি অনন্তকালের আস্বাদন দিয়া মানবকে স্বীয় সহচর অনুচর করিয়াছেন। মানবাত্মাকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন "তোমাকে কি জগতে রাখিয়াছি! কি মহাদেশ ও মহাকালের মধ্যে তোমাকে স্থান দিয়াছি!" যেই মানবাত্মা চমকিত ও বিস্মিত হইয়া বলিল "অসীম রহস্যমাঝে কে তুমি মহিমাময়" অমনি তাহার বিনাশ ঘটিবে, ইহা কি সম্ভব?

২০এ ফাল্গুন।

সৃষ্টিরাজ্যে বিধাতা যাহার দ্বারা যে কাজ হয়, যে কাজের জন্য যতটুকু যে বস্তুর প্রয়োজন তাহাই দিয়াছেন। পশু পক্ষীর বাৎসল্য শাবকের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত আবশ্যক। সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে ও নিজে আহার করিতে শিখিলেই আর মাতৃস্নেহের প্রয়োজন নাই, সুতরাং তৎপরে আর তাহা থাকেনা। সৃষ্টির সকল বিভাগেই যে কার্য্যের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাহাই আছে, যাহার কাজ নাই তাহা থাকেনা, তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রাণিগণের দেহ ও দৈহিক বৃত্তি সকল নিরন্তর বিবর্ত্তিত হইতেছে। মৃত্যুই যদি মানবের চরম হইবে, তবে মানবের দেহ মনে এত আয়োজন কেন? এত আয়োজন বিনাও ত অনেক প্রাণী এ জগতে অশীতিবৎসর বাঁচে ও সুখেই বাঁচে। এরূপ কেন হয় পক্ষীর বাৎসল্য শাবক উড়িতে শিখিলেই তাহাকে ত্যাগ করে, কিন্তু মানবপ্রেম প্রেমাস্পদকে মৃত্যুর পরেও ত্যাগ করেনা? কেবল কি তাহাই? বরং মৃত্যুর পরে আমাদের প্রেম প্রেমাস্পদকে আরও সুন্দর বলিয়া প্রতীতি করে। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার পক্ষে ইহা কি সম্ভব, যে যাহা চিরদিনের মত বিনাশ পাইতেছে, তাহাতেই তিনি আমাদিগকে আবদ্ধ রাখিতেছেন?

২১এ ফাল্গুন।

—o—

ঈশ্বর অসীম আকাঙ্ক্ষা ও অপূর্ণ তৃপ্তি এই উভয়কে একত্র আবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা যেন ইন্দ্রধনু অনুসরণের ন্যায়। যতই অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার অন্ত আর দেখা যায়না। এমন কোন্ জ্ঞানী আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি জ্ঞানের উপর উঠিয়া বলিয়াছেন আর আমার উঠিবার স্থান নাই? এমন কোন সাধু মানবকুলে জন্মিয়াছেন, যিনি অনুভব করিয়াছেন, আমার গন্তব্য পথ আর নাই, সাধনের বিষয় আর কিছুই নাই? মানব হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অসীম, আদর্শ অসীম। এই অসীম আদর্শ মানবহৃদয়ে রাখিয়া ঈশ্বর বলিতেছেন "তোমরা আমারই জন্য।" মানব অসীম আকাঙ্ক্ষার বাহু বিস্তার করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে, আর তিনি অমনি ফুৎকার দিয়া জীবনদীপ নির্ব্বাণ করিতেছেন, ইহা কি সম্ভব?

সুচিত্রকর একটী মহৎ চিত্র হৃদয়ে ধরিয়া যখন চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হয়, তখন যেমন তাহার কাল মনে থাকেনা, তেমনি আমরা যখন মহৎভাব হৃদয়ে ধারণ করি, জীবনের উচ্চ আদর্শে যখন উত্থিত হই, উচ্চ আকাঙ্ক্ষাতে যখন উদ্দীপ্ত হই, তখন ইহকাল পরকাল এক হইয়া যায়।

২২এ ফাল্গুন।

প্রাচীন উপনিষদ গ্রন্থে ঋষিগণ মুক্তিকে অমৃতত্ব নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা একটী বচনে বলিয়াছেন "যখন সর্ব্বপ্রকার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তখনই মানব অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ মুক্ত হয় সংক্ষেপে এইমাত্র অনুশাসন ইহা বুঝিবে।" অর্থাৎ এ জগতে যে সকল স্থূল বিষয়ে মানবচিত্ত আবদ্ধ থাকে, যখন সেই সকল বিষয়কে অতিক্রম করিয়া মানব মন ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে সংলগ্ন হয়, তখন সে মৃত্যুর পাশ অতিক্রম করিয়া অমরত্বের আস্বাদন করে।

অপর এক বচনে ঋষিগণ বলিয়াছেন "বালকের ন্যায় নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই নিকৃষ্ট কামনার বিষয় সকলের অনুসরণ করিয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়; কিন্তু ধীর ব্যক্তিরা চিরস্থায়ী অমৃতত্বকে জানিয়া অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই কামনা করেননা।" যতদিন মানব নিকৃষ্ট কামনার বিষয়ের মধ্যে বাস করে, ততদিন মৃত্যুর অধিকারে থাকে, মৃত্যু তখন মানবের পীড়াদায়ক হয়, কিন্তু যে শুভদিনে নিকৃষ্ট কামনার বিষয় ত্যাগ করিয়া মানব ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করে, তখনই সে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয় ও অমরত্বের মধুরতা আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়।

২৩এ ফাল্গুন।

ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের সহিত যখন জ্ঞান ও প্রেমে মানব একীভূত হয়, তখনই তাহার অন্তরে আত্মার অমরত্বের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ প্রতিভাত হয়। বিষয়াতীত হইলেই আত্মা ঈশ্বরকে আপনার জীবনরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হয়। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ" যিনি সেই পরাৎপর পরমপুরুষকে জানেন, তিনি তাহাতেই স্থিতি লাভ করেন। সেই মুহূর্ত্তে মানবাত্মা তাঁহাকে আপনার চিরদিনের উপজীব্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকে। এক সময় মানব ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করে, ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, ধর্ম্ম সাধন করে, কিন্তু এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন ধর্ম্ম তাহাকে চাহেন, ধর্ম্ম তাহাকে অবলম্বন করেন, ধর্ম্ম তাহাকে গঠন করেন। ধর্ম্মের দ্বারা অধিকৃত হইলেই, ধর্ম্মের সহিত একীভূত হইলেই অমরত্বের ভূমিতে উপনীত হওয়া যায়। ধর্ম্মের মহা নিয়ম দেখিয়া, তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর রাজ্যে ফিরিয়া যাওয়া কি সম্ভব? ধর্ম্মের মহা ব্যাপ্তির সহিত যিনি অমরাত্মাকে সংযুক্ত করিয়াছেন, তিনি মানবকে অমরত্বই দিয়াছেন।

২৪এ ফাল্গুন।

মানবাত্মার অমরত্বই জানি স্বর্গলোক জানিনা। মৃত্যু নাই এইমাত্র জানি, তাহার অধিক আর কিছু চিন্তা করিতে গেলেই কল্পনার মধ্যে গিয়া পড়িতে হয়। মৃত্যুর এপারে যাঁহার করুণার আশ্রয়ে রহিয়াছি, মৃত্যুর পরপারেও তাঁহারই করুণার আশ্রয়ে বাস করিব। ভ্রূণদেহ কি মাতৃগর্ভে শয়ন করিয়া চিন্তা করে, যে রাজ্যে যাইতেছি সেখানে কিরূপে রক্ষা পাইব? শিশু কি ভাবে যুবা হইয়া কিরূপে বাঁচিব? যুবা কি জানে বার্দ্ধক্যে তাহার জন্য কি অপেক্ষা করিতেছে? তবে মৃত্যুর পরে কি আছে তাহা কেন ভাবিব? একজন পশ্চাতে আছেন যিনি আমাকে রাখিতেছেন, শাসন করিতেছেন, উন্নতির অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। তিনি আমাকে রাখিতে সমর্থ, তাঁহা অপেক্ষা পটুতর আর কে আছে?

২৫এ ফাল্গুন।

একদিন পূর্ণবয়স প্রাপ্ত গুটিপোকা দেখিলাম, তাহার আহারে রুচি নাই, দেহে পূর্ব্বের প্রফুল্লতা ও সজীবতা নাই। কয়েকদিন পরে দেখি, গুটিপোকা স্বীয় দেহের চারিদিকে দৃঢ় জাল বয়ন করিয়া আপনাকে তাহার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে। একদিন আবার দেখি স্বকৃত জাল ছিন্ন করিয়া গুটিপোকা পুনরায় বাহিরে আসিয়াছে। এখন আর সে গুটিপোকা নাই। অরুণালোকে উজ্জ্বল, কুসুম বাসপূর্ণ, মৃদুবায়ু সঞ্চালিত, সুনীল আকাশতলে বিচিত্র পতত্রভূষিত গুটিপোকা সানন্দে বিচরণ করিতেছে। যে পূর্ব্বে মৃত্তিকার উপরে মন্থর গমনে যাতায়াত করিত, তাহার আর সে শিথিল গতি নাই। সে নবজীবন পাইয়া স্বচ্ছন্দবিহারী পক্ষীর ন্যায় সর্ব্বস্থানে গমনাগমন করিতেছে। হে মৃত্যুভয়ে কাতর মানব, তোমার জন্যও মঙ্গলময় ইহারই অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তোমার চক্ষে জলধারা কেন? তোমার আনন বিষাদ ছায়ায় আবৃত কেন? তোমার নয়ন দীপ্তিহীন কেন? চাহিয়া দেখ, এ জগতে মৃত্যু কোথায়? এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি মৃত্যু নহে, তাহা বালারুণ স্পর্শে শতদলের উন্মীলনের ন্যায় আত্মার ক্রমবিকাশ, তাহা আত্মার অনন্ত উন্নতিপথে পাদবিক্ষেপ, তাহা নবজীবনে অভিষেক। আজ যে দেহ ভস্মে পরিণত হইতেছে, তাহারই মধ্য হইতে চিরশোভাময় নবদীপ্তিশালী জীবন প্রস্ফুটিত হইয়া অমরলোকে শোভা ও সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে।

২৬এ ফাল্গুন।

যিনি সুসময়ে বৃক্ষগণকে হরিদ্বর্ণ পত্রে ভূষিত করেন, যিনি শুকদিগকে হরিদ্বর্ণ পক্ষে মণ্ডিত করিয়াছেন, যিনি হংসদিগকে সুকোমল অমল শ্বেত আবরণে আবৃত করিয়াছেন, যিনি ময়ূরদিগকে চিত্রিত পক্ষ দিয়াছেন, যিনি ঋতুর পর ঋতু পরিবর্ত্তিত করিয়া ধরণীকে ধনধান্যশালিনী করিতেছেন ও ইহার সমুদয় প্রাণীকে আনন্দিত করিতেছেন, তিনি মানবাত্মার জন্যও নববসন্ত রাখিয়াছেন।

১৭এ ফাল্গুন।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষ সচরাচর দুইটী উপায় অবলম্বন করে। প্রধান উপায়, গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশসকল পরিত্যাগ করিয়া সুশীতল বায়ুপরিসেবিত শীতপ্রধান গিরিশৃঙ্গে বাস করা। দ্বিতীয় উপায় উশীর নির্ম্মিত দ্বারাবরণ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা গৃহের দ্বার সকল আবরণ করিয়া তদন্তরালে বাস করা। উশীরের স্বধর্ম্ম এই, যে যখন জল দ্বারা সিক্ত হয়, তখন তাহা এক প্রকার স্নিগ্ধতা ও সুগন্ধ বিস্তার করে। উত্তপ্ত বায়ু সেই আবরণ ভেদ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহা আর উত্তপ্ত থাকেনা। এই সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়া মনুষ্য প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যেও সুখকর সুস্নিগ্ধতা অনুভব করিয়া থাকে।

ইহার অনুরূপ আধ্যাত্মিক শান্তিলাভেরও দুই উপায় দৃষ্ট হয়। প্রথম উপায় প্রলোভন পরীক্ষা বিঘ্ন বাধা সঙ্কুল সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক সাধন ভজনের অনুকূল কোন গিরিশৃঙ্গ আশ্রয় করা। প্রাচীন সাধকগণ এই উপায়ই অবলম্বনীয় বলিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, আমরা এ পথাবলম্বী নহি। সংসার মধ্যে ধর্ম্মসাধন সুখকর বা দুষ্কর হউক, আমাদের সেই পথ। আত্মার শান্তি আমাদিগকে এই সংসার মধ্যেই লাভ করিতে হইবে সুতরাং যে উপায় প্রাপ্ত হইলে প্রলোভনপূর্ণ ও বিঘ্নসঙ্কুল সংসারে থাকিয়াও আত্মার পবিত্রতা ও শান্তি অর্জ্জনে সমর্থ হইব, আমাদিগকে তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে।

২৮এ ফাল্গুন।

পুরাণের আখ্যায়িকাতে শ্রবণ করিয়াছি, দেবতাদিগের সহিত কোন কোন বীরের যুদ্ধ সময়ে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিত। বীরগণ যে সকল অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেন, তাহা দেবতাদের শরীরে পুষ্প হইয়া পড়িত। ধানুকীর ধনুতে যতক্ষণ আছে, তখন উহা বাণ, লক্ষ্যের উপরে যখন পতিত হইল, তখন উহা পুষ্প। জগতের প্রকৃত সাধু ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিদিগের জীবনেও এইরূপ বিচিত্র ঘটনা দর্শন করা যায়। একই ঘটনা একই প্রলোভন তোমার আমার হৃদয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহাই একজন প্রকৃত ধার্ম্মিকের হৃদয়ে এক মহৎ ভাবের উদয় করিল। একই কথা শুনিয়া তোমার আমার ক্রোধের উদয় হইল, আর এক জনের প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আত্মার দুইটী বিশেষ ভাব আছে, যাহা সাধিত হইলে মনুষ্য এই অবস্থা লাভে সমর্থ হয়। প্রথম ব্রহ্ম দর্শনের অভ্যাস, দ্বিতীয় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ। যে অবস্থাতে মনুষ্যের বিশ্বাস চক্ষু এতদূর উজ্জ্বল হয়, যে সে সকল ঘটনা ও সকল অবস্থাতে ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্য অনুভব করিতে পারে, তাহাকে ব্রহ্মদর্শনের অভ্যাস বলে। উপাসনা বিশ্বাসচক্ষুকে উজ্জ্বল করে। উপাসনা যত প্রাণগত, আন্তরিক ও গাঢ় হয়, ততই বিশ্বাস ঘনীভূত ও সতেজ হয়।

২৯এ ফাল্গুন।

দ্বিতীয় অবস্থাটীও অকৃত্রিম ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আপনিই আসে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নির্ভর যাঁহার আছে, তিনি তাঁহার ইচ্ছার অনুগত থাকাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া মনে করেন। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করা অর্থাৎ কর্ত্তব্য পালন করাই তাঁহার আত্মার অন্ন পান স্বরূপ হয়, তাহাতেই তিনি পরম আনন্দ লাভ করেন। বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ধন, নির্ধনতা, সুখ, অসুখ এ সকলের কিছুই তাঁহার লক্ষ্যে থাকেনা, কেবল ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার অনুগত থাকাই তাঁহার লক্ষ্য হয়, সুতরাং বিঘ্ন বাধা প্রলোভন পূর্ণ সংসারে তিনি অভয় পদ প্রাপ্ত হন; ঈশ্বরের কৃপাও এইরূপ লোকের আত্মাতে অবাধে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

৩০এ ফাল্গুন।

পিতা অনন্ত প্রেমের আধার, যে শক্তিতে মানব হীন ক্ষতিলাভগণনাপরতন্ত্র পার্থিব জীবন হইতে তোমার পুণ্য ও পবিত্রতার আলোক অভিমুখে উত্থিত হয়, তাহা তোমারই শক্তি। তোমার পবিত্র সংস্পর্শেই আত্মা নবজীবন ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। শীতের অবসানে মলয়পবনের মৃদু মধুর হিল্লোলে ও সুখদ রবিকিরণ স্পর্শে যেমন শুষ্কপ্রায় তরু ও লতা দেহে নব পত্র ও পুষ্পমঞ্জরীর উদ্ভব হয়, তেমনি তোমার পুণ্য স্পর্শে অবসন্ন মানব আত্মায় নবশক্তি ও নবপ্রীতির সঞ্চার হয়। তুমি সেই স্পর্শ দ্বারা আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর। হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের হৃদয়ে আপনাকে প্রকাশিত কর; যেন তোমার আবির্ভাবের জ্যোতিতে আমরা আপনাদের মলিনতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাহা তোমার চরণে ত্যাগ করিতে সমর্থ হই। হে হৃদয়বাসী প্রভু, আমাদের দৃষ্টি আমাদের গূঢ় দুর্ব্বলতার দিকে আকৃষ্ট কর এবং তোমার শক্তি দ্বারা আমাদের সকল দুর্ব্বলতা দূর কর। আমাদের চিত্ত সত্যের বলে বলীয়ান হউক, আমাদের হৃদয় তোমার প্রেমে সবল হউক ও আমাদের জীবন পবিত্রতার আলোকে উজ্জ্বল হউক। এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও আমাদের আত্মা তোমার অমরধাম লাভের উপযোগী হউক। তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

"হে অর্জ্জুন যখন তুমি কোন কার্য্য কর যখন আহার কর, যখন দান ধ্যান কর, যখন তপস্যা কর, সমুদয় আমাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে তুমি শুভাশুভ ফলরূপ কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইবেনা। তোমার আত্মা প্রকৃত বৈরাগ্য ও যোগলাভ করিবে এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সকল প্রাণীতে সমানভাবে আছি। কাহারও প্রতি আমার বিরাগ কাহারও প্রতি অনুরাগ নাই; যে কেহ আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, আমি সেজনে থাকি, সেজন আমাতে থাকে। সে যদি দুরাচারদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যও হয় এবং অনন্যগতি হইয়া ঐকান্তিকভাবে আমাকে ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিতে হইবে; সে ত্বরায় ধর্ম্মাত্মা হইয়া অক্ষয় শান্তিলাভ করে। হে অর্জ্জুন, নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয়না।"

"তোমাকে আমি পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে আনিয়াছি; জগতের বড়লোকদিগের মধ্য হইতে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি এবং তোমাকে বলিয়াছি যে তুমি আমার ভৃত্য। আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই। তুমি ভয় পাইওনা, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি; ভীত হইওনা কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আমি তোমাকে সবল করিব; নিশ্চয় বলিতেছি, আমি তোমাকে আমার পুণ্যভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তুলিয়া ধরিব। দেখ, যাহারা তোমার প্রতি অতিশয় বিরক্ত, তাহারা লজ্জিত ও অপদস্থ হইবে।

তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মত হইবে। যাহারা তোমার পক্ষে বিঘ্নকারী হইয়া দণ্ডায়মান হইবে, তাহারা বিনষ্ট হইবে। তুমি আর তাহাদিগকে খুঁজিয়াও পাইবেনা, সেই তাহারা যাহারা তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিল, যাহারা আজ তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর ন্যায় হইবে। যাহার মূল্য নাই এমন পদার্থের ন্যায় হইবে। কারণ আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তুলিব এবং বলিব ভয় করিওনা ; আমি তোমাকে রাখিব।"

মানবসমাজ কি সত্য সত্যই পাপরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে? সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সত্য সত্যই মনে করেন, যে পৃথিবী দিন দিন পাপভারে আক্রান্ত হইয়া গভীর কূপে নিমগ্ন হইতেছে, আর উঠিবার আশা ভরসা নাই। এইরূপ বলিলে এই কথা বলা হয়, যে ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁহার করুণা জয়শালী না হইয়া পাপই পরাক্রান্ত হইয়া উঠিবে অর্থাৎ মানব হৃদয়ে ঈশ্বর আর রাজা থাকিবেননা। এরূপ চিন্তা করাও ঘোর অবিশ্বাস, তাহাতে ঈশ্বর চরণে অপরাধী হইতে হয়।

মানবের স্বভাবই এই নিত্য যাহা দেখে, তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা আর হৃদয় মনকে উত্তেজিত করেনা ; সুতরাং তাহা আর স্মরণে থাকেনা। কিন্তু বিশেষ কোন সুখ বা দুঃখ যদি উপস্থিত হয়, দৈনিক জীবনের কোন ব্যতিক্রম যদি ঘটে, মন যদি কোন কারণে বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়, তবে সে ঘটনা বহুদিন স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

বৎসরের তিনশত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশত পঞ্চাশ দিন যে সুস্থ দেহে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে আহার বিহার করিয়াছি, সংসারের দৈনিক কার্য্য করিয়াছি, প্রভাতের পবিত্র বিমলবায়ু ও রজনীর বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, তাহা আমাদের মনে থাকেনা; কিন্তু পনরদিন যে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম, তখন যে মুক্তভাবে আহার বিহার করিতে পারি নাই, সেই কয়দিন যে রোগ যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতে হইয়াছে, সেই ঘোর সঙ্কট হইতে যে অনেক কষ্টে উদ্ধার পাইয়াছি, সে কথা চিরদিনের মত স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কয়েকদিনের কষ্ট যত মনে আছে, নিত্যপ্রাপ্ত সুখের কথা তত মনে নাই।

আমাদের যে এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে পৃথিবীতে পাপেরই জয় হইতেছে তাহারও কারণ এই, যে পাপের বীভৎসতা বিশেষভাবে আমাদের চক্ষে পড়ে, কিন্তু যে সাধুতা মানবহৃদয়ে নিত্য বিদ্যমান, যদ্ভিন্ন জনসমাজ একদিনও থাকেনা, যাহা মানবের জীবন রক্ষা করিতেছে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রতিদিন কি পাইতেছি সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কি পাইলামনা সেই দিকেই অধিক দৃষ্টি করি, সুতরাং আমাদের প্রাণ বিষাদে পূর্ণ হয়। কৃতজ্ঞতা আর তখন আমাদের অন্তরে থাকেনা।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা পাইবার জন্য যত ব্যগ্র, স্বয়ং দিবার জন্য তত ব্যগ্র নহেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের সমুচিত আদরও সাহায্য করেননা বলিয়া ইঁহারা সর্ব্বদা অভিযোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি বন্ধুর কর্ত্তব্য করিলামনা এরূপ বলিয়া দুঃখ করিতে শুনা যায়না। যাঁহারা আপনাদের ক্রটি দেখিয়া সর্ব্বদা দুঃখিত, তাঁহাদের পরের ক্রটির উল্লেখের সময় থাকেনা। মানবের বন্ধুতা সম্বন্ধে যেরূপ, ঈশ্বরের বিধি সম্বন্ধেও সেইরূপ। যদি দশদিন পীড়ার যাতনা সহিতে হয়, সে দুঃখে, ম্রিয়মান হইয়া যান, কিন্তু সম্বৎসর সুস্থদেহে প্রতিদিন যে কত সুখভোগ করিয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা নাই। ঊষার পবিত্র শোভা কত দেখিয়াছেন, প্রস্ফুটিত পুষ্পবনের সুঘ্রাণ কত সেবন করিয়াছেন, প্রভাতের সুমন্দ সমীরণ দেহকে কত পুলকিত করিয়াছে; বৃক্ষলতার সুস্নিগ্ধ হরিতবর্ণ, অনাদায়িত শস্যক্ষেত্রের শ্যামল শোভা, গোধূলিমুহূর্ত্তের পশ্চিমাকাশের স্বর্ণরঞ্জিত মেঘমালা, এসকল কত নয়ন মন হরণ করিয়াছে, পরিবারের বিমল সুখ, বন্ধুবান্ধবের অকৃত্রিম প্রীতি, জীবনের এই সকল সুখ এক দুঃখের তাড়নায় মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলিয়া যান। অতএব হে মানব, অবিশ্বাসী হইয়া বলিওনা, যে মানবকুল পাপেই ডুবিবে তাহার আর আশা ভরসা নাই।

১লা চৈত্র।

সেই বিশ্বকর্ম্মা অতি মহান্। তিনি সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বধারণকর্ত্তা। তিনি সকলের উপর ও সর্ব্বদর্শী। তিনি সপ্তর্ষি নক্ষত্রের উপরেও বাস করেন। বিজ্ঞলোকে তাঁহাকে জানিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করেন।

যিনি আমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, যিনি আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি এই বিশ্বের সর্ব্বস্থানে আছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়; সকলেই তাঁহাকে জানিতে বাঞ্ছা করে।

হে সুব্রতে, সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য যে অনুষ্ঠান করে, তাহাই সফল হয়, ইহা নিশ্চয় জানিও। সত্য অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই; মিথ্যা অপেক্ষা আর পাপ নাই। অতএব সমুদয় হৃদয়ের সহিত এক সত্যকেই আশ্রয় করিবে। সত্যহীন পূজা বৃথা; সত্যহীন জপ বৃথা; সত্যহীন তপঃ ঊষর ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় বৃথা। পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ; সত্যই পরম তপ। সমুদয় অনুষ্ঠান সত্যমূলক। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

২রা চৈত্র।

বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনক বহু দক্ষিণাবিশিষ্ট এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তথায় কুরু ও পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সেই বিপুল ব্রাহ্মণ সভাতলে সর্ব্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কে বিদেহাধিপতি তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া সহস্র গাভী আনয়ন করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদ সুবর্ণ বন্ধন করিলেন। জনক সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন "হে ভগবন্ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই এই গোসমূহ গ্রহণ করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই মহাসভায় সমবেত কোন ব্রাহ্মণই গাভী গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেননা। তখন যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় শিষ্য সামশ্রবাকে কহিলেন "হে সৌম্য, তুমি এই গাভীদল আমার আশ্রমে লইয়া যাও।" তখন অপরাপর ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিলেন "ইনি কিরূপে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বলেন?" অনন্তর জনক পুরোহিত অশ্বল দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন "হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই কি এই সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন "যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহার চরণে আমার প্রণাম। আমি এই গাভীদল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।" তখন গার্গী বাচক্নবী নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী রমণী দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন "হে ভগবন্ ব্রাহ্মণগণ, আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন করিব, যদি তিনি তাহার উত্তর করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদিগের মধ্যে কেহই ইহাকে ব্রহ্মবিষয়ক কথায় জয় করিতে পারিবেননা।"

৩রা চৈত্র।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "হে গার্গি, জিজ্ঞাসা কর।" গার্গী কহিলেন "হে যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা দ্যুলোকেরও উর্দ্ধে আছে, যাহা পৃথিবীর অধোতে আছে, যাহা দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে বিদ্যমান, যাহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সর্ব্বকালেই বিদ্যমান বলিয়া লোকে বর্ণনা করে, সেই সূত্রাত্মক জগৎ ওতপ্রোত ভাবে কিসে ব্যাপ্ত আছে?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "হে গার্গি, যাহা দ্যুলোকেরও উপরে আছে, যাহা পৃথিবীর অধোতে আছে, যাহা দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যভাগে বিদ্যমান, যাহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সর্ব্বকালেই বিদ্যমান বলিয়া লোকে বর্ণনা করে, সেই সূত্রাত্মক জগৎ ওতপ্রোত ভাবে আকাশে ব্যাপ্ত আছে।"

গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই আকাশ ওতপ্রোত ভাবে কিসে ব্যাপ্ত আছে?"

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "হে গার্গি, ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অকর্ণ, অবাক্; তিনি মনোবিহীন, তেজোবিহীন, শারীরিক প্রাণবিহীন, মুখবিহীন কাঁহারও সহিত তাঁহার উপমা হয়না।"

৪ঠা চৈত্র।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গার্গি, সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গার্গি, দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গার্গি, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর সমুদয় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গার্গি, অনেকানেক পূর্ব্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত সকল হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এইলোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয়না।

হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া এলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপা পাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া এলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

৫ই চৈত্র।

—০—

মহর্ষি আরুণি স্বীয় তনয় শ্বেতকেতুকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া কহিলেন "বৎস, এই ন্যগ্রোধ তরু হইতে একটী ফল আহরণ কর।" তখন শ্বেতকেতু সেই বটবৃক্ষ হইতে ফল আহরণ পূর্ব্বক পিতাকে কহিলেন "পিতঃ, আমি ফল আনয়ন করিয়াছি।" আরুণি কহিলেন "সৌম্য, ফল ভগ্ন কর।" শ্বেতকেতু সেই ফল ভগ্ন করিয়া কহিলেন "তাত, আমি সেই ফল ভাঙ্গিয়াছি।" আরুণি জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, ভগ্ন ফলের মধ্যে কি দেখিতেছ?" শ্বেতকেতু কহিলেন "মহাত্মন্, এই ফলের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কতকগুলি বীজ দেখিতেছি।" অনন্তর আরুণি পুত্রকে কহিলেন "প্রিয়দর্শন, ঐ ভগ্ন ফলের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র বীজ দেখিতেছ, ইহার একটী বীজ ভগ্ন কর।" পরে শ্বেতকেতু পিতার বাক্যানুসারে একটী বীজ ভাঙ্গিয়া পিতাকে কহিলেন "ভগবন্, আমি বীজ ভগ্ন করিয়াছি।" আরুণি কহিলেন "ঐ ভগ্ন বীজের অভ্যন্তরে কি দেখিতেছ?" শ্বেতকেতু কহিলেন "ভগবন্, আমি ইহার মধ্যে কিছুই দেখিতেছিনা।" তখন আরুণি শ্বেতকেতুকে কহিলেন "বৎস, এই বটবীজ ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে যে সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহা তুমি দেখিতেছনা, কিন্তু ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন পদার্থ আছে, যেহেতু স্থূল শাখা প্রশাখা ও ফলপল্লবাদিবিশিষ্ট এক মহান্ বটবৃক্ষ উহার মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই সূক্ষ্ম অদৃশ্য বীজের কার্য্যস্বরূপ যে সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহা তুমি দেখিতে পাইলেনা, কিন্তু এই বটবৃক্ষ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

৬ই চৈত্র।

অতএব নিশ্চয় অনুমান হইতেছে, যে উহার মধ্যে কোন অচিন্ত্য শক্তিশালী পদার্থ বিদ্যমান আছে।

বৎস, তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে যেমন বীজমধ্যগত অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে এই মহান্ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ সূক্ষ্মতম সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে নামরূপাদি বিশিষ্ট এই স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যেমন বটবৃক্ষের কারণ স্বরূপ বীজমধ্যগত সূক্ষ্ম পদার্থ তুমি দেখিতে পাইলেনা, সেইরূপ এই জগতের কারণ সৎপদার্থকে কেহ জানিতে পারেনা।

৭ই চৈত্র।

আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "বৎস, অদ্য একটী ঘটমধ্যস্থ জলে লবণ পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া রাখ এবং কল্য প্রাতঃকালে আমার নিকট আগমন করিও।" শ্বেতকেতু পিতার আদেশে একটী জলপূর্ণ ঘটমধ্যে লবণ পিণ্ড নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রাতঃসময়ে পিতৃসমীপে উপনীত হইলেন। আরুণি পুত্রকে কহিলেন "বৎস, তোমাকে যে ঘটস্থ জলমধ্যে লবণ নিক্ষেপ করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম, সেই লবণ আনয়ন কর।" শ্বেতকেতু ঘটস্থ জলমধ্যে অন্বেষণ করিয়াও সেই লবণ কোথায় আছে, তাহা জানিতে পারিলেননা। তখন আরুণি কহিলেন "বৎস, লবণ যদিও বিদ্যমান আছে, কিন্তু উহা জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। তুমি সেই লবণ দেখিতে পাইতেছনা তাহা তোমা দ্বারা স্পৃষ্টও হইতেছেনা, কিন্তু অন্য উপায়ে ঐ লবণের বিদ্যমানতা জানা যায়। তুমি ঘটের উপরিভাগস্থ জল দ্বারা আচমন কর।" শ্বেতকেতু পিতার বাক্যে সেই ঘটের উপরিভাগের জল দ্বারা আচমন করিলেন। তখন আরুণি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি জানিতেছ?" শ্বেতকেতু কহিলেন "তাত, এইক্ষণে আমি লবণ অনুভব করিতেছি।" পুনরায় আরুণি কহিলেন "বৎস, এই ঘটের মধ্যভাগ হইতে জল লইয়া আচমন কর।" শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। আরুণি জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, কি অনুভব করিতেছ?" শ্বেতকেতু কহিলেন "পিতঃ, আমি লবণ অনুভব করিতেছি।" অনন্তর আরুণি কহিলেন "প্রিয়দর্শন, তুমি ঐ ঘটের নিম্নভাগ হইতে জল লইয়া আচমন কর।"

৮ই চৈত্র।

তখন শ্বেতকতু সেই নিম্নভাগস্থ জল লইয়া আচমন করিলে আরুণি জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, এইক্ষণ তোমার কি অনুভব হইতেছে ?" শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন "মহাত্মন্, আমার লবণ অনুভব হইতেছে।" তখন আরুণি কহিলেন "বৎস, যদি তুমি লবণ অনুভব করিয়া থাক, তাহা হইলে এইক্ষণ লবণ পরিত্যাগ করিয়া আচমন পূর্ব্বক আমার সমীপে আসিয়া উপবেশন কর।" অনন্তর শ্বেতকেতু পিতৃসমীপে গমন করিয়া কহিলেন "পিতঃ, আমি রাত্রিতে যে লবণপিণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম জানিলাম, সেই লবণ এই জলেই বিদ্যমান আছে।" আরুণি বলিলেন "বৎস, যেমন এই লবণ বিদ্যমান আছে, তথাপি তুমি তাহা দেখিতে পাও নাই বা স্পর্শ করিতে পার নাই, তাহা জলে বিলীন হইয়াছিল, এক্ষণ অন্য উপায়ে অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা সেই লবণ প্রত্যক্ষ করিতেছ ; সেইরূপ তেজ, জল ও অন্নের কার্য্যভূত এই দেহে তেজ, জল ও অন্নের কারণ স্বরূপ সেই সৎপদার্থ বিদ্যমান আছে। বটবীজান্তর্গত সূক্ষ্ম পদার্থের ন্যায় সেই সৎস্বরূপকে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেছনা। যেমন এই জলে লবণ বিদ্যমান আছে বটে, তথাপি দর্শন স্পর্শন দ্বারা লাভ করিতে না পারিয়া কেবল জিহ্বা দ্বারাই সেই লবণকে লাভ করিয়াছ, সেইরূপ এই জগতের সকল স্থানেই জগতের কারণীভূত সৎস্বরূপ পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন। তুমি উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে লাভ কর।"

৯ই চৈত্র।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী নাম্নী দুই পত্নী ছিলেন। একদা যাজ্ঞবল্ক্য গৃহত্যাগ করিয়া পারিব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইয়া কনিষ্ঠা পত্নী মৈত্রেয়ীকে কহিলেন "হে মৈত্রেয়ি, আমি গৃহ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি। এইক্ষণে আমার যাহা কিছু আছে, তাহা তোমাদের উভয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।"

মৈত্রেয়ী উত্তর করিলেন "হে ভগবন্, যদি ধনসম্পদপরিপূর্ণা এই সমগ্র মেদিনী আমার হয়, তদ্দ্বারা আমি কি অমরত্ব লাভ করিতে পারি?" যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "না, অমর হইবেনা, তবে ধনীদিগের যেরূপ হয় তোমার জীবন সেইরূপ হইবে। বিত্ত দ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই।" তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন "যাহা দ্বারা আমি অমর হইতে পারিবনা, তাহা লইয়া তবে আমি কি করিব?"

১০ই চৈত্র।

—o—

সংসারে ধনীর অপ্রতুল নাই, কিন্তু সহৃদয় ধনী কয়জন, যাঁহারা ধনের সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম ?

সহৃদয় ধনী আনন্দ অন্তরে সঞ্চিত ধনের উপর দৃষ্টিপাত করেন। ধন তাঁহাকে অপরের মঙ্গল সাধনে সক্ষম করে। তিনি দরিদ্রের চিরসহায়। প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত।

তিনি দয়ার পাত্র অন্বেষণে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, তাহাদের অভাব জানিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল, তিনি নীরবে তাহাদের দুঃখমোচন করেন ; প্রদর্শনস্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায়না। স্বদেশ তাঁহার জন্য সৌভাগ্যশালী হয়।

সঞ্চিত ধন তিনি দরিদ্রের প্রাপ্য বলিয়া মনে করেন, দরিদ্র তাঁহার নিকট কখনও নিরাশ হয়না।

ধন তাঁহার কোমল প্রাণ কঠিন না করিয়া আরও সরস করে, ধন তাঁহাকে পৃথিবীর দুঃখভার লঘু করিতে সমর্থ করে, তাহা দেখিয়া তিনি সুখী হন। এ সুখ অনিন্দনীয়।

প্রকৃত তস্কর তাহারা, যাহারা অপরের শ্রমজাত ধন সমূহে আপনার গৃহ পূর্ণ করে এবং আপনার সুখ ও বিলাসে তাহা ব্যয় করে।

১১ই চৈত্র।

প্রকৃত দস্যু তাহারা, যাহারা দরিদ্রের অস্থিচূর্ণ করিয়া আপনার কোষাগার পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। এরূপ ধনী পৃথিবীর কলঙ্ক।

অপরাধের অভিশাপ এমন ধনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, সে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে বাস করে। দুশ্চিন্তা ও ভয় তাহার নিত্য সঙ্গী।

এমন ধনীর হৃদয়দংশনের তুলনায় দারিদ্র্যের দুঃখ যৎসামান্য। দরিদ্র নির্ম্মল চিত্তে অন্নগ্রাস গ্রহণ করে; তাহার আপনার শ্রমলব্ধ শাকান্ন ধনীর মূল্যবান আহার সামগ্রী অপেক্ষা প্রীতিকর; নৈসর্গিক নির্ম্মল জল ধনীর কৃত্রিম পানীয় অপেক্ষা সুমিষ্ট।

পরিশ্রম তাহার দেহকে সুস্থ রাখে; সারাদিনের পর সে এমন বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করে, যাহা ধনী দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া সম্ভোগ করিতে পারেননা।

দুরাশা ও দুশ্চিন্তা দরিদ্রের মন সর্ব্বদা বিচলিত করিয়া রাখেনা। পৃথিবীর সমগ্র ধন অপেক্ষা সন্তুষ্ট চিত্ত কি অধিকতর স্পৃহনীয় নহে? অতএব ধনিন্, ধনগর্ব্বে স্ফীত হইওনা। দুঃখী, দরিদ্র বলিয়া নিরাশ হইওনা। ধনের সঙ্গে এমন দুঃখ আছে, দরিদ্রতার সঙ্গে এমন সুখ আছে, যাহাতে ধনী দরিদ্রের অবস্থা জগতে প্রায় তুল্য হইয়াছে। নির্ব্বোধেরাই একথা বুঝিতে পারেনা।

১২ই চৈত্র।

আপনার বা অপরের বুদ্ধি বিদ্যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোন সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইওনা। একমাত্র পরমেশ্বরই সকলের বল; তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও। দর্পহারী পরমেশ্বর দুর্ব্বলের বল।

যথাসাধ্য করিয়া যাও, পরমেশ্বর তোমার সাধু উদ্দেশ্যের সহায় হইবেন।

সৎকার্য্য করিয়াছ বলিয়া গৌরব করিওনা; কেননা মানুষের চক্ষে যাহা সৎকার্য্য, ঈশ্বরের চক্ষে হয়ত তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এমন কি অপবিত্র হইলেও হইতে পারে।

১৩ই চৈত্র।

—o—

প্রতি সাধু অনুষ্ঠান প্রেমের কার্য্য। তৃষিতকে জল দান প্রেমের কার্য্য; পথ হইতে ইষ্টক কণ্টকাদি তুলিয়া দূরে ফেলিয়া দেওয়া প্রেমের কার্য্য; সাধুকার্য্যে উৎসাহিত করা প্রেমের কার্য্য; সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকা প্রেমের কার্য্য; বিপথগামীকে সাধুপথে প্রতিষ্ঠিত করা প্রেমের কার্য্য। মানব পৃথিবীতে আসিয়া অপরের যে কল্যাণ সাধন করেন, উহাই তাঁহার প্রকৃত সম্পত্তি। ইহলোক ত্যাগ করিয়া আত্মা যখন পরলোকে প্রস্থান করে, তখন তিনি কি রাখিয়া গেলেন, লোকে তাহার অনুসন্ধান করে, কিন্তু দেবতারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি পৃথিবী থাকিতে কি কি সাধু অনুষ্ঠান স্বর্গে পাঠাইয়াছ?

১৪ই চৈত্র।

—o—

এক ধনীর ক্ষেত্রে একবার প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইল। অপর্য্যাপ্ত শস্য গৃহে আনীত হইলে ভূস্বামী তাহা দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই শস্য সম্পত্তি কোথায় রক্ষা করি? গৃহেত আর স্থান নাই। অবশেষে ভাবিলেন পুরাতন শস্যাগার ভগ্ন করিয়া প্রশস্ত নূতন শস্যাগার নির্ম্মাণ করিব, তথায় এই রাশীকৃত শস্য সযত্নে রক্ষিত হইবে। আর ভয় নাই আত্মন্, ভবিষ্যতের জন্য বহু দিবসের উপযোগী জীবিকা সংগৃহীত হইয়াছে, এখন নিশ্চিন্ত মনে আহার বিহার ও আনন্দ কর।

ঈশ্বর কহিলেন "রে নির্ব্বোধ, অদ্যই তোমার আত্মাকে গ্রহণ করিতেছি, যাহা তুমি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ তাহা কাহার হইবে?" এই আখ্যায়িকা কহিয়া ঈশা শিষ্যবর্গকে কহিলেন "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা কি খাইবে বা কি পরিবে বলিয়া উদ্বিগ্ন হইওনা, কারণ বস্ত্র অপেক্ষা দেহ এবং অন্ন অপেক্ষা মানবজীবন মূল্যবান। আকাশবিহারী পক্ষিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহারা শস্য বপন করেনা, কর্ত্তন করেনা, তাহাদের শস্যাগার বা কোষগৃহ নাই! তথাপি ঈশ্বর তাহাদিগকে আহার দেন। তোমাদের মূল্য কি পক্ষী অপেক্ষা অধিক নয়? পুষ্পগুলির প্রতি চাহিয়া দেখ, তাহারা কেমন বর্দ্ধিত হয়। তাহারা কোন শ্রম করেনা, তাহারা বস্ত্র বয়ন করেনা, তথাপি সম্রাটগণও তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর শোভাশালী নহেন।

১৫ই চৈত্র।

সুদীর্ঘ শালতরু আপন মস্তক উন্নত করিয়া পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া শালতরু কি করিল? দুঃখের উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শালতরু কহিল "হায়, আমি বৃথা জীবিত রহিয়াছি। পক্ষী আমার শাখায় বসিয়া সুললিত গান করেনা, কেননা আমার শাখা প্রশাখা অতি উচ্চ; আমার ফল কাহারই আহারের জন্য ব্যবহৃত হয়না। কেন বৃহৎ দেহধারী হইয়া ঝটিকা ও বজ্রপাতের লক্ষ্যস্থল হইয়া এত কাল জীবিত রহিলাম? সামান্য বৃক্ষ হইলেও পথশ্রান্ত পথিককে ছায়া ও আহার প্রদান করিতে পারিতাম, কিন্তু বিশাল দেহ লইয়া একি জ্বালা হইল?" কাঠুরিয়া শাল বৃক্ষকে ছেদন করিল। "বহুদিনের অকর্ম্মণ্য জীবন অবসান হইল, আমি বাঁচিলাম।" বলিয়া শালতরু ভূপতিত হইল, কিন্তু মরিয়াই তাহার জীবন আরম্ভ হইল। শালকাষ্ঠে বাণিজ্য তরণী নির্ম্মিত হইল, গৃহসজ্জা প্রস্তুত হইল, শিশুর দোলনা ও বৃদ্ধের বিরামাসন গঠিত হইল। দেবালয় গঠনেও এই কাষ্ঠের সহায়তা গৃহীত হইল। এইরূপে শালতরু মরিয়া বাঁচিল। যত দিন পর্ব্বতোপরি অলস জীবন যাপন করিতেছিল, ততদিন শালতরু মৃত এবং মরিয়া যখন সৎ কার্য্যে তাহার দেহ উৎসর্গীকৃত হইল তখনই সে বাঁচিয়া গেল। ধর্ম্মজগতেও এইরূপ প্রহেলিকা দৃষ্টিগোচর হয়। যে মাটীর মত নত, সেই উন্নত; যে মৃত, সেই জীবিত; যে দুর্ব্বল সেই সবল। যাঁহারা আপনাদের ধন, মান ও সামর্থ্য জগতের কল্যাণের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধনী ও ক্ষমতাশালী।

১৬ই চৈত্র।

একবার একটী বালিকা আধ্যাত্মিকভাবের আবেগে স্বীয় দৈনন্দিন লিপিতে এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন "যদি জিজ্ঞাসা করা স্পর্দ্ধা না হইত, তবে আমি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তিনি আমাকে এ জগতে আনিলেন কেন? আমি তাহা বুঝিনা। আমার দিন আলস্যে যাইতেছে, কিন্তু তাহার জন্য আমার দুঃখ হয় কই? যদি নিজের বা অপরের জন্য কিছু করিতে পারিতাম, যদি দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও কোন কাজে লাগিতাম, তাহা হইলে জীবন কত সুখের হইত!" এই কথাগুলি লিখিবার পর কয়েক দিন কাটিয়া গেল। বালিকার হৃদয় আর পূর্ব্বের ন্যায় আবেগপূর্ণ নাই। তখন তিনি এই কথাগুলি পড়িয়া তাহার নীচে লিখিলেন "বা! কাজ করাত কত সহজ! ঈশ্বরের নামে তাঁহার একটী তৃষিত সন্তানকে অঞ্জলি পরিমাণ শীতল জল দিলেও ত কত উপকার করা হয়।"

ঠিক কথা। ঈশ্বরের নামে সামান্য দ্রব্য পর্য্যন্ত দান করিলেও তাহার ফল আছে। একটী সৎপরামর্শ, একটু সামান্য সাহায্য, একটু ক্লেশ সহিষ্ণুতা, বন্ধুর জন্য একটু প্রার্থনা, অপরের অগোচরে তাহার ত্রুটিজনিত কুফল নিবারণের একটুকু চেষ্টা, এসকল কার্য্যও মূল্যবান। ঈশ্বরের নামে যে কার্য্য করা যায়, তাহা বিফলে যায়না।

১৭ই চৈত্র।

—o—

সম্রাট থিয়োডিয়াসের রাজত্ব কালে এণ্টনিকাস নামক এক রাজকুলোদ্ভব ব্যক্তি রোমনগরে বাস করিতেন। এণ্টনিকাস ইউফ্রেসিয়া নাম্নী এক ধর্ম্মপরায়ণা সম্ভ্রান্ত নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দম্পতির ইউফ্রেসিয়া নাম্নী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এণ্টনিকাস ও ইউফ্রেসিয়া মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্মার্থে জীবন অর্পণ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইলনা, এক বৎসরের মধ্যেই এণ্টনিকাসের মৃত্যু হইল। ইউফ্রেসিয়া বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া অধিক দিন রোমনগরে রহিলেননা। রূপ, গুণ ও বিভবে আকৃষ্ট হইয়া অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ইউফ্রেসিয়াকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ইউফ্রেসিয়া তাঁহাদের আচরণে বিরক্ত হইয়া রোম ত্যাগ পূর্ব্বক মিসরে প্রস্থান করিলেন। তথায় তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল; তিনি এক আশ্রমের নিকটে অল্পবয়স্কা দুহিতাকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিন ইউফ্রেসিয়া আশ্রমের তত্ত্বাবধায়িকার নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রমে আপনার সমুদয় সম্পত্তি দান করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তত্ত্বাবধায়িকা উত্তর করিলেন "পৃথিবীর ধন দিয়া কি করিব, আমরা স্বর্গের ধন প্রার্থনা করিয়া থাকি।" ইউফ্রেসিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এক দিন আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়া কন্যা জননীকে কহিলেন "মা, আমার জীবন ধর্ম্মের পরিচর্য্যায়, ঈশ্বরের সেবায় অর্পণ করিব বিবাহ করিবনা।"

১৮ই চৈত্র।

জননী একমাত্র দুহিতার এই সংকল্প শুনিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। জননী কন্যাটীকে আশ্রমের তত্ত্বাবধায়িকার হস্তে অর্পণ করিয়া আসিলেন। কন্যার প্রতি মাতার এই শেষ উপদেশ "ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলিও, আশ্রমবাসীদিগের বাধ্য হইয়া থাকিও, আর তুমি যে রাজকুলে উৎপন্না ও অতুল বিভবের অধিকারিণী, তাহা বিস্মৃত হইও।" কিছু দিন পরে জননীর মৃত্যু হইলে রোম সম্রাট বালিকার অভিভাবক হইলেন। সম্রাট একজন উচ্চবংশীয় যুবকের সহিত কুমারীর পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাহাকে 'আনিতে দূত' পাঠাইলেন। ইউফ্রেসিয়া নৃপতিকে লিখিয়া পাঠাইলেন "রাজন্, সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করুন। আমি ঈশ্বরচরণে জীবন অর্পণ করিয়াছি। আপনি ও রাজ্ঞী প্রার্থনা করিবেন, যেন আমি প্রভুর সেবার উপযুক্ত হইতে পারি।"

১৯এ চৈত্র।

রাজাধিরাজ অশোক ক্রমে ইহজীবনের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার হৃদয় আর সংসারের সুখে তৃপ্ত নয়, তিনি শাশ্বত শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যিনি তরুণ জীবনের অভ্যস্ত সমুদয় পাপ নব ধর্ম্মের চরণে ত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি জীবনে সকলপ্রকার ঐহিক সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও স্বীয় অবলম্বিত ধর্ম্মের জন্য অবলীলাক্রমে রাশি রাশি অর্থ ও শরীর মনের শক্তি ক্ষয় করিয়াছিলেন, যিনি পুত্র কন্যাকে সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি বার্দ্ধক্যে আপনার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা ধর্ম্মের চরণে বিক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অশোক একদিন স্বীয় আচার্য্য উপগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুদেব, বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কে অধিক দান করিয়াছেন?" উপগুপ্ত উত্তর করিলেন "গৃহস্থ অনাথপিণ্ডক। তিনি ধর্ম্মের জন্য শতকোটী সুবর্ণ দান করিয়া গিয়াছেন।" অশোক কহিলেন "আমি চতুরাশীতি সহস্র ধর্ম্মের অনুশাসন প্রচার করিয়াছি। যে যে স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক স্থানে দশ লক্ষ সুবর্ণ দান করিয়াছি। যথায় তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যথায় তিনি বুদ্ধত্বলাভ করেন, যেখানে তিনি ধর্ম্মচক্র আবর্ত্তন করেন, যেখানে তাঁহার নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়, ইহার প্রত্যেক স্থানে আমি সেই পরিমাণে দান করিয়াছি। বর্ষার পাঁচমাস ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ আমার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ বৎসর আমি তদর্থে চারি সহস্র সুবর্ণ ব্যয় করিয়াছি।

২০এ চৈত্র।

আমি বৌদ্ধসংঘকে আমার, আমার পত্নীগণের, আমার পুত্র কুণালের ও আমার মন্ত্রিগণের ভূসম্পত্তি দান করিয়াছি এবং এই সকল ভূমি উপযুক্ত মূল্য দিয়া পুনরায় ক্রয় করিয়া লইয়াছি। এইরূপে আমি ষণ্ণবতিকোটী স্বর্ণ তথাগতের ধর্ম্মার্থে দান করিয়াছি।" বলিতে বলিতে অশোকের নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তখন মন্ত্রী রাধাগুপ্ত কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ, আপনি অশ্রুপাত করিতেছেন কেন?" অশোক উত্তর করিলেন "রাধাগুপ্ত, ধন গিয়াছে বলিয়া আমি অশ্রুপাত করিতেছিনা। আমি যে সঙ্ঘকে চিরদিন অন্ন ও পানীয় দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছি, তাহা আর করিতে পারিবনা, এই দুঃখেই আমার অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। আমি ধর্ম্মের জন্য শতকোটী স্বর্ণ উৎসর্গ করিব মানস করিয়াছিলাম, আমার সে আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হয় নাই, এখনও চারিকোটী স্বর্ণ দান অবশিষ্ট আছে।" অশোক সেই দিন হইতেই কুক্কুট আরাম নামক আশ্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশোকের পৌত্র সম্পদি তখন যুবরাজ। মন্ত্রীরা সকলে সম্পদিকে গিয়া কহিলেন "যুবরাজ, মহারাজ যেরূপ দান আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে ত্বরায় কোষ শূন্য হইয়া পড়িবে। আপনি ইহার নিবারণ না করিলে আর উপায় দেখিনা।" সম্পদি কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন "মহারাজ চাহিলে অর্থ দিওনা।" অশোক প্রতিদিন স্বর্ণ পাত্রে আহার করিতেন, এখন তিনি ভোজন শেষ হইলেই ভোজন পাত্রগুলি কুক্কুট আরামে পাঠাইতে লাগিলেন।

২১এ চৈত্র।

—o—

ধনাধ্যক্ষ আর স্বর্ণপাত্র দিলেননা। তখন ক্রমে রৌপ্য ও লৌহপাত্রে ভোজন আরম্ভ হইল, অশোক ভোজনান্তে তাহাও কুক্কুট আরামে পাঠাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহাও রহিত হইল; অবশেষে তিনি মৃণ্ময়পাত্রে আহার করিতে লাগিলেন। একদিন অর্দ্ধ আমলক হস্তে লইয়া অশোক মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্ত্রিগণ, এখন এ দেশের রাজা কে?" অমাত্যবর্গ স্বীয় স্বীয় আসন ত্যাগ করিয়া করপুটে কহিলেন "মহারাজ, আপনিই এ দেশের রাজা।" অশোকের নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি কহিলেন "তোমরা যাহা সত্য নয়, তাহাই বলিতেছ। দেখ, এই আমলকের অর্দ্ধ ব্যতীত আমার আর কিছুই নাই। সেই অকিঞ্চিৎকর প্রভুত্বকে ধিক্, যাহা তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল। শত শত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, সহস্র সহস্র শত্রু দলন করিয়া, অরাজকতা বিনাশ করিয়া, ধরণীকে একতা সূত্রে বদ্ধ করিয়া, দীন দরিদ্রকে সান্ত্বনা করিয়া, রাজ্যচ্যুত অশোক এখন দুঃখে বাস করিতেছে। বৃক্ষপত্র বৃন্তচ্যুত হইলে যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, অশোক আজ সেইরূপ শ্রীহীন হইয়া বিবর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে।" অনন্তর অশোক একজন অমাত্যকে কহিলেন "সুহৃৎ, তুমি কুক্কুট আরামে গিয়া এই আমলক খণ্ডটী আশ্রমকে উপহার দাও। আমার নামে আচার্য্যগণের পদধূলি লইয়া বলিও, জম্বুদ্বীপের অধীশ্বরের ঐশ্বর্য্যের ইহাই অবশিষ্ট আছে, তিনি তাহাও দিতেছেন। তাঁহারা যেন ইহা সমুদয় সংঘমধ্যে দান করেন।

২২এ চৈত্র।

অশোক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "রাধাগুপ্ত, জম্বুদ্বীপের রাজা কে?" রাধাগুপ্ত অশোকের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন "মহারাজ, আপনিই এই সসাগরা ধরিত্রীর ঈশ্বর।" তখন অশোক আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অনন্ত গগনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন "আমি বৌদ্ধসংঘকে আমার রাজকোষ ব্যতীত এই ধরণীও দান করিলাম। সুনীল জলনিধি, যে মেদিনীকে মরকত পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়াছে, যে ধরিত্রী সর্ব্বজীবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, হিমাচল যাহার বক্ষে দণ্ডায়মান, আমি সেই সসাগরা সর্ব্বরত্নালঙ্কৃতা বসুমতী বৌদ্ধসংঘকে অর্পণ করিলাম। আমি এই কর্ম্মের পুরস্কারে রাজ্যসুখ চাহিনা, ইন্দ্রত্ব চাহিনা, ব্রহ্মলোকেরও প্রার্থী নহি। এ সমুদয়ই জলবিম্বের ন্যায় অস্থায়ী। আমি শুদ্ধ এই আকাঙ্ক্ষা করি, আমি যেন আত্ম সংযম করিয়া আপনার উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারি। পৃথিবীর উপর যে প্রভুত্ব, তাহা চিরদিন থাকেনা, কিন্তু আপনার উপর প্রভুত্ব অমর, তাহার বিনাশ নাই।"

সেই দিন অশোক যথারীতি দানপত্র প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে স্বনামাঙ্কিত মোহর মুদ্রিত করিয়া সেই দানপত্র কুক্কুট আরামে প্রেরণ করিলেন। কথিত আছে, বৌদ্ধসংঘকে ধরণী দান মাত্র অশোকের প্রাণ দেহ বিযুক্ত হইল।

২৩এ চৈত্র।

"ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" পূর্ব্বকালের মহাত্মারা কেবল মাত্র ত্যাগ দ্বারাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপনিষদেরও পূর্ব্বে যে সকল ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তাঁহারা একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাই উপনিষদকার ঋষিগণ বলিতেছেন, আমাদের পূর্ব্বের মহাত্মাগণ ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মানবাত্মাত চিরদিনই অমর; ত্যাগের দ্বারা আবার অমর হওয়ার অর্থ কি? উপনিষদে এ বিষয়ে উক্ত আছে, যে, যে সময়ে এখানে সমুদয় হৃদয়গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন। যখন আমরা হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্তি লাভ করিব, সমুদয় কামনা হইতে নিষ্কৃতি পাইব, তখনই আমরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইব। কিসের দ্বারা সেই সকল মহাত্মারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ত্যাগের দ্বারা, কেবল ত্যাগের দ্বারা। ত্যাগ কাহাকে বলে? ত্যাগ অর্থাৎ ছাড়া; কাহাকে ছাড়া? আপনাকে ছাড়া। স্বার্থনাশ করা। কেবল এই পথ ধরিয়া তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মাদের জীবনের কয়েকটী আশ্চর্য্য লক্ষণ আছে, যাহা চিন্তা করিলে তাঁহাদিগকে আর সাধারণ মনুষ্য বলিয়া মনে হয়না। ১ম জীবের প্রতি অপূর্ব্ব প্রেম। বৌদ্ধেরা বলেন শাক্যসিংহ মুক্তাত্মা, তথাপি তিনি যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কেবল জীবের প্রতি অনুগ্রহের জন্য। জরা মরণের হস্তে মানবের নিগ্রহ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় এত ব্যথিত হইয়াছিল, যে তাহার জন্য এই ক্লেশ বহন করিয়াছিলেন।

২৪এ চৈত্র।

—o—

খৃষ্টীয়ানেরা বলেন যীশু স্বয়ং পরমেশ্বর, তিনি যে এত যাতনা সহ্য করিয়া জীবন দিলেন, সে কেবল জীবানুগ্রহের জন্য। যে প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম দেয়, কৃতঘ্ন হইয়া অপকার করে, তাহাকে প্রীতি করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। সাধুদের মহত্ত্ব এই যে, হস্ত আঘাত করিতেছে, তাহাকে প্রেম দিতেছেন। মহাত্মাদের আর একটী লক্ষণ আশা। ইহাদের ঈশ্বরের উপরে ও মানুষের উপরে আশা অসাধারণ। ঈশ্বরের উপরে আশা করা কঠিন নহে, কিন্তু মানুষের উপরে আশা করা বড় কঠিন। পৃথিবীর পাপ, তাপ, দুর্গতি, ইহারা যেমন দেখেন, অন্য লোকে এমন দেখেনা, লোকের নিকৃষ্টতা ইহারা যেমন অনুভব করেন, অন্য লোকে তেমন করেনা, অথচ ইহারা মানবের উপর আশাহীন হইতেন্না। এত দুর্গতি এত পাপ দেখিয়াও ইহারা মানুষের উপরে কত আশা রাখিতেন।

তৃতীয় অপূর্ব্ব সাহস। এই অপূর্ব্ব সাহস অনেক মহাত্মার জীবনেই দেখা গিয়াছে। সমুদয় দেশ ও জাতি যখন প্রতিকূল, তখনও তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান থাকিতেন। মহম্মদ যখন ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দেশের সমুদয় লোক তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। মহম্মদের পিতৃব্য তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বিরোধীরা মহম্মদের পিতৃব্যের নিকট গিয়া কহিলেন "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত করিয়াছে, সে দেবতাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছে, দেশের লোক উহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে, আপনি উহাকে নিবৃত্ত না করিলে উহার জীবন রক্ষা ভার হইবে।"

২৫এ চৈত্র

পিতৃব্য মহম্মদকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি তোমায় বাল্যকাল হইতে পালন করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এখন আর তোমাকে আমার পক্ষপুটে রাখা অসম্ভব হইয়াছে, আমি স্নেহের অনুরোধে বলিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও।" মহম্মদ পিতৃব্যের নিকট সর্ব্বদা বিনীত ভাবে থাকিতেন কিন্তু তাঁহার এই অনুরোধ শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আমার এক হস্তে সূর্য্য, আর এক হস্তে চন্দ্র আনিয়া দিলেও আমি নিবৃত্ত হইবনা।" এই আশা ও সাহসের মধ্যে কি দেখা যায়? ঈশ্বরের চরণে সমুদয় অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধুরা মানবের উপর এমন বিশ্বাস রাখিয়াছিলেন ও এমন সাহসী হইয়াছিলেন। যদি মনে করিতেন সত্যের জয় পরাজয় আমার উপর নির্ভর করে, তবে নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিরাশ হইতেন। ত্যাগের দ্বারা, আত্মসমর্পণের দ্বারা সত্যের হস্তে আপনাকে অর্পণ করিয়া তাঁহারা সেই বল পাইয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যেমন পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ সমুদয় পদার্থকে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, তেমনি পরমেশ্বরের শক্তি ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। সত্যের প্রেমে আপনাকে অর্পণ করিলে তবে মানব স্বাধীন হয়। তাঁহারা সত্যে আপনাকে অর্পণ করিলেন বলিয়া বল সাহস ও আশা পাইলেন। নবজীবন পাইয়া সত্যের বলে বলী হইলেন। মানবের অমরত্ব ত্যাগ ভিন্ন হয়না। যিনি যে পরিমাণে স্বার্থনাশে প্রস্তুত, তিনি সেই পরিমাণে ধর্ম্ম লাভের যোগ্য, অমৃত লাভের অধিকারী।

২৬এ চৈত্র।

শিখধর্ম্মের এমন প্রতাপ হইল কেন? শিখদিগের দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ একবার শিখধর্ম্মের উন্নতি চিন্তায় নির্জ্জন পর্ব্বতে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। কিছু কাল পরে আসিয়া সকল শিখকে সমবেত করিয়া উন্মুক্ত তরবারী হস্তে গোবিন্দ সিংহ বলিলেন "দেবীর এই আদেশ হইয়াছে, শিখধর্ম্ম রক্ষার জন্য এক শত মনুষ্যের মস্তক চাই। কে শির দিবে, অগ্রসর হও। আমি এই তরবারীতে তাহার মাথা কাটিয়া দেবীর কাছে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিয়া গোবিন্দসিংহ ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই অগ্রসর হইলনা। তখন গোবিন্দসিংহ বলিলেন "আচ্ছা, এক শত না হউক, পঞ্চাশ জন এস।" পঞ্চাশ জন আসিলনা। তখন তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন "শিখধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন পঁচিশ জন লোকও কি নাই? এস পঁচিশ জনও এস।" তখনও কেহ আসিলনা দেখিয়া নিরাশ হইয়া গোবিন্দসিংহ বলিলেন "দশ জন, দশ জন।" তখনও কেহ আসিলনা। তখন গোবিন্দসিংহ বলিলেন "দশজন না হয়, পাঁচজনও এস।" পাঁচজনও আসেনা দেখিয়া গুরু গোবিন্দ অধীর হইয়া উঠিলেন। নিরাশায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন "শিখধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে, এমন এক জনও কি নাই? শিখধর্ম্ম যে যায়।" তখন একজন সরলমতি জাঠ দণ্ডায়মান হইল। গুরুগোবিন্দ সিংহের ব্যাঘ্র লম্ফে তাহার কেশ আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন। সমীপে এক তাম্বু ছিল, তাহার মধ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে এক সুসজ্জিত পালঙ্কে বসাইয়া তাহার চরণধূলি লইলেন।

তৎপরে একটী ছাগ তরবারী দিয়া কাটিলেন। ছাগরক্ত প্রবাহিত হইয়া তাঁবুর বাহিরে চলিল। গুরুগোবিন্দ সিংহ রক্তাপ্লুত হস্তে রক্তাক্ত অসি লইয়া বাহিরে আসিলেন। সমবেত লোকেরা সেই তরবারী ও রক্তের ধারা দেখিয়া অনুমান করিল সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে। এই বার গুরুগোবিন্দের আহ্বান শুনিয়া আর একজন অগ্রসর হইলেন; তিনি তাহাকেও ঐরূপে কেশে ধরিয়া তাঁবুর ভিতরে লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর একটী ছাগ কাটিলেন। এইরূপে পাঁচ জন একে একে গোবিন্দসিংহের আহ্বানে জীবন দিতে অগ্রসর হইলেন। তখন তিনি সেই পাঁচ জনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "আজ তোমরা প্রত্যেকে গুরু গোবিন্দসিংহ হইলে, আজ হইতে আমরা ছয় জন গুরু গোবিন্দসিংহ হইলাম।" এই ছয় জন গুরু গোবিন্দসিংহ দ্বারাই শিখদল জীবন পাইল। এই ছয় জনের জীবনই সমগ্র শিখমণ্ডলীর মধ্যে জীবন উৎপন্ন করিল। স্বার্থনাশ ব্যতীত শক্তি উৎপন্ন হয়না। শক্তি ভিন্ন শক্তিকে আর কিছুতে বাধা দিতে পারেনা। পদে পদে স্বার্থ বিনাশ করিতে না পারিলে শক্তি জাগিয়া উঠেনা। সত্যকে জীবন দিয়া না ধরিলে সত্যের শক্তি হয়না। শরীর মনের শক্তি কত বৃথা কাজে যাইতেছে, ঈশ্বরের সেবায় গেলে কি সার্থক হয়না?

২৮এ চৈত্র।

—০—

শতবর্ষ পূর্ব্বে আমি কোথায় ছিলাম? তখন আমার অস্তিত্ব ছিলনা। শতবর্ষ পূর্ব্বে দৃষ্টিপাত করিলে, আমি এই পৃথিবী নানাদেশ ও নানাজাতি দেখিতে পাই; আজ যে সূর্য্যের কিরণ সকল পদার্থকে উজ্জ্বল করিতেছে, সেই সূর্য্যকে দেখিতে পাই। আমি যে ভূমিতে জন্মিয়াছি ও যথায় বাস করিতেছি, যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে নামের দ্বারা আমি অভিহিত হইতেছি, এই সমুদয় দেখিতে পাই। কিন্তু আমি? আমি কি ছিলাম ও কোথায় ছিলাম? আমার সত্তা ছিলনা এবং অসৎ পদার্থের মধ্যে তখন আমি ছিলাম। কত যুগ যুগান্তর পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, যখন কেহ আমার বিষয় কোন চিন্তা করে নাই। কারণ অসৎ কি করিয়া চিন্তার বিষয়ীভূত হইবে? কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, যখন একটী নিকৃষ্টতম কীটাণু আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, কারণ অন্ততঃ তখন তাহাদের অস্তিত্ব ছিল।

কিন্তু আমি এখন আছি। আমার বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে, আমার হৃদয় ভালবাসিতে ও আশ্চর্য্য ইন্দ্রিয়যুক্ত আমার এই শরীর অশেষ কার্য্য করিতে সক্ষম রহিয়াছে। এই সত্তা আমাকে কে প্রদান করিল? অন্ধ ঘটনা? ইহা নির্ব্বোধের কথা। আমার মাতা পিতা? তাঁহারা বলেন "না আমরা তোমাকে মন ও আত্মা দিই নাই। বিশ্বরচয়িতা তোমাকে আত্মা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।"

২৯এ চৈত্র।

তবে আমি কি আমার জনয়িতা? না তাহা নয়, কারণ অসৎ কখন সৎ উৎপাদন করিতে পারেনা। তোমারই হস্ত হে প্রভো, আমাকে সৃজন ও নির্ম্মাণ করিয়াছে। তুমি আমাকে অসৎ হইতে সত্যোতে আনিয়াছ।

ঈশ্বর আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং সৃজন করিয়া অসংখ্য সৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা আমাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। হে ঈশ্বর, আমি কি করিয়াছি যে এই উচ্চপদ এবং তোমার এত ভালবাসা লাভের যোগ্য হইব? তুমি কেবল হে প্রেমময়, তোমার অনন্ত প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমায় এই উচ্চ স্থান দিয়াছ।

ঈশ্বর আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং সৃজন করিয়া জগতের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ জীবরূপে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমার আত্মা তাঁহার প্রতিরূপে গঠিত হইয়াছে। প্রতি জীবের সত্তায় তাঁহার মোহর অঙ্কিত রহিয়াছে।

৩এ চৈত্র।

তোমারে দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছি
পেয়েছি যতেক দুঃখ,
নীরস হৃদয় সরস হয়েছে
পেয়েছি পরম সুখ।
দুঃখ ক্লেশ যত হইয়াছে গত,
স্মৃতিতে সে সব লয়;
এখন বুঝেছি তোমারি করুণা
সে সব করুণাময়।
যে সব যাতনা অপরে দিয়েছে,
কিছু তার মনে নাই,
সে সকল ক্ষতি পূরণ হয়েছে
প্রভু মোর তব ঠাঁই।
কি তপস্যা ফলে তোমারে পেয়েছি
আমি যে অধম নর,
থাক তবে প্রাণে রাখ তব পদে
যাচিছে যুড়িয়া কর।

জীবনের আর একটী বৎসর চলিয়া গেল। এই বৎসর আমি কোথায় ছিলাম, আলোকের রাজ্যে কি তামসী নিশার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ? এই সময়ে আমি কি করিয়াছি ? কি ভাবের দ্বারা আমার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পরিচালিত করিয়াছি ? আমার চিন্তার গতি কোন্ দিকে ছিল ? আমার প্রতি কার্য্যের অভ্যন্তরে কি উদারতা, প্রেম ও ন্যায়পরায়ণতার আভাস ছিল ?

আমি যে সকল কার্য্য করিয়াছি তাহা কি ন্যায়ানুমোদিত ? আমি যে সকল ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা কি সাধুতা পরিপূর্ণ ছিল ? আমার উদ্দেশ্যসমূহ কি সদ্ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল ? আমার প্রত্যেক বাক্য কি সত্যানুযায়ী ছিল ? আমি প্রত্যেক কার্য্য কি কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে সাধন করিয়াছি ? হে ঈশ্বর, তুমি আমার হৃদয় জান, আমাকেও তাহা জানিতে দাও। তুমি যে নীতিসূত্রসমূহ আমার অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছ, আমি তদ্দ্বারা আমার জীবনের বিগতবর্ষের ঘটনাবলী পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তুমি আমার সহায় হও। আমাকে দেখাইয়া দাও, আমি কি করিয়াছি যাহা করা উচিত ছিলনা, এবং কি করি নাই যাহা করা উচিত ছিল। দেখাইয়া দাও, কি চিন্তা আমি, হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি, যাহা পোষণ করা উচিত ছিলনা, আর কি বিষয়ে চিন্তা করি নাই যাহা হৃদয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তা করা উচিত ছিল। আমি জীবনের আর একটী বর্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। এই বর্ষ আমার নিকট কি আনয়ন করিবে ? অদ্যই আমার জীবনে কি ঘটিবে কে বলিতে পারে ? পরমুহূর্ত্তেই বা কি

ঘটিবে কে বলিয়া দিবে? এইমুহূর্ত্ত হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমার চক্ষে গাঢ় তামসে আচ্ছন্ন। কি দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভবিষ্যতের মুখ আবৃত রহিয়াছে! হে সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর, তুমি নিত্য আলোকের রাজ্যে বাস করিতেছ, তোমার চক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান। তবে বল পিতা, তোমা ভিন্ন আর কাহাকে আমি আমার জীবনের নেতৃত্বে বরণ করিব? কে আর আমাকে রক্ষা করিবে? তোমার চরণে যে আত্মসমর্পণ করে, তুমি তাহার জীবনকে সুপথে পরিচালিত করিয়া থাক, এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আমি আমার জীবনকে পরিচালিত করিব। হে দৃষ্টিমনের অগোচর পরমেশ্বর, আমি প্রতিদিন আমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য করিবার সময় তোমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিব। আশীর্ব্বাদ কর ঈশ্বর, আমি যেন তোমাতে জীবন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যেন তোমাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করি। এই বিশ্বাস হৃদয়ে রাখিয়া আমি জীবনকে নিয়মিত করিব, যে তোমার আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত সংসারের সকল সুখকে বিসর্জ্জন করা যতপ্রকারে আপনাকে সাময়িক সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারা যায়, ততপ্রকারে আত্মত্যাগ করা, আমার পক্ষে একমাত্র শ্রেয়ঃ। আমি জীবনের প্রতিক্ষণ তোমার সত্তা উপলব্ধি করিব। তুমি আমার সহায় হও।